কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

প্রগতি প্রকাশন

মস্কো

সূচি

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি (১)

১৮৮৪ সালের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

নিচের অনুচ্ছেদগুলি এক দিক দিয়ে একটি অর্পিত দায়িত্ব পালনেরই ফলশ্রুতি। পরিকল্পনাটি ছিল স্বয়ং কার্ল মার্কসের, আর কারও নয়; তিনি তাঁর নিজের — বলা যেতে পারে আমাদের দুজনের পর্যালোচিত ইতিহাসের বস্তুবাদী শিক্ষার অনুষঙ্গে মর্গানের গবেষণার ফলগুলি বিবৃত করতে এবং এভাবে তার সামগ্রিক তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কারণ, মর্গান তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে আমেরিকায় ইতিহাসের সেই একই বস্তুবাদী ধারণা পুনরাবিষ্কার করেন, যা মার্কস চল্লিশ বছর আগেই আবিষ্কার করেছিলেন, এবং বর্বরতা ও সভ্যতার তুলনামূলক বিচারে ঐ ধারণা থেকে তিনি প্রধান প্রধান বিষয়ে মার্কসেরই সমসিদ্ধান্তে পৌঁছন। এবং ঠিক যেমন জার্মানির সরকারঘেঁষা অর্থনীতিজ্ঞরা বহু বছর ধরে 'পুঁজি' গ্রন্থ থেকে প্রবল আগ্রহে কুম্ভিলকবৃত্তি করে তা ক্রমাগত অবগোপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন তেমনি ইংলন্ডের 'প্রাগেতিহাস' সংক্রান্ত বিজ্ঞানের প্রবক্তরাও মর্গানের রচিত 'প্রাচীন সমাজ'* সম্পর্কে তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। আমার প্রয়াত বন্ধুর অসমাপ্ত কাজের স্থলবর্তী হিসেবে এই রচনাটি অকিঞ্চিৎকর প্রমাণিত হতে

---

* 'Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization'. By Lewis H. Morgan. London, Macmillan and Co., 1877. গ্রন্থটি আমেরিকায় মুদ্রিত এবং লন্ডনে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। লেখক কয়েক বছর আগে লোকান্তরিত হয়েছেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

পারে। তবে মর্গান থেকে মার্কসের বিস্তৃত উদ্ধৃতিগুলির* মধ্যে তাঁর সমালোচনামূলক মন্তব্যগুলি আমার হাতে আছে এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রেই আমি সেগুলি পুনরুদ্ধৃত করেছি।

বস্তুবাদী প্রত্যয় অনুযায়ী, শেষ বিচারে প্রত্যক্ষ জীবনের উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনই ইতিহাসের নির্ধারক নিমিত্ত। কিন্তু আবার এর নিজস্ব প্রকৃতিও দ্বিবিধ। এর একদিকে জীবনধারণের উপকরণ — খাদ্য, পরিধেয় ও আশ্রয়, এবং এজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদন; অপরদিকে খোদ মানুষের উৎপাদন, প্রজাতির প্রসারসাধন। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগের, একটি বিশেষ দেশের মানুষ যে যে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বসবাস করে, একদিকে শ্রমের বিকাশের স্তর, অপরদিকে পরিবারের বিকাশের স্তর — সেগুলি এই দ্বিবিধ উৎপাদনের শর্তাধীন। শ্রমের বিকাশ যত কম হয়, উৎপন্নের পরিমাণ এবং সেহেতু সমাজের সম্পদ যত সীমাবদ্ধ থাকে, গোত্রীয় সম্পর্কের উপর সমাজব্যবস্থার নির্ভরশীলতা ততই প্রকটিত হয়। তথাপি গোত্রীয় বন্ধনের ভিত্তিতে গঠিত এই সমাজকাঠামোর মধ্যে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়; বৃদ্ধি পায় আনুষঙ্গিক ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিনিময়, সম্পদের অসাম্য, পরের শ্রমশক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং ফলত শ্রেণীবিরোধের ভিত্তি: নবজাত সামাজিক উপাদানগুলি কয়েক পুরুষ ধরে পুরাতন সমাজব্যবস্থাকে নতুন অবস্থাগুলির সঙ্গে অভিযোজনের চেষ্টা করে, শেষ অবধি, যতদিন না উভয়ের এই অসঙ্গতি থেকে আসে পরিপূর্ণ উলট-পালট। গোত্রীয় বন্ধনভিত্তিক পুরাতন সমাজ নবজাত সামাজিক শ্রেণীগুলির সংঘাতে বিদীর্ণ হয়; তার স্থলবর্তী হয় রাষ্ট্রের আকারে সংগঠিত এক নতুন সমাজ — এখানে আর গোত্রীয় বন্ধনভিত্তিক গোষ্ঠী নয় আঞ্চলিক গোষ্ঠীই নিম্নতন একক, — যে সমাজে পারিবারিক প্রথা পুরোপুরি মালিকানা প্রথার অধীন, এবং যে সমাজে এযাবৎকার সমগ্র **লিখিত** ইতিহাসের মর্মবস্তু শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রাম অতঃপর অবাধে বিকশিত হতে থাকে।

আমাদের লিখিত ইতিহাসের এই প্রাগৈতিহাসিক ভিত্তির মূল

---

* **ক.** মার্কস, 'লুইস গ. মর্গানের '**প্রাচীন সমাজ' বইয়ের সংক্ষিপ্ত** বিবরণ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার ও পুনরুদ্ধার এবং উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের গোত্রীয় বন্ধনের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও জার্মান ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অদ্যাবধি দুর্বোধ্য ধাঁধার চাবিকাঠির সন্ধানলাভ — মর্গানের মহৎ কৃতিত্ব। তাঁর গ্রন্থটি একদিনের রচনা নয়। প্রায় চল্লিশ বছর তাঁর বিষয়বস্তুর সঙ্গে যুঝে যুঝে শেষ পর্যন্ত তিনি সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন। এজন্যই তাঁর রচনা আমাদের কালের যুগান্তকারী অল্প কয়েকটি গ্রন্থের অন্যতম।

বর্তমান রচনার কোন উপাদানগুলি মর্গান থেকে গৃহীত এবং কোনগুলি আমার নিজস্ব, পাঠক মোটামুটি সহজেই তা অনুমান করতে পারবেন। গ্রীস ও রোমের ইতিহাস সম্পর্কিত অংশে আমি মর্গানের তথ্যে আবদ্ধ থাকি নি, পরন্তু আমার জানা তথ্যও যোগ করেছি। কেল্ট ও জার্মানদের সম্পর্কিত অংশগুলি মুখ্যত আমার নিজের; এক্ষেত্রে মর্গানের অবলম্বন ছিল প্রায় একান্তই পরের হাত-ফেরতা তথ্যাদি এবং জার্মানদের সম্পর্কে ট্যাসিটাসের রচনা বাদ দিলে তিনি শুধুমাত্র মিঃ ফ্রিম্যানের নিম্নমান উদারনৈতিক অপব্যাখ্যার উপরই নির্ভর করেছিলেন। যেসব অর্থনৈতিক যুক্তি মর্গানের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু আমার পক্ষে একেবারেই অনুপযোগী ছিল সেগুলি আমি নবপর্যায়ে উপস্থাপিত করেছি। এবং সর্বশেষে, যেখানে মর্গানকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ধৃত করা হয় নি, বলা বাহুল্য, সেসব সিদ্ধান্তের জন্য আমিই দায়ী।

রচনাকাল: আনুমানিক ২৬ মে, ১৮৮৪

নিম্নোক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত: F. Engels. 'Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats.' Hottingen-Zürich, 1884

১৮৮৪ সালের সংস্করণের সঙ্গে মেলানো ১৮৯১ সালের সংস্করণের পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত

মূল রচনা জার্মান ভাষায়

১৮৯১ সালের চতুর্থ জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

আদি পরিবারের ইতিহাস প্রসঙ্গে
(বাখোফেন, ম্যাক-লেনান, মর্গান)

এই রচনার পূর্ববর্তী বহুমুদ্রিত সংস্করণগুলি প্রায় ছয় মাস হল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং অনেক দিন হল প্রকাশক* আমাকে একটি নতুন সংস্করণ তৈরির অনুরোধ করেছেন। অধিকতর জরুরী কাজের জন্য এযাবৎ আমি তা করতে পারি নি। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর সাত বছর কেটে গিয়েছে এবং এসময়ে পরিবারের আদি রূপগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। সংশোধন ও পরিবর্ধনের কাজে অধ্যবসায়ের সঙ্গে হাত দেওয়া দরকার ছিল, বিশেষ করে এই জন্য যে, বর্তমান রচনাটির স্টিরিও-মুদ্রণের যে প্রস্তাব রয়েছে তাতে আরও কিছু পরিবর্তন আমার পক্ষে কিছুকালের মতো সম্ভব হবে না।

এজন্য আমি সমস্ত রচনাটি সযত্নে পরীক্ষা করেছি এবং কতকগুলি তথ্য সংযোজন করেছি এবং তাতে বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বলেই আমার আশা। অধিকন্তু, বর্তমান ভূমিকায় বাখোফেন থেকে মর্গান পর্যন্ত পরিবারের ইতিহাসের ক্রমপরিণতির এক সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আমি দিয়েছি মূলত এজন্য যে, প্রাগেতিহাস বিষয়ক জাতিদম্ভ-আক্রান্ত ইংরেজ পণ্ডিতরা আদিম সমাজের ইতিহাসের ধারণায় বিপ্লব সৃষ্টিকারী মর্গানের আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে নীরব থেকে এগুলির হননে সর্বথা সচেষ্ট, যদিও এই আবিষ্কারের ফলগুলি আত্মসাৎ করতে তাঁরা একটুও দ্বিধান্বিত নন। অপরাপর দেশেও এই ইংরেজী দৃষ্টান্ত প্রায়শই অনুসৃত হচ্ছে।

আমার রচনাটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রথমত ইতালীয় ভাষায়: 'L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato', versione riveduta dall'autore, di Pasquale Martignetti; Benevento, 1885. তারপর রুমানীয় ভাষায়: 'Origina familiei, proprietatei private şi a statui', traducere de Joan Nadejde, ইয়াস্‌সি

* ই. ডিট্‌স। — সম্পাঃ

শহরের *Contemporanul* (২) পত্রিকায়, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ থেকে মে, ১৮৮৬। অতঃপর ডেনিশ ভাষায়: 'Familjens, Privatejendommens og Statens Oprindelse'. Dansk, af Forfatteren gennemgaact Udgave, besörget af Gerson Trier, Köbenhavn, 1888. বর্তমান জার্মান সংস্করণ থেকে আঁরি রাভে কর্তৃক একটি ফরাসী অনুবাদও যন্ত্রস্থ আছে।

* * *

সপ্তম দশকের আগে পর্যন্ত পরিবারের ইতিহাস বলতে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। এক্ষেত্রে ইতিহাস বিষয়ক বিজ্ঞান তখনও সম্পূর্ণভাবে মোজেসের পঞ্চপুস্তকের প্রভাবাধীন। পরিবারের পিতৃপ্রধান রূপ যা ওখানে অন্য যেকোনো বইয়ের চাইতে বিশদভাবে বিবৃত তাকেই শুধু যে বিনা বাক্যব্যয়ে পরিবারের প্রাচীনতম রূপ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল তাই নয়, বহুগামিতা বাদ দিয়ে একেই বর্তমান কালের বুর্জোয়া পরিবারের সমার্থবাচক ধরা হয়েছিল, — যেন পরিবারের ক্ষেত্রে আদৌ কোনো ঐতিহাসিক বিকাশ ঘটে নি। বড়জোর আদিকালে নির্বিচার যৌনসম্পর্কের একটি যুগের সম্ভাব্য অস্তিত্বটুকুই শুধু স্বীকার করা হত। একথা সত্যি যে, একগামিতা ছাড়াও প্রাচ্যের বহুগামিতা এবং ভারত-তিব্বতীয় বহুভর্তৃক প্রথাও জানা ছিল; কিন্তু এই তিনটি রূপকে কোনো ঐতিহাসিক পরম্পরায় সাজানো যায় নি এবং এগুলি পাশাপাশি পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবেই উপস্থিত ছিল। প্রাচীনকালের কোনো কোনো জনসমষ্টির মধ্যে এবং এখনও বর্তমান কোনো কোনো বন্য জাতির মধ্যে বংশপর্যায় পিতৃ পরিবর্তে মাতৃ অনুসারী এবং সেজন্য মাতৃধারাই একমাত্র বৈধ বিবেচিত; বর্তমানের অনেক জাতির অভ্যন্তরস্থ নির্দিষ্ট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ (গোষ্ঠীগুলি তখনও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হয় নি) এবং প্রথাটি পৃথিবীর সর্বত্রই সহজদৃষ্ট; ইত্যাকার ঘটনাগুলি অবশ্য জানা ছিল এবং প্রতিদিন নতুন নতুন দৃষ্টান্তাবলীও উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিল। কিন্তু ঐগুলির যথাযথ প্রয়োগ কেউ জানত না এবং এমন কি এডুয়ার্ড টাইলর 'মানবসমাজের আদি ইতিহাস ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের গবেষণা'

(১৮৬৫) রচনায় কোনো কোনো বন্য জাতির মধ্যে জ্বলন্ত কাঠকে লোহার হাতিয়ার দিয়ে ছোঁয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এবং অনুরূপ সব ধর্মীয় ছাইপাঁশের সঙ্গে একত্রে নিতান্ত এক 'অদ্ভুত প্রথা' হিসেবই এগুলি বিবেচিত হয়েছে।

১৮৬১ সালে বাখোফেনের 'মাতৃ-অধিকার' প্রকাশিত হবার পর থেকেই পরিবারের ইতিহাসের চর্চা শুরু হয়েছে। গ্রন্থকার এই রচনায় নিম্নলিখিত প্রতিপাদ্যগুলি উপস্থাপিত করেছেন: ১। শুরুতে মানবসমাজ নির্বিচার যৌনসম্পর্কের মধ্যে বসবাস করত, গ্রন্থকর্তা দুর্ভাগ্যক্রমে যার নামকরণ করেছেন 'হেটায়ারিজম' (উপপত্নী প্রথা বা সমষ্টিগত বিবাহ); ২। এই নির্বিচার যৌনসম্পর্কের প্রেক্ষিতে সঠিক পিতৃত্বের পূর্ণ অনিশ্চয়তা বিধায় বংশধারা কেবল নারীর দিক থেকে — মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী — স্থিরীকৃত হত, এবং আদিতে প্রাচীনকালের সমস্ত জাতির মধ্যেই তা বিরাজিত ছিল; ৩। ফলত মাতা ও পরবর্তী পুরুষের একমাত্র সঠিক নির্ধারণযোগ্যা জনয়িত্রী বিধায় মাতা রূপে নারীদের উপর উচ্চ মর্যাদা ও শ্রদ্ধা আরোপিত হত এবং বাখোফেনের ধারণা অনুযায়ী নারীতন্ত্র (gynecocracy) এরই ফলশ্রুতি; ৪। নারী যখন নিছক একটি পুরুষেরই উপভোগ্যা, সেই একগামিতায় উত্তরণের অর্থ একটি আদিম ধর্মীয় নির্দেশ লঙ্ঘন (অর্থাৎ বাস্তবক্ষেত্রে ঐ একই নারীর উপর অন্যান্য পুরুষের চিরাচরিত প্রাচীন অধিকারের লঙ্ঘন), এই লঙ্ঘনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হত অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নারীটিকে অপরের কাছে সমর্পণের মূল্যে এই লঙ্ঘনের স্বীকৃতি আদায় করা হত।

বাখোফেন এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন পেয়েছেন প্রাচীনকালের চিরায়ত সাহিত্য থেকে অপরিসীম পরিশ্রমে আহৃত অসংখ্য উদ্ধৃতি থেকে। তাঁর মতে 'হেট্রায়ারিজম' থেকে একগামিতার এবং মাতৃ-অধিকার থেকে পিতৃ-অধিকারের উত্তরণ ঘটেছে, বিশেষত গ্রীকদের মধ্যে, ধর্মীয় ধারণাগুলির ক্রমবিকাশের ফলে, পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিস্বরূপ প্রচলিত প্রাচীন দেবতামণ্ডলীর মধ্যে নতুন ধারণার প্রতিনিধি নতুন দেবতাদের প্রবেশের ফলে, যেজন্য নবীনদের দ্বারা প্রাচীনরা ক্রমে ক্রমে অপসারিত হয়েছে। অর্থাৎ বাখোফেনের মতে মানুষ যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে বসবাস করে তার বিকাশ নয়, পরন্তু সেই মানুষের মনে এই জীবনাবস্থার ধর্মীয় প্রতিফলনই নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সামাজিক অবস্থানের ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তদনুসারে

বাখোফেনের আলোচনায় এস্কাইলাস রচিত 'ওরেস্টিয়া' ক্ষয়িষ্ণু মাতৃ-অধিকার এবং বীরযুগের উদীয়মান ও বিজয়ী পিতৃ-অধিকারের মধ্যে সংগ্রামের নাট্যরূপ হিসেবেই উল্লিখিত। ক্লাইটেম্নেস্ট্রা তাঁর প্রেমিক এজিস্থাসের জন্য ট্রয় যুদ্ধ (৩) থেকে সদ্য-প্রত্যাগত স্বামী আগামেম্ননকে হত্যা করলেন; কিন্তু আগামেম্ননের ঔরসে তাঁর পুত্র ওরেস্ট মাকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল। এজন্য মাতৃ-অধিকারের দানবীয় রক্ষিণী ইরিনিয়ারা তার পশ্চাদ্ধাবন করল, কারণ মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী মাতৃহত্যাই ঘৃণ্যতম পাপ, এর কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু অ্যাপোলো যিনি দৈববাণী মারফত ওরেস্টকে এই কাজে প্রবৃত্ত করেছিলেন এবং এথেনা, যাঁকে মধ্যস্থ হতে বলা হল, এই দেবতাদ্বয় এখানে পিতৃ-অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন ব্যবস্থার প্রতিনিধি — এ'রাই ওরেস্টকে রক্ষা করলেন। এথেনা উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনলেন। ওরেস্ট ও ইরিনিয়াদের সেই বিতর্কেই প্রকটিত হয়েছে সমগ্র মতবিরোধের সারসংক্ষেপ। ওরেস্ট ঘোষণা করে যে, ক্লাইটেম্নেস্ট্রা দ্বিবিধ পাপে পাপী — তিনি নিজের স্বামীকে এবং সেসঙ্গেই তার পিতাকে হত্যা করেছেন। অতএব কেন ইরিনিয়ারা অধিকতর অপরাধী ক্লাইটেম্নেস্ট্রার বদলে তাকে নিপীড়িত করছে? উত্তরটি চমকপ্রদ:

'যারে সে করেছে হত্যা সেই স্বামীর সাথে **ছিল নাকো রক্তের সম্পর্ক**।'

রক্তের সম্পর্কহীন কোনো পুরুষ যদি হত্যাকারিণীর স্বামীও হয় তাহলেও সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আছে এবং সেটি ইরিনিয়াদের দেখবার বিষয় নয়। শুধু রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধদের মধ্যে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া তাদের কাজ। এই ধরনের হত্যার মধ্যে মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী মাতৃহত্যাই ঘৃণ্যতম। অ্যাপোলো ওরেস্টের পক্ষ নিয়ে হস্তক্ষেপ করলেন। এথেনা এথেন্সের জুরী — এরিওপেগোইটিসদের এই প্রশ্নে ভোট দিতে বললেন। বেকসুর খালাস ও শাস্তির পক্ষে ভোট সমান সমান হল। তখন এথেনা বিচারের সভানেত্রী হিসেবে ওরেস্টের পক্ষে তাঁর ভোট দিয়ে তাকে মুক্ত করলেন। মাতৃ-অধিকারের উপর পিতৃ-অধিকার বিজয়ী হল। ইরিনিয়ারা নিজেই যাঁদের আখ্যা দিয়েছিল 'ছোটপক্ষের দেবতা' — তাঁরাই ইরিনিয়াদের

হারিয়ে দিলেন এবং ইরিনিয়ারা শেষ পর্যন্ত নববিধানের অধীনে নতুনতর পদ গ্রহণে রাজী হল।

'ওরেস্টিয়া'র এই নতুন কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভুল ব্যাখ্যাটি সমগ্র রচনার শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম একটি অংশ, অথচ সেইসঙ্গে দেখা যায় যে, বাখোফেন নিজেই ইরিনিয়া, অ্যাপোলো ও এথেনাকে বিশ্বাস করছেন, যা এস্কাইলাসের তৎকালীন বিশ্বাসের তুলনায় অন্তত কিছুমাত্র কম নয়; বস্তুত তিনি বিশ্বাস করেন যে, গ্রীসের বীরযুগে এঁরাই মাতৃ-অধিকারকে অপসারিত করে পিতৃ-অধিকার প্রতিষ্ঠার আশ্চর্য যাদু ঘটিয়েছিলেন। স্পষ্টত, যে ধারণায় ধর্মই বিশ্ব-ইতিহাসের চূড়ান্ত কারিকাশক্তি, নিছক অতীন্দ্রিয়বাদেই তার অনিবার্য শেষ পরিণতি। এজন্যই বাখোফেনের স্থূলকায় গ্রন্থটি পাঠ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং মোটেই সর্বদা উপযোগী নয়। কিন্তু এতে পথিকৃৎ হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব একটুও ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ নির্বিচার যৌনসম্পর্কের একটা অজানা আদিম অবস্থা সম্বন্ধে প্রচলিত ফাঁকা বুলির জায়গায় তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ উপস্থিত করেন যে, গ্রীক ও এশিয়াবাসীদের মধ্যে একগামিতার আগে সত্যসত্যই সেরূপ একটি অবস্থা ছিল যখন প্রতিষ্ঠিত কোনো রীতি লঙ্ঘন না করেও শুধু যে একটি পুরুষ বহু নারীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক রাখত তাই নয়, পরন্তু একজন নারীও বহু পুরুষের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক রাখতে পারত — যে অবস্থার বহু চিহ্ন প্রাচীন চিরায়ত সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে; নারীরা যে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে, সীমিত বাধ্যবাধকতায় অপর পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণের মূল্যে একপতিপত্নিত্বের অধিকার ক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল তন্মধ্যে নিজের চিহ্ন না রেখে প্রথাটি লুপ্ত হয় নি; তাই প্রথমে শুধুমাত্র নারী থেকে, মাতৃ ধারা অনুযায়ীই বংশপরম্পরার হিসাব নির্ধারিত হত; এবং এভাবে নারী বংশপরম্পরার বিশেষ তাৎপর্য একগামিতার যুগেও বেশ কিছুকাল বজায় ছিল যখন পিতৃত্ব সুনিশ্চিত অথবা অন্তত স্বীকৃত; এবং সন্তানসন্ততির একমাত্র সুনিশ্চিত জনয়িত্রী হিসেবে মায়ের এই আদি প্রতিষ্ঠার ফলে মাতা এবং সাধারণভাবে নারীর জন্য এমন একটি উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত ছিল, যা পরবর্তী যুগে তাঁরা আর পান নি। বাখোফেন অবশ্য এই প্রতিপাদ্যগুলি এতটা পরিষ্কার করে ব্যক্ত করেন নি — তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে ব্যাহত করেছে। কিন্তু তিনি

প্রমাণ করেছেন যে, এই প্রতিপাদ্যগুলি নির্ভুল এবং ১৮৬১ সালে এর তাৎপর্য ছিল সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক।

বাখোফেনের বিরাট গ্রন্থটি জার্মান ভাষায়, অর্থাৎ এমন একটি জাতির ভাষায় লিখিত হয়েছিল, যারা বর্তমান পরিবারের প্রাগৈতিহাসিক বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তৎকালে অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক কম আগ্রহী ছিল। তাই তিনি অজ্ঞাতই থেকে গেলেন। তাঁর অব্যবহিত উত্তরসূরী ১৮৬৫ সালে একই ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন, যিনি কখনও বাখোফেনের নাম পর্যন্ত শোনেন নি।

এই উত্তরসূরী জে. এফ. ম্যাক-লেনান তাঁর পূর্বসূরীর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। প্রতিভাশালী অতীন্দ্রিয়বাদীর জায়গায় আমরা পাই একজন কাটখোট্টা আইনজীবীকে: উচ্ছ্বসিত কাব্যকল্পনার জায়গায় যেন মামলারত আদালতে উকিলের সুবিবেচিত যুক্তি শুনি। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বহু বন্য, বর্বর, এমন কি সভ্য জাতির মধ্যে ম্যাক-লেনান বিবাহের একটি প্রথার সন্ধান পান যাতে পাত্র একাকী অথবা সবান্ধবে পাত্রীকে তার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে হরণ করার ভান করে। প্রথাটি নিশ্চয়ই কোনো পূর্ববর্তী প্রথার লুপ্তাবশেষ, যখন এক উপজাতির লোকেরা অন্য উপজাতি থেকে সত্যসত্যই বলপূর্বক হরণ করে স্ত্রী সংগ্রহ করত। কেমন করে এই 'রাক্ষস বিবাহ' প্রথা হল? যতদিন পুরুষেরা নিজ উপজাতির মধ্যে যথেষ্টসংখ্যক নারী পেত, ততদিন এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে কিছু কিছু দল আছে (১৮৬৫ সালেও এই গোষ্ঠীগুলিকে প্রায়ই উপজাতির সঙ্গে এক করে দেখা হত) যেখানে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ, ফলত পুরুষেরা স্ত্রী এবং নারীরা স্বামী ভিন্ন দল থেকে সংগ্রহ করতে বাধ্য হত; আবার কোথাও কোথাও প্রথানুযায়ী একটি বিশেষ দলের পুরুষেরা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সংগ্রহে বাধ্য ছিল। ম্যাক-লেনান প্রথম ধরনের দলকে বহির্বৈবাহিক (exogamous) এবং দ্বিতীয়টিকে অন্তর্বৈবাহিক (endogamous) আখ্যা দেন এবং নির্বিচারে বহির্বৈবাহিক ও অন্তর্বৈবাহিক 'উপজাতি'র মধ্যে একটা অনড় বৈপরীত্য বিধিবদ্ধ করেন। এবং যদিও বহির্বিবাহ সম্পর্কিত নিজস্ব গবেষণার ফলে এই সত্যটি তাঁর চোখের সামনেই ফুটে ওঠে যে, অধিকাংশ, বা সব ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এই বৈপরীত্যটি শুধু তাঁর কল্পনাতেই অবস্থিত, তবুও এর ভিত্তিতেই তিনি

তাঁর সমগ্র মতবাদটি গড়ে তোলেন। তদনুসারে বহির্বৈবাহিক উপজাতিরা কেবলমাত্র অন্যান্য উপজাতি থেকেই তাদের স্ত্রী সংগ্রহ করতে পারে; এবং তাঁর ধারণানুসারে বন্য অবস্থার বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত আন্তঃউপজাতীয় স্থায়ী যুদ্ধাবস্থার প্রেক্ষিতে কাজটি কেবলমাত্র বলপূর্বক হরণ মাধ্যমেই সম্ভব।

ম্যাক-লেনান তারপর প্রশ্ন করছেন: কোথা থেকে এই বহির্বিবাহ প্রথা এল? রক্তবন্ধন ও অজাচারের ধারণাগুলির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ এগুলি অনেক পরেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কন্যা-সন্তানদের মেরে ফেলার যে প্রথাটি বন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে এর যোগাযোগ থাকা সম্ভব। এই প্রথার ফলে প্রত্যেকটি উপজাতিতে পুরুষের সংখ্যাধিক্য ঘটল, যার অবশ্যম্ভাবী ও অব্যবহিত ফল এক নারীর উপর একাধিক পুরুষের দখল — বহুভর্তৃক প্রথা। ফলত একটি শিশুর মাতৃপরিচয় জানা যেত, কিন্তু পিতৃপরিচয় নয়, তাই এই কুলপঞ্জী হত পুরুষবর্জিত এবং নারী অনুসারী। এই হল মাতৃ-অধিকার। এবং একটি উপজাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের ঘাটতির অন্যতর ফল (বহুভর্তৃক প্রথা দিয়ে এই অভাব উপশম হয়, দূর হয় না) অন্যান্য উপজাতি থেকে নিয়মিতভাবে বলপূর্বক নারী অপহরণ।

'যেহেতু বহির্বৈবাহিক প্রথা ও বহুভর্তৃক প্রথা উভয়েরই কারণ একটি — নারী-পুরুষের সংখ্যায় অসামঞ্জস্য — তাই **সমস্ত বহির্বৈবাহিক জাতিগুলিকে আদিতে বহুভর্তৃক** বলে গণ্য করতে আমরা বাধ্য... অতএব কোনো তর্কের অবকাশ না রেখেই আমরা বলতে পারি যে, বহির্বৈবাহিক জাতিগুলির মধ্যে প্রথম গোত্রব্যবস্থা ছিল সেইটে, যাতে শুধুমাত্র মায়ের রক্তসম্পর্কই স্বীকৃত ছিল' (ম্যাক-লেনান, 'প্রাচীন ইতিহাসের রূপরেখা', ১৮৮৬। 'আদিম বিবাহ', ১২৪ পৃঃ)।

ম্যাক-লেনান কথিত বহির্বৈবাহিক প্রথার ব্যাপক প্রচলন ও প্রভূত গুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্যেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব নিহিত। বহির্বিবাহ দলের অস্তিত্ব মোটেই তাঁর **আবিষ্কার** নয়, আর তিনি তা বুঝেছেন আরও কম। অনেক পর্যবেক্ষকের পূর্বতন বিচ্ছিন্ন যেসব মন্তব্য থেকে ম্যাক-লেনান তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাদের কথা বাদ দিলেও তাঁর

উদ্ধৃত লেথামের ('বর্ণনামূলক নৃকুলতত্ত্ব', ১৮৫৯) অংশটি অবশ্য উ
যেখানে লেথাম যথাযথ ও নির্ভুলভাবে ভারতবর্ষের মাগারদের মধ্যে
প্রথার বিবরণ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, এটি সাধারণভাবে প্রচলি
পৃথিবীর সব মহাদেশেই সহজদৃষ্ট। এমন কি আমাদের মর্গানও ১
সালেই (*American Review* পত্রিকায় প্রকাশিত) ইরকোয়াসদের সম্প
পত্রাবলীতে এবং ১৮৫১ সালে লেখা 'ইরকোয়াসদের লীগ'এ প্রমাণ
যে, উপজাতিগুলির এই গোষ্ঠীর মধ্যেও প্রথাটি চালু ছিল এবং নির্ভুল
এর বিবরণ দেন অথচ পরে দেখা যাবে, ম্যাক-লেনানের উকিলসুলভ মনো
এই বিষয়টিকে যতটা তালগোল পাকিয়েছিল, মাতৃ-অধিকারের
বাখোফেনের অতীন্দ্রিয়বাদী কল্পনাও ততটা পারে নি। এটিও ম্যাক-লেন
কৃতিত্ব যে, তিনি মাতৃ-অধিকার অনুসারী বংশগণনাকেই আদিতর
মেনেছিলেন, যদিও তিনি পরে এক্ষেত্রে বাখোফেনের অগ্রাধিকার স্বী
করেন। কিন্তু এখানেও তিনি মোটেই স্পষ্ট নন; তিনি ক্রমাগত '
নারীধারা অনুসারী আত্মীয়তা'র (Kinship through females o
কথা বলেন এবং পূর্বপর্যায়ে নির্ভুল এই আখ্যাটিকে বিকাশের পর
স্তরেও বরাবর প্রয়োগ করেছেন, যখন বংশপরম্পরা ও উত্তরাধিকার পূর্ণম
নারীধারা অনুসারে নির্ধারিত হলেও পুরুষধারা থেকেও আত্মীয়তা স্বী
ও ব্যক্ত হত। এই হচ্ছে আইনজীবীর গণ্ডীবদ্ধতা যিনি নিজের মনে এ
অনড় আইনী সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন এবং যে পরিস্থিতিতে তা ইতি
অচল হয়ে গেছে সেই পরিস্থিতিতেও তার অটুট প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে

যুক্তিযুক্ত বলে শোনালেও স্পষ্টতই ম্যাক-লেনানের তত্ত্ব তাঁর নি
কাছেও খুব যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হয় নি। অন্ততপক্ষে তিনি নিজেই
ঘটনায় আশ্চর্য হয়েছেন:

'লক্ষ্য করা গেছে যে,' (ভান করে) 'হরণের রীতি এখন সর্বাধিক সুচিহ্
প্রতীয়মান শুধু সেইসব জাতির মধ্যে যেখানে আত্মীয়তার ক্ষেত্রে **পুরুষধারার অনু
বিরাজ করছে**' (১৪০ পৃঃ)।

পুনরপি:

'এটি খুব আশ্চর্যজনক যে, যেখানে বহির্বৈবাহিক প্রথা এবং আত্মীয়তার আ

রূপ পাশাপাশি বর্তমান সেখানেও আমাদের জ্ঞানত আর শিশু হত্যার রীতি প্রচলিত নেই' (১৪৬ পৃঃ)।

এই দুটি ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ব্যাখ্যাকে ভুল প্রমাণ করে এবং তা কাটাবার জন্য তাঁকে নবতর, জটিলতর সব প্রকল্প দাঁড় করাতে হয়।

তাহলেও ইংলণ্ডে তাঁর তত্ত্বটি খুব প্রশংসিত হয় ও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে; সাধারণভাবে ম্যাক-লেনান সেদেশে পরিবারের ইতিহাসের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রামাণ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। বহির্বৈবাহিক ও অন্তর্বৈবাহিক 'উপজাতির' বৈপরীত্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের কিছু কিছু ব্যতিক্রম ও অদলবদল সত্ত্বেও তা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর সাধারণত স্বীকৃত ভিত্তি হিসেবেই টিকে থাকল এবং চোখে ঠুলির মতো অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে স্বাধীন পর্যালোচনা ও ফলত সুস্পষ্ট অগ্রগতিকে অসম্ভব করে তুলল। ম্যাক-লেনানকে নিয়ে বাড়াবাড়ি ইংলণ্ডে এবং ইংরেজী ফ্যাশনের অনুকরণে অন্যত্রও রেওয়াজ হয়ে উঠেছিল, তার প্রতিতুলনায় উল্লেখ করা কর্তব্য যে, পুরোপুরি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত বহির্বৈবাহিক ও অন্তর্বৈবাহিক 'উপজাতিগুলির' বৈপরীত্য দ্বারা তাঁর কৃত ক্ষতির পরিমাণ তাঁর গবেষণার সমগ্র সুফলের চেয়েও বেশি।

অচিরেই আরও অনেক তথ্য জানা গেল যেগুলি এই মতবাদের পরিপাটী কাঠামোর মধ্যে আর মোটেই অভিযোজ্য নয়। ম্যাক-লেনান বিবাহের তিনটি মাত্র রূপ জানতেন — বহুপত্নী প্রথা, বহুভর্তৃক প্রথা ও একপতিপত্নী প্রথা। কিন্তু একবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হবার পর এর সমর্থনে ক্রমেই অধিকতর প্রমাণ আবিষ্কার শুরু হল এবং দেখা গেল যে, অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে বিবাহের এমন পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল যাতে একদল পুরুষ সমষ্টিগতভাবে একদল নারীর স্বামিত্ব করত, এবং **লাবক** (তাঁর রচিত 'সভ্যতার উৎপত্তি', ১৮৭০) এই সমষ্টিগত বিবাহকে (Communal marriage) একটি ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকার করলেন।

এর অব্যবহিত পরেই ১৮৭১ সালে **মর্গান** তাঁর নতুন এবং বহুবিধ প্রামাণ্য তথ্যাদি নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, ইরকোয়াসদের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ ধরনের আত্মীয়তা বিধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং তা একটি

গোটা মহাদেশে পরিব্যাপ্ত, যদিও তাদের প্রচলিত দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন স্তরের আত্মীয়তার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ বিরোধ আছে। অতঃপর তিনি আমেরিকার ফেডারেল সরকারকে তাঁর রচিত প্রশ্নাবলি ও কয়েকটি সারণী সাহায্যে অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে প্রচলিত আত্মীয়তা বিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে রাজী করান এবং প্রাপ্ত জবাবগুলি থেকে তিনি আবিষ্কার করেন যে: ১। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের আত্মীয়তা বিধি এশিয়ায় বহু উপজাতির মধ্যে এবং কিছুটা পরিবর্তিত রূপে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াতেও প্রচলিত; ২। হাওয়াই এবং অন্যান্য অস্ট্রেলীয় দ্বীপগুলিতে বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় এক ধরনের সমষ্টি-বিবাহ থেকে এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা লাভ সম্ভব; এবং ৩। এই ধরনের বিবাহের পাশাপাশি একই দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত আত্মীয়তা বিধি কেবল প্রাচীনতর কিন্তু অধুনালুপ্ত এক ধরনের সমষ্টি-বিবাহ দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায়। সংগৃহীত তথ্য ও তাঁর সিদ্ধান্তগুলি একত্র করে তিনি ১৮৭১ সালে 'রক্তসম্পর্ক ও আত্মীয়তার প্রথাবলি' নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করে আলোচনাকে এক অসীম ব্যাপকতায় সম্প্রসারিত করেন। আত্মীয়তার প্রথাগুলি থেকে শুরু করে তিনি তাদের প্রতিষঙ্গী পরিবারগুলির কাঠামো পুনর্গঠিত করেন এবং এভাবে অনুসন্ধানের এক নতুন ধারা ও মানবজাতির প্রাগেতিহাসের সুদূরপ্রসারী এক পশ্চৎপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত করেন। এই পদ্ধতি সঠিক প্রতিপন্ন হলে ম্যাক-লেনানের পরিপাটি বিন্যাস হাওয়ায় মিলিয়ে যেত।

ম্যাক-লেনান তাঁর 'আদিম বিবাহ' ('প্রাচীন ইতিহাসের রূপরেখা', ১৮৭৬) নামক রচনার একটি নতুন সংস্করণে নিজের মতবাদ প্রতিপাদন করেন। তিনি নিজেই নিছক প্রকল্পের ভিত্তিতে কৃত্রিমভাবে পরিবারের ইতিহাস গড়ে তুলেছিলেন অথচ লাবক ও মর্গানের কাছে তিনি তাঁদের প্রত্যেকটি বক্তব্যের স্বপক্ষে শুধু প্রমাণই চান নি, দাবী করেছিলেন অকাট্য প্রমাণ, একমাত্র যে-ধরনের প্রমাণ স্কটল্যাণ্ডের আদালতে গ্রাহ্য। এবং তা চাইলেন এমন একটি ব্যক্তি যিনি জার্মানদের মধ্যে প্রচলিত মায়ের ভাই এবং বোনের ছেলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে (ট্যাসিটাস রচিত 'জার্মানিয়া', ২০ অনুচ্ছেদ), সিজারের উক্তি যে দশ-বারো জন ব্রিটন দল বেঁধে সাধারণ একদল স্ত্রী রাখত, তা থেকে, এবং বর্বরদের মধ্যে মেয়েদের

যৌথভর্তৃক প্রথা সম্পর্কে প্রাচীন লেখকদের অন্যান্য বক্তব্য থেকে নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত করে বসলেন যে, বহুভর্তৃক প্রথা এই সমস্ত জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল! মনে হয়, আমরা যেন বাদী পক্ষের উকিলের অভিযোগ শুনছি, নিজের মামলার পক্ষে সবরকম স্বাধীনতা নিতে যাঁর বাধে না, অথচ প্রতিবাদী পক্ষের উকিলের প্রতিটি কথার পিছনে যিনি অতি আনুষ্ঠানিক ও আইনত বৈধ প্রমাণই কেবল দাবী করেন।

সমষ্টি-বিবাহ একটি নিছক কল্পনা — একথা ঘোষণা করে তিনি বাখোফেন থেকেও অনেক পিছিয়ে গেছেন। তাঁর মতে মর্গানের আত্মীয়তা বিধি সামাজিক ভদ্রতারীতির বেশি কিছু নয়, এবং তা ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা ভিন্নগোত্রীয় — শ্বেতজাতির লোকদের 'ভ্রাতা' ও 'পিতা' সম্ভাষণে প্রমাণিত। একথার অর্থ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী শব্দগুলি যেন সম্ভাষণের ফাঁকা বুলিমাত্র, কারণ ক্যাথলিক ধর্মের পুরোহিত এবং প্রধানা সন্ন্যাসিনীদেরও পিতা এবং মাতা বলে সম্ভাষণ করা হয় এবং সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী এমন কি ফ্রিম্যাসন ও ইংলণ্ডের কারুজীবী ইউনিয়নের সভ্যরাও নিজেদের সভার ভাবগম্ভীর অধিবেশনে ভ্রাতা এবং ভগিনী বলে সম্ভাষিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ম্যাক-লেনানের আত্মপক্ষ সমর্থন শোচনীয়ভাবে দুর্বল ছিল।

একটি বিষয় অবশ্য বাকি ছিল, যেখানে ম্যাক-লেনান সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠে নি। তাঁর সমস্ত পদ্ধতিটি বহির্বৈবাহিক ও অন্তর্বৈবাহিক 'উপজাতিদের' যে বৈপরীত্যের উপর দাঁড়িয়েছিল সেটি তখনও অক্ষুণ্ণই ছিল না, এমন কি এটিকে সাধারণভাবে পরিবারের সমগ্র ইতিহাসের ভিত্তি বলেই গ্রহণ করা হয়েছিল। একথা স্বীকার করা হত যে, এই বৈপরীত্য ব্যাখ্যা করার জন্য ম্যাক-লেনানের প্রচেষ্টা যথোপযুক্ত নয় এবং তাঁর নিজের বর্ণিত তথ্যেরই তা বিরোধী; কিন্তু পরস্পরের একেবারে বিপরীতমুখী দুই ধরনের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র উপজাতির এই অস্তিত্ব, যাদের একটি পত্নী সংগ্রহ করত নিজেদের মধ্য থেকে অথচ অপরটির কাছে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল— এই বৈপরীত্য একেবারে তর্কাতীত বেদবাক্য হিসেবেই পরিগণিত হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জিরো-তেলোঁর 'পরিবারের উৎপত্তি' (১৮৭৪) এবং এমন কি লাবকের 'সভ্যতার উৎপত্তি' (৪র্থ সংস্করণ, ১৮৮২) তুলনীয়।

এখানেই মর্গানের মূল রচনা 'প্রাচীন সমাজ' (১৮৭৭) গ্রন্থের কথা

আসে, যার ভিত্তিতে বর্তমান পুস্তকটি লিখিত। মর্গানের ১৮৭১ সালের অস্পষ্ট অনুমানটি এখানে পরিপূর্ণ স্পষ্টতায় বিকশিত। এখানে বহির্বিবাহ আর অন্তর্বিবাহের বৈপরীত্য অনুপস্থিত; অদ্যাবধি কোথাও কোনো বহির্বৈবাহিক 'উপজাতি' আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু যে সময়ে সমষ্টি-বিবাহ প্রচলিত ছিল — এবং খুব সম্ভবত সর্বত্রই কোনো না কোনো সময় এটি ছিল — তখন উপজাতি গড়ে উঠত মাতৃরক্তে সম্পর্কিত কয়েকটি দল, গোত্র (gentes) নিয়ে, যেখানে অভ্যন্তরে বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল; ফলে যদিও গোত্রের লোকেরা নিজেদের উপজাতির মধ্য থেকেই পত্নী সংগ্রহ করতে পারত ও সাধারণত তাই করত, কিন্তু তা করতে হত নিজেদের গোত্রের বাইরে থেকে। সুতরাং, গোত্রগুলি কঠোরভাবে বহির্বৈবাহিক হলেও কয়েকটি গোত্রসমন্বিত উপজাতি কঠোরভাবেই অন্তর্বৈবাহিক ছিল। এবার ম্যাক-লেনানের কৃত্রিম যুক্তির অন্তিম অবশেষটুকুও ভেঙে পড়ল।

মর্গান অবশ্য এতেই তৃপ্ত থাকেন নি। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের গোত্র থেকে স্বীয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ অতঃপর তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হল। তিনি আবিষ্কার করলেন যে, মাতৃ-অধিকারভিত্তিক ঐ গোত্রের আদিরূপ থেকেই পিতৃ-অধিকার অনুযায়ী সংগঠিত পরবর্তী গোত্রসমূহ উদ্ভূত যা প্রাচীনকালের সভ্য জাতিগুলির মধ্যে সহজদৃষ্ট। যে গ্রীক ও রোম গোত্র একদা সমস্ত পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের কাছে ধাঁধাস্বরূপ ছিল এখন ইণ্ডিয়ান গোত্রেই তার ব্যাখ্যা মিলল এবং এভাবেই আদি সমাজের সমগ্র ইতিহাসের একটি নতুন ভিত্তি আবিষ্কৃত হল।

সমস্ত সভ্য জাতির পিতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রগুলির পূর্ববর্তী স্তর হিসেবে আদি মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রের পুনরাবিষ্কারের তাৎপর্য আদিম সমাজের ইতিহাসের ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব তথা অর্থশাস্ত্রে মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের সমতুল্য। এর সাহায্যে মর্গান এই প্রথম পরিবার-ইতিহাসের একটি রূপরেখা তৈরি করতে পারলেন, যাতে বর্তমানে লভ্য তথ্যের ভিত্তিতে যথাসম্ভব খসড়াকারে বিবর্তনের চিরায়ত পর্যায়গুলি প্রমাণসিদ্ধভাবে নিরূপণ করা হল। স্পষ্টতই, এতে আদিম সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনার এক নতুন যুগ দেখা দিল। মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রের স্তম্ভের উপরই ন্যস্ত হল এই সমগ্র বিজ্ঞানের ভার;

এই আবিষ্কারের পরই গবেষণার লক্ষ্য, অনুসন্ধানের বিষয় এবং এর ফলাফল বিন্যাসের পদ্ধতি আমরা জানতে পারলাম। এর দরুন মর্গানের রচনা প্রকাশের পর এক্ষেত্রে অগ্রগতি পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ ত্বরিত হল।

বর্তমানে মর্গানের আবিষ্কারগুলিকে ইংলন্ডেরও প্রাগেতিহাসবিদরা সাধারণভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন অথবা সঠিক বলতে গেলে আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের জন্য মর্গানের কাছে আমরা ঋণী, তাঁদের মধ্যে একজনও বোধহয় প্রকাশ্যে সে কথা স্বীকার করবেন না। ইংলন্ডে তাঁর পুস্তক সম্বন্ধে যথাসম্ভব নীরবতা বিরাজিত এবং তাঁর **পূর্ববর্তী** রচনার দাক্ষিণ্যসূচক প্রশংসা করেই মর্গানকে বাতিল করা হয়; তাঁর পরিব্যাখ্যানের খুঁটিনাটি সমালোচনার জন্য সাগ্রহে সংগ্রহ করা হয়, অথচ তাঁর সত্যিকার মহৎ আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে অনমনীয় নীরবতা চোখে পড়ে। 'প্রাচীন সমাজের' প্রথম সংস্করণটি আর মুদ্রিত হয় নি; আমেরিকায় এই ধরনের পুস্তকের উপযোগী বাজার নেই; ইংলন্ডে বইটিকে যেন নিয়মিতভাবে চেপে রাখা হয়েছে এবং এই যুগান্তকারী রচনার যে সংস্করণটি এখনও বাজারে পাওয়া যায় সেটি একটি জার্মান অনুবাদ।

কেন এই কুণ্ঠা যাকে, হয়ত, নীরবতার চক্রান্ত বলে না ভাবা দুষ্কর, বিশেষত যখন আমাদের মান্যগণ্য প্রাগেতিহাস বিষয়ক পণ্ডিতদের রচনাগুলি নিছক ভদ্রতাসূচক উদ্ধৃতি অথবা দোস্তির অন্যান্য সাক্ষ্যে ভরপুর? সে কি এই জন্য যে, মর্গান আমেরিকান এবং তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইংরেজ প্রাগেতিহাস বিষয়ক পণ্ডিতদের অত্যন্ত প্রশংসনীয় পরিশ্রম সত্ত্বেও, সে তথ্যের বিন্যাস ও বর্গভেদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য, সংক্ষেপে নিজস্ব প্রয়োজনীয় ধারণার জন্য দুজন প্রতিভাশালী বিদেশী — বাখোফেন ও মর্গানের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হওয়া তাঁদের পক্ষে ভারী কষ্টকর? একজন জার্মান বরং সহনীয়, কিন্তু একজন আমেরিকান? প্রতিটি ইংরেজ কোনো আমেরিকানকে দেখামাত্র কীরকম দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠেন তার অনেক হাস্যকর দৃষ্টান্ত আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময় দেখেছি (৪)। এসঙ্গে অবশ্যযোজনীয় যে, ম্যাক-লেনান ইংলন্ডের প্রাগেতিহাসবিদ্যার, বলা যেতে পারে সরকারীভাবে বিঘোষিত প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা; শিশুহত্যা থেকে শুরু করে বহুভর্তৃক প্রথা ও রাক্ষস বিবাহ মারফৎ মাতৃ-অধিকারসমন্বিত

পরিবার প্রথা পর্যন্ত তাঁর এই কৃত্রিম ঐতিহাসিক কাঠামোর অতি সশ্রদ্ধ উল্লেখ প্রাগেতিহাস বিষয়ক পণ্ডিতদের কাছে একধরনের শালীনতা হিসেবে স্বীকৃত ছিল; সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী বহির্বৈবাহিক ও অন্তর্বৈবাহিক 'উপজাতির' অস্তিত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশও তখন চরম ধৃষ্টোক্তি; অতএব মর্গান এই সমস্ত পবিত্র আপ্তবাক্য উড়িয়ে দেওয়ায় একধরনের মহাপাপী হয়ে উঠলেন। উপরন্তু মর্গান এগুলি এমন যুক্তি সহকারে পর্যুদস্ত করলেন যে, বক্তব্যটির উপস্থাপনামাত্রই সেটি তৎক্ষণাৎ সকলের কাছেই বোধগম্য হয়ে উঠল এবং ম্যাক-লেনানের ভক্তরা, যাঁরা এতকাল বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহের মধ্যে হোঁচট খেয়ে ঘুরছিলেন তাঁদের প্রায় কপাল চাপড়ে বলতে হত: কী বোকামী, কেন যে এগুলি আমরা নিজেরা অনেক আগেই আবিষ্কার করতে পারি নি!

তাছাড়া, সরকারী গোষ্ঠীর কাছ থেকে নিরুত্তাপ উদাসীনতা ছাড়া আর কোনো ব্যবহার না-পাওয়ার পক্ষে এই অপরাধই যেন যথেষ্ট ছিল না, সে অপরাধের পাত্র মর্গান কানায় কানায় পূর্ণ করে তুললেন শুধু সভ্যতার সমালোচনা এবং ফুরিয়ের কথা মনে পড়ে এমন ভঙ্গিতে আমাদের বর্তমান সমাজের বুনিয়াদী রূপ — পণ্যোৎপাদনসর্বস্ব সমাজের সমালোচনা করেই নয়, কার্ল মার্কস ব্যবহার করতে পারতেন এমন ভাষায় সমাজের ভবিষ্যৎ রূপান্তরের কথা বলেও। তাই এর উপযুক্ত পুরস্কার মর্গান পেলেন যখন ম্যাক-লেনান ক্রুদ্ধভাবে 'ঐতিহাসিক পদ্ধতির চরম বিদ্বেষী' বলে তাঁকে অভিযুক্ত করলেন, এবং এমন কি ১৮৮৪ সালেও যখন জেনেভায় অধ্যাপক জিরো-তেলোঁ সে অভিমত সমর্থন করলেন। অথচ তিনি সেই একই জিরো-তেলোঁ, যিনি ১৮৭৪ সালে ('পরিবারের উৎপত্তি') ম্যাক-লেনানের বহির্বৈবাহিক গোলকধাঁধায় বেঘোরে ঘুরে মরছিলেন এবং তা থেকে কেবল মর্গানই তাঁকে উদ্ধার করেন!

আদিম সমাজের ইতিহাস আর কোন কোন অগ্রগতির জন্য মর্গানের কাছে ঋণী তার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন; বর্তমান পুস্তকেই অতঃপর সকল প্রয়োজনীয়ের সন্ধান মিলবে। মর্গানের মূল রচনা প্রকাশের চৌদ্দ বছর পর আদিম মানবসমাজের ইতিহাস সম্পর্কিত আমাদের তথ্যভাণ্ডার আজ অনেক বেশী পরিপুষ্ট। নৃতত্ত্ববিদ, পর্যটক এবং পেশাদার প্রাগেতিহাস

বিষয়ক পণ্ডিত ছাড়াও তুলনামূলক আইনবিধির প্রতিনিধিরা এক্ষেত্রে যোগ দিয়েছেন এবং নতুন তথ্য ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সংযুক্ত করেছেন। ফলত মর্গানের কোনো কোনো প্রকল্প বিচলিত এমন কি খণ্ডিতও হয়ে গেছে। কিন্তু কোথাও নতুন সংগৃহীত তথ্যাবলির ফলে তাঁর প্রধান প্রত্যয় অপর প্রত্যয় দিয়ে স্থানচ্যুত হয় নি। আদিম সমাজের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তিনি যে ধরনের শৃঙ্খলা প্রবর্তন করেছিলেন তার মূল বৈশিষ্ট্যাবলি আজও সুপ্রতিষ্ঠ। এমন কি একথাও আমরা বলতে পারি, যে হারে এই বিরাট অগ্রগতিসাধকের নাম গোপন করা হচ্ছে সেই হারেই তা ক্রমবর্ধমানভাবে সর্বসাধারণের স্বীকৃতি লাভ করছে।*

লণ্ডন, ১৬ জুন, ১৮৯১

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

Die Neue Zeit পত্রিকার খণ্ড ২, সংখ্যা ৪১, ১৮৯০-১৮৯১ এবং ১৮৯১ সালে স্টুটগার্ট থেকে মুদ্রিত ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের 'Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats' গ্রন্থে প্রকাশিত

পত্রিকায় প্রকাশিত বয়ানের সঙ্গে মেলানো গ্রন্থের বয়ান অনুযায়ী মুদ্রিত

মূল রচনা জার্মান ভাষায়

---

* ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিউ ইয়র্ক থেকে ফেরার পথে রচেস্টারের একজন ভূতপূর্ব কংগ্রেস সদস্যের সঙ্গে আমার দেখা হয়, তিনি লুইস মর্গানকে চিনতেন। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর সম্বন্ধে খুব অল্পই তিনি আমায় বলতে পারেন। তিনি বলেন, রচেস্টারে মর্গান একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বাস করতেন নিজ অধ্যয়নেই নিমগ্ন থেকে। তাঁর ভাই ছিলেন একজন কর্নেল, ওয়াশিংটনে সামরিক মন্ত্রণালয়ের কোনো পদাধিকারী। এই ভাইয়ের সালিসিতেই তিনি তাঁর গবেষণায় সরকারকে আগ্রহী করতে ও সরকারী খরচে তাঁর কতকগুলি রচনা প্রকাশ করতে সক্ষম হন। এই ভূতপূর্ব কংগ্রেস সদস্য বলেন যে, কংগ্রেসে থাকার সময় তিনি নিজেও এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি

মর্গানের গবেষণা প্রসঙ্গে

১

সংস্কৃতির প্রাগৈতিহাসিক স্তরসমূহ

বিশেষজ্ঞের জ্ঞান নিয়ে মানুষের প্রাগৈতিহাসিক অবস্থা পর্যালোচনায় মর্গানই প্রথম একটি সুস্পষ্ট শৃঙ্খলা আনয়নে প্রয়াসী হন; যতদিন না নতুনতর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসম্ভারে কোনো অদলবদল জরুরী হয়ে উঠছে, ততদিন এক্ষেত্রে তাঁর যুগবিভাগই নিঃসন্দেহে প্রচলিত থাকবে।

বন্যাবস্থা, বর্বরতা এবং সভ্যতা — এই তিনটি মূল যুগের মধ্যে তিনি স্বভাবতই প্রথম দুটি যুগ এবং তৃতীয় যুগে উত্তরণ নিয়েই ভাবিত হন। প্রথম দুটি যুগকে তিনি জীবনোপকরণ উৎপাদনের অগ্রগতি অনুযায়ী নিম্ন, মধ্য এবং ঊর্ধ্ব এই তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন, কারণ, তাঁর কথামতো,

> 'এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জনই পৃথিবীতে মানুষের ঊর্ধ্বাধিষ্ঠান ও আধিপত্যের পক্ষে চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ; জীবজগতে একমাত্র মানুষই খাদ্য উৎপাদনের উপর প্রায় চরম আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়। মানবিক অগ্রগতির সমস্ত মহাযুগ অল্পবিস্তর সরাসরিভাবেই জীবনযাত্রার উপকরণের উৎস পরিবর্ধনের সঙ্গে সম্বিত।'

পরিবার প্রথার আনুষঙ্গিক ক্রমবিকাশ সত্ত্বেও তাতে যুগবিভাগের এমন সুস্পষ্ট মাপকাঠি পাওয়া দুষ্কর।

ক। বন্যাবস্থা

১। নিম্নস্তর। মানবজাতির শৈশব; মানুষ তখনও তার আদি বাসভূমি গ্রীষ্ম অথবা উপগ্রীষ্ম মণ্ডলীয় বনানীতে থাকত। অন্তত আংশিকভাবেও তারা বৃক্ষবাসী ছিল, অন্যথা বৃহদাকার হিংস্র জন্তুর মুখে তাদের টিকে থাকার ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা যায় না। দারুফল ও সাধারণ ফলমূলই ছিল

তাদের খাদ্য; এই পর্বের উল্লেখ্যতম কৃতিত্ব — পৃথকোচ্চারিত কথাবার্তার আয়ত্তীকরণ। ঐতিহাসিক যুগের জ্ঞাত কোনো জনসমষ্টিতেই আর সেই আদিম স্তরের সাক্ষাৎ মেলে না। যদিও এই পর্ব সম্ভবত হাজার হাজার বছর অব্যাহত ছিল তবু এর অস্তিত্বের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই; কিন্তু পশুজগৎ থেকে মানুষের উৎপত্তি স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি উত্তরণ স্তর মেনে নেওয়া অপরিহার্য।

২। মধ্যস্তর। আহার্য হিসেবে মৎস্যখাদ্য ব্যবহার (তন্মধ্যে কাঁকড়া, শামুক ও অন্যান্য জলজ জীবও অন্তর্ভুক্ত) এবং আগুনের প্রয়োগ থেকে এই স্তরের শুরু। মাছ ও আগুন পরস্পর পরিপূরক, কারণ, কেবলমাত্র আগুনের সাহায্যেই মাছ খাদ্য হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যবহার্য। এই নতুন খাদ্য কিন্তু মানুষকে জলবায়ু ও স্থানবিশেষের গণ্ডি থেকে মুক্ত করল। নদীর গতিপথ এবং সমুদ্রের উপকূল ধরে মানুষ বন্যযুগেই ভূপৃষ্ঠের বেশির ভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়। আদি প্রস্তরযুগের, তথাকথিত পুরাপ্রস্তরযুগের যে সকল স্থূল, অমার্জিত পাথরের হাতিয়ারগুলি সম্পূর্ণভাবে অথবা প্রধানত এই সময়েরই বৈশিষ্ট্য, সেগুলি সমস্ত মহাদেশেই ছড়ানো ও এই পদযাত্রারই সাক্ষ্য। বসবাসের নতুন অঞ্চলগুলির কারণে এবং কাঠ ঘষে আগুন তৈরি বিদ্যার সঙ্গে সন্নিপাতী নতুন নতুন আবিষ্কারের অবিরাম সক্রিয় তাগিদে নতুন সব খাদ্যসামগ্রী পাওয়া গেল, যেমন তপ্ত ভস্মে ঝলসানো অথবা গর্ত করে (ভূমি চুল্লি) সেঁকা শ্বেতসারযুক্ত মূল ও কন্দ এবং দৈবাৎ শিকারলব্ধ জন্তু, যেগুলি লগুড় ও বর্শা — এই দুটি আদিম অস্ত্র আবিষ্কারের পরে খাদ্যের তালিকাভুক্ত হয়েছিল। কেতাবে লেখা নিছক শিকারী জাতি অর্থাৎ **শুধু** শিকার করেই যারা খাদ্য সংগ্রহ করে, এমন জাতি কোনোদিনই ছিল না, কারণ শিকার সংগ্রহের আত্যন্তিক অনিশ্চয়তার জন্য তা অসম্ভব ছিল। খাদ্য উৎসের ক্রমাগত অনিশ্চয়তার ফলে এ সময়ে সম্ভবত নরমাংস ভোজনের উদ্ভব ঘটে এবং বহুদিন তা অব্যাহত থাকে। অস্ট্রেলীয় এবং অনেক পলিনেশীয়ও অদ্যাবধি বন্যাবস্থার এই মধ্যস্তরে অবস্থিত।

৩। ঊর্ধ্বস্তর। তীর-ধনুক আবিষ্কার থেকেই এই স্তরের শুরু ফলত বন্য জীবজন্তু নিয়মিত খাদ্যভুক্ত হয় এবং শিকার স্বাভাবিক বৃত্তি হয়ে

ওঠে। ধনুক, ছিলা ও তীর — তিনটি মিলিয়ে একটি জটিল হাতিয়ার, এর আবিষ্কারের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে অনেক দিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও মানসিক শক্তির উৎকর্ষ, এবং ফলত আনুষঙ্গিক আরও বহু আবিষ্কারের সঙ্গে তাদের পরিচয়ের বিষয়টিও বিবেচ্য। তীর-ধনুকের সঙ্গে সুপরিচিত অথচ তদবধি মৃৎশিল্প-অজ্ঞ (মর্গান যাকে বর্বরতায় উত্তরণের কালক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন) এমন বিভিন্ন উপজাতির তুলনাক্রমে এই আদি পর্যায়েও গ্রামে বসবাস ও জীবনোপকরণ উৎপাদনের ওপর আংশিক আধিপত্যের সূচনা চোখে পড়ে; দেখা যায়: কাঠের পাত্র ও বাসনকোসন, (তাঁত ছাড়াই) গাছ বাকলের আঁশ থেকে আঙ্গুলে বস্ত্রবয়ন, গাছের ছাল বা শরে বোনা ঝুড়ি-চুপড়ি, এবং মার্জিত (নব্যপ্রস্তরযুগীয়) পাথরের হাতিয়ার। বহুক্ষেত্রে আগুন ও পাথরের কুঠার দিয়ে ইতিমধ্যেই গাছের গুঁড়ি থেকে কুঁদে তোলা ডোঙ্গা এবং কোথাও কাঠ ও তক্তা তৈরি করে গৃহনির্মাণও সহজলক্ষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই সব অগ্রগতি সহজদৃষ্ট, তীর-ধনুকের সঙ্গে পরিচিতি সত্ত্বেও যারা মৃৎশিল্প-অজ্ঞ। বর্বরযুগের লোহার তলোয়ার এবং সভ্যযুগের আগ্নেয়াস্ত্রের মতো তীর-ধনুকই ছিল বন্যাবস্থার নির্ধারক অস্ত্রবিশেষ।

খ। বর্বরতা

১। নিম্নস্তর। মৃৎশিল্প থেকেই এর সূচনা। বহু ক্ষেত্রেই কথাটি প্রমাণিত এবং সম্ভবত সর্বক্ষেত্রেই, আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য প্রথমে কাঠের পাত্র অথবা ঝুড়ি-চুপড়িগুলিতে মাটির প্রলেপ দেওয়া থেকে এর উদ্ভব; এ থেকে অচিরেই আবিষ্কার হল যে, কাদাকে ছাঁচে ঢাললে ভেতরের আধার ছাড়াই উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্ভব।

এই পর্যন্ত বিবর্তনের ধারা অঞ্চল নির্বিশেষে একটি বিশেষ যুগের সকল জাতি সম্পর্কে সাধারণভাবে সত্য বলে ধরা যায়। বর্বরতার সূচনার সঙ্গে কিন্তু আমরা এমন একটা স্তরে এসে পড়ি যখন দুটি মহাদেশের মধ্যে প্রাকৃতিক অবস্থার পার্থক্য প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। বর্বরযুগের মূল বৈশিষ্ট্য: পশু বশীকরণ ও পালন এবং চাষবাস। পূর্ব মহাদেশ, তথাকথিত প্রাচীন গোলার্ধে গৃহপালনের উপযোগী প্রায় সব জন্তু এবং একটি ছাড়া

প্রায় সমস্ত চাষযোগ্য খাদ্যশস্যই ছিল; কিন্তু পশ্চিম গোলার্ধ বা আমেরিকায় ছিল একটিমাত্র পালনযোগ্য স্তন্যপায়ী জন্তু — লামা, তাও আবার কেবল দক্ষিণের একটি অংশে, এবং চাষোপযোগী একটিমাত্র খাদ্যশস্য — কিন্তু সবার সেরা — ভুট্টা। প্রাকৃতিক অবস্থার এই বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে অতঃপর প্রতিটি গোলার্ধের জনসমষ্টি নিজ নিজ বিশিষ্ট পথে এগিয়েছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পর্যায়ের সীমান্তরেখায় বিভিন্নতা চিহ্নিত হয়েছে।

২। মধ্যস্তর। পূর্ব মহাদেশে পশু বশীকরণ এবং পশ্চিমে সেচের সাহায্যে খাদ্যশস্য চাষ ও গৃহনির্মাণের জন্য আডব (রৌদ্রে শুকানো মাটির ইট) এবং পাথর ব্যবহারের সঙ্গে এই স্তরের সূচনা ঘটেছে।

আমরা প্রথমে পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে আলোচনা শুরু করব, কারণ ইউরোপীয়গণ কর্তৃক বিজিত হবার পূর্বাবধি এখানে কোথাও এই মধ্যস্তর অতিক্রান্ত হয় নি।

বর্বরতার নিম্নস্তরের ইণ্ডিয়ানদের যখন সন্ধান মেলে (মিসিসিপির পূর্বাঞ্চলীয়রা সবাই এই স্তরের লোক) তখন তারা অংশত বাগানে ভুট্টার চাষ এবং সম্ভবত কিছু কিছু কুমড়ো, খরমুজ, প্রভৃতি শাকসব্জীও চাষ করত এবং তা থেকেই তাদের খাদ্যের একটা মোটা অংশ আসত। কাঠের বেড়াঘেরা গ্রামে কাঠের তৈরী বাড়িতে তারা বাস করত। উত্তর-পশ্চিমের উপজাতিগুলি বিশেষত যারা কলম্বিয়া নদীর এলাকায় বসবাস করত, তারা তখনও বন্যাবস্থার ঊর্ধ্বস্তরে ছিল এবং মৃৎশিল্প ব্যবহার অথবা কোনো রূপ চাষবাস সম্পর্কে কিছুই জানত না। অপরদিকে, নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো (৫) ইণ্ডিয়ানরা, মেক্সিকানরা, কেন্দ্রীয় আমেরিকার বাসিন্দারা এবং পেরুর অধিবাসীরা বিজিত হবার সময় বর্বরতার মধ্যস্তরে অবস্থিত ছিল। তারা পাথর অথবা আডব দিয়ে তৈরী দুর্গের মতো বাড়িতে বসবাস করত; তারা জলবায়ু ও আঞ্চলিক অবস্থানুযায়ী কৃত্রিম সেচব্যবস্থায় বাগানে ভুট্টা ও অন্যান্য খাদ্যশস্য চাষ করত এবং এইটাই ছিল তাদের খাদ্যসংগ্রহের প্রধান উপায়; তারা কয়েকটি পশুপাখিও পুষত। দৃষ্টান্ত হিসেবে মেক্সিকানদের টার্কি ও অন্যান্য পাখি এবং পেরুবাসীদের লামা উল্লেখ্য। তাছাড়া, তারা ধাতুর ব্যবহারও জানত, কিন্তু লোহা ছাড়া, আর সেজন্য তারা তখনও পাথরের হাতিয়ার ও পাথুরে অস্ত্রের ব্যবহার

কাটিয়ে উঠতে পারে নি। স্পেন কর্তৃক বিজিত হবার পর এদের স্বতন্ত্র বিকাশ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

পূর্ব গোলার্ধে দুধ ও মাংসদায়ী পশুপালনের সঙ্গেই বর্বরতার মধ্যস্তরের শুরু; সম্ভবত এই পর্বের অনেক কাল পর্যন্ত চাষবাস অজ্ঞাত ছিল। গবাদি পশু বশীকরণ ও পালন এবং বড় বড় পশুযূথ সংগঠনই হয়ত বর্বর জাতিগুলি থেকে আর্য ও সেমিট জাতিগুলির পার্থক্যের কারণ। ইউরোপ ও এশিয়ার আর্যদের মধ্যে গবাদি পশুর নাম এখনও একইরকমের, কিন্তু চাষযোগ্য উদ্ভিদের নাম মোটেই অভিন্ন নয়।

উপযুক্ত স্থানে পশুযূথের সৃষ্টি থেকেই রাখালিয়া জীবনধারা এল ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর ধারে ঘাসে ভরা সমতলভূমিতে সেমিট জাতিগুলির মধ্যে, ভারতে এবং অক্সাস ও জাক্সার্টিস*, দন ও নীপার নদীগুলি বরাবর অনুরূপ তৃণভূমিতে আর্য জাতিগুলির মধ্যে। সম্ভবত এরকম পশুচারণ অঞ্চলের সীমান্তেই প্রথম বন্য পশুকে পোষ মানানো হয়েছিল। এজন্যই উত্তরপুরুষদের ধারণা জন্মাল যে, পশুপালক জাতিগুলির উৎপত্তি এমন সব অঞ্চলেই হয়েছে, যেখানে মানবজাতির উৎপত্তি তো দূরের কথা, পরন্তু তাদের বন্যযুগের পূর্বপুরুষদের পক্ষে, এমন কি বর্বরতার নিম্নস্তরের লোকেদের পক্ষেও তা বসবাসের প্রায় অযোগ্য ছিল। অপরপক্ষে, মধ্যস্তরের বর্বর জাতিগুলি একবার পশুপালকের জীবনযাত্রা গ্রহণের পর আর কখনই স্বেচ্ছায় এসব ঘাসভরা জলধৌত সমতলভূমি ছেড়ে পূর্বপুরুষদের বাসভূমি বনাঞ্চলে ফিরে যাবার কথা ভাবে নি। এমন কি যখন আর্য ও সেমিট জাতিগুলি উত্তর ও পশ্চিমে যেতে বাধ্য হয় তখনও তারা পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের বনাঞ্চলে ততদিন পর্যন্ত বসবাস করতেই পারে নি যতদিন না খাদ্যশস্যের চাষাবাদ করে প্রতিকূল এই অঞ্চলেও বিশেষ করে শীতকালে তারা পশুগুলিকে খাদ্য যোগাতে এবং শীত কাটাতে সমর্থ হয়েছে। একথা খুবই সম্ভবপর যে, প্রধানত পশুখাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার জন্য খাদ্যশস্যের চাষাবাদ শুরু হয় এবং পরবর্তীকালেই ঐগুলি মানুষের পুষ্টির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

---

* অক্সাস বর্তমান আমু দরিয়া, জাক্সার্টিস বর্তমান সির দরিয়া। — সম্পাঃ

আর্য ও সেমিট জাতিগুলির খাদ্যতালিকায় মাংস ও দুধের প্রাচুর্য এবং বিশেষত শিশুদের শরীর গঠনে এসব খাদ্যের উপকারিতা দিয়েই এই দুটি জাতির উন্নত বিকাশ সম্ভবত ব্যাখ্যা করা যায়। বস্তুত, নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো ইন্ডিয়ান, যাদের প্রায় নিছক নিরামিষাশী হতে হয়েছিল, তাদের মস্তিষ্ক বর্বরতার নিম্নস্তরে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত বেশী মাংস ও মৎস্যভোজী ইন্ডিয়ানদের তুলনায় ছোট ছিল। যাহোক এ স্তরে নরমাংস ভোজন ক্রমশ লোপ পেতে থাকে এবং শেষ অবধি মাত্র ধর্মীয় আচার অথবা সমার্থবোধক, যাদুবিদ্যার অঙ্গ হিসেবেই এটি টিকে থাকে।

৩। **ঊর্ধ্বস্তর।** লৌহাকরিক গলিয়ে লোহা তৈরিতেই এর সূচনা। বর্ণলিপির আবিষ্কার এবং লিখিত বিবরণে তা ব্যবহারের মাধ্যমেই সভ্যযুগে এর উৎক্রান্তি। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, এই স্তরটি শুধুমাত্র পূর্ব গোলার্ধের জাতিগুলিই স্বাধীনভাবে অতিক্রম করেছে, তাতে উৎপাদনোন্নতি পূর্ববর্তী সব স্তরগুলির সমষ্টিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বীরযুগের গ্রীকরা, রোম প্রতিষ্ঠার অব্যবহিতপূর্ব ইটালিক উপজাতিগুলি, ট্যাসিটাসের সমকালীন জার্মানরা এবং ভাইকিং যুগের নরমানরা এই স্তরের অন্তর্গত।

সর্বোপরি, এ সময়ই সর্বপ্রথম আমরা পশুচালিত লোহার ফলাওয়ালা লাঙ্গল দেখতে পাই যেজন্য ব্যাপক চাষবাস বা **ভূমিকর্ষণ** সম্ভবপর হয় এবং তদবস্থায় জীবনোপকরণের পরিমাণ কার্যত অফুরান হয়ে ওঠে; এসঙ্গেই আমরা দেখতে পাই যে, বনজঙ্গল সাফ করে তা কৃষি ও গোচারণের জমিতে পরিণত করা হচ্ছে যা আবার লোহার কুঠার ও লোহার কোদাল ব্যতীত ব্যাপক আকারে করা অসম্ভব হত। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং হোাট ছেট এলাকা অপেক্ষাকৃত জনাকীর্ণ হতে থাকে। ভূমিকর্ষণের আগে নিতান্তই ব্যতিক্রম হিসেবেই কেবল লাখ পাঁচেক লোক একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে একত্র হতে পারত; তবে খুব সম্ভব কখনই এমন ব্যাপার ঘটে নি।

হোমারের কাব্যে, বিশেষ করে 'ইলিয়ড'এ আমরা বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরের শীর্ষাবস্থা দেখি। উন্নত লৌহ যন্ত্রপাতি, কামারের হাপর, যাঁতা, কুমারের চাক, তেল ও মদ উৎপাদন, উন্নীত ধাতুকর্ম ও শিল্পকলায় তার উত্তরণ, মালগাড়ি ও যুদ্ধরথ, তক্তা ও কড়ির সাহায্যে জাহাজ নির্মাণ, শিল্প

হিসেবে স্থাপত্যের সূচনা, মিনার ও অস্ত্রনিক্ষেপের জন্য সছিদ্র প্রাকার সমেত প্রাচীরবেষ্টিত নগর, হোমারের মহাকাব্য এবং সমগ্র পুরাকথা — বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উত্তরণকালে গ্রীকরা এসব মূল উত্তরাধিকার আত্মীকৃত করেছিল। যদি আমরা এসঙ্গে সিজার বর্ণিত, এমন কি ট্যাসিটাস বর্ণিত জার্মানদের তুলনা করি — যারা তখন সংস্কৃতির সেই স্তরের চৌকাঠে পা বাড়িয়েছে, যে স্তর থেকে হোমার যুগের গ্রীকরা ঊর্ধ্বতন স্তরে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছিল, তাহলেই, বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরের উৎপাদনোন্নতির প্রকট সমৃদ্ধি আমাদের চোখে পড়বে।

বন্যাবস্থা ও বর্বরতার মধ্য দিয়ে সভ্যতার সূচনা পর্যন্ত মানবসমাজের বিবর্তনের যে ছবিটি মর্গানের রচনা থেকে এখানে উল্লিখিত তা ইতিমধ্যেই নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য, এবং তদতিরিক্ত, তর্কাতীত বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ, তর্কাতীত এজন্য যে, এগুলি সরাসরি উৎপাদনক্ষেত্র থেকে আহৃত। তবু আমাদের যাত্রাশেষে প্রকাশ্য পূর্ণাঙ্গ ছবিটির তুলনায় একে অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর মনে হবে; তখনই কেবল বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উত্তরণের পূর্ণ আলেখ্য দেওয়া সম্ভব হবে এবং এ দুটির মধ্যে জাজ্বল্যমান পার্থক্য ফুটে উঠবে। আপাতত মর্গানের পর্ববিভাগের নিম্নরূপ সাধারণীকরণ সম্ভব: বন্যাবস্থা — এ পর্বে ব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলির দ্রুত আহরণেরই প্রাধান্য ছিল; মানুষের তৈরি কৃত্রিম জিনিসগুলি মূলত আহরণে ব্যবহৃত হাতিয়ারেই সীমিত ছিল। বর্বরতা — এ পর্বে পশুপালন ও কৃষির প্রচলন হয় এবং মানুষের কর্মকান্ড মাধ্যমে প্রকৃতির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির পদ্ধতিগুলি আয়ত্তে আসে। সভ্যতা — এই পর্বে প্রকৃতিজাত সামগ্রীকে আরও ব্যবহারযোগ্য করে তোলা এবং যথার্থ শ্রমশিল্প ও কলার জ্ঞান অর্জিত হয়।

২

পরিবার

মর্গান তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময় ইরকোয়াসদের মধ্যে কাটিয়েছেন যারা এখনও নিউ ইয়র্ক রাজ্যে বসবাস করে এবং এদের একটি উপজাতি (সেনেকা) তাঁকে স্বজাতিভুক্ত করে। তিনি এদের এমন একটি আত্মীয়তা

বিধি লক্ষ্য করেন যেটি তাদের বাস্তব পারিবারিক সম্পর্কের বিরোধী। যুগল বিবাহ, উভয় পক্ষের সম্মতিতে সহজ বিবাহবিচ্ছেদ এদের মধ্যে নিয়ম হিসেবে প্রচলিত ছিল এবং এই প্রথাকে মর্গান নাম দিয়েছিলেন 'জোড়বাঁধা পরিবার'। এভাবে বিবাহিত দম্পতির সন্তানদের সকলেই জানত ও মানত এবং কাকে পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী বলা হবে, তা নিয়েও কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকত না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইসব শব্দাবলী বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হত। ইরকোয়াস শুধু নিজের সন্তানদেরই পুত্র, কন্যা বলে সম্ভাষণ করত না, ভাইদের সন্তানদেরও তাই বলত এবং শেষোক্তরা তাকে পিতা সম্ভাষণ করত। অপরপক্ষে, সে তার বোনের সন্তানদের ভাগনে-ভাগনী ডাকত এবং তারা তাকে মামা বলত। বিপরীতভাবে ইরকোয়াস নারীরা নিজের সন্তান ছাড়াও বোনদের সন্তানদেরও পুত্র, কন্যা বলে সম্ভাষণ করত এবং তারাও তাকে মা বলত। অথচ সে তার ভাইয়েদের সন্তানদের ভাইপো-ভাইঝি বলত এবং তারা তাকে পিসী বলে ডাকত। একইভাবে ভাইদের সন্তানরা পরস্পরকে ভাইবোন সম্ভাষণ করত; বোনদের সন্তানরাও তা করত। পক্ষান্তরে, একজন নারীর সন্তান এবং তার ভাইয়ের সন্তানরা পরস্পরকে মামাতো ও পিসতুতো ভাইবোন বলে ডাকত। এবং এগুলি শুধুমাত্র ফাঁকা কথা ছিল না, পরন্তু এতে রক্তসম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ও সমান্তরতা, সমতা ও অসমতা সম্বন্ধে বাস্তবক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণাই অভিব্যক্ত হত; এবং এই ধারণাগুলিই সগোত্র আত্মীয়তার পূর্ণ বিকশিত বিধির ভিত্তিস্বরূপ যদ্বারা একটি ব্যক্তিসত্তার একশ' রকমের পৃথক পৃথক সম্পর্ক প্রকাশ করা সম্ভব হত। অধিকন্তু, প্রথাটি যে আমেরিকার সমস্ত ইন্ডিয়ানদের মধ্যে পুরোপুরি বলবৎ (এখনও পর্যন্ত কোনো ব্যতিক্রম আবিষ্কৃত হয় নি) শুধু তাই নয়, এমন কি ভারতের আদিম অধিবাসী, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় উপজাতি এবং হিন্দুস্তানের গৌরা উপজাতিগুলির মধ্যে এই রীতির প্রায় অবিকৃত প্রচলন রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের তামিলদের মধ্যে এবং নিউ ইয়র্ক রাজ্যের সেনেকা ইরকোয়াসদের মধ্যে দুই শতাধিক বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচলিত আত্মীয়তার অভিব্যক্তিগুলি আজও পর্যন্ত অভিন্ন। এবং যেমন আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে তেমনি ভারতের এই উপজাতিগুলির মধ্যেও পরিবারের প্রচলিত রূপ থেকে উদ্ভূত সম্পর্কগুলি সগোত্র আত্মীয়তা বিধির বিরোধী।

এর ব্যাখ্যা কি? বন্যাবস্থা ও বর্বরতার যুগে সমস্ত জাতির সমাজ বিধিতে আত্মীয়তার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা খেয়াল রাখলে এরকম একটি ব্যাপক প্রচলিত ব্যবস্থার তাৎপর্য শুধু কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমন একটি প্রথা, যা আমেরিকার সর্বত্র সাধারণভাবে, যা এশিয়ায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন বর্ণের জাতিগুলির মধ্যে একইভাবে বর্তমান এবং রূপের কিছু রদবদল করে যা আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সর্বত্র প্রচলিত, তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিতে হবে; দৃষ্টান্তস্বরূপ, ম্যাক-লেনান উল্লেখ্য, তিনি যেভাবে ঘটনাটি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন সেভাবে তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পিতা, পুত্র, ভাই ও বোন এগুলি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক উপাধিমাত্র নয়; পরন্তু এগুলির সঙ্গে একেবারে নির্দিষ্ট এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক দায়দায়িত্ব জড়িয়ে আছে, যে দায়দায়িত্ব সমগ্রভাবে এসব জাতির সমাজব্যবস্থার অন্যতম মূল অঙ্গ। আর সে ব্যাখ্যাও মিলল। স্যান্ডউইচ (হাওয়াই) দ্বীপপুঞ্জে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধেও পরিবারের এমন একটি রূপ ছিল যাতে আমেরিকা ও প্রাচীন ভারতীয় আত্মীয়তা বিধিতে নির্ধারিত পিতা ও মাতা, ভাই ও বোন, পুত্র ও কন্যা, মামা ও পিসী, ভাগনে ও ভাগনী নবীকৃত হত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, হাওয়াইর তৎকালীন প্রচলিত আত্মীয়তা বিধির সঙ্গে আসলে আবার বিদ্যমান পরিবারের বিরোধিতাও ছিল। সেখানে পিতামাতার ভাইবোনদের সমস্ত সন্তানদের বিনা ব্যতিক্রমে ভাই এবং বোন মনে করা হত এবং শুধুমাত্র মা ও মায়ের বোনেদের নয় অথবা শুধুমাত্র বাপ ও বাপের ভাইদের নয়, পরন্তু বিনা ব্যতিক্রমে বাপমায়ের সমস্ত ভাই-বোনেদেরই সাধারণ সন্তান বলে তাদের গণ্য করা হত। অতএব আমেরিকার আত্মীয়তা বিধি থেকে যদি পরিবারের আদিমতর এমন একটি রূপের পূর্বানুমান করতে হয় যা খাস আমেরিকাতেও আর নেই, কিন্তু এখনও হাওয়াইতে টিকে আছে, তাহলে পক্ষান্তরে হাওয়াইর আত্মীয়তা বিধি আরও আদিম এমন একটি পারিবারিক রূপের সন্ধান দেয় যা অদ্যাপি কোথাও আর না থাকলেও একদিন নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল অন্যথা তার অনুষঙ্গী আত্মীয়তা বিধির উদ্ভব ঘটত না। মর্গান লিখছেন:

'পরিবার একটি সক্রিয় সত্তা; এটি কখনও অচলায়তন নয়, নিম্নতর থেকে উর্ধ্বতর পর্যায়ে সমাজের উন্নয়নের সমতালে পরিবারও নিম্নতর থেকে উর্ধ্বতর রূপে অগ্রসর

হয়। পক্ষান্তরে সগোত্র আত্মীয়তা বিধি নিষ্ক্রিয়, পরিবারের অগ্রগতি তাতে লিপিবদ্ধ হয় সুদীর্ঘ ব্যবধান পরম্পরায় এবং তার আমূল পরিবর্তন ঘটে শুধুমাত্র পরিবারের আমূল পরিবর্তনের পর।'

মার্কস এতে যোগ করেছেন: 'এই একই কথা রাজনীতি, আইন, ধর্ম ও দর্শনের পদ্ধতি সম্পর্কেও সাধারণভাবে প্রযোজ্য।' পরিবার বিকশিত হতে থাকলেও সগোত্র আত্মীয়তা বিধি শিলীভূত হয়ে পড়ে এবং পরিবার রীতিসর্বস্বতায় পর্যবসিত আত্মীয়তা বিধির গণ্ডিকে অতিক্রম করে। ক্যুভিয়ে যেমন প্যারিসের কাছে একটি জন্তুর ক্রোড়-অস্থি থেকে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পেরেছেন যে এটি একটি কাঙ্গারু জাতীয় জন্তুর হাড় এবং অধুনা বিলুপ্ত হলেও একদিন ওখানে এরা বসবাস করত, তেমনই ঐতিহাসিকভাবে পরিবাহিত একটি সগোত্র আত্মীয়তা বিধি থেকে ততখানি নিশ্চয়তার সঙ্গেই আমরা বলতে পারি যে, সেই বিধির উপযোগী পরিবারের একটি বিলুপ্ত রূপ কোনো এক সময়ে বর্তমান ছিল।

উল্লিখিত সগোত্র আত্মীয়তা বিধি এবং পারিবারিক রূপগুলি বর্তমানে প্রচলিত অবস্থা থেকে এদিক দিয়ে পৃথক যে, তখন প্রতি শিশুর কয়েকটি পিতা ও মাতা ছিল। আমেরিকায় প্রচলিত যে সগোত্র আত্মীয়তা বিধি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পারিবারিক রূপের অনুষঙ্গী তাতে ভ্রাতা ও ভগিনী একই শিশুর পিতা ও মাতা হতে পারে না; পক্ষান্তরে, হাওয়াইর সগোত্র আত্মীয়তা বিধি এমন একটি পারিবারিক রূপের কথা বলে যাতে এইটাই ছিল নিয়ম। এভাবে আমরা এমন একসারি পারিবারিক রূপের সম্মুখীন হই যাতে আমাদের মধ্যে এতদিন যে রূপগুলি একমাত্র প্রচলিত রূপ হিসেবে পরিগণিত হত তা খণ্ডিত হয়। প্রচলিত ধারণায় কেবল একগামিতা সম্পর্কেই, তার সঙ্গে কিছু কিছু পুরুষের বহুগামিতা এবং হয়ত বা কিছু কিছু নারীর বহুভর্তৃকত্বও মেনে নেওয়া এবং নীতিবাগীশ কূপমণ্ডূকদের অনুকরণে তা চেপে যাওয়া হয় আর কার্যত আনুষ্ঠানিক সমাজের এই সীমাগুলি চুপি চুপি হলেও অসংকোচে লঙ্ঘন করা হয়। পক্ষান্তরে, আদিম ইতিহাস পর্যালোচনায় এমন পরিস্থিতি দেখা যায় যেখানে পুরুষের বহুগামিতা ও সেসঙ্গে তাদের স্ত্রীদের বহুভর্তৃক প্রথা প্রচলিত রয়েছে এবং তাদের সাধারণ সন্তানসন্ততি সেজন্য সকলেরই সন্তানসন্ততি হিসেবে পরিগণিত

হচ্ছে; এই অবস্থাও আবার ক্রমরূপান্তরের পথে পরিণামে একগামিতার সম্পর্কে এসে পৌঁছয়। এই পরিবর্তনগুলির চারিত্র্য এরূপ যে, শুরুতে সমষ্টি-বিবাহসূত্রে আবদ্ধ জনগোষ্ঠী ব্যাপকসংখ্যক হলেও ক্রমশ তাদের সংখ্যা খর্বিত হয়ে শেষ অবধি তা একটি যুগলে এসে দাঁড়ায় — যার প্রাধান্য এখন সহজলক্ষ্য।

এভাবে পশ্চাৎপ্রেক্ষিতে পরিবারের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে তাঁর অধিকাংশ সহযোগীদের সঙ্গে অভিন্নমত মর্গান এমন একটি আদিম অবস্থার অস্তিত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হন যখন একটি উপজাতির মধ্যে অবাধ যৌনসম্পর্কের প্রাধান্য ছিল, ফলে প্রত্যেকটি নারী সমানভাবে প্রত্যেকটি পুরুষের এবং তেমনই প্রত্যেকটি পুরুষ প্রত্যেকটি নারীর পতিপত্নী ছিল। এরূপ একটি আদিম অবস্থার কথা অবশ্য গত শতক থেকেই উঠেছে, কিন্তু অত্যন্ত সাধারণভাবে; বাখোফেনই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই অবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কিংবদন্তির মধ্যে এর চিহ্ন খোঁজেন -- স্মর্তব্য, এইটিই তাঁর অন্যতম মহৎ অবদান। তাঁর আবিষ্কৃত চিহ্নগুলিতে যে উচ্ছৃঙ্খল যৌনসম্পর্কভিত্তিক কোনো সামাজিক অবস্থার কিছুমাত্র সন্ধান মেলে না, মেলে এর আরও কিছু পরবর্তী একটি রূপ, সমষ্টি-বিবাহ, আজ আমরা তা জানি। উক্ত আদিম সামাজিক অবস্থা সত্য হলেও তা এত সুদূর অতীতের ব্যাপার যে, বর্তমান জীবিত অনুন্নত বন্যদের কোনো শিলীভূত সমাজে তার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ দুরাশা মাত্র। বাখোফেনের কৃতিত্ব: তিনি প্রশ্নটিকে গবেষণার পুরোভাগে এনেছিলেন।*

মনুষ্যজাতির যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে এরূপ একটি প্রাথমিক অবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার করাই সম্প্রতি রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। মানুষকে এই 'কলঙ্ক' থেকে বাঁচানোই এর উদ্দেশ্য। প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবের কথা ছাড়াও অবশিষ্ট

* বাখোফেনের আবিষ্কার অথবা, বলা ভাল, অনুমান সম্পর্কে তাঁর অল্পজ্ঞানের প্রমাণ এই আদি অবস্থাটিকে হেটায়ারিজম সনাক্তীকরণেই চিহ্নিত। অবিবাহিত পুরুষ অথবা একপতিপত্নিত্বে আবদ্ধ পুরুষের সঙ্গে অবিবাহিত নারীদের যৌনসঙ্গম বোঝানোর অর্থেই গ্রীকরা শব্দটি প্রবর্তন করে। এতে সর্বত্রই একটা নির্দিষ্ট ধরনের বিবাহের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হত যার বাইরে সঙ্গমটি ঘটছে এবং গণিকাবৃত্তি, কিংবা ইতিমধ্যে

জীবজগতের দৃষ্টান্ত এখানে সবিশেষ উল্লিখিত হয়; লেতুর্নো ('বিবাহ ও পরিবারের বিবর্তন', ১৮৮৮) সেখান থেকে সংগৃহীত অসংখ্য তথ্য মাধ্যমে জীবজগতেরও নিম্নস্তরে নির্বিচার যৌনসম্পর্কের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এই তথ্যাবলি থেকে আমি একমাত্র এই সিদ্ধান্তেই পেঁাছতে পারি যে, এগুলি মানুষ এবং তার আদিম জীবনাবস্থা সম্পর্কে কিছুই প্রমাণ করে না। মেরুদণ্ডী জীবজন্তুর দীর্ঘ সঙ্গমপর্বের যথেষ্ট ব্যাখ্যা শারীরবৃত্তীয় হেতু মাধ্যমেই নির্ণয়সাধ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পক্ষীরাজ্যে ডিম ফোটাবার সময় পক্ষিণীর অপরিহার্য সাহায্যের কথা উল্লেখ্য। পাখিগুলির বিশ্বস্ত একগামিতার দৃষ্টান্ত মানুষ সম্পর্কে কোনো কিছুই প্রমাণ করে না, কারণ মানুষ পাখি থেকে জন্মায় নি। আর যদি কঠোর একগামিতাই সর্বপ্রধান পুণ্য বলে মনে করা হয় তাহলে ফিতাকৃমিকেই শ্রেষ্ঠ মানতে হয়, কারণ তার পঞ্চাশ থেকে দুই শ' খণ্ডে বিভক্ত শরীরের প্রত্যেকটি খণ্ডে একজোড়া পুরুষ ও স্ত্রী যৌনাঙ্গ আছে এবং কৃমিকীট শরীরের প্রত্যেকটি খণ্ডে আত্মসঙ্গম করেই সারা জীবন কাটায়। অবশ্য আমরা যদি শুধুমাত্র স্তন্যপায়ীদের কথাই ধরি তাহলে তাদের মধ্যে যৌনজীবনের সবক'টি রূপ — নির্বিচার যৌনসম্পর্ক, সমষ্টি-বিবাহের মতো কিছু, বহুগামিতা এবং একগামিতাও পাওয়া যাবে। কেবলমাত্র বহুভর্তৃক প্রথাই সেখানে অনুপস্থিত। কেবল মানুষই এতে সমর্থ হয়েছে। এমন কি আমাদের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় — চতুর্ভুজদের মধ্যেও মাদীমর্দার জোটবন্ধনে যথাসম্ভব বৈচিত্র্যের প্রকাশ দেখা যায়; এবং যদি আমরা গণ্ডি আরও সংকীর্ণ ক'রে শুধুমাত্র চারটে নরসদৃশ বানরজাতির কথা ধরি তাহলে লেতুর্নো তাদের সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলতে সক্ষম যে, তারা কখনও একগামী এবং কখনও বহুগামী, কিন্তু জিরো-তেলোঁ সস্যুরের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে তিনি জোর করে বলছেন, এরা একগামী। ভেস্তের্মার্ক তাঁর রচিত 'মানব বিবাহের ইতিহাস'এ (লণ্ডন,

---

উদ্ভূত একটি সম্ভাবনা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কথাটি ভিন্নার্থে কখনও ব্যবহৃত হয় নি এবং মর্গানের সঙ্গে আমিও তা এই অর্থেই ব্যবহার করছি। ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত নরনারী সম্পর্কগুলি তাদের জীবনের বাস্তব অবস্থাসৃষ্ট নয়, সেই পর্বের মানুষের ধর্মীয় ধ্যানধারণাজাত — তাঁর এই অপ্রাকৃত বিশ্বাসেই বাখোফেনের অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলি সর্বত্রই অসম্ভব রহস্যাচ্ছন্ন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

১৮৯১) নরসদৃশ বানরদের মধ্যে একগামিতা সম্বন্ধে সম্প্রতি যেসব কথা বলেছেন তাতেও বিশেষ কিছু প্রমাণিত হয় না। বস্তুত, এসব তথ্যের প্রকৃতি দেখে লেতুর্নো সততার সঙ্গে স্বীকার করছেন:

'স্তন্যপায়ীদের মধ্যে মানসিক উন্নতির স্তরের সঙ্গে যৌনসম্পর্কের রূপের আদৌ কোনো নির্দিষ্ট সম্বন্ধ দেখা যায় না।'

এবং এস্পিনাস ('প্রাণী সমাজ', ১৮৭৭) খোলাখুলিই বলছেন:

'যূথই পশুদের মধ্যে দৃষ্ট সর্বোচ্চ সামাজিক সংগঠন। যূথ **সম্ভবত** বহু পরিবার নিয়ে গঠিত, কিন্তু গোড়া থেকেই **পরিবার ও যূথ পরস্পরবিরোধী** এবং তারা পরস্পরবিপরীত অনুপাতে বিকাশপ্রাপ্ত।'

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায় যে, পরিবারে ও একত্রে অন্যান্য জোটে বাসরত নরসদৃশ বানর সম্পর্কে আমরা সুনির্ধারিত কিছুই জানি না। এর প্রাপ্ত বহু বিবরণ প্রত্যক্ষ পরস্পরবিরোধী। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এমন কি বন্যমানব উপজাতি সম্পর্কিত আমাদের বিভিন্ন বিবরণও কত যে পরস্পরবিরোধী, আর কত যে সমালোচনা, বিচার ও পরিমার্জনা এজন্য প্রয়োজন! কিন্তু মানবসমাজ অপেক্ষা বানরসমাজ পর্যবেক্ষণ কঠিনতর। সেইজন্য বর্তমানে এধরনের সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য বিবরণ থেকে গৃহীত সকল সিদ্ধান্তই আমাদের পক্ষে অবশ্যপরিত্যাজ্য।

কিন্তু এস্পিনাসের উপরোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি থেকে একটি নির্ভরতর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উচ্চতর পশুগুলির যূথ ও পরিবার পরিপূরক নয়, পরন্তু পরস্পরবিরোধী। সঙ্গমঋতুর সময়ে মর্দাদের মধ্যে ঈর্ষার ফলে প্রত্যেকটি পশুযূথের বাঁধন কীভাবে আলগা হয়ে যায় অথবা সাময়িকভাবে ভেঙে পড়ে এস্পিনাস তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন:

'পরিবার যেখানে খুব দৃঢ়বদ্ধ, যূথের উদ্ভব সেখানে বিরল ব্যতিক্রম। পক্ষান্তরে, যেখানে অবাধ যৌনসম্পর্ক অথবা বহুগামিতাই রীতি, সেখানে প্রায় স্বাভাবিকভাবেই যূথ গড়ে ওঠে... যূথ গঠনে পারিবারিক বন্ধনের শৈথিল্য এবং এর আনুষঙ্গিক প্রাণীসত্তার মুক্তিও প্রয়োজন। এজন্যই পাখিগুলির সংঘবদ্ধ ঝাঁক বিরল দৃষ্টান্ত... পক্ষান্তরে, স্তন্যপায়ীদের মধ্যে অল্পাধিক সংঘবদ্ধ সমাজ সহজলক্ষ্য এবং তা নিছক এজন্য যে,

প্রাণীসত্তা সেখানে পরিবারলিপ্ত নয়... তাই যূথের সামগ্রিক চেতনার সূচনাকালে পরিবারের সামগ্রিক চেতনাই এর সবচেয়ে বড় শত্রু। নির্দ্বিধায় বলা যায়: পরিবারের চেয়ে কোনো উচ্চতর সমাজরূপ যদি উদ্ভূত হয়ে থাকে তবে তা শুধু এজন্যই সম্ভব যে, সে সমাজরূপ মৌলিকভাবে পরিবর্তিত পরিবারগুলিকে আত্মীকৃত করে; এতে করে এমন সম্ভাবনাও বাতিল হয় না যে, ঠিক সেই কারণেই পরবর্তী সময়ে এই পরিবারগুলি অনেক বেশী অনুকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের পুনর্গঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল' (এস্পিনাসের প্রাগুক্ত গ্রন্থ জিরো-তেলোঁ কর্তৃক 'বিবাহ ও পরিবারের উৎপত্তি' পুস্তকে উদ্ধৃত, ১৮৮৪, ৫১৮-৫২০ পৃঃ)।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মানবসমাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পশুসমাজগুলির অবশ্যই কিছুটা মূল্য আছে, কিন্তু তা কেবলমাত্র নেতিবাচক। যতদূর জানা গেছে, উচ্চতর মেরুদণ্ডীদের মধ্যে কেবলমাত্র দুই ধরনের পরিবারই বর্তমান: বহুগামিতা অথবা একক যুগল; উভয়তই কেবল **একজন** পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, একটি মাত্র স্বামীর স্থান। মর্দার ঈর্ষাই পশু পরিবারের বন্ধন ও সীমানা নির্ধারিত; ফলত পরিবার ও যূথের মধ্যে বিরোধিতার উদ্ভব। উচ্চতর সামাজিক রূপ — যূথ কোথাও অসম্ভাব্য, কোথাও শিথিল হয়ে পড়ে বা যৌনসঙ্গমের ঋতুতে একেবারেই ভেঙে যায়, অন্তত যূথের অব্যাহত বিকাশ মর্দার ঈর্ষায় ব্যাহত হয়। পশু পরিবার এবং আদিম মানবসমাজ যে দুটি ভিন্ন সত্তা, কেবল এতেই তার পর্যাপ্ত প্রমাণ নিহিত। পশুস্তর উৎক্রমণকালে আদিম মানুষের কোনো পরিবারই ছিল না, নয়ত, সর্বাধিক, এমন ধরনের কোনো পরিবার তাদের ছিল যা পশুরাজ্যে অনুপস্থিত। মানুষরূপে উদীয়মান যে প্রাণীটি অমন হাতিয়ারহীন সেও যূথবদ্ধতার সর্বোচ্চ রূপ — একক জোড় বেঁধে বিচ্ছিন্নভাবে অল্পসংখ্যায় টিকে থাকতে পারে, যা শিকারীদের বিবরণ থেকে ভেস্তের্মার্ক গরিলা ও শিম্পাঞ্জীদের উপর আরোপ করেছেন। কিন্তু বিবর্তন প্রক্রিয়ায় পশুস্তর উত্তরণের জন্য এবং প্রকৃতির রাজ্যে জ্ঞাত শ্রেষ্ঠতম অগ্রগতি সাধনের জন্য আরও একটি প্রয়োজনীয় উপাদান: যূথের মিলিত শক্তি ও যৌথ ক্রিয়া দ্বারা জীবসত্তার অপ্রতুল আত্মরক্ষা সামর্থ্যের প্রতিস্থাপন। নরসদৃশ বানরেরা আজ যে অবস্থায় বসবাস করে তা দিয়ে মনুষ্যস্তরে উৎক্রান্তি মোটেই ব্যাখ্যাসাধ্য নয়। এই বানরগুলি দেখে এদের ক্রমক্ষীয়মাণ, ভ্রষ্ট উপশাখা বলেই মনে হয়, যাদের অন্তত নিশ্চিত অবনতি ঘটছে। এদের এবং আদিম মানুষের

পারিবারিক রূপের সমান্তরাল তুলনাভিত্তিক সকল সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। কারণ, প্রাপ্তবয়স্ক মর্দাদের পরস্পরসহিষ্ণুতা ও ঈর্ষামুক্তিই সেসব বৃহৎ এবং দীর্ঘস্থায়ী যূথ গঠনের প্রথম শর্ত, যেগুলির মধ্যে অবস্থানের দৌলতেই কেবল পশুস্তর থেকে মানুষে উৎক্রান্তি সম্ভবপর হয়েছে। বস্তুত, ইতিহাসের অবিসংবাদিত প্রমাণসিদ্ধ এবং বর্তমানেও যত্রতত্র পরীক্ষণীয় এমন প্রাচীনতম, আদিতম পরিবারের কোন রূপটি আমরা দেখতে পাই? সমষ্টি-বিবাহে, যে বিবাহে একদল পুরুষ ও আর একদল নারী যৌথভাবে সকলেরই পতি ও পত্নী এবং যেখানে ঈর্ষা অনুপস্থিতপ্রায়। তাছাড়া, বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এমন একটি ব্যতিক্রমী বহুভর্তৃক প্রথা পাই যা ঈর্ষাবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং সেজন্যই পশুজগতে তা অজ্ঞাত। অবশ্য সমষ্টি-বিবাহের যে রূপগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেগুলির সঙ্গে এমন সব অদ্ভুত জটিল উপাদান জড়িয়ে আছে যাতে অনিবার্য পূর্ববর্তী যুগের সহজতর যৌনসম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং এভাবে শেষ বিচারে পশুত্ব থেকে মানবত্বে উৎক্রমণপর্বের উপযোগী একটি উচ্ছৃঙ্খল যৌনসঙ্গম পর্বের অবধারিত নির্দেশ মেলে; তাই যেখান থেকে আমাদের চিরকালের মতো উত্তীর্ণ হয়ে আসার কথা, পশুদের বিবাহরূপের কথা তুলে আমরা ঠিক সেখানেই ফিরে আসছি।

তাহলে, উচ্ছৃঙ্খল যৌনসম্পর্কের অর্থ কী? এর অর্থ, বর্তমান বা অতীতের বিধিনিষেধ তখন বলবৎ ছিল না। আমরা আগেই ঈর্ষাবোধের প্রতিবন্ধকতার পতন লক্ষ্য করেছি। অন্ততপক্ষে এটুকু নিশ্চিত যে, বিকাশের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী পর্যায়ের একটি আবেগরূপেই ঈর্ষার উন্মেষ ঘটেছে। অজাচার সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। আদিকালে শুধু যে ভাইবোনই স্বামীস্ত্রী হিসেবে বসবাস করত তাই নয়, পরন্তু অদ্যাবধিও অনেক জাতির মধ্যে মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌনসম্পর্ক প্রচলিত আছে। বানক্রফ্‌ট ('উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাজ্যসমূহের আদিম উপজাতি', ১৮৭৫ ১ খণ্ড) বেরিং প্রণালীর কেভিয়েট, আলাস্কার নিকটবর্তী কাডিয়াক দ্বীপের অধিবাসী এবং ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকার মধ্যাঞ্চলে টিনে'দের মধ্যে এই সম্পর্কের অস্তিত্ব দেখেছেন; লেতুর্নো চিপেওয়ে ইন্ডিয়ান, চিলির কিউকাস, কেরিবিয়ান এবং ইন্দোচীনের কারেনদের মধ্য

থেকে একই তথ্য সংগ্রহ করেছেন; পার্থীয়, পারসিক, শক ও হূণ প্রভৃতিদের সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের বিবরণের উল্লেখ অতঃপর নিষ্প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রজন্মের লোকেদের মধ্যে যে যৌনসম্পর্ক বস্তুত বিশেষ বিভীষিকার উদ্রেক না করেই এমন কি সর্বাধিক কূপমণ্ডূক দেশেও বর্তমানে ঘটে থাকে, অজাচার বিধি উদ্ভাবনের (এটি উদ্ভাবন বৈকি এবং অতীব মূল্যবান উদ্ভাবন) পূর্বকালীন মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততিদের যৌনসম্পর্ক সে তুলনায় জঘন্যতর বিবেচ্য নয়; বস্তুত, ষাট বছরের 'কুমারীও' অর্থকৌলিন্যের দৌলতে কখন কখন ত্রিশ বছরের যুবককে বিয়ে করে। যাহোক, যদি আমরা পরিবারের জ্ঞাত আদিতম রূপের সঙ্গে জড়িত অজাচারী ধারণাগুলি প্রত্যাহার করি — যে ধারণাগুলি আমাদের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অনেক সময় একেবারে বিপরীত — তাহলে আমরা এমন একধরনের যৌনসম্পর্ক পাই যাকে কেবল নির্বিচারই বলা চলে, — নির্বিচার এই অর্থে যে, পরবর্তীকালের প্রথাবদ্ধ বাধানিষেধ তখন ছিল না। এ থেকে অবশ্য দৈনন্দিন উচ্ছৃঙ্খল যৌনাচার সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে উত্তরণ সঙ্গত নয়। কিছু আলাদা আলাদা সাময়িক জোড় বাঁধা এতে মোটেই বাতিল হচ্ছে না; বস্তুত, সমষ্টি-বিবাহেও এখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটাই দেখা যাচ্ছিল। এই আদি অবস্থা অস্বীকারকারীদের শেষতম ভেস্তের্মার্ক, যাঁর সংজ্ঞার্থে সন্তানের জন্মাবধি অটুট স্ত্রীপুরুষ জোড়ই কেবল বিবাহ, তাহলে বলা চলে যে, উচ্ছৃঙ্খল যৌনসম্ভোগ অর্থাৎ যৌনাচারের রীতিমাফিক বাধানিষেধের অনুপস্থিতির খেলাপ না হয়ে নির্বিচার যৌনসম্পর্কের অবস্থাতেও এই ধরনের বিবাহ খুবই সম্ভবপর ছিল। ভেস্তের্মার্ক অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে শুরু করেছেন যে,

> 'নির্বিচার যৌনসম্পর্কের সঙ্গে ব্যক্তিগত রুচির অবদমনও সংশ্লিষ্ট', অতএব 'বেশ্যাবৃত্তিই এর প্রকৃষ্টতম রূপ।'

আমার কিন্তু উল্টোই মনে হয়, বেশ্যালয়ের চশমা দিয়ে যতক্ষণ আমরা দেখছি, ততক্ষণ আদি অবস্থা বুঝবার সকল চেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। সমষ্টি-বিবাহের আলোচনাকালে আমরা আবার এই প্রসঙ্গে ফিরব।

মর্গানের মতে উচ্ছৃঙ্খল যৌনসম্পর্কের এই আদি অবস্থা থেকে সম্ভবত খুব গোড়ার দিকে দেখা দিল:

১। **একরক্তসম্পর্কিত পরিবার** — পরিবারের প্রথম স্তর। এখানে বিবাহের দলগুলি বিভিন্ন পুরুষানুক্রমে নির্ধারিত: পরিবারের গণ্ডির মধ্যে সমস্ত ঠাকুরদা ও ঠাকুমারা পরস্পরের স্বামীস্ত্রী, তাদের সন্তানসন্ততিদের অর্থাৎ বাপেদের ও মায়েদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য, তার অনুরূপ, শেষোক্তদের সন্তানসন্ততিরা আবার তৃতীয় চক্রের স্বামীস্ত্রী, এদের সন্তানসন্ততিরা অর্থাৎ প্রথমোক্তদের প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রীরা আবার চতুর্থ চক্রের স্বামীস্ত্রী। এভাবে এই প্রকার পরিবারে কেবলমাত্র পূর্বপুরুষের সঙ্গে উত্তরপুরুষের, মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির বিবাহসম্পর্কের (আমাদের ভাষায়) অধিকার ও দায়িত্ব থাকত না। ভাইয়েরা ও বোনেরা, — নিকট সম্পর্ক বা দূর সম্পর্কের সমস্ত মামাত, পিসতুত, মাসতুত, জেঠতুত, খুড়তুত, ভাইবোনেরা — পরস্পরের ভাই ও বোন এবং **ঠিক এজন্যই** তারা সবাই পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী হত। পরিবারের এই স্তরে ভাইবোন সম্পর্কের মধ্যে যৌনসম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত ছিল।* এই ধরনের একটি

---

* ১৮৮২ সালের বসন্তকালে একটি চিঠিতে (৬) মার্কস খুব কড়া ভাষায় ভাগ্‌নারের 'নিবেলুং' রচনায় আদিম অবস্থার সম্পূর্ণ বিকৃতির নিন্দা করেন। 'কে কখন শুনেছে যে, একজন ভাই তার বোনকে বধূ বলে আলিঙ্গন করছে?' (৭) ভাগ্‌নারের এই 'লম্পট দেবতা' যারা বেশ আধুনিক ছাঁচে প্রেমের সঙ্গে অজাচারের চাট মিশিয়ে নিত, এদের উত্তরে মার্কস বলেছেন: 'আদিম যুগে ভগিনী পত্নী **ছিলই এবং সেইটাই ছিল নৈতিকতা**'। (১৮৮৪ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

ভাগ্‌নারের অনুরাগী জনৈক ফরাসী বন্ধু [বনিয়ে] এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন এবং তিনি বলছেন যে, ভাগ্‌নারের আদর্শ প্রাচীন 'জ্যেষ্ঠা এড্ডা'য় অর্থাৎ 'ওগিস্‌দ্রেকা'তেই (৮), লোকি ফ্রেইয়াকে এভাবে তিরস্কার করছে, 'তুই দেবতাদের সামনে নিজের ভাইকে আলিঙ্গন করেছিস।' এতে নাকি দেখা যায় যে, তখনই ভাইবোনের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'ওগিস্‌দ্রেকা'য় কিন্তু সেই যুগ প্রকাশিত যখন পুরাতন কিংবদন্তিতে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ছে; এটি দেবতাদের সম্পর্কে নিছক লুসিয়ানিয়ান ধরনের বিদ্রূপাত্মক রচনা। যদি মেফিস্টোফিলিস কায়দায় লোকি ফ্রেইয়াকে এভাবে তিরস্কার করেন তাহলে এটা বরং ভাগ্‌নারের বিরুদ্ধেই যায়। আরও কয়েক ছত্র পরে লোকি নিয়োর্ড'কে বলছে: 'তুমি ভগিনীকে দিয়ে (এমন) সন্তান উৎপাদন করেছ' (vidh systur thinni gaztu slikan mög)। নিয়োর্ড আস্ জাতির লোক ছিল না, সে ছিল একজন ভান এবং সে 'ইংলিঙ্গা সাগা'তে বলছে যে, ভান দেশে ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ প্রচলিত, কিন্তু আস্‌দের মধ্যে নয় (৯)। এ থেকে মনে হতে পারত

প্রতিনিধিস্থানীয় পরিবার হচ্ছে একজোড়া স্ত্রীপুরুষের বংশধরদের নিয়ে গঠিত যাদের মধ্যে আবার এক-একধাপের বংশধররা সকলেই পরস্পরের ভ্রাতাভগিনী এবং ঠিক এইজন্যই পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী।

একরক্তসম্পর্কিত পরিবার লোপ পেয়েছে। ইতিহাসে পরিচিত সবচেয়ে বন্য জাতিগুলির মধ্যেও এধরনের পরিবারের কোনো প্রমাণযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু এর অস্তিত্ব একসময়ে **অবধারিত** ছিল, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আত্মীয়তা বিধি থেকে এই সিদ্ধান্তে উত্তরণে আমরা বাধ্য হই। বিধিটি এখনও পলিনেশিয়ায় সর্বত্র প্রচলিত এবং এতে আত্মীয়তার এমন স্তরসমূহ প্রকাশিত যার উৎপত্তি কেবল এধরনের পরিবারেই সম্ভব; পরিবারের সমগ্র পরবর্তী বিকাশ থেকেও আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত

হতে বাধ্য হই, এতে এই রূপটি পরিবার বিকাশের এক।চ আবাশ্য...
পর্যায় হিসেবে স্বীকৃত।

২। পুনালুয়া পরিবার। পরিবার সংগঠনের ক্ষেত্রে মাতা...
সন্তানসন্ততির যৌনসম্পর্ক রহিত করাই যদি প্রথম পদক্ষেপ...
ভাইবোনদের যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধকরণ এর অবশ্যম্ভাবী দ্বিত...
শেষোক্তদের বয়সের আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতার জন্য এই পদক্ষেপ...
গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথমটির চেয়ে কঠিনতরও ছিল। ধীর গতিতে...
সম্পন্ন হয়, সম্ভবত শুরুতে কিছু বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে সহোদর...
মধ্যে (অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে), পরে ক্রমশ এটাই নিয়ম...

যে, ভানরা আস্‌দের চেয়ে পুরনো দেবতা ছিল। সে যাইহোক, নিয়ে...
মধ্যে সমকক্ষ হিসেবে বসবাস করত এবং এভাবে 'ওগিস্‌ড্রেকা' থেকে বর...
পাওয়া যায় যে, যখন নরওয়েতে দেবতাদের সম্পর্কে গাথা রচিত হয়...
ভগিনীর পরস্পর বিবাহে, অন্তত দেবতাদের মধ্যে, কোনো ঘৃণার উদ্রে...
যদি কেউ ভাগ্‌নারের ত্রুটি মার্জনা করতে চান তাহলে তিনি 'এস্ডা' থেকে উ...
গ্যেটের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারেন, কারণ গ্যেটে ভগবান ও দেবদা...
গাথায় অনুরূপ ভুল করে মন্দিরে দেবদাসীর আত্মসমর্পণকে ধর্মীয় কর্ত...
এবং ব্যাপারটিকে বড় বেশি আধুনিক বেশ্যাবৃত্তির অনুরূপ করে তুলেছি...
সালের চতুর্থ সংস্করণে এঙ্গেলসের সংযোজন।)

...ক পূর্ববর্তী।
...পিতার সঙ্গে
...হয়, তাহলে
...ীয় পর্যায়।
...টি একাধারে
...ত ব্যাপারটি
...ভাইবোনদের
...হয়ে দাঁড়ায়

...ার্ড আস্‌দের
...ং বেশি প্রমাণ
...তখন ভ্রাতা ও
...ক করত না।
...দ্ধৃতি না দিয়ে
...সী সম্পর্কিত
...ব্য বলেছিলেন
...লন। (১৮৯১

(হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে বর্তমান শতকেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম পাওয়া যেত), এবং সর্বশেষে, এমন কি সমান্তরবর্তী সমস্ত ভাইবোনদের মধ্যে অথবা আমরা যা বলি — প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাজিনদের মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। মর্গানের মতে এটা

'সক্রিয় প্রাকৃতিক নির্বাচন নীতির একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।'

যেসব উপজাতির মধ্যে তখনও ভাই ও ভগিনীদের মধ্যে বিবাহ নিয়ম ও কর্তব্য হিসেবে প্রচলিত ছিল তাদের তুলনায় নিয়ন্ত্রিত অন্তর্প্রজনানুসারী উপজাতিরা যে দ্রুততর ও অধিকতর বিকশিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। গোত্রসংগঠনের মধ্যেই এই অগ্রগতির ফলাফলের প্রবল প্রভাব প্রমাণিত, এ থেকেই গোত্রের প্রত্যক্ষ উদ্ভব, এবং লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে দূরান্তর গমন; সমস্ত না হলেও পৃথিবীর অধিকাংশ বর্বর জাতিগুলির ক্ষেত্রেই গোত্র সমাজসংগঠনের ভিত্তি এবং গ্রীস ও রোমে সরাসরি এ থেকেই আমরা সভ্যস্তরে উত্তীর্ণ।

প্রত্যেকটি আদি পরিবারই বড়জোর কয়েক পুরুষের পরই বিভক্ত হতে বাধ্য হত। বর্বরযুগের মধ্যস্তরের শেষাশেষি পর্যন্ত অব্যাহত ব্যতিক্রমহীন আদিম সাম্যতন্ত্রী সাধারণ গৃহস্থালী ব্যবস্থায় পারিবারিক গোষ্ঠীর একটা সর্বোচ্চ আয়তন নির্ধারিত হয়েছিল। অবস্থাবিশেষে কিছু ভিন্নতর হলেও তা প্রত্যেকটি স্থানীয় এলাকায় কমবেশি সুনির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এক মায়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনসম্পর্কের অবৈধতার ধারণা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো গৃহস্থালী গোষ্ঠী বিভাগ এবং নতুন গৃহস্থালী গোষ্ঠী (পারিবারিক দলের সঙ্গে যার সাদৃশ্য অনিবার্য নয়) প্রতিষ্ঠার উপর এর প্রভাব অবশ্যম্ভাবী ছিল। এক বা একাধিক ভগিনীদল, একটি গৃহস্থালী গোষ্ঠীর কেন্দ্র হত, আর তাদের সহোদর ভাইরা হত আর একটি গোষ্ঠীর কেন্দ্র। এভাবে অথবা অনুরূপ কোনো উপায়ে একরক্তসম্পর্কিত পরিবার থেকে মর্গান কথিত পুনালুয়া পরিবার উৎপন্ন হল। হাওয়াই প্রথা অনুযায়ী সহোদরা অথবা সমান্তরবর্তী (অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় বা তদধিক স্তরের কাজিন সম্পর্কিত বোনরা) কয়েক জন ভগিনী তাদের সাধারণ স্বামীদের সাধারণ স্ত্রী হলেও এই সম্পর্কের আওতা থেকে তাদের ভাইরা বাদ পড়ত।

এই স্বামীরা এখন আর পরস্পরকে ভাই বলে সম্ভাষণ করে না, বস্তুত, তাদের এখন আর ভাই হওয়াও নিষ্প্রয়োজন, পরন্তু তারা পরস্পরকে ডাকে 'পুনালুয়া' অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সাথী, বলা যেতে পারে associé*। ঠিক একইভাবে একদল সহোদর অথবা সমান্তরবর্তী ভাই একত্রে এমন একদল নারীর সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হত, যারা এদের ভগিনী **নয়** এবং এই নারীরাও পরস্পরকে পুনালুয়া বলে ডাকত। এটিই পরিবার গঠনের চিরায়ত রূপ, পরবর্তীকালে যার বিবিধ পরিবর্তন ঘটে এবং যার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য: একটি নির্দিষ্ট পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে একদল পুরুষ ও একদল স্ত্রীর যৌথ পতিপত্নী সম্পর্ক, যা থেকে প্রথমে স্ত্রীদের সহোদর ভাইদের এবং পরে সমান্তরবর্তী ভাইদেরও বাদ দেওয়া হত এবং একইভাবে তা স্বামীদের বোনেদের ক্ষেত্রে অনুসৃত হত।

পরিবারের এই রূপটি থেকে একেবারে পরিপূর্ণ যথার্থতায় আমেরিকায় প্রচলিত আত্মীয়তা বিধির বিভিন্ন ধাপগুলি পাওয়া যায়। আমার মায়ের বোনদের সন্তানসন্ততি তখনও থাকছে আমার মায়েরও সন্তানসন্ততি; তেমনই আমার বাপের ভাইদের ছেলেমেয়ে আমার বাপেরও ছেলেমেয়ে এবং তারা সকলেই আমার ভাইভগিনী, কিন্তু আমার মায়ের ভাইদের ছেলেমেয়েরা এখন তার ভাইপোভাইঝি, আমার বাপের বোনদের ছেলেমেয়েরা তার বোনপো ও বোনঝি এবং তারা সকলেই আমার কাজিন। বস্তুত, আমার মায়ের বোনদের স্বামীরা যখন আমার মায়েরও স্বামী এবং আমার বাপের ভাইদের স্ত্রীরা তেমনই সকলে তারও স্ত্রী থাকছে — ঘটনাক্ষেত্রে সর্বত্র না হলেও অধিকারের দিক দিয়ে — তখন ভাইবোনেদের মধ্যে যৌনসম্পর্ক সমাজে নিন্দিত হওয়ায় প্রথম স্তরের যে কাজিনরা এতকাল নির্বিচারে ভ্রাতাভগিনী বলে গণ্য হত তারা দুটো শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেল: একটি শ্রেণী এখনও আগের মতো ভাইবোন থাকল (সমান্তর); বাকিরা — একদিকে ভাইয়ের ছেলেমেয়ে ও অপরদিকে বোনের ছেলেমেয়ে — আর ভাইবোন হতে **পারে না,** এদের সাধারণ জনকজননী — সাধারণ বাপ বা সাধারণ মা অথবা সাধারণ বাপমা — থাকতে পারে না এবং এজন্য এই

---

* সহযোগী। — সম্পাঃ

প্রথম প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল ভাইপোভাইঝি ও বোনপোবোনঝিদের, নারীপুরুষ কাজিনদের নতুন শ্রেণী যেটি পূর্বতন পরিবার প্রথায় অর্থহীন ছিল। আমেরিকার আত্মীয়তা বিধি যা ব্যক্তিগত বিবাহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যেকোনো পরিবারের সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না তার সূক্ষ্মতম খুঁটিনাটিগুলিরও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ও স্বাভাবিক সমর্থন এই পুনালুয়া পরিবার থেকে পাওয়া যায়। যে পরিমাণে এই আত্মীয়তা বিধির প্রচলন ছিল অন্তত ঠিক সেই পরিমাণেই পুনালুয়া পরিবার অথবা তদনুরূপ কোনো প্রকার পরিবারের অস্তিত্ব অপরিহার্য ছিল।

পরিবারের এই যে রূপটির অস্তিত্ব হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে সত্যসত্যই প্রমাণিত হয়েছে তার খবর সম্ভবত গোটা পলিনেশিয়াতেই আমরা পেতাম যদি ধর্মপ্রাণ মিশনারিরা আমেরিকার সেকালের স্পেনীয় যাজকদের মতো, এসব ধর্মবিরুদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে 'জঘন্যতা' ছাড়াও আরও বেশি কিছু লক্ষ করতে পারতেন।* তৎকালে বর্বরতার মধ্যস্তরবর্তী ব্রিটনরা সিজারের বর্ণনায় 'তারা দশ-বারো জন যৌথভাবে স্ত্রী রাখত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা ভাইয়ে ভাইয়ে এবং বাপমা ও ছেলেমেয়ে মিলে' যা সমষ্টি-বিবাহেরই অস্তিত্বে প্রকৃষ্টভাবে ব্যাখ্যেয়। যৌথভাবে স্ত্রী রাখার মতো বয়স্ক দশ-বারো জন পুত্র বর্বরযুগে মা'দের থাকত না, কিন্তু আমেরিকার সগোত্র আত্মীয়তা বিধির আনুষঙ্গিক পুনালুয়া পরিবারে অনেক ভাই থাকতে পারত, কারণ একজনের নিকট ও দূর সম্পর্কের সকল কাজিনরাই তার ভাই ছিল। 'বাপমা ও ছেলেমেয়ে মিলে' এই বর্ণনায় সিজারের পক্ষে ভুল করা সম্ভব; এই প্রথায় অবশ্য পিতা ও পুত্র অথবা মাতা ও কন্যা একই বিবাহদল থেকে একেবারে বাদ না পড়লেও বাপ ও মেয়ে অথবা মা ও ছেলের সম্পর্ক অবশ্যই বাদ পড়ে। হিরোডোটস ও অন্যান্য প্রাচীন লেখকেরা বন্য ও বর্বর জাতিগুলির

---

* এ বিষয়ে এখন কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বাখোফেন উচ্ছৃঙ্খল যৌনসম্পর্কের যে চিহ্নগুলি — তাঁর তথাকথিত 'পাপানিষেক' আবিষ্কার করেছেন বলে বিশ্বাস করতেন তা সমষ্টি-বিবাহেই প্রত্যাবৃত হয়। 'বাখোফেন 'পুনালুয়া' বিবাহকে যদি 'অবৈধ' মনে করেন, তাহলে সেই যুগের কোনো লোক বর্তমানে মাতা অথবা পিতার দিকের দূর বা নিকট সম্পর্কের কাজিনদের মধ্যে বিবাহকেও সহোদর ভাইবোনদের বিবাহের মতো অজাচার বলতে পারে' (মার্কস)। (এঙ্গেলসের টীকা।)

মধ্যে সমষ্টিগতভাবে পত্নীসম্ভোগের যে বিবরণ দিয়েছেন, সমষ্টি-বিবাহের এই বা তার অন্য কোনো রূপ দিয়েই তা ব্যাখ্যা করাই সহজতম। ওয়াটসন এবং কেই 'ভারতীয় জাতিসমূহ' নামক রচনায় অযোধ্যার টিকুরদের (গঙ্গার উত্তর দিকে অবস্থিত) যে বিবরণ দিয়েছেন তাতেও এই কথাই প্রযোজ্য:

'তারা বড় বড় গোষ্ঠীতে প্রায় যথেচ্ছভাবে বসবাস করে' (অর্থাৎ যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে) 'এবং যখন দুজন লোককে বিবাহিত বলে ধরা হয় তখন সে বন্ধনটা নামমাত্রই থাকে।'

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোত্র সংগঠন প্রত্যক্ষভাবে পুনালুয়া পরিবার থেকে উদ্ভূত বলেই মনে হয়। অস্ট্রেলিয়ার বিবাহ-শ্রেণীর (১০) পদ্ধতি থেকেও এর সূত্রপাত হওয়া অবশ্যই সম্ভব: অস্ট্রেলীয়দের মধ্যেও গোত্র আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে পুনালুয়া পরিবার দেখা দেয় নি ও তাদের সমষ্টি-বিবাহের ধরন আরও স্থূলতর।

সব ধরনের সমষ্টিগত পরিবারে শিশুর পিতা অনিশ্চিত কিন্তু মাতা নিশ্চিত। যদিও মা সমগ্র পরিবারের সমস্ত সন্তানসন্ততিকে নিজের সন্তান বলে সম্ভাষণ এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতি মায়ের কর্তব্য পালন করত, তবুও নিজের কোলের সন্তানদের সে আলাদা করেই জানত। অতএব এটা খুবই স্পষ্ট যে, সমষ্টি-বিবাহের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র **মায়ের** দিক দিয়েই বংশপরম্পরা নির্ধারণ এবং এভাবে কেবলমাত্র **মাতৃধারারই** স্বীকৃতি সম্ভব। বস্তুত, সমস্ত বন্য জাতি এবং বর্বরতার নিম্নস্তরবর্তী জাতিগুলির মধ্যেই ব্যাপারটি সহজলক্ষ্য; এর প্রথম আবিষ্কারই বাখোফেনের দ্বিতীয় মহৎ কৃতিত্ব। কেবলমাত্র মা মারফৎ বংশ নির্ণয় এবং এ থেকে কালক্রমে উদ্ভূত উত্তরাধিকার সম্পর্ককে তিনি মাতৃ-অধিকার আখ্যা দিয়েছেন। আমি সংক্ষেপণের জন্য আখ্যাটি বজায় রাখছি। অবশ্য আখ্যাটি সুনির্বাচিত নয়, কারণ সমাজবিকাশের সেই স্তরে আইনী অর্থে অধিকার বলে তখনও কিছু ছিল না।

এখন যদি আমরা পুনালুয়া পরিবারের দুটি টিপিক্যাল দল থেকে একটি নিই — অর্থাৎ যেটিতে কতকগুলি সহোদরা ও সমান্তর বোন (অর্থাৎ সহোদর বোনদেরই বংশের প্রথম, দ্বিতীয় বা তদধিক পর্যায়ের ভগিনী) ও তাদের সঙ্গে তাদের সন্তানসন্ততি এবং মায়ের দিক দিয়ে তাদের সহোদর

ও সমান্তর ভাইরা (আমাদের মত অনুযায়ী এরা বোনদের স্বামী নয়) রয়েছে তাহলে আমরা আদি রূপের গোত্রভুক্ত সেসব লোকগুলিকেই ঠিক খুঁজে পাব। এরা সকলেই একই মাতৃজাত, এবং প্রত্যেক প্রজন্মেই এই মেয়েরা একই আদি জননীর বংশজাত হিসেবে পরস্পরের ভগিনী। এই ভগিনীদের স্বামীরা কিন্তু এখন আর তাদের ভাই হতে পারে না, অর্থাৎ তারা ঐ আদি জননীর বংশজাত হতে পারে না এবং সেজন্য তারা এই রক্তসম্পর্কিত গোষ্ঠীর, পরবর্তীকালের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু তাদের সন্তানসন্ততি এই গোষ্ঠীরই অন্তর্গত, আর মাতৃবংশানুক্রমই একক নির্ধারক, কারণ একমাত্র এটিই সুনিশ্চিত। যখন সমস্ত ভাইবোনদের, এমন কি মায়ের দিক দিয়ে দূর সম্পর্কের সমান্তর ভাইবোনদের মধ্যে পর্যন্ত যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ হল, তখনই উপরোক্ত গোষ্ঠী গোত্রে রূপান্তরিত হল, অর্থাৎ এটিই মাতৃধারার রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়ের একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী হয়ে উঠল যেখানে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ; এখন তা সামাজিক ও ধর্মীয় চরিত্রের অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান মারফৎ নিজেকে ক্রমেই সংহত করে তুলল এবং একই উপজাতির অন্যান্য গোত্র থেকে পৃথক হয়ে উঠল। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করব। যাহোক, আমরা যদি দেখি যে, পুনালুয়া পরিবার থেকে গোত্রের উদ্ভব শুধু আবশ্যিকই নয়, স্পষ্টতই অবশ্যম্ভাবীও, তাহলে প্রায় নিশ্চয়তার সঙ্গে ধরে নেওয়া যায় যে জাতিগুলির মধ্যে গোত্রসংগঠন বর্তমান সেখানেই, অর্থাৎ প্রায় সমস্ত বর্বর ও সভ্য জাতিগুলির মধ্যে, আগে এই পারিবারিক রূপের অস্তিত্ব ছিল।

যেসময় মর্গান তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেন তখনও সমষ্টি-বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। বিভিন্ন শ্রেণীতে সংগঠিত অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে সমষ্টি-বিবাহের প্রচলন সম্পর্কে অল্পকিছু তথ্য ছিল এবং উপরন্তু ১৮৭১ সালেই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পুনালুয়া পরিবার সম্পর্কে পাওয়া খবরটি মর্গান প্রকাশ করেন। আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত যে আত্মীয়তা বিধি মর্গানের সমস্ত গবেষণার প্রারম্ভবিন্দু এ থেকে একদিকে তার পূর্ণ ব্যাখ্যা মিলল; অপরদিকে পাওয়া গেল মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্র উদ্ভবের অন্যতর একটি তৈরি পথের সন্ধান; এবং সর্বশেষে অস্ট্রেলীয় শ্রেণী থেকে এর বিকাশের স্তর বহুদূর উন্নত ছিল। কেন মর্গান এই পুনালুয়া

পরিবারকেই জোড়বাঁধা পরিবার উৎপত্তির পূর্ববর্তী একটি আবশ্যিক স্তর বলে ভেবেছিলেন এবং প্রাচীন যুগে এই ধরনের পরিবারের সার্বত্রিক অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন, এখন তা বোধগম্য। তারপর সমষ্টি-বিবাহের অন্যান্য ধরনেরও বহু তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে এবং এখন আমরা জানি যে, মর্গান এক্ষেত্রে খুব বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন। তথাপি পুনালুয়া পরিবার মারফৎ তিনি সৌভাগ্যক্রমে সমষ্টি-বিবাহের উচ্চতম ও চিরায়ত রূপটির সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন, যা থেকে উচ্চতর পর্যায়ে এর উত্তরণের সহজতম ব্যাখ্যা সম্ভবপর।

সমষ্টি-বিবাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ সমৃদ্ধির জন্য ইংরেজ মিশনারি লরিমার ফাইসনের কাছে আমরা সর্বাধিক ঋণী, কারণ ইনি এই ধরনের পরিবারের চিরায়ত আবাসভূমি — অস্ট্রেলিয়ায় বহুদিন এ নিয়ে গবেষণারত ছিলেন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মাউন্ট গ্যাম্বিয়ার অঞ্চলে অস্ট্রেলীয় নিগ্রোদেরই মধ্যে তিনি বিকাশের সর্বনিম্ন স্তর দেখতে পান। গোটা উপজাতিটি এখানে দুটো বড় শ্রেণীতে বিভক্ত — ক্রকি ও কুমাইট। এক-একটি শ্রেণীর অভ্যন্তরে যৌনসম্পর্ক কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ; অপরপক্ষে একটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি পুরুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অপর শ্রেণীর প্রত্যেকটি নারীর স্বামী এবং তেমনিই ঐ নারীও জন্মলগ্নেই তার স্ত্রী। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি নয়, গোটা দলের সঙ্গে দল, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণী এখানে বিবাহবদ্ধ। লক্ষণীয় যে, দুটি বহির্বৈবাহিক শ্রেণীতে বিভাগজনিত বাধানিষেধ ছাড়া বয়স অথবা বিশেষ রক্তসম্পর্কের কোনো বাছবিচার নেই। একজন ক্রকি বৈধভাবেই প্রতিটি কুমাইট নারীকে স্ত্রী হিসেবে পাচ্ছে; যেহেতু কোনো কুমাইট নারীর গর্ভজাত তাঁর নিজের কন্যাও মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী কুমাইট, সেজন্য এই কন্যাটি জন্মের সময় থেকেই প্রত্যেক ক্রকি পুরুষের অর্থাৎ নিজ বাপেরও স্ত্রী। অন্তত আমাদের জ্ঞাত শ্রেণীসংগঠনের কোনোটিই এক্ষেত্রে কোনো নিষেধ আরোপ করে না। অতএব এই সংগঠন হয় এমন যুগে শুরু হয়েছিল যখন অন্তঃপ্রজনন সংকুচিত করার সমস্ত অস্পষ্ট প্রেরণা সত্ত্বেও মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌনসম্পর্ক তখনও বিশেষ বীভৎস ব্যাপার বলে গণ্য হয় নি — আর তাই সোজা নির্বিচার যৌনসম্পর্কের মধ্য থেকেই শ্রেণীসংগঠনের উদ্ভব হয়েছে, অথবা বিবাহভিত্তিক শ্রেণী

উদ্ভবের ফলে যখন মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌনসম্পর্ক **ইতিমধ্যেই** প্রথানুসারে নিষিদ্ধ, সেক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা পূর্বতন একরক্তসম্পর্কিত পরিবারেরই অব্যবহিত অস্তিত্বের ইঙ্গিত এবং তা উত্তরণের লক্ষ্যে এটাই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত। এই শেষোক্ত অনুমানটিই অধিকতর সম্ভবপর মনে হয়। যতদূর আমি জানি, অস্ট্রেলিয়ার কোনো বিবরণে মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌনসম্পর্কের নিদর্শন নেই, এবং বহির্বিবাহের পরবর্তী রূপ মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রেও, তার সূচনা থেকেই, এমন সম্পর্কের মৌন নিষেধও অনুমেয়।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মাউন্ট গ্যাম্বিয়ার অঞ্চল ছাড়াও দ্বিশ্রেণী প্রথা আরও পূর্ব দিকে — ডার্লিং নদীর সন্নিহিত অঞ্চলে, এবং উত্তর-পূর্ব দিকে কুইন্সল্যান্ডেও প্রচলিত এবং এভাবে বহুদূর বিস্তৃত। এই প্রথায় শুধু ভাই ও বোনেরা, মাতৃপক্ষের ভাইদের ও বোনদের সন্তানসন্ততির বিবাহ নিষিদ্ধ, কারণ এরা একই শ্রেণীভুক্ত; পক্ষান্তরে, ভাই ও বোনের ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক বিবাহ সিদ্ধ ছিল। নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে ডার্লিং নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কামিলারোই'দের মধ্যে, অন্তর্প্রজনন বন্ধ করার আরও একটি পদক্ষেপের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে দুটি মূল শ্রেণী চার ভাগে বিভক্ত এবং এই চারটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি দলবদ্ধভাবে একটি বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে বিবাহিত হয়। প্রথম দুটি শ্রেণীর লোকেরা জন্ম থেকেই পরস্পরের স্বামীস্ত্রী; মা প্রথম না দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত তদনুসারেই সন্তানসন্ততি তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত; আর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সন্তানসন্ততি যারা তদনুরূপ পরস্পরবিবাহিত হত তারা আবার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হত। সুতরাং, এক প্রজন্ম সবসময়ই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর, পরবর্তী প্রজন্ম তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর এবং তদনুবর্তী প্রজন্ম আবার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হত। এই প্রথা অনুযায়ী (মাতৃপক্ষীয়) ভাই ও বোনদের ছেলেমেয়েরা পরস্পর স্বামীস্ত্রী হতে পারে না, কিন্তু নাতিনাত্নীরা পারে। এই অদ্ভুত জটিল প্রথাটির সঙ্গে — অন্তত পরবর্তী যুগে মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্র জোড়বন্দী হলে তা আরও জটিল হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন আমরা সে আলোচনা করতে পারব না। আমরা দেখি, অন্তর্প্রজনন রোধের প্রেরণা কীভাবে বার বার নিজেকে জাহির করেছে,

কিন্তু তা লক্ষ্যহীনভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোনো স্পষ্ট উদ্দেশ্যবোধ ব্যতিরেকে।

যে সমষ্টি-বিবাহ অস্ট্রেলিয়ায় আজও বিবাহ-শ্রেণী অর্থাৎ সমগ্র মহাদেশে প্রায়শই বিক্ষিপ্ত একটি গোটা শ্রেণীর পুরুষের সঙ্গে অনুরূপ বিক্ষিপ্ত একটি শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের বিবাহ, খুঁটিয়ে দেখলে এই সমষ্টি-বিবাহকে আর তত ভয়ংকর মনে হয় না, যেমনটি গণিকালয়-রঞ্জিত কল্পনায় কূপমণ্ডূকরা ভাবতে অভ্যস্ত। বরং, এই বিবাহের অস্তিত্ব সম্পর্কে বহু বৎসর কারও কোনো ধারণাই ছিল না এবং সম্প্রতি আবার এ নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। ভাসাভাসাভাবে দেখলে একে একধরনের শিথিল একপতিপত্নী প্রথা এবং কোথাও কোথাও আপতিক বিশ্বাসঘাতকতাযুক্ত বহুপত্নী প্রথা মনে হবে। যে বিধি অনুযায়ী এই বিবাহ নিয়ন্ত্রিত তা আবিষ্কারে ফাইসন ও হাউইটের সেই বহু বৎসরের পর্যবেক্ষণ অনুসৃতব্য (কার্যত একজন সাধারণ ইউরোপীয়ের নিজেদের বিবাহ পদ্ধতির কথাই মনে পড়বে) — সেই বিধি অনুযায়ী নিজের বাড়ি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত ভাষাভাষী লোকদের মধ্যেও একজন অস্ট্রেলীয় নিগ্রো শিবির থেকে শিবিরে ও উপজাতি থেকে উপজাতিতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অনেকসময় এমন স্ত্রীলোক পায় যারা তার কাছে বিনা আপত্তিতে, বিনা প্রতিরোধে আত্মদান করে এবং প্রথানুযায়ী একাধিক পত্নীর অধিকারী ব্যক্তি রাত্রির জন্য অতিথিকে অন্যতম স্ত্রী উপহার দেয়। এক্ষেত্রে যেখানে একজন ইউরোপীয় কেবলমাত্র দুর্নীতি ও আইনহীনতাই দেখে, সেখানে আসলে রয়েছে কড়াকড়ি নিয়ম। এই নারীরা অপরিচিত লোকটির বৈবাহিক শ্রেণীভুক্ত এবং সেজন্য জন্মসূত্রেই তারা তার স্ত্রী; যে বিবাহ বিধি অনুযায়ী এক দল অপর দলের জন্য বরাদ্দকৃত সেই নিয়মানুসারেই বৈবাহিক শ্রেণীর বাহিরে যৌনসম্পর্ক বহিষ্কারদণ্ডে নিষিদ্ধ। এমন কি যেখানে নারীহরণ স্বীকৃত, প্রায়শই সংঘটিত এবং অনেক এলাকায় রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সেখানেও শ্রেণী বিবাহের বিধি কড়াকড়িভাবে পালনীয়।

নারীহরণ প্রথার মধ্যেই, অন্ততপক্ষে জোড়বাঁধা বিবাহের রূপে হলেও একপতিপত্নী প্রথায় উত্তরণের লক্ষণ অভিব্যক্ত: একজন যুবক যখন তার বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে একটি মেয়েকে হরণ করে বা নিয়ে পালায়, তখন

একের পর এক সকলের সঙ্গেই ঐ মেয়েটির যৌনসম্পর্ক ঘটে; কিন্তু মেয়েটি শেষে হরণে উসকানিদাতা যুবকেরই পত্নী বলে গণ্য হয়। এবং পক্ষান্তরে অপহৃতা মেয়েটি লোকটির কাছ থেকে পালিয়ে অপর কারও কাছে ধরা পড়লে সে ঐ শেষোক্ত ব্যক্তির স্ত্রী হয় এবং প্রথম লোকটি সেই অগ্রাধিকার হারায়। এভাবেই সাধারণ প্রচলিত সমষ্টি-বিবাহের পাশাপাশি এবং তার অভ্যন্তরে — ঐকান্তিক সম্পর্ক, বেশী বা কম সময়ের জন্য জোড়বাঁধা এবং বহুপত্নিত্বও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে; ফলত এখানেও সমষ্টি-বিবাহের ক্রমবিলুপ্তি ঘটছে; এখন, ইউরোপীয়দের প্রভাবে কোনটি আগে বিলুপ্ত হবে সমষ্টি-বিবাহ না প্রথাটির অনুসারী অস্ট্রেলিয়ার নিগ্রোরা, সেটিই মূল প্রশ্ন।

সে যাইহোক, অস্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত গোটা শ্রেণীর বিবাহ সমষ্টি-বিবাহেরই অতি অধস্তন ও আদিম রূপ; পক্ষান্তরে, আমাদের জানামতো পুনালুয়া পরিবারই এর বিকাশের উচ্চতম পর্যায়। পূর্বতনটি সম্ভবত যাযাবর বন্যদের সামাজিক অবস্থার উপযোগী, কিন্তু শেষোক্তটির জন্য সাম্যতন্ত্রী গোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী বসতি অপরিহার্য এবং এ থেকেই পরবর্তী উচ্চতর স্তরের প্রত্যক্ষ উদ্ভব। এই দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো কোনো স্তর নিশ্চয়ই একদিন আবিষ্কৃত হবে। এখানেই আমাদের সামনে রয়েছে অনুসন্ধানের একটি সদ্যোন্মুক্ত ও অকর্ষিতপ্রায় ক্ষেত্র।

৩। **জোড়বাঁধা পরিবার।** সমষ্টি-বিবাহের আমলে অথবা তারও আগে কমবেশি সময়ের জন্য জোড়বাঁধা পরিবার দেখা যেত; বহু পত্নীর মধ্যেও একজনের একটি প্রধানা পত্নী (একে অবশ্য তখনও প্রিয় পত্নী বলা চলে না) থাকত এবং ঐ মানুষটি হত আবার বহু পতির মধ্যে তার প্রধান পতি। এই অবস্থার জন্য মিশনারিদের মধ্যে নেহাৎ কম ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় নি, তাঁরা সমষ্টি-বিবাহের মধ্যে কখনও দেখতেন নির্বিচারে বহুভোগ্য স্ত্রী, কখনও বা খুশিমতো বিবাহবিচ্ছেদ। এই ধরনের জোড়বাঁধার অভ্যাস অবশ্য গোত্রের বিকাশ এবং যাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ সেই 'ভাইদের' ও 'বোনদের' শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই ক্রমান্বয়ে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধকরণে গোত্রপ্রদত্ত প্রেরণায় ঘটনাবলি আরও এগিয়ে চলে। এভাবে আমরা ইরকোয়াস এবং

বর্বরতার নিম্নস্তরে অবস্থিত অধিকাংশ অন্যান্য ইন্ডিয়ান উপজাতিগুলির মধ্যে দেখি যে, তাদের প্রথাস্বীকৃত **সকল** আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং তারাও আবার কয়েক শত রকমের। বিবাহের এই নিষেধাজ্ঞার ক্রমবর্ধিত জটিলতা সমষ্টি-বিবাহকে ক্রমেই অসম্ভব করে তোলে এবং **জোড়বাঁধা পরিবার** তার স্থলবর্তী হয়। এই স্তরে একজন পুরুষ একটি মাত্র নারীর সঙ্গে বাস করে, অবশ্য তা পুরুষের পক্ষে বহুপত্নিত্ব এবং কখনও-বা বিশ্বাসভঙ্গের অধিকারসহ, যদিও অর্থনৈতিক কারণে বহুগামিতা কদাচিৎ আচরিত হত; সেইসঙ্গে নারীর পক্ষে একত্র বসবাসের সময় পাতিব্রত্য অবশ্যপালনীয় এবং ব্যভিচার নিষ্ঠুরভাবে দণ্ডনীয় ছিল। অবশ্য যেকোনো পক্ষ থেকেই সহজেই বিবাহবন্ধন ভেঙে দেওয়া চলত এবং সন্তানেরা আগের মতো কেবল মায়েরই অধিকারভুক্ত হত।

এভাবে রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়দের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিবাহনিষেধের প্রেক্ষিতে, প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাবের প্রসারণ ঘটে। মর্গানের কথায়:

'রক্তসম্পর্কশূন্য গোত্রের মধ্যে বিবাহ শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে একটি অধিকতর শক্তিশালী জাতি সৃষ্টি করল; যখন দুটি উন্নতিশীল উপজাতির মিলনে একটি জাতির উদ্ভব ঘটে তখন নতুন করোটি ও মস্তিষ্ক উভয় উপজাতির নৈপুণ্যের যোগফলকে দীর্ঘায়ত ও সম্প্রসারিত করবে।'

সেজন্য গোত্রভিত্তিক উপজাতিগুলি দ্বারা পশ্চাৎপদ উপজাতিদের পরাজয় অথবা নিজেদের দৃষ্টান্তের জোরে তাদের স্বপথে আনয়ন অবশ্যম্ভাবী ছিল।

অতএব স্ত্রীপুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের যে পরিধিতে একদা গোটা উপজাতি বেষ্টিত ছিল, তার ক্রমসংকোচনের মধ্যেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে পরিবারের বিবর্তন ঘটেছে। প্রথমে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পরে দূরতর আত্মীয়েরা এবং শেষ অবধি বিবাহসূত্রের কুটুম্বরাও ক্রমান্বয়ে বর্জিত হয়, শেষে কার্যক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের সমষ্টি-বিবাহ অসম্ভব হয়ে পড়ে; এবং সর্বশেষে বাকি রইল কেবলমাত্র একটি, তখনও শ্লথবদ্ধ, যুগল, সেই অণু যা ভেঙে গেলেই বিবাহের পুরোপুরি উচ্ছেদ। একপতিপত্নী প্রথার উৎপত্তির মূলে আধুনিক শব্দার্থে ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম কত যে সামান্য ছিল, শুধুমাত্র এই একটিমাত্র তথ্যেই তা প্রমাণিত। এই

স্তরবর্তী জাতিগুলির বাস্তব আচরণে এর আরও প্রমাণ মেলে। পরিবারের পূর্বতন অবস্থায় পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের কখনও অভাব হত না, বরং ঠিক উল্টো, অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত নারী ছিল, কিন্তু এখন নারী দুর্লভ হয়ে উঠল, তাদের খুঁজে পাবার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলত জোড়বাঁধা বিবাহের অনুষঙ্গ হিসেবে স্ত্রী হরণ ও নারী ক্রয় শুরু হল। এটি ছিল সংঘটিত গভীরতর পরিবর্তনের ব্যাপক **লক্ষণ**, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়; লক্ষণগুলি নেহাতই স্ত্রী সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল, তবু পাণ্ডিতম্মন্য স্কটিশ ম্যাক-লেনান সেগুলিকে পরিবারের বিশেষ বিশেষ ধরনে রূপান্তরিত করে নাম দিলেন 'রাক্ষস বিবাহ' এবং 'ক্রীত বিবাহ'। উপরন্তু, আমেরিকার ইণ্ডিয়ান এবং (একই স্তরের) অন্যান্য উপজাতির মধ্যে বিবাহ ঘটাবার দায়িত্ব পাত্রপাত্রীর নয়, এমন কি এদের মতামত গ্রহণও অবান্তর বিবেচিত, এটি কেবল উভয়ের মায়েরই ব্যাপার। এভাবে প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি নরনারীর বাগ্‌দান হয় এবং আসন্ন বিবাহের দিনেই কেবল তারা রফার কথাটি জানতে পারে। বিবাহের আগে দত্তা কন্যার ক্রয়পণস্বরূপ পাত্রীর গোত্রের আত্মীয়দের জন্য (অর্থাৎ পাত্রীর মাতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের, পিতা বা পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের নয়) পাত্রকে উপহার দিতে হয়। পতিপত্নীর যেকোনো একজনের ইচ্ছামতো বিবাহ ভেঙে দেওয়া যায়। তথাপি বহু উপজাতি, যথা ইরকোয়াসদের মধ্যে, ক্রমে ক্রমে এরূপ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনমত বেড়ে ওঠে। স্বামীস্ত্রীর বিরোধে উভয় তরফের গোত্র আত্মীয়দের হস্তক্ষেপে মিটমাটের চেষ্টা এবং তা ব্যর্থ হলেই তবেই বিচ্ছেদ, আর সন্তানরা তখন মায়েরই সঙ্গী এবং উভয়েই পুনর্বিবাহের অধিকারী।

স্বতন্ত্র গৃহস্থালী প্রয়োজনীয় অথবা বাঞ্ছনীয় হবার পক্ষে জোড়বাঁধা পরিবার অত্যন্ত দুর্বল ও অস্থায়ী ছিল, তাই পূর্বানুসৃত সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালী ভেঙে যায় নি। কিন্তু গৃহে নারীর আধিপত্যেই সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালী অর্থবহ, যেমনটি জন্মদাতা পিতার নিশ্চিত সনাক্তীকরণ অসম্ভব বিধায় গর্ভধারিণী মায়ের নির্বিশেষ স্বীকৃতির মধ্যে নারী অর্থাৎ মা'দের উচ্চ মর্যাদা সূচিত। সমাজের সূচনায় নারীদের পুরুষের দাসীত্বে পর্যবসিত থাকার প্রত্যয়টি আঠারো শতকের আলোকোদয় (এনলাইটেনমেণ্ট) যুগ থেকে পাওয়া অতি আজগুবি একটি ধারণামাত্র। সমস্ত বন্যদের মধ্যে এবং নিম্নস্তর,

মধ্যস্তর ও অংশত ঊর্ধ্বস্তরের বর্বরদের মধ্যেও নারী শুধু স্বাধীনই ছিল না, পরন্তু সে ছিল অত্যন্ত সম্মানিত আসনের অধিকারী। জোড়বাঁধা পরিবারে সেকালেও নারীর মর্যাদা কী ছিল সেনেকা উপজাতির ইরকোয়াসদের মধ্যে মিশনারি হিসেবে বহু বছর বসবাসকারী আশার রাইটের সাক্ষ্য শুনুন:

'তাদের পারিবারিক ব্যবস্থার কথা বলতে গেলে, যখন তারা পুরানো লম্বা বাড়িতে' (সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীতে অনেকগুলি পরিবার থাকত) 'বসবাস করত... তখন সর্বদাই কোনো একটি কুল' (গোত্র) 'সেখানে আধিপত্য করত, সুতরাং মেয়েরা অন্যান্য কুল' (গোত্র) 'থেকে স্বামী গ্রহণ করত।' '...সচরাচর মেয়েরাই বাড়ির মধ্যে আধিপত্য করত; বাড়ির ভান্ডার ছিল সাধারণের সম্পত্তি; কিন্তু রসদ যোগানোর ব্যাপারে নিজ দায়িত্বপালনে অক্ষম বা অলস স্বামী কিংবা প্রেমিকের কপালে দুঃখ জুটত। বাড়িতে তার সন্তানসন্ততির সংখ্যা অথবা জিনিসপত্র যতই থাক না কেন, যেকোনো সময় তাকে তল্পি গুটিয়ে চলে যাবার হুকুম দেয়া যেত; এবং এই ধরনের আদেশ অমান্য করার চেষ্টাও তার পক্ষে শুভ হত না; এই বাড়ি তার পক্ষে অসহনীয় করে তোলা হত এবং তাকে নিজের কুলে' (গোত্রে) 'ফিরে যেতে হত অথবা—প্রায়ই যা ঘটত—অপর একটি কুলে নতুন বিবাহ পাততে হত। যেমন অন্য সর্বত্র, তেমনি কুলের' (গোত্রের) 'মধ্যেও মেয়েরাই প্রবল ক্ষমতাশালী। প্রয়োজনমতো সর্দারের মাথা থেকে, তাদের ভাষায়, শিঙ ভেঙে দিয়ে তাকে সাধারণ যোদ্ধাদের সারিতে নামিয়ে দিতেও তারা ইতস্তত করত না।'

সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীতে সকল অথবা অধিকাংশ নারীই এক ও অভিন্ন গোত্রজ, আর পুরুষরা ছিল বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত—এ অবস্থায়ই আদিম যুগে সাধারণদৃষ্ট নারী আধিপত্যের বাস্তব ভিত্তি; আর এটির আবিষ্কারই বাখোফেনের তৃতীয় মহৎ অবদান।—অধিকন্তু এসঙ্গে আরও যোজ্য যে, পর্যটক ও মিশনারিদের বিবরণে উল্লিখিত বন্য ও বর্বরদের মধ্যে মেয়েদের উপর চাপানো অত্যধিক শ্রমের তথ্যটি উপরোক্ত বক্তব্যের বিরোধী নয়। যে কারণগুলি দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগ নিয়ন্ত্রিত তা সমাজে স্ত্রীলোকের স্থাননির্ধারক কারণ থেকে একেবারেই আলাদা। যেসব জাতির নারীরা আমাদের বিবেচনায় মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমে বাধ্য তারা প্রায়শই যে প্রকৃত শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে তা ইউরোপীয়দের নিজ নারীদের দেয় মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি। সভ্যতার যুগের যে মহিলা কৃত্রিম মর্যাদায় বেষ্টিত ও সমস্ত বাস্তব কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন, তার সামাজিক অবস্থান বর্বরযুগের কঠোরশ্রমী নারীর চেয়ে ঢের নীচে, বর্বরযুগের যে নারী স্বজাতির মধ্যে

সত্যিকার মহিলা (lady, frowa, Frau=কর্ত্রী) হিসেবে গণ্যা ছিল এবং তা তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রকৃতির দৌলতে।

জোড়বাঁধা পরিবার বর্তমান সময়ে আমেরিকায় সমষ্টি-বিবাহকে সম্পূর্ণভাবে স্থানচ্যুত করেছে কি না জানতে হলে উত্তর-পশ্চিম এবং বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকার যে জাতিগুলি এখনও বন্যাবস্থার ঊর্ধ্বস্তরে আছে তাদের মধ্যে যথাযথ অনুসন্ধান প্রয়োজন। এই শেষোক্তদের মধ্যে যৌনস্বাধীনতার এতসব দৃষ্টান্তের বিবরণ পাওয়া যায়, যাতে মোটেই মনে করা চলে না যে পুরানো সমষ্টি-বিবাহ পুরোপুরি দমিত হয়েছে। অন্ততপক্ষে, এর সমস্ত চিহ্ন অদ্যাবধিও লুপ্ত হয় নি। উত্তর আমেরিকার কমপক্ষে চল্লিশটি উপজাতির মধ্যে কোনো পুরুষ একটি পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিয়ে করলে তার বাকি বোনেরাও প্রাপ্তবয়স্কা অবস্থায় তার স্ত্রীরূপে গণ্য—যা একদল ভগিনীর আগেকার যৌথ পতি প্রথার জের। এবং বানক্রফ্‌ট বলেছেন যে, বন্যাবস্থার ঊর্ধ্বস্তরবর্তী কালিফোর্নিয়া উপদ্বীপের অধিবাসীদের কয়েকটি উৎসব আছে যেখানে কয়েকটি 'উপজাতি' নির্বিচার যৌনসম্পর্কের উদ্দেশ্যেই একত্রিত হয়। এই গোত্রীয় উৎসবগুলি যে এদের কাছে সেই অতীত দিনের অস্পষ্ট স্মৃতি যখন একটি গোত্রের সকল নারী অন্য গোত্রের সকল পুরুষকে স্বামী এবং সে গোত্রের পুরুষেরা অন্যতর গোত্রের সমস্ত নারীদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করত, তা সহজবোধ্য। তেমন প্রথা আজও অস্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত। কয়েকটি জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, বয়ঃবৃদ্ধ পুরুষ, নৃপতি ও যাদুকর-পুরোহিতরা নিজ স্বার্থে যৌথ স্ত্রী প্রথার সুযোগে বেশির ভাগ নারীকেই নিজ একচেটিয়া অধিকারে রাখে; কিন্তু তারাও কোনো কোনো উৎসব এবং বৃহৎ জনজমায়েতের সময় পুরাতন সমষ্টি-সঙ্গম অনুমোদন করতে বাধ্য হয় এবং বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষসম্ভোগের জন্য নিজ স্ত্রীদের ছেড়ে দেয়। ভেস্তের্মার্ক তাঁর বইয়ে (২৮-২৯ পৃঃ দ্রঃ) প্রায়শই সংঘটিত এরূপ স্যাটার্ন উৎসবের (১১) ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যখন স্বল্পকালের জন্য সাবেকী অবাধ যৌনমিলন বলবৎ হয়, যেমন, ভারতবর্ষে হো, সাঁওতাল, পাঞ্জা ও কোটারদের মধ্যে এবং আফ্রিকার কিছু উপজাতির মধ্যে, ইত্যাদি। কিন্তু যখন এসব দেখে ভেস্তের্মার্ক সিদ্ধান্ত করেন যে এগুলি, তাঁর অননুমোদিত সেই সমষ্টি-বিবাহের লুপ্তাবশেষ নয়, পরন্তু তা পশু ও

আদিম মানুষের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত সঙ্গম-ঋতুরই জের, তখনই অবাক হতে হয়।

এবার আমরা বাখোফেনের চতুর্থ মহৎ আবিষ্কার— সমষ্টি-বিবাহ থেকে জোড়বাঁধা বিবাহে উত্তরণের বহু অন্তর্বর্তী প্রকারভেদে পেঁছই। বাখোফেনের বর্ণনায় যা দেবতাদের সনাতন নির্দেশ লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত শেষে নারীর পাতিব্রত্যের অধিকারক্রয়, সেটি আসলে আদিম সমাজের সমষ্টিভিত্তিক পতিসম্ভোগ থেকে মুক্ত হয়ে একটি পুরুষের স্ত্রী হওয়ার অধিকার অর্জনের প্রায়শ্চিত্তেরই রহস্যাবৃত প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রায়শ্চিত্তে পরপুরুষে সীমিত পরিসর আত্মদান রীতি অভিব্যক্ত: বাবিলন নারীদের মিলিটা মন্দিরে বছরে একদিন করে আত্মদান করতে হত; মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য উপজাতি তাদের কন্যাদের কয়েক বছরের জন্য আনাইটিস মন্দিরে পাঠাত, যেখানে নিজেদের বাছাই করা পুরুষের সঙ্গে অবাধ যৌনসম্পর্কের পর তারা বিবাহের অনুমতি পেত; ভূমধ্যসাগর থেকে গঙ্গার উপকূল পর্যন্ত এশিয়ার প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যে ধর্মের আবরণে এই ধরনের প্রথা লক্ষণীয়। কালক্রমে মুক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তমূলক আত্মবলিও হালকা হয়ে আসে, যা বাখোফেনও লিখেছেন:

> 'বার্ষিক আত্মদানের বদলে একবার মাত্র আত্মদান চালু হয়; বিবাহিতা নারীর হেটায়ারিজমের স্থলে দেখা দেয় কুমারীদের হেটায়ারিজম, বিবাহিত পর্বে তার আচরণ প্রতিস্থাপিত হয় বিবাহপূর্ব আচরণে, সকলের কাছে নির্বিচার আত্মদানের বদলে আসে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছে আত্মদান' ('মাতৃ-অধিকার', ১৯ পৃঃ)।

অন্যান্য কিছুসংখ্যক জাতির মধ্যে আবার ধর্মের এ আবরণটি নেই; কোনো কোনো জাতির মধ্যে, যেমন পুরাকালের থ্রেশিয়ান, কেল্ট প্রভৃতি, ভারতবর্ষের বহু আদিবাসী, মালয়ের জাতিগুলি, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী এবং আমেরিকার অনেক ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে আজও মেয়েদের বিবাহপূর্ব প্রভূত যৌনস্বাধীনতা প্রচলিত। দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই তা সহজলক্ষ্য। যেকোনো ব্যক্তি সেদেশের কিছুটা ভিতরে গিয়েছেন, তিনিই কথাটির সত্যতা স্বীকার করবেন। ইণ্ডিয়ান বংশোদ্ভূত একটি ধনী পরিবার সম্পর্কে আগাসিজের ('ব্রাজিল ভ্রমণ', বস্টন-নিউ ইয়র্ক, ১৮৮৬, ২৬৬ পৃঃ) নিম্নলিখিত বিবরণটি স্মরণীয় যখন তাঁকে পরিবারের

মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল এবং তিনি মেয়ের বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত একজন অফিসার ঐ বালিকার মায়ের স্বামীই হচ্ছে তার বাবা,—তখন মা হেসে উত্তর দিলেন: naõ tem pai, é filha da fortuna— ওর কোনো বাপ নেই, সে দৈবাৎ হয়েছে।

'এভাবেই ইণ্ডিয়ান অথবা সংকর নারী এদেশে তাদের অবৈধ সন্তানদের পরিচয় দেয়, এতে কোনো অন্যায় বা লজ্জার কিছু আছে বলে তারা মনে করে না। এটি মোটেই একটি অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, পরন্তু উল্টোটাই ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। শিশুরা... প্রায়ই তাদের মা'কে কেবল জানে, কারণ সমস্ত যত্ন ও দায়িত্ব মা'কেই পালন করতে হয়; তাদের বাপ সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না, আর সেই মা বা তার সন্তানদের কারও মনেই হয় না যে, বাপের উপর তাদের কোনো দাবিদাওয়া আছে।'

সভ্য মানুষের কাছে যা নিতান্ত অদ্ভুত মনে হয়, মাতৃ-অধিকার ও সমষ্টি-বিবাহ অনুসারে সেটিই বাঁধা রীতি।

কোনো কোনো জাতির মধ্যে আবার বরের বন্ধু ও আত্মীয়েরা অথবা বরযাত্রীরা বিবাহের সময়ই বধূর উপর তাদের চিরাচরিত অধিকার খাটায় এবং পাত্রের পালা আসে সবশেষে; উদাহরণস্বরূপ, পুরাকালীন বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে এবং আফ্রিকার অজিল এবং অদ্যাবধি আবিসিনিয়ার বারেয়া জাতির মধ্যে এর প্রচলন দেখা যায়। অন্য কোনো কোনো জাতির মধ্যে আবার একজন কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি—উপজাতি প্রধান অথবা গোত্রপতি, নৃপতি, ওঝা, পুরোহিত, প্রিন্স অথবা যে উপাধিই হোক না কেন — ইনিই সমস্ত সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বধূর সঙ্গে প্রথম রাত্রি যাপনের অধিকার ভোগ করেন। নিওরোম্যাণ্টিক চিন্তাধারার হাজার চুণকাম সত্ত্বেও এই ঘটনা, jus primae noctis,* আজও পর্যন্ত আলাস্কার অধিকার অধিকাংশ বাসিন্দা (বানক্রফ্ট, 'আদিম উপজাতি', ১ খণ্ড, ৮১ পৃঃ), উত্তর মেক্সিকোর তাহু জাতি (উক্ত গ্রন্থ, ৫৮৪ পৃঃ) এবং অন্য জাতিগুলির মধ্যে সমষ্টি-বিবাহের লুপ্তাবশেষ হিসেবে টিকে আছে; এবং প্রথাটি গোটা মধ্যযুগে, অন্ততপক্ষে মূল কেল্টিক দেশগুলিতে ছিল, যেখানে এটি সরাসরি সমষ্টি-বিবাহ থেকেই এসেছিল, যেমনটি ঘটেছে আরাগনে। কাস্তিলিয়ার কৃষক কোনোদিনই

* প্রথম রাত্রির অধিকার। — সম্পাঃ

ভূমিদাস ছিল না, আরাগনে কিন্তু ফার্ডিন্যান্ড ক্যাথলিক ১৪৮৬ সালে এই প্রথা রদ করার পূর্বাবধি অত্যন্ত জঘন্য আকারে ভূমিদাস প্রথা প্রচলিত ছিল (১২)। সরকারী আইনটিতে বলা হয়েছে:

'আমরা এই রায় দিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লিখিত মহোদয়গণ' (সেনিওর, ব্যারন) '...আর কৃষকগণ কর্তৃক বিবাহিত বধূদের সহিত প্রথম রাত্রি যাপন করিতে অথবা বিবাহের রাত্রে পাত্রী শয্যায় শুইবার পর নিজ কর্তৃত্বের চিহ্নস্বরূপ শয্যা ও পাত্রীকে মাড়াইয়া যাইতে পারিবে না; অথবা উপরোক্ত মহোদয়গণ কৃষকের সন্তানসন্ততির ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিনা মূল্যে অথবা মূল্য দিয়া তাহাদিগের সেবা গ্রহণ করিতে পারিবে না' (ক্যাটালনীয় লিপি থেকে উদ্ধৃত; জুগেন্‌হাইম, 'ভূমিদাস প্রথা', সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ, ১৮৬১, ৩৫৫ পৃঃ)।

বাখোফেন যেখানে জোর করে বলেছেন যে তাঁর কথিত 'হেটায়ারিজম' অথবা 'পাপনিষেক' থেকে একপতিপত্নী প্রথা মূলত নারীদের চেষ্টাতেই এসেছিল, সেখানেও তিনি সম্পূর্ণ নির্ভুল। জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশের ফলে অর্থাৎ আদিম সাম্যতন্ত্রী ব্যবস্থার অবনতি ও জনসংখ্যার ঘনত্ববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী যৌনসম্পর্কগুলি যতই তার আদিম আরণ্যক চরিত্র হারিয়ে ফেলতে থাকল, মেয়েদের কাছে অবশ্যই তা ততই অধিকতর হীন ও পীড়নমূলক হয়ে উঠেছিল এবং ততই সাগ্রহে তারা পরিত্রাণ হিসেবে পাতিব্রত্যের অধিকার, একটি পুরুষের সঙ্গে অস্থায়ী অথবা স্থায়ী বিবাহ প্রত্যাশা করেছিল। এই অগ্রগতি পুরুষাশ্রিত হতে পারে না, এবং তা অন্তত এই কারণে যে, তারা কোনোদিন, এমন কি আজও আসল সমষ্টি-বিবাহের সুবিধা ত্যাগের কথা স্বপ্নেও কামনা করে না। মেয়েদের চেষ্টায় জোড়বাঁধা বিবাহের উদ্ভব ঘটলেই শুধু পুরুষরা কড়াকড়িভাবে একগামিতা প্রচলন করতে পারল—অবশ্য কেবলমাত্র নারীদের পালনীয় হিসেবেই।

জোড়বাঁধা পরিবার দেখা দেয় বন্যাবস্থা ও বর্বরতার সীমারেখায়, প্রধানত বন্যাবস্থার ঊর্ধ্বস্তরে এবং কোথাও কোথাও বর্বরতার নিম্নস্তরে। পরিবারের এই রূপটিই বর্বরযুগের বৈশিষ্ট্য, ঠিক যেমনটি সমষ্টি-বিবাহ বন্যাবস্থার এবং একগামিতা সভ্যতার চারিত্র্য। স্থায়ী একগামিতায় উত্তরণে এর অধিকতর বিকাশের জন্য ইতিপূর্বে সক্রিয় কারণগুলি ছাড়াও পৃথক

কারণের প্রয়োজন ছিল। জোড়বাঁধা পরিবারে সমষ্টি ইতিমধ্যেই তার শেষ একক, তার দুই পরমাণুসমন্বিত একটি অণু — এক পুরুষ ও এক নারীতে খর্বিত। প্রাকৃতিক নির্বাচন ক্রমাগত সমষ্টি-বিবাহের পরিধি কমিয়ে কমিয়ে তার কর্তব্য সমাপ্ত করেছে; এদিকে তার করণীয় আর কিছুই ছিল না। তাই কোনো নতুন **সামাজিক** চালিকাশক্তি সক্রিয় না হলে জোড়বাঁধা পরিবার থেকে নতুনতর এক প্রকার পরিবার উদ্ভবের কোনো কারণ থাকত না। কিন্তু চালিকাশক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠল।

জোড়বাঁধা পরিবারের চিরায়ত জন্মভূমি আমেরিকার কথা এবার থাক। এখানে পরিবারের উচ্চতর কোনো রূপ বিকশিত হয়েছিল অথবা এই মহাদেশ আবিষ্কার ও বিজয়ের পূর্বে এখানে কোথাও কখনও কঠোর একগামিতার প্রচলন ছিল এরূপ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোনো সাক্ষ্য মেলা দুষ্কর। প্রাচীন গোলার্ধে কিন্তু ব্যাপারটি অন্যরূপ।

এখানে পশুপালন এবং পশুযূথের বংশবৃদ্ধি মাধ্যমে তদবধি অপ্রত্যাশিত সম্পদের উৎস এবং সম্পূর্ণ নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠল। বর্বরতার নিম্নস্তর পর্যন্ত স্থায়ী সম্পদ বলতে ছিল ঘরবাড়ির প্রায় সবটুকু, পরিধেয়, স্থূল অলঙ্কার এবং খাদ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুতের হাতিয়ার: নৌকা, অস্ত্রশস্ত্র এবং সরলতম গার্হস্থ্য তৈজসপত্র। নতুন খাদ্যসংগ্রহ প্রাত্যহিক কর্ম ছিল। আর এখন ঘোড়া, উট, গাধা, গোরু, ভেড়া, ছাগল ও শূকরের দল নিয়ে অগ্রগামী পশুপালক জাতিগুলি—ভারতবর্ষের পঞ্চনদ ও গঙ্গার এলাকা, তথা অক্সাস ও জাক্সার্টিসের তখনকার পর্যাপ্ত জলসিঞ্চিত স্তেপভূমির আর্যগণ এবং ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী সেমিটরা যে সম্পদ অর্জন করেছিল, যেজন্য শুধু তদারকি ও নিতান্ত প্রাথমিক যত্নেই ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় প্রজনন, দুধ ও মাংসের সমৃদ্ধতম খাদ্যলাভ সম্ভব হত। খাদ্যসংগ্রহের সমস্ত পূর্বকালীন পদ্ধতি অতঃপর পশ্চাদ্‌ভূমিতে বিলীন এবং একদা অপরিহার্য বন্য পশু শিকার বিলাসে পর্যবসিত হল।

কিন্তু এই নতুন সম্পদের অধিকারী ছিল কারা? নিঃসন্দেহে, শুরুতে গোত্রের অধিকারেই ছিল। কিন্তু খুব গোড়ার দিকেই সম্ভবত পশুযূথের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দিয়েছিল। মোজেসের তথাকথিত প্রথম পুস্তকের রচয়িতার কাছে পিতৃপুরুষ অ্যাব্রাহাম পশুযূথের মালিক হিসেবে যেভাবে

প্রতীয়মান হয়েছিলেন, সেটা একটা পারিবারিক গোষ্ঠীকর্তার স্বীয় অধিকারে, নাকি একটি গোত্রের বংশপরম্পরাগত সত্যিকার নৃপতির পদমর্যাদা বলে, তা বলা খুবই কঠিন। একটি বিষয় কিন্তু সন্দেহাতীত এবং সেটি এই যে আধুনিক শব্দার্থে তাঁকে সম্পত্তির মালিক মনে করা সঙ্গত নয়। প্রামাণ্য ইতিহাসের সূচনাতেই সর্বত্র পশুযূথগুলি যে ইতিমধ্যেই পরিবারের কর্তাদের পৃথক সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল তাও সমভাবেই সত্য, ঠিক যেমনটি বর্বরযুগের শিল্পসামগ্রী, ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র, বিলাসদ্রব্য এবং, সবশেষে, মানবিক পশুদল অর্থাৎ ক্রীতদাসেদেরও ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

দাস প্রথার উদ্ভাবনও ততদিনে সুসম্পূর্ণ। বর্বরতার নিম্নস্তরে ক্রীতদাস নিষ্প্রয়োজনীয়। তাই বিকাশের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে পরাজিত শত্রুর প্রতি আচরণ থেকে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের আচরণ ভিন্নতর ছিল। পুরুষরা নিহত অথবা বিজয়ী উপজাতিতে ভ্রাতৃবৎ গৃহীত হত; নারীদের বিবাহ মাধ্যমে অথবা অনুরূপ অন্য কোনো উপায়ে বেঁচে যাওয়া সন্তানসহ তাদের নিজ উপজাতিতে গ্রহণ করা হত। এই স্তরে মানুষের শ্রমশক্তি ভরণপোষণের বাড়তি উল্লেখ্য কিছুই উৎপাদন করত না। পশুপালন, ধাতুকর্ম, বয়নশিল্প এবং সবশেষে ক্ষেতকর্ষণ প্রবর্তনের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। যেমন এককালের অতি সুলভ স্ত্রীদের বর্তমান বিনিময়মূল্য দেখা দিল এবং তাদের ক্রয় শুরু হল, তেমনই শ্রমশক্তির ক্ষেত্রেও তাই ঘটল, বিশেষত পশুযূথগুলি শেষ অবধি পারিবারিক সম্পত্তি হয়ে ওঠার পর। পরিবারের বৃদ্ধি গবাদি পশুর মতো এত দ্রুত ঘটে নি। পশুপালনের জন্য বেশি লোকের দরকার হত; যুদ্ধবন্দীরা ঠিক এই উদ্দেশ্যেই কাজে লাগত এবং উপরন্তু ঠিক গবাদি পশুর মতোই এদেরও প্রজনন সম্ভবপর ছিল।

এমন সম্পদ্ এক-একটি পরিবারের মালিকানাধীন হবার পর এবং সেখানে দ্রুত বৃদ্ধির ফলে সে জোড়বাঁধা বিবাহ ও মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার উপর দারুণ আঘাত হানল। জোড়বাঁধা বিবাহ পরিবারের মধ্যে একটি নতুন উপাদান সংযোজিত করেছিল। এই ব্যবস্থায় গর্ভধারিণী মায়ের পাশে জন্মদাতা প্রামাণ্য পিতাকেও পাওয়া যেত, যিনি আধুনিক যুগের অনেক 'পিতা'র চেয়ে সম্ভবত বেশি প্রামাণ্য ছিলেন। পরিবারের তৎকালীন শ্রমবিভাগের ধারানুযায়ী খাদ্যসংগ্রহ এবং সেজন্য

প্রয়োজনীয় উপকরণের ভার তথা শেষোক্তগুলির মালিকানাও ছিল পুরুষদের; বিবাহবিচ্ছেদ হলে পুরুষেরা এগুলি নিয়ে যেত, ঠিক যেমন নারীরা পেত গৃহস্থালীর সমস্ত জিনিসপত্র। তখনকার সমাজব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী পুরুষ খাদ্যদ্রব্যের নতুন উৎস অর্থাৎ গবাদি পশু ও পরে শ্রমের নতুন হাতিয়াররূপে ক্রীতদাসদেরও মালিক ছিল। কিন্তু ঐ সমাজরীতি অনুসারেই পুরুষের সন্তানসন্ততি উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃসম্পত্তি পেত না, কারণ এ ব্যাপারে অবস্থাটি ছিল নিম্নরূপ:

মাতৃ-অধিকার, অর্থাৎ যতদিন একমাত্র মাতৃধারায় বংশপরম্পরা নির্ণীত হত এবং গোত্রের আদি উত্তরাধিকার প্রথা অনুযায়ী, গোত্রের কেউ মারা গেলে গোত্রভুক্ত আত্মীয়রা তার সম্পত্তির মালিক হত। সম্পত্তির গোত্রভুক্তি অপরিহার্য ছিল। প্রথম দিকে, আলোচ্য সম্পত্তি অকিঞ্চিৎকর বিধায় সম্ভবত তা গোত্রের নিকটতম আত্মীয়, অর্থাৎ মাতৃপক্ষের রক্তসম্পর্কিতদের দখলভুক্ত হত। মৃত পুরুষের সন্তানসন্ততি কিন্তু তার স্বগোত্রীয় নয়, তারা মায়ের গোত্রভুক্ত। গোড়ার দিকে তারা মায়ের রক্তসম্পর্কিত অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে একত্রে মাতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত, এবং সম্ভবত পরে তারা এ সম্পত্তির প্রথম দাবীদার হয়েছিল; কিন্তু তারা পিতৃসম্পত্তি পেত না, কারণ তারা পিতার গোত্রভুক্ত ছিল না এবং সম্পত্তিটি সেই গোত্রের মধ্যে থাকারই নিয়ম ছিল। অতএব পশুযূথের মালিকের মৃত্যুতে পশুযূথের মালিকানা যেত প্রথমত তার ভাই ও বোন এবং বোনের ছেলেমেয়ে অথবা তার মাসীদের ছেলেমেয়েদের দখলে। আর তার নিজ ছেলেমেয়ে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হত।

এভাবে সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন পরিবারে স্ত্রীর তুলনায় পুরুষের প্রতিষ্ঠা বাড়ল তেমনি পক্ষান্তরে তার বর্তমান শক্তিশালী সামাজিক অবস্থার জোরে নিজের সন্তানসন্ততির স্বপক্ষে প্রচলিত উত্তরাধিকার প্রথা পরিবর্তনের উদ্দীপনাও সঞ্চারিত হল। কিন্তু মাতৃ-অধিকারভিত্তিক বংশধারার আওতায় তা অসম্ভব ছিল। তাই প্রথাটি পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল এবং তাই করা হল। আর কাজটি আজ যত কঠিন মনে হয়, সেকালে তা তেমন কিছু শক্ত ছিল না। কারণ, বিপ্লবটি মানব অভিজ্ঞতার অন্যতম চূড়ান্ত বিপ্লব হওয়া সত্ত্বেও এতে গোত্রের কোনো জীবিত সদস্যের কোনো

অবস্থান্তর ঘটাবারই প্রয়োজন হয় নি। সকলেই পূর্ববৎ স্বস্থানে থাকতে পারত। এই সহজ সিদ্ধান্তটুকুই যথেষ্ট যে, ভাবী প্রজন্মের সন্তানসন্ততি তারই গোত্রভুক্ত, কিন্তু নারীর সন্তানসন্ততি গোত্রচ্যুত এবং তাদের পিতৃ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে। এভাবে মাতৃপক্ষীয় বংশপরম্পরা নির্ণয় এবং সম্পত্তি উত্তরাধিকারের উচ্ছেদ ঘটল এবং পিতৃপক্ষীয় বংশপরম্পরা নির্ণয় ও সম্পত্তি উত্তরাধিকার প্রবর্তিত হল। সভ্য জাতিগুলির মধ্যে কবে এবং ঠিক কীভাবে বিপ্লবটি ঘটেছিল আমরা তার কিছুই জানি না। এটি সম্পূর্ণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তর্গত। কিন্তু এমন বিপ্লব যে সত্যিই **ঘটেছিল** তা মাতৃ-অধিকারের অসংখ্য লুপ্তাবশেষ, বিশেষত বাখোফেন সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত হয়। কত সহজে যে বিপ্লবটি ঘটে তা গোটাকতক ইন্ডিয়ান উপজাতির মধ্যেই চোখে পড়ে; অংশত সম্পদবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিবর্তনের (বনজঙ্গল থেকে প্রান্তরে বসবাস) ফলে এবং অংশত সভ্যতা ও মিশনারিদের নৈতিক প্রভাবে অতি সম্প্রতি এদের মধ্যে ব্যাপারটি ঘটেছে এবং এখনও ঘটে চলেছে। মিসুরী অববাহিকার আটটি উপজাতির ছয়টিতে পিতৃপক্ষীয় এবং দুটিতে আজও মাতৃপক্ষীয় বংশানুসৃতি ও তদনুযায়ী উত্তরাধিকার বজায় আছে। পিতৃসম্পত্তির অধিকারী করার জন্য শনী, মিয়ামি ও ডেলওয়ার উপজাতিগুলির মধ্যে সন্তানসন্ততির পিতৃগোত্রীয় নামকরণক্রমে পিতার গোত্রভুক্ত করার প্রথা প্রচলিত হয়েছে। 'নাম বদলে বস্তু বদলের স্বাভাবিক মানবীয় কারচুপি! যেখানেই প্রত্যক্ষ স্বার্থের যথেষ্ট প্রেরণা থাকে, সেখানেই কোনো ছিদ্র ধরে প্রচলিত ঐতিহ্যের মধ্যেই ঐতিহ্য ভাঙা!' (মার্কস)। ফলত অসম্ভব গোলমাল পাকিয়ে উঠল এবং তখন তার সমাধান ব্যতীত কোনো গত্যন্তর না থাকায় আংশিক সমাধানও করা হল এবং তা পিতৃ-অধিকারে উত্তরণ মাধ্যমে। 'এটিই মনে হয় সবচেয়ে স্বাভাবিক পরিবর্তন' (মার্কস)। প্রাচীন গোলার্ধের সভ্য জাতিগুলির মধ্যে কীভাবে এই পরিবর্তন ঘটেছিল সে বিষয়ে তুলনামূলক আইন বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অবশ্য নিতান্ত প্রকল্পমাত্র — ম. কভালেভ্স্কির 'পরিবার ও সম্পত্তির উৎপত্তি ও বিবর্তনের রূপরেখা', স্টকহোম, ১৮৯০ দ্রষ্টব্য।

মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ **নারী জাতির এক বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয়।** পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল, নারী হল পদানত, শৃঙ্খলিত,

পুরুষের লালসার দাসী, সন্তানসৃষ্টির যন্ত্রমাত্র। নারীর এই অবনত অবস্থা যা বিশেষভাবে বীরযুগের এবং ততোধিক চিরায়ত যুগের গ্রীকদের মধ্যে পরিস্ফুট, তাই ক্রমে পালিশ এবং আংশিক রূপান্তরণে মোলায়েম হয়েছে, কিন্তু মোটেই লুপ্ত হয় নি।

এভাবে প্রতিষ্ঠিত একচ্ছত্র পুরুষ শাসনের প্রথম পরিণামস্বরূপ তৎকালে উদীয়মান মধ্যবর্তী রূপটি পিতৃপ্রধান পরিবারেই সহজলক্ষ্য। বহুপত্নী প্রথা নয় (প্রথাটি সম্পর্কে পরে বলা হবে), পরন্তু

'পরিবারের প্রধানস্বরূপ পিতৃক্ষমতাধীনে কিছুসংখ্যক স্বাধীন ও পরাধীনকে একটি পরিবারে সংগঠিত করাই এর মূল বৈশিষ্ট্য। সেমিট রীতিতে এই পরিবারের প্রধান বহুপত্নীক, গোলামরাও নিজ নিজ স্ত্রী ও সন্তানের অধিকারী এবং সমগ্র পরিবারটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলবিশেষে পশুপালনের লক্ষ্যেই সংগঠিত।'*

দাস গোলাম ও পিতৃক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মূল বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত এই ধরনের পরিবারের পূর্ণাঙ্গ রূপ রোমান পরিবারেই প্রকটিত। শুরুতে familia শব্দার্থে আমাদের আধুনিক কূপমণ্ডূকদের যা আদর্শ, সেই ভাবপ্রবণতা ও সংসারিক ঝগড়াঝাঁটির সমাহারগত কোনো তাৎপর্য বিধৃত ছিল না; এমন কি রোমানদের মধ্যে গোড়ার দিকে এতে বিবাহিত দম্পতি ও তাদের সন্তানসন্ততিকেও নয়, শুধু গোলামদেরই বোঝাত। Famulus মানে একজন ঘরোয়া দাস এবং familia মানে ব্যক্তিবিশেষের অধিকারভুক্ত সমস্ত ক্রীতদাস। এমন কি গেয়াসের সময় পর্যন্ত familia, id est patrimonium (অর্থাৎ উত্তরাধিকার) উইল করে অর্সানো হত। রোমানরা একটি নতুন ধরনের সামাজিক সংগঠন বোঝাবার জন্য এই শব্দটি আবিষ্কার করে,—এতে পরিবার প্রধানের অধীনে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি এবং কয়েকজন গোলাম থাকত, আর রোমানদের পিতৃক্ষমতা অনুযায়ী তিনি ছিলেন সকলের দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

'অতএব এই শব্দটি ল্যাটিন উপজাতিগুলির বর্মাবৃত পারিবারিক প্রথার চেয়ে পুরানো নয়, যা চাষবাস ও বিধিবদ্ধ দাস প্রথার সূচনার পর এবং গ্রীক ও আর্যবংশীয় ইটালিক জাতিগুলি পৃথক হয়ে যাওয়ার উদ্ভূত হয়েছে।'**

* L. H. Morgan. 'Ancient Society', London, 1877, pp. 465-466.—সম্পাঃ

** ঐ, ৪৭০ পৃঃ। — সম্পাঃ

এর সঙ্গে মার্কস যোগ করেছেন: 'আধুনিক পরিবারের মধ্যে ভ্রূণাবস্থায় শুধু দাসত্ব (servitus) নয়, পরন্তু ভূমিদাসত্বও আছে, কারণ জন্মলগ্ন থেকেই এটি কৃষি বেগারির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। পরবর্তী যুগে সমাজ ও তার রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘটিতব্য সকল ব্যাপক বিরোধই **ক্ষুদ্রাকারে** এর অন্তর্গত আছে।'

এধরনের পরিবারই জোড়বাঁধা পরিবার থেকে একগামিতায় উত্তরণের অন্তর্বর্তী স্তরস্বরূপ। নারীর সতীত্ব অর্থাৎ সন্তানের পিতৃত্বের নিশ্চয়তার জন্য নারীকে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের অধীন করা হয়; আপন স্ত্রীর হত্যাও এক্ষেত্রে নিজ অধিকারপ্রয়োগ হিসেবে গ্রাহ্য।

পিতৃপ্রধান পরিবারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা লিখিত ইতিহাসের যুগে তথা এমন একটি ক্ষেত্রে পৌঁছই যেখানে তুলনামূলক আইনবিচার পদ্ধতি থেকে আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যলাভ সম্ভব। বস্তুত, এর ফলেই আমাদের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। পিতৃপ্রধান পারিবারিক গোষ্ঠী, যেগুলি সার্ভ ও বুলগারদের মধ্যে Zádruga (মিতালির সমার্থক কিছু একটা) অথবা Bratstvo (ভ্রাতৃত্ব) নামে এবং প্রাচ্য জাতিগুলিতে সামান্য পরিবর্তিত আকারে আজও প্রচলিত সেগুলিই যে সমষ্টি-বিবাহে উদ্ভূত মাতৃ-অধিকারভিত্তিক পরিবার ও আধুনিককালের পরিচিত একক পরিবারের অন্তর্বর্তী পর্যায় তা প্রমাণের জন্য আমরা মাক্সিম কভালেভ্স্কির নিকট ঋণী ('পরিবার ও সম্পত্তির উৎপত্তি ও বিবর্তনের রূপরেখা', স্টকহোম, ১৮৯০, ৬০-১০০ পৃঃ)। অন্ততপক্ষে, প্রাচীন গোলার্ধের সভ্য জাতিগুলি, আর্য ও সেমিটদের ক্ষেত্রে এটি প্রমাণিত বলে মনে হয়।

দক্ষিণী স্লাভদের 'জাদ্রুগা' পারিবারিক গোষ্ঠীর একটি প্রকৃষ্টতম বিদ্যমান উদাহরণ। এই পরিবার একজন পিতার কয়েক পুরুষের পুত্রপ্রপৌত্র ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে গঠিত, সকলেই এক গৃহস্থালীর অন্তর্ভুক্ত, তারা একত্রে জমি চাষ করে, একই সাধারণ ভাঁড়ার থেকে খাওয়াপরা চালায় এবং সমবেতভাবে সমস্ত উদ্বৃত্ত জিনিসের অধিকারী হয়। এধরনের গোষ্ঠীতে একজন মাত্র গৃহকর্তার (domàćin) চূড়ান্ত আধিপত্য স্বীকৃত, যিনি বাহিরে গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ছোটখাট বিষয়ের নিষ্পত্তিকারী এবং আর্থিক ব্যবস্থাপক বিধায় তিনিই এই তহবিল এবং সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দায়ী। তাঁকে নির্বাচিত হতে হয় এবং এতে বয়োজ্যেষ্ঠতা সবসময় অপরিহার্য

নয়। পরিবারের মেয়ে ও তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করেন গৃহকর্ত্রী (domácica), যিনি সাধারণত ঐ গৃহকর্তারই স্ত্রী। মেয়েদের স্বামী নির্বাচনে তাঁর মত খুবই গুরুত্বপূর্ণ কখনও-বা সিদ্ধান্তমূলক। সমস্ত পূর্ণবয়স্ক সদস্য, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়দের নিয়ে গঠিত পারিবারিক সংসদের উপরই কিন্তু গোষ্ঠীর চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত। এই সভার সামনে গৃহকর্তা তাঁর কাজের হিসাব দেন; এই সভা শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সভ্যদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে; কোনো গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়বিক্রয়, বিশেষত জমিজমা, প্রভৃতি সম্বন্ধে এখানেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রাশিয়াতেও এই ধরনের বৃহৎ পারিবারিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রমাণ হয়েছে মাত্র বছর দশেক আগে;* রুশদেশের লোকাচারে গ্রাম্য 'ওব্শিচনা' বা গ্রামগোষ্ঠীর মতোই এগুলি দৃঢ়মূল বলে এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত। ডাল্মেসীয় আইনবিধির (১৩) একই পরিভাষায় (vervj),** রাশিয়ার প্রাচীনতম আইনসংহিতা — ইয়ারোস্লাভের 'প্রাভদা' (ন্যায়)-এ এবং পোলিশ ও চেকদের ঐতিহাসিক সূত্র থেকে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

হৈস্লারের মতে ('জার্মান অধিকার প্রথা') জার্মানদের মধ্যে আদিতে যে অর্থনৈতিক একক ছিল সেটা আধুনিক অর্থে একক পরিবার নয়, পরন্তু একটি 'গৃহস্থালী গোষ্ঠী' যাতে স্ব স্ব পরিবার সমেত কয়েক প্রজন্মের লোকজন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের দাসরাও থাকত। রোম পরিবারও যে শেষ অবধি এধরনের পরিবারে এসে পৌঁছেছিল তা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং গৃহকর্তার স্বৈরক্ষমতা ও তার তুলনায় পরিবারের বাকি সভ্যদের অধিকারহীনতা সম্পর্কে সম্প্রতি জোর প্রশ্ন উঠেছে। আয়ার্ল্যান্ডের কেল্টদের মধ্যে এজাতীয় পারিবারিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব এখন অনুমিত হচ্ছে; ফ্রান্সে একেবারে ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্যন্ত নিভের্নে'তে parçonneries নামে এগুলি টিকে ছিল এবং ফ্রাঁশ-কঁতে'তে আজও পুরোপুরি লোপ পায় নি। লুআঁ পরগনায় (সোঁ — লুয়ার জেলা) বড় বড় কৃষক গৃহস্থালী দেখা যায় যেখানে ছাদসমান উচ্চ একটি সাধারণের ব্যবহার্য কেন্দ্রীয় হল-ঘরের চারদিকে

---

* ম. কভালেভ্স্কির 'আদিম আইনগত অধিকার' গ্রন্থের প্রথম পর্ব — 'গোত্র' (মস্কো, ১৮৮৬) এখানে স্মরণ করা হয়েছে। — সম্পাঃ

** গোষ্ঠী। — সম্পাঃ

শোবার ঘর থাকে, এসব ঘরে ছয় থেকে আট ধাপের সিঁড়ি দিয়ে পোঁছতে হয় এবং এগুলিতে একই পরিবারের কয়েক প্রজন্মের লোকজন বাস করে।

ভারতবর্ষে মহান আলেকজান্ডারের যুগে নিয়ার্কাস এই গৃহস্থালী গোষ্ঠী ও এজমালি চাষবাসের উল্লেখ করেছেন এবং এগুলি আজও সেই একই অঞ্চলে, পঞ্জাব ও সমগ্র উত্তর-পশ্চিমে বিদ্যমান। ককেশাস অঞ্চলে কভালেভ্স্কি নিজে এর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। আলজেরিয়ার কাবিলদের মধ্যে এখনও এটি দেখা যায়। এমন কি আমেরিকাতেও এর অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা হয়; জুরিতা বর্ণিত প্রাচীন মেক্সিকোর calpullisকে (১৪) এধরনের গৃহস্থালীর সঙ্গে অভিন্ন করে দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে; পক্ষান্তরে, কুনোভ ('Das Ausland', 1890, N° 42-44 [১৫]) মোটামুটি স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, পেরু বিজয়কালে সেখানে পর্যায়ক্রমিক কর্ষিত জমি বণ্টন অর্থাৎ ব্যক্তিগত চাষ, সমেত একধরনের মার্ক-সংগঠন প্রচলিত ছিল (আশ্চর্য যে এখানেও নামকরণ ছিল marca)।

সে যাহোক, জমির সাধারণ মালিকানা ও সমবেত চাষবাসের সঙ্গে সংযুক্ত পিতৃপ্রধান গৃহস্থালী গোষ্ঠী এখন পূর্বাপেক্ষা অন্যতর এক তাৎপর্য অর্জন করল। প্রাচীন গোলার্ধের সভ্য ও অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে মাতৃপ্রধান পরিবার থেকে একক পরিবারে উত্তরণের সময় এধরনের গৃহস্থালীর যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সে সম্পর্কে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। পরে আমরা কভালেভ্স্কির আরও একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করব, যথা: পিতৃপ্রধান গৃহস্থালী গোষ্ঠী একটি উত্তরণমূলক পর্যায়, যা থেকে আলাদা আলাদা পরিবারের চাষবাস এবং চাষজমি ও চারণভূমি প্রথমে পর্যায়ক্রমে এবং পরে স্থায়ীভাবে বিলি করার পদ্ধতি সহ গ্রামগোষ্ঠী বা মার্ক-গোষ্ঠী বিকশিত হয়েছে।

এসব গৃহস্থালী গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ পারিবারিক জীবনের ব্যাপারে অন্তত রাশিয়ার ক্ষেত্রে এটা উল্লেখযোগ্য যে, শোনা যায়, গৃহকর্তা তরুণীদের, বিশেষত পুত্রবধূদের ক্ষেত্রে পদমর্যাদার প্রবল অপব্যবহার করত এবং অনেক সময় ওরা হারেমে বন্দী হত; রুশ লোকসঙ্গীতে এই অবস্থার মুখর প্রতিফলন সহজলক্ষ্য।

মাতৃ-অধিকার উচ্ছেদের পরবর্তীকালীন দ্রুত-উদ্ভূত একগামিতা

আলোচনায় আগেই এখানে বহুপত্নিত্ব ও বহুভর্তৃক প্রথা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। এই দুই রকমের বিবাহই নিয়মের ব্যতিক্রম, ইতিহাসের বিলাস সামগ্রী হিসেবেই বিবেচ্য, যদি না কোনো দেশে এগুলো পাশাপাশি দেখা যায়, আর যতদূর জানা গেছে এমনটি কোথাও ঘটে নি। অতএব, সমাজের প্রথা নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা এযাবৎ প্রায় সমান থাকায় বহুপত্নী বিবাহের আওতাবহির্ভূত পুরুষেরা যেহেতু বহুভর্তৃক প্রথা থেকে পরিত্যক্ত স্ত্রীলোকদের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাই এটা খুবই স্পষ্ট যে, উপরোক্ত দুই রকমের বিবাহের কোনোটারই ব্যাপক প্রচলন হতে পারে নি। বস্তুত, পুরুষের পক্ষ থেকে বহুপত্নিত্ব স্পষ্টত দাস প্রথারই ফল এবং ব্যতিক্রমী অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রেই তা সীমিত। সেমিটিক পিতৃপ্রধান পরিবারে কেবলমাত্র পরিবারের পিতা স্বয়ং এবং বড়জোর তার জনকয়েক পুত্রের বহু স্ত্রী থাকত, বাকি সকলকে এক-একটি পত্নী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। প্রাচ্যের সর্বত্র আজও এটি অব্যাহত। বহুপত্নিত্ব ধনী ও হোমরাচোমরাদের একটি বিশেষ অধিকার এবং স্ত্রী সংগ্রহের উৎস ছিল প্রধানত দাসীক্রয়; সাধারণত অধিকাংশ লোকেই একগামিতায় তুষ্ট থাকত। ভারতবর্ষ ও তিব্বতে বহুভর্তৃক প্রথা অনুরূপ একটি ব্যতিক্রম, সমষ্টি-বিবাহ থেকে এর উদ্ভবের নিশ্চিত চিত্তাকর্ষক প্রশ্নটির আরও খুঁটিনাটি অনুসন্ধান প্রয়োজন। তবু বাস্তব ক্ষেত্রে মুসলমানদের ঈর্ষাপৃক্ত হারেমগুলির তুলনায় এগুলি অনেক বেশি সহনশীল। যেমন, ভারতের নায়ারদের মধ্যে তিন, চার অথবা বেশীসংখ্যক পুরুষের একটিমাত্র সাধারণ স্ত্রী থাকে; কিন্তু এদের মধ্যে আবার প্রত্যেকেই ঐ একই সময়ে আরও তিন বা ততোধিক পুরুষের সঙ্গে মিলে একটি দুটি, তিনটি, চারটি বা ততোধিক স্ত্রীও রাখতে পারে। বিস্ময়ের কথা যে, ম্যাক-লেনান এসব বিবাহ ক্লাবের বর্ণনা দিয়ে **ক্লাব-বিবাহের** নতুন বর্গ আবিষ্কার করেন নি, যেখানে পুরুষেরা একই সময়ে কয়েকটি ক্লাবের সভ্য হতে পারত। এই বিবাহ ক্লাবকে অবশ্য যথার্থ বহুভর্তৃক প্রথা বলা যায় না; পক্ষান্তরে জিরো-তেলোঁর ভাষায়, এটি সমষ্টি-বিবাহের এক বিশেষ রূপ, যেখানে পুরুষ বহুপত্নীক এবং নারী বহুবল্লভা।

৪। **একগামী পরিবার।** ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্বরতার মধ্যস্তর থেকে ঊর্ধ্বস্তরে উত্তরণযুগে জোড়বাঁধা পরিবার থেকে এর উৎপত্তি; এর

চরম বিজয় — সভ্যতার সূচনার অন্যতম চিহ্ন। স্বামীর আধিপত্যই এর ভিত্তি; এর সুস্পষ্ট লক্ষ্য সুনিশ্চিত পিতৃত্বের সন্তানোৎপাদন, কারণ এটি নির্ধারিত হলে তবেই সন্তানসন্ততি বিতর্কাতীত বংশধর হিসেবে যথা সময়ে পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে একগামী পরিবারের পার্থক্য এই যে, এখানে বিবাহবন্ধন অনেক বেশি শক্ত, কোনো পক্ষের মর্জিমতো সেটা এখন আর ভাঙা যায় না। এখন, সাধারণত কেবলমাত্র স্বামীই বিবাহবন্ধন ছেদ করে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারে। দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসভঙ্গের অধিকারী এখনও পুরুষ, অন্তত পক্ষে লোকাচারে তা অনুমোদিত হচ্ছে (Code Napoléon* অনুযায়ী স্বামীকে সুস্পষ্টভাবে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে রক্ষিতাকে দম্পতির গৃহে নিয়ে আসছে [১৬]), এবং সমাজের অধিকতর অগ্রগতির সঙ্গে পুরুষরা এই অধিকার অধিক পরিমাণে খাটাচ্ছে; যদি কোথাও কোনো স্ত্রী প্রাচীন যৌনসম্পর্ক প্রথা স্মরণক্রমে তা ফিরে পাবার চেষ্টা করে তবে সে পূর্বাপেক্ষাও কঠোরতর শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছে।

গ্রীকদের মধ্যে এই নতুন ধরনের পরিবারের কঠোরতম রূপ দেখা যায়। মার্কসের মতে, পুরাকথার দেবীদের প্রতিষ্ঠা থেকে এমন একটি পূর্বতন পর্ব বোঝা যায়, যখন পর্যন্ত নারী অধিকতর স্বাধীন ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিল, কিন্তু বীরযুগে পুরুষাধিপত্য এবং ক্রীতদাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নারীর অবস্থার অনেক অবনতি চোখে পড়ে। 'অডিসি'তে পাওয়া যায়, কীভাবে টেলিমেকাস মা'কে ধমক দিয়ে মুখ বুজতে বাধ্য করছে।** হোমারের কাব্যে বন্দী যুবতীরা বিজয়ীদের লালসার শিকার হচ্ছে, সামরিক দলপতিরা পদমর্যাদাক্রমে একের পর এক শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের নিজের জন্য বাছাই করছে; এধরনের একটি দাসী নিয়ে আকিলিস ও আগামেম্ননের ঝগড়াকে কেন্দ্র করেই যে সমগ্র 'ইলিয়ড' কাব্য, তা আমরা জানি। হোমারের কাব্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি নায়ক প্রসঙ্গেই তার শিবির ও শয্যাসঙ্গিনী বন্দিনী কুমারীরও উল্লেখ আছে। এই কুমারীরা আবার দম্পতির সংসারেও গ্রহণীয়,

---

* নেপোলিয়নের কোড। — সম্পাঃ

** হোমার, 'অডিসি', প্রথম গাথা। — সম্পাঃ

যেমন এস্কাইলাসের আগামেম্নন কাসান্ড্রাকে নিয়েছিল।* এসব দাসীপ্রসূত সন্তানরা পিতৃসম্পত্তির একটি ক্ষুদ্রাংশের ভাগী এবং এরা স্বাধীন নাগরিক হিসেবে গণ্য হত। টিউক্রস টেলামনের এমনি এক অবৈধ পুত্র এবং তাকে পিতৃনাম ধারণের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। বিবাহিত স্ত্রী এসবই সহ্য করতে বাধ্য, কিন্তু তার নিজের বেলায় কঠোর সতীত্ব এবং পাতিব্রত্য অবশ্যপালনীয়। একথা অনস্বীকার্য যে, সভ্যযুগের চেয়ে বীরযুগে গ্রীক নারী অধিকতর সম্মানীয়া ছিল; কিন্তু তাসত্ত্বেও স্বামীর কাছে সে কেবলমাত্র তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের মা, প্রধানা গৃহকর্ত্রী এবং ক্রীতদাসীদের কর্মাধ্যক্ষা, যারা তার স্বামীর ইচ্ছামতো রক্ষিতা হিসেবে ব্যবহার্য ছিল এবং ব্যবহৃত হত। একগামিতার পাশাপাশি এই দাস প্রথার অস্তিত্ব, সর্বতোভাবে **পুরুষের** দখলীভূত সুন্দরী তরুণী দাসীদের উপস্থিতি শুরু থেকে একগামিতার উপর এই বিশিষ্ট চারিত্র্য মুদ্রিত করে যে, একগামিতা **কেবল নারীরই জন্য,** পুরুষের জন্য নয়। আর তার এই বৈশিষ্ট্য আজও অপসৃত হয় নি।

পরবর্তী যুগের গ্রীকদের ক্ষেত্রে ডোরিয়ান ও আইওনিয়ানদের অবশ্যই পৃথক করে দেখা প্রয়োজন। স্পার্টা প্রথমোক্তদের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এবং এমন কি হোমার উল্লিখিত বিবাহের চেয়েও প্রাচীনতর বিবাহসম্পর্ক এদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্র কর্তৃক স্থানীয় প্রথানুসারে পরিবর্তিত এক ধরনের জোড়বাঁধা বিবাহ স্পার্টায় দেখা যায়, যা এখনও সমষ্টি-বিবাহের বহু লক্ষণে চিহ্নিত। সন্তানহীন বিবাহ ভেঙে দেওয়া হত; স্ত্রী নিঃসন্তান বিধায় রাজা আনাক্সান্দ্রিদাস (খৃঃপূঃ ৬৫০) আরও একটি বিবাহ করেন এবং দুটি গৃহস্থালী অব্যাহত রাখেন; সে যুগেরই রাজা এরিস্টোনিস পূর্বতন দুটি নিঃসন্তান স্ত্রীর সঙ্গে একটি তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন, তবে প্রথমোক্তদের অন্যতমাকে ত্যাগ করে। পক্ষান্তরে, কয়েকজন ভ্রাতা একজন সাধারণ স্ত্রী রাখতেও পারত; বন্ধুপত্নীর প্রতি অনুরাগী হলে বন্ধুর সঙ্গে তার অংশভাগী হওয়া চলত; আর কেউ নিজ স্ত্রীকে বিসমার্ক কথিত একটি তাগড়া 'মর্দা ঘোড়ার' কাছে তুলে দিলেও তা সঙ্গতই বিবেচিত হত, এমন কি শেষোক্ত

---

* এস্কাইলাস, 'ওরেস্টিয়া; আগামেম্নন'। — সম্পাঃ

ব্যক্তিটি সহনাগরিক না হলেও। প্লুটার্কের রচনায় এক জায়গায় স্পার্টার জনৈক নারী কর্তৃক তার পশ্চাদ্ধাবক প্রণয়ীকে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পাঠানোর ঘটনা,—শ্যোমানের মতে অধিকতর যৌনস্বাধীনতারই ইঙ্গিতবাহী। প্রকৃত ব্যভিচার অর্থাৎ স্বামীর অজানতে স্ত্রীর অবিশ্বস্ততা তাই তখনও অশ্রুতপূর্ব। অপরদিকে, স্পার্টার গৌরবযুগে সেখানে অন্তত গার্হস্থ্য দাসদাসী ব্যবস্থার কোনো অস্তিত্ব ছিল না; হেলোট ভূমিদাসরা মহালের মধ্যে আলাদাভাবে থাকত এবং এজন্য তাদের নারীদের সঙ্গে সংসর্গের প্রলোভন স্পার্টাবাসীদের (১৭) কমই ছিল। এমতাবস্থায় স্পার্টার নারীরা যে অন্যান্য গ্রীক নারীদের চেয়ে অধিকতর সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেটা খুবই স্বাভাবিক। গ্রীক নারীদের মধ্যে কেবল স্পার্টার নারী এবং এথেন্সের হেটায়ার শিরোমণিরাই প্রাচীনদের দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত এবং এদের উক্তি তাদের কাছে লিপিভুক্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচ্য।

এথেন্সের অনুসারী আইওনিয়ানদের মধ্যে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাদের মেয়েরা শুধু সুতা কাটা, কাপড় বোনা ও সেলাই, বড়জোর একটু-আধটু লেখাপড়া শিখত। তাদের পৃথক রাখা হত এবং শুধু মেয়েদের সঙ্গেই মিশতে দেওয়া হত। বাড়ির একটি পৃথক ও নির্দিষ্ট অংশে, উপরতলায় অথবা বাড়ির পিছনে মেয়েদের মহল থাকত—যেখানে পুরুষরা বিশেষত অচেনা লোকেরা যেতে পারত না; বাইরের কোনো পুরুষ এলে মেয়েরা সেখানে চলে যেত। দাসী সঙ্গে না নিয়ে তারা বাইরে যেত না; বাড়িতে তারা কার্যত পাহারার মধ্যে থাকত; এরিস্টফেনিস লম্পটদের ভয় দেখাবার জন্য ডালকুত্তা পোষার কথা বলেছেন,* এশিয়ার নগরগুলিতে মেয়েদের পাহারা দেবার জন্য খোজা-প্রহরী রাখা হত; হিরোডোটসের সেই প্রাচীন যুগেই ব্যবসার জন্য খিওস দ্বীপে খোজা তৈরি করা হত এবং ভাক্সমুথের মতে এটি শুধু বর্বরদের জন্যই করা হত না। ইউরিপিডিসের রচনায় স্ত্রীকে বলা হয়েছে oikurema** অর্থাৎ গৃহস্থালী চালানোর একটি বস্তুমাত্র (শব্দটি ক্লীবলিঙ্গের), এবং সন্তান প্রসবের কথা ছেড়ে দিলে

* এরিস্টফেনিস, 'থেস্মফরার উৎসবে মেয়েরা'। — সম্পাঃ

** ইউরিপিডিস, 'ওরেস্ট'। — সম্পাঃ

এথেন্সবাসীর কাছে তারা প্রধানা ঝি'র অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। স্বামী ব্যায়ামাদি করত, তার সামাজিক কাজকর্ম চালাত, এই শেষোক্ত থেকে স্ত্রী বহিষ্কৃত ছিল; তাছাড়াও স্বামীর ব্যবহারের জন্য ছিল দাসীরা, এবং এথেন্সের সমৃদ্ধির সময়ে ছিল ব্যাপক গণিকাবৃত্তি—যা কম করে বললেও, রাষ্ট্রের আনুকূল্য পেত। এই গণিকাবৃত্তির আশ্রয়েই অনন্যা সেসব গ্রীক মহিলাদের উন্মেষ ঘটে যারা রসবোধ ও শিল্পরুচিতে প্রাচীনকালে মেয়েদের সাধারণ স্তরের অনেক উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিল যেখানে স্পার্টার মেয়েরা পেঁৗছেছিল নিজেদের চরিত্রবলে। এথেন্সীয় পরিবারের কঠোরতম সমালোচনা: ওখানে মেয়েকে নারী হতে হলে আগে তাকে হেটায়ার হতে হত।

কালক্রমে শুধু অবশিষ্ট আইওনিয়ানরাই নয়, পরন্তু মূল ভূখণ্ড এবং উপনিবেশের সমস্ত গ্রীকরাও এই এথেন্সীয় পরিবারের ছাঁচেই নিজেদের গার্হস্থ্য সম্পর্ক ক্রমেই বেশি করে গড়ে তুলতে থাকে। কিন্তু সবরকম অবরোধ ও প্রহরা সত্ত্বেও গ্রীক নারী স্বামীপ্রতারণার যথেষ্ট সুযোগ পেত। নিজ স্ত্রীর কাছে ভালবাসা নিবেদনে লজ্জিত এই স্বামীরা হেটায়ারদের সঙ্গেই সবরকমের কামক্রিয়ায় চিত্তবিনোদন করত। কিন্তু নারীর এই অপমান পুনরাঘাত করল পুরুষদেরই এবং এই অধঃপতিতরা বালক-রতির বিকৃতিপঙ্কে নিমজ্জিত হল, গ্যানিমেডের পুরাকথায় অবনত করল নিজেদের এবং নিজ দেবতাদের।

প্রাচীন যুগের সভ্যতম ও উন্নততম জাতির মধ্য থেকে যথাসম্ভব সংগৃহীত তথ্যানুসারে এটিই একগামিতার সূচনা। এটি কোনোক্রমেই ব্যক্তিগত যৌনপ্রেমের ফসল নয়, এই দুইয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নেই, কারণ বিবাহ তখনও পূর্ববৎ সেই সুবিধাসর্বস্ব বিবাহই টিকে থাকল। পরিবারের এই প্রথম রূপটি স্বাভাবিক ছিল না, ছিল অর্থনৈতিক অবস্থাসাপেক্ষ, যথা: আদি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত সাধারণ মালিকানার উপর ব্যক্তিগত মালিকানার জয়লাভের ফলস্বরূপ। পরিবারের মধ্যে পুরুষের আধিপত্য, সম্পত্তির উত্তরাধিকারীস্বরূপ সন্তানসন্ততি জননে তার একক অধিকার যে একপত্নী বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য, গ্রীকরা খোলাখুলিভাবেই তা ঘোষণা করে। এটুকু ছাড়া বিবাহটি ছিল একটি বোঝা, দেবতা, রাষ্ট্র ও পূর্বপুরুষদের প্রতি একটি কর্তব্য যা পালন ব্যতীত সে নিরুপায়।

এথেন্সের আইনে শুধু বিবাহই বাধ্যতামূলক নয়, পরন্তু পুরুষের ন্যূনতম কতকগুলি তথাকথিত দাম্পত্য কর্তব্যও অবশ্যপালনীয় ছিল।

অতএব ইতিহাসে একগামিতার উদ্ভব মোটেই নারী ও পুরুষের পুনর্মিলনসঞ্জাত নয়, আর বিবাহের উচ্চতম রূপ হিসেবে তো নয়ই, বরং তার উল্টো, প্রাগৈতিহাসিক যুগে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব ঘোষণায় একজন কর্তৃক অপরকে অবদমনের ফলেই উদ্ভূত। ১৮৪৬ সালে মার্কস ও আমার রচিত অপ্রকাশিত একটি পাণ্ডুলিপিতে নিম্নোক্ত কথাগুলি আছে: 'সন্তান প্রজনই নারী ও পুরুষের প্রথম শ্রমবিভাগ'।* আর আজ আমি এসঙ্গে যোগ করতে পারি: ইতিহাসের প্রথম শ্রেণীবিরোধ একগামী বিবাহের ফলে নারী-পুরুষের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ এবং প্রথম শ্রেণীনিপীড়ন পুরুষ কর্তৃক নারীপীড়নের সন্নিপাতী। একগামিতা ইতিহাসের অন্যতম মুখ্য প্রাগ্রসর পদক্ষেপ, কিন্তু সেসঙ্গে দাস প্রথা ও ব্যক্তিগত সম্পদ সহ তা অদ্যাবধি অব্যাহত এমন এক যুগের পত্তন করে যেখানে প্রতিটি অগ্রগতিই একটি আপেক্ষিক পশ্চাদ্‌গতির অনুষঙ্গ, যেখানে জনসমষ্টির একাংশের সচ্ছলতা ও উন্নতি অপরাংশের দুঃখ ও পীড়নের মধ্যে সংগৃহীত। একগামিতা সভ্য সমাজের কোষস্বরূপ, যেখানে পুরোপুরি প্রকটিত সামাজিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের প্রকৃতিগুলি ইতিমধ্যেই আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব।

জোড়বাঁধা পরিবার, এমন কি একগামিতার বিজয় অর্জনের সঙ্গে কিন্তু যৌনসম্পর্কের প্রাচীন আপেক্ষিক স্বাধীনতা আদৌ লুপ্ত হয় নি।

'পুনালুয়া দলগুলির ক্রমবিলুপ্তিতে পুরানো বিবাহ প্রথার গণ্ডী বহুদূর সংকুচিত হলেও তখনও এটি বিকাশমান পরিবারকে ঘিরে থাকে এবং সভ্যতার একেবারে সূচনা পর্যন্ত তার স্কন্ধ থেকে আর চ্যুত হয় নি... শেষ অবধি তা হেটায়ারিজমের নব রূপে আত্মীকৃত হয়ে পরিবারের উপর দোদুল্যমান একটি কালো ছায়ার মতো সভ্যযুগেও মানুষকে অনুগমন করছে।'

মর্গানের মতে হেটায়ারিজমের অর্থ **একগামিতার পাশাপাশি** পুরুষ ও অবিবাহিত নারীর বিবাহবন্ধনের বহিস্থ যৌনসঙ্গম এবং তা যে সভ্যযুগের আগাগোড়া বহুরূপে পল্লবিত ও ক্রমাগত প্রকাশ্য গণিকাবৃত্তিরূপে বিকশিত,

* ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস, 'জার্মান ভাবাদর্শ'। — সম্পাঃ

সকলেই তা জানেন। এই হেটায়ারিজমের মূল প্রত্যক্ষভাবে সমষ্টি-বিবাহ এবং পাতিব্রত্যের অধিকার অর্জনের জন্য নারীর প্রায়শ্চিত্তমূলক আত্মদান প্রথায় অনুসৃতব্য। প্রথমে কামদেবের মন্দিরে অর্থ দিয়ে আত্মদান ছিল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, এবং শুরুতে টাকাকড়ি জমা হত মন্দিরের তহবিলে। আর্মেনিয়ার আনাইটিস ও করিন্থের আফ্রোদিতের মন্দিরের হায়েরোডুল (১৮) এবং ভারতবর্ষের মন্দিরের দেবদাসী—তথাকথিত বায়াদেরই (পর্তুগীজ bailadeira—'নর্তকী' শব্দের অপভ্রংশ) প্রথম গণিকা। গোড়ার দিকে সকল নারীর অবশ্যপালনীয় এই ধর্মীয় আত্মদান শেষে সকল নারীর প্রতিনিধিস্বরূপ একমাত্র মন্দির পূজারিণীদেরই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েদের বিবাহপূর্ব যৌনস্বাধীনতা থেকেই অন্যান্য জাতির মধ্যে হেটায়ারিজমের উদ্ভব, অতএব অনুরূপভাবে সমষ্টি-বিবাহেরই লুপ্তাবশেষ, শুধু আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে ভিন্ন পথে। সম্পত্তির বৈষম্য শুরু হবার পর অর্থাৎ বর্বরতার ঊর্ধ্বতন পর্যায় থেকেই দাসশ্রমের পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে মজুরি-শ্রমও দেখা দেয় এবং যুগপৎ তার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে ক্রীতদাসীর বাধ্যতামূলক আত্মদানের পাশাপাশি স্বাধীন নারীদের পেশাগত গণিকাবৃত্তিরও উদ্ভব ঘটে। এভাবে সমষ্টি-বিবাহ সভ্যতার উপর এক দ্বিবিধ উত্তরাধিকার ন্যস্ত করে, যেমন সভ্যতা সৃষ্ট সবকিছুই দ্বিবিধ, দ্বিমুখী, অন্তরে দ্বিধাবিভক্ত ও বৈরতা-দ্যোতক: একদিকে একগামিতা, অন্যদিকে হেটায়ারিজম ও তার চূড়ান্ত রূপ—গণিকাবৃত্তি। হেটায়ারিজম অন্য যেকোনো প্রথার মতোই একটি সামাজিক প্রথা; এতে পুরুষের পুরানো যৌনস্বাধীনতা অব্যাহত। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রথাটি শুধু সহ্য করাই নয়, সোৎসাহে, বিশেষত শাসক শ্রেণীতে আচরিত হলেও মুখে মুখে তা নিন্দিত। অবশ্য এই নিন্দাবাদ গণিকাবিলাসী পুরুষকে উদ্দেশ্য করে নয়, কেবলমাত্র নারীর উদ্দেশ্যেই: বর্জিত, পতিত এই নারীরা আরও একবার সমাজের বুনিয়াদী নিয়মস্বরূপ নারীর উপর পুরুষের চূড়ান্ত আধিপত্যকেই প্রমাণিত করে।

তাসত্ত্বেও একগামিতার মধ্যে দ্বিতীয় একটি বিরোধের উন্মেষ ঘটে। যে স্বামীর জীবন হেটায়ারিজমে সুশোভিত, তার পাশেই অবহেলিতা স্ত্রীর অবস্থান। একটি আপেলের আধখানা খেয়ে তার পুরোটা হাতে ধরে রাখা

যেমন অসম্ভব, কোনো বিরোধের একটি দিক থাকবে আর অন্য দিকটি থাকবে না, সেও তেমনি অচল। তবু মনে হয়, স্ত্রীর কাছ থেকে উচিত শিক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত পুরুষ অন্য কথাই ভেবেছিল। একগামিতার সঙ্গে অতঃপর তৎকালে অজ্ঞাত দুটি স্থায়ী সামাজিক জীব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়—স্ত্রীর উপপতি ও প্রতারিত স্বামী। পুরুষ নারীর উপর বিজয়ী, কিন্তু তার মাথায় প্রতারিতের মুকুট পরাবার ভার উদারচিত্তে গ্রহণ করেছে বিজিতারা। ব্যভিচার নিষিদ্ধ, কঠোরভাবে দণ্ডিত তবু অদম্য এই ব্যভিচার একপতিপত্নী প্রথা ও হেটায়ারিজমের পাশাপাশি এক অপরিহার্য সামাজিক প্রথাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত। সন্তানের নিশ্চিত পিতৃত্ব এখনও বড়জোর নৈতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই সমাধানহীন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নেপোলিয়ন কোডের তিনশ' বারো ধারার নির্দেশ:

'L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari' — 'বিবাহ স্থিতিকালীন গর্ভাধান ঘটিলে স্বামীই সন্তানের পিতা।'

তিন হাজার বছরের একপতিপত্নী প্রথার এ-ই তো পরিণাম!

অতএব একক পরিবারের যেসব ক্ষেত্রে এর ঐতিহাসিক উদ্ভব যথাযথ প্রতিফলিত এবং পুরুষের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ফলে নারী-পুরুষের তীব্র বিরোধ সুপরিস্ফুট, সেখানে আমরা ক্ষুদ্রাকারে ঠিক সেই সব দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতির ছবি পাই, যা নিয়ে সভ্যতার সূত্রপাত থেকেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এগিয়ে চলেছে, আর যার নিষ্পত্তি বা সমাধানে তা অক্ষম। স্বভাবতই আমি কেবল একপতিপত্নী প্রথার সেসব ঘটনার কথা বলতে চাইছি যেখানে বিবাহিত জীবন সত্যসত্যই সমগ্র প্রথার আদি চারিত্র্যের নিয়ম অনুসারেই চলে, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সব বিবাহের ক্ষেত্রেই যে ব্যাপারটা এমন নয়, তা জার্মান কূপমণ্ডূকের চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না, যে রাষ্ট্রশাসনের মতো গৃহশাসনেও অক্ষম এবং যার স্ত্রী স্বামীর অনুপযুক্ততা বিধায় সঙ্গত কারণেই তার ক্ষমতা আত্মসাৎ করে। তবে সান্ত্বনা হিসেবে জার্মান কূপমণ্ডূক তার সহব্যথী ফরাসীর চেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান কল্পনা করে, কারণ ফরাসীর হাল প্রায়শই তার চেয়ে খারাপ ওঠে।

তবে গ্রীকদের মধ্যে একক পরিবার যে চিরায়ত কঠোর রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সর্বত্র ও সর্বদা তার অবিকল অনুকৃতি মোটেই ঘটে নি। ভবিষ্যতের বিশ্ববিজয়ী রোমানদের এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রীকদের তুলনায় ঈষৎ অমার্জিত, কিন্তু দূরপ্রসারী ছিল, তাদের নারীসমাজ অনেক বেশি সম্মান ও স্বাধীনতা ভোগ করত। রোমানরা বিশ্বাস করত, স্ত্রীর জীবনমৃত্যুর ক্ষমতাধিকারী হলেই তার সতীত্ব যথেষ্ট নিশ্চিত থাকে। তাছাড়া, এখানে স্ত্রীও ঠিক স্বামীর মতোই স্বেচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারী ছিল। কিন্তু ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে জার্মানদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য একগামিতার সর্বাধিক অগ্রগতি ঘটে, কারণ দারিদ্র্যের জন্যই সম্ভবত এদের মধ্যে জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে পুরোপুরি একগামিতার বিবর্তন তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। ট্যাসিটাস বর্ণিত তিনটি ঘটনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত: প্রথমত, বিবাহের পবিত্রতায় এদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও—'প্রত্যেকটি পুরুষ একটি স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত এবং স্ত্রীলোকেরা সতীত্বের বেষ্টনীতে বসবাস করত',—পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও উপজাতির নৃপতিদের মধ্যে বহুপত্নিত্ব ছিল যা জোড়বাঁধা বিবাহ প্রথার অনুসারী আমেরিকানদেরই অনুরূপ। দ্বিতীয়ত, মাতৃ-অধিকার থেকে পিতৃ-অধিকারে সম্ভবত তাদের উত্তরণ ঘটেছে অল্প কিছুদিন আগে, কারণ মাতুল অর্থাৎ মাতৃপক্ষীয় নিকটতম পুরুষ আত্মীয় তখনও প্রায় জন্মদাতা পিতার চেয়েও আপনজন হিসেবে গণ্য; এই ব্যাপারটিও আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ, যাদের মধ্যে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক অতীতকে বোঝার চাবিকাঠি দেখেছিলেন মার্কস—কথাটা তিনি প্রায়ই বলতেন। এবং তৃতীয়ত, জার্মানদের মধ্যে নারীরা উচ্চ সম্মান পেত এবং সামাজিক ব্যাপারেও তাদের প্রতিপত্তি ছিল, যা একগামিতার বৈশিষ্ট্যসূচক পুরুষাধিপত্যের প্রত্যক্ষ বিরোধী। এসব বিষয়েই জার্মানরা স্পার্টানদের ঘনিষ্ঠ; এদের মধ্যেও যে জোড়বাঁধা বিবাহ সম্পূর্ণরূপে লেপে পায় নি তা আমরা আগেই দেখেছি। তাই এ সূত্রেও জার্মানদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন উপাদান বিশ্বপ্রাধান্য অর্জন করল। রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা নতুন একগামিতায় এবার নমনীয়তর পুরুষাধিপত্যের আচ্ছাদন প্রসারিত হল এবং চিরায়ত প্রাচীন যুগের অজ্ঞাত, অন্তত বাহ্যিক বিষয়ে নারীকে

অধিকতর স্বাধীনতা ও সম্মানের আসন দেওয়া হল। এতে করে এই প্রথম, বৃহত্তম নৈতিক অগ্রগতির একটি সম্ভাবনার সৃষ্টি হল যা আমরা পেয়েছি একগামিতা থেকে ও তারই কল্যাণে এই সম্ভাবনাটি ক্ষেত্রবিশেষে একগামিতার অভ্যন্তরে অথবা সমান্তরালে, কিংবা তার বিরোধিতায়, যথা তৎকালে বিশ্ব-অজ্ঞাত আধুনিক ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম বিকশিত হয়েছে।

কিন্তু উক্ত অগ্রগতি নিশ্চিতই এই পরিস্থিতিজাত যে, জার্মানরা তখনও জোড়বাঁধা পরিবারে বসবাস করত এবং তদনুযায়ী নারীর মর্যাদাকে তারা যথাসম্ভব একগামিতার সঙ্গে যুক্ত করেছিল; জার্মান চরিত্রের রূপকথাসুলভ কোনো বিস্ময়কর শুদ্ধতা এর উৎস নয়, জোড়বাঁধা পরিবারের অভ্যন্তরে একগামিতার তীব্র নৈতিক দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতির জন্যই এমনটি ঘটেছে। উল্টোই, জার্মানরা দেশান্তরী হয়ে, বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলের যাযাবরদের কাছে পৌঁছলে তাদের যথেষ্ট নৈতিক অবনতি ঘটে এবং অশ্বারোহণের পারদর্শিতা ছাড়াও এরা তাদের কাছ থেকে গুরুতর অস্বাভাবিক অনাচার আয়ত্ত করে, আমিয়ানাস তাইফালি সম্পর্কে এবং প্রকোপিয়াস হেরুলি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবেই তা বলে গেছেন।

যদিও একগামী পরিবারের একমাত্র বিদিত রূপ থেকেই আধুনিক যৌনপ্রেমের বিকাশ সম্ভব, তবু এমন ধারণা সঙ্গত নয় যে প্রেম কেবলমাত্র অথবা প্রধানত স্বামীস্ত্রীর ভালবাসা হিসেবেই বিকশিত হয়েছে। পুরুষাধিপত্যাধীন কঠোর একগামিতার সামগ্রিক চারিত্র্যের ফলেই তা বাতিল হয়ে যায়। ঐতিহাসিকভাবে সক্রিয় সকল শ্রেণী অর্থাৎ সমস্ত শাসক শ্রেণীর মধ্যে জোড়বাঁধা পরিবারের পরবর্তীকালীন বিবাহপদ্ধতিই অটুট ছিল যা মাতাপিতার ব্যবস্থাকৃত একটি সুবিধাজনক ব্যাপার। যৌনপ্রেমের প্রথম যে রূপ ইতিহাসে আসক্তিরূপে আবির্ভূত, যে আবেগে সকলেরই (অন্তত শাসক শ্রেণীর যেকোনো ব্যক্তির) সমানাধিকার, যা যৌনাবেগের সর্বোচ্চ রূপ, মধ্যযুগীয় শিভালরি-প্রণয়ই—সেই বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত প্রথম যৌনপ্রেম যা দাম্পত্য প্রেম থেকে একেবারেই আলাদা। পক্ষান্তরে, প্রভাঁসালদের মধ্যে এর চিরায়ত রূপ পাল তুলে ছুটেছিল ব্যভিচারের দিকে, আর তারই গুণগান করেছেন কবিরা। 'আলবাস' (জার্মান ভাষায় 'প্রভাত সঙ্গীত') প্রভাঁসালদের প্রেমের কবিতার কুসুমাঞ্জলি। নাইট্ প্রণয়িনীর (পরস্ত্রীর) সঙ্গে রাত্রি

যাপনরত, বাইরে প্রহরা এবং প্রথম প্রভাতী আলোয় (alba) অলক্ষিতে পালানোর জন্য তাকে ডেকে দেওয়া—ইত্যাকার বর্ণাঢ্য কাহিনী এতে বর্ণিত। বিদায় দৃশ্যই এর শীর্ষবিন্দু। উত্তরাঞ্চলের ফরাসী ও মান্য জার্মান, উভয়েরই কাব্যরীতিতে শিভালরি সমেত এটি গৃহীত; এবং আমাদের প্রাচীন কবি ভল্‌ফ্রাম ফন এশেন্‌বাখ এর ইঙ্গিতময় যে তিনটি অপূর্ব প্রভাতী সঙ্গীত রচনা করেছিলেন সেগুলি তিনটি দীর্ঘ বীরগাথার চেয়েও আমার কাছে প্রিয়তর।

আমাদের যুগে বুর্জোয়া বিবাহ প্রথা দুই রকমের। ক্যাথলিক দেশসমূহে আগের মতোই মাতাপিতা তরুণ বুর্জোয়া দুলালের জন্য উপযোগী পাত্রী যোগাড় করে দেন এবং এর ফলে স্বভাবতই একগামিতার স্ববিরোধ পরিপূর্ণভাবেই প্রকটিত হয়: স্বামী ও স্ত্রী যথাক্রমে অবাধ হেটায়ারিজম এবং ঢালাও ব্যভিচার চালায়। ক্যাথলিক গির্জায় বিবাহবিচ্ছেদ নিশ্চয়ই এজন্য নিষিদ্ধ, কারণ তাঁরা জানেন মৃত্যুর মতো ব্যভিচারও এক নিদানহীন নিয়তি। পক্ষান্তরে, প্রটেস্টাণ্ট দেশগুলিতে সাধারণত বুর্জোয়া ঘরের দুলালকে স্বশ্রেণী থেকে কমবেশি স্বাধীনভাবে স্ত্রী নির্বাচন করতে দেওয়া হয়; ফলত বিবাহের ভিত্তিতে কিছুটা ভালবাসার অবকাশ থাকে এবং শালীনতার জন্য প্রটেস্টাণ্টসুলভ ভণ্ডামিবশে ভালবাসার অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পুরুষের হেটায়ারিজম-আসক্তি অনেক কম এবং নারীর ব্যভিচারও সহজলভ্য নয়। কিন্তু যেহেতু উক্ত প্রত্যেক ধরনের বিবাহেই নারী-পুরুষের বিবাহপূর্ব জীবনধারাই অটুট থাকে এবং যেহেতু প্রটেস্টাণ্ট দেশসমূহে বুর্জোয়াদের অধিকাংশই বিষয়াসক্ত, তাই প্রটেস্টাণ্টদের একগামিতার উত্তর দৃষ্টান্তগুলির গড়পড়তা হিসাব ধরলেও দাম্পত্য জীবন সেখানে নিরেট একঘেয়েমি মাত্র, আর তাকেই বলা হয় দাম্পত্য সুখ। উপন্যাস এই দুই ধরনের বিবাহের প্রকৃষ্ট দর্পণ; ফরাসী ও জার্মান উপন্যাসে যথাক্রমে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্ট ধরনের বিবাহের সাক্ষাৎ মেলে। উভয় ক্ষেত্রে পুরুষেরই 'প্রাপ্তি ঘটে'; জার্মান উপন্যাসের তরুণ যুবক পায় একটি কুমারী, ফরাসী উপন্যাসে পুরুষের ভাগ্যে জোটে অসতীর পতি হবার হেনস্থা। এখানে কার দুর্ভোগ যে বেশি উভয় ক্ষেত্রে তা বলা শক্ত, কেননা জার্মান উপন্যাসের রসাভাব ফরাসী বুর্জোয়ার মনে যতখানি আতংক

জাগায়, ফরাসী উপন্যাসের 'দুর্নীতি' জার্মান কূপমন্ডূকের মনে ঠিক ততখানি ত্রাসের সঞ্চার করে। অবশ্য সম্প্রতিকালে 'বার্লিন মহানগরীতে পরিণত হওয়ায়' এখানকার বহুকালের পুরানো হেটায়ারিজম ও ব্যভিচার সম্পর্কে জার্মান উপন্যাসে কিঞ্চিৎ সহানুভূতির উদ্রেক ঘটেছে।

কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে বিবাহ পাত্রপাত্রীর শ্রেণীনির্ভর বিধায় এগুলি সুবিধাবাদী বিবাহই থেকে যায়। পূর্বোক্ত দুটি ক্ষেত্রেই এই রকম বিবাহ প্রায়ই অত্যন্ত স্থূল বেশ্যাবৃত্তিতে পরিণত হয়—কখনও দু'পক্ষেই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীর পক্ষে; স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণ পতিতার পার্থক্য এটুকু যে, সে ভাড়াটে মজুরের মতো নিজের দেহ ভাড়া খাটায় না, পরন্তু সে দেহটি বিক্রি করে চিরদাসত্বে। সমস্ত সুবিধাবাদী বিবাহ সম্পর্কে ফুরিয়ের মন্তব্যটি প্রযোজ্য:

> 'ব্যাকরণে এই যেমন দুটি নেতিবাচক শব্দে একটি ইতিবাচক শব্দ হয়, তেমনই বিবাহের নীতিশাস্ত্রেও দুটি বেশ্যাবৃত্তি মিলে একটি পুণ্যধর্ম সৃষ্টি হয়।'

সরকারীভাবে স্বীকৃত হোক বা না হোক কেবলমাত্র শোষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে অর্থাৎ বর্তমান প্রলেতারীয়দের মধ্যেই স্ত্রী সম্পর্কে যৌনপ্রেম সাধারণ ব্যাপার হতে পারে এবং হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে চিরায়ত একগামিতার সমস্ত পুরানো বুনিয়াদই অপসৃত। যে সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকারের জন্যই একগামিতা ও পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে সম্পত্তিই এখানে অনুপস্থিত। অতএব এখানে পুরুষাধিপত্য জাহির করার কোনো প্রেরণা নেই। উপরন্তু, তার উপায়ও অবর্তমান; এই আধিপত্যের রক্ষক বুর্জোয়া আইনের অস্তিত্ব শুধু বিত্তবান শ্রেণী এবং প্রলেতারীয়দের সঙ্গে তাদের লেনদেনের জন্যই; এতে অর্থব্যয় হয় এবং সেজন্যই শ্রমিকের দারিদ্র্যের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে তার আচরণের ব্যাপারে এর কোনো ভূমিকা নেই। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত আর সামাজিক সম্বন্ধই এখানে নির্ধারক হেতু। উপরন্তু, যখন বৃহৎ শিল্প নারীকে গৃহকোণ থেকে উৎখাত করে শ্রমবাজার ও কারখানায় পাঠাল এবং প্রায়শ তাকে পরিবার পালনের জন্য যথেষ্ট রোজগার করতে বাধ্য করল, তখনই প্রলেতারীয় সংসারে পুরুষাধিপত্যের ভিত্তি সর্বৈব বিলুপ্ত হল—সম্ভবত শুধু একগামী

বিবাহের প্রতিষ্ঠা থেকে নারীর প্রতি আচরিত দৃঢ়মূল রূঢ়তার কিছু কিছু অবশেষ ছাড়া। তাই প্রলেতারীয় পরিবার, এমন কি যেখানে নিবিড় প্রেম ও উভয় পক্ষের পূর্ণ বিশ্বস্ততা বর্তমান সেখানেও, এবং সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক ও পার্থিব আশীর্বাদ সত্ত্বেও সঠিক অর্থে আর একগামী নয়। একগামিতার দুটি চিরন্তন অনুষঙ্গ হেটায়ারিজম ও ব্যভিচারের ভূমিকা তাই এখানে নগণ্যপ্রায়; বস্তুত নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং সদ্ভাবের অনুপস্থিতিতে ছাড়াছাড়িই স্বামী-স্ত্রীর পছন্দ। এক কথায়, প্রলেতারীয় বিবাহ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে একগামী হলেও ঐতিহাসিক অর্থে মোটেই তা নয়।

আমাদের আইনজ্ঞরা অবশ্য বলে থাকেন যে, আইনপ্রণয়নের প্রগতিতে ক্রমেই অধিক পরিমাণে নারীজাতির অভিযোগের কারণগুলি দূরীভূত হচ্ছে। আধুনিক সভ্য দেশের আইনবিধিতে ক্রমশই একথা স্বীকৃত হচ্ছে যে, প্রথমত, বিবাহের কার্যকারিতার জন্য উভয় পক্ষের স্বেচ্ছামূলক রফা প্রয়োজন, এবং দ্বিতীয়ত, গোটা বিবাহিত জীবনে অধিকার ও দায়িত্বের প্রশ্নে উভয়পক্ষই সমানাধিকারী। এই দুটি দাবী যথাযথভাবে কার্যকরী হলে মেয়েদের চাওয়ার আর কিছুই থাকে না।

এই খাঁটি উকিলী বাক্‌চাতুর্য প্রলেতারীয়দের দাবীদাওয়া নাকচকারী র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া-প্রজাতন্ত্রীদের যুক্তিরই অনুরূপ। শ্রমচুক্তি মালিক-শ্রমিক উভয় পক্ষের স্বেচ্ছার ভিত্তিতে সম্পাদিত হওয়াই নাকি নিয়ম। কিন্তু **কাগজে কলমে** আইন উভয় পক্ষকে একই ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে দেয় বলেই চুক্তিটি স্বেচ্ছামূলক ধরা হয়। ভিন্নতর শ্রেণী-অবস্থানের দরুন প্রাপ্ত একটি পক্ষের ক্ষমতা, অপর পক্ষের ওপর তার চাপ, উভয়ের বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা—এসব এখানে আইনের বিবেচ্য নয়। এবং শ্রমচুক্তি বলবৎ থাকার সময় উভয় পক্ষকেই সমান অধিকারভোগী মনে করা হয়, যতক্ষণ না কোনো এক পক্ষ সুস্পষ্টভাবে এই অধিকার ত্যাগ করে। অর্থনৈতিক অবস্থা হেতু শ্রমিক যে তার সমানাধিকারের সামান্যতম আভাসটুকুও ছেড়ে দিতে বাধ্য, এই বিষয়েও আইন একেবারেই উদাসীন।

বিবাহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিই সবচেয়ে প্রগতিশীল আইনেও যথেষ্ট বিবেচিত হয়। আইনের যবনিকার

আড়ালে চলমান বাস্তব জীবনে কী ঘটছে, কীভাবে এই স্বেচ্ছামূলক চুক্তি কার্যকরী হচ্ছে, তা নিয়ে আইন এবং আইনজ্ঞের মাথাব্যথা নেই। অথচ বিভিন্ন দেশের আইনের মামুলি তুলনা থেকেও আইনজ্ঞ এই স্বেচ্ছামূলক চুক্তির তাৎপর্য নির্ণয় করতে পারেন। জার্মানি, ফরাসী আইনের অনুসারী দেশ ও অন্যত্র যেখানে সন্তানসন্ততি আইনত পিতামাতার সম্পত্তির ভাগীদার এবং তাদের উত্তরাধিকারচ্যুত করা যায় না, সেখানে বিবাহের প্রশ্নে সন্তানসন্ততি মাতাপিতার সম্মতি নিতে বাধ্য। যেসব দেশে ইংরেজী আইন প্রযোজ্য, যেখানে বিবাহে মাতাপিতার সম্মতির কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই, সেখানে সম্পত্তির ব্যাপারে মাতাপিতা উইলের নিরংকুশ অধিকারী এবং ইচ্ছামতো সন্তানসন্ততিকে তারা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে সক্ষম। অতএব এটা স্পষ্ট যে, এ সত্ত্বেও, কিংবা বলা উচিত এজন্যই যেসব শ্রেণী উত্তরাধিকারের মতো সম্পত্তির অধিকারী, ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় তাদের মধ্যে বিবাহের স্বাধীনতা ফ্রান্স বা জার্মানির চেয়ে বিন্দুমাত্রও বেশি নয়।

বিবাহে নারী-পুরুষের আইনগত সমানাধিকারের ক্ষেত্রেও অবস্থা এর চেয়ে উন্নততর নয়। পূর্বতন সামাজিক অবস্থা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উভয়ের আইনগত অসম অধিকার স্ত্রীলোকের ওপর অর্থনৈতিক পীড়নের কারণ নয়, ফল। পুরানো সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীতে যেখানে বহু দম্পতি ও তাদের সন্তানসন্ততি থাকত সেখানে গৃহস্থালীর ব্যবস্থা নারীর উপর ন্যস্ত ছিল, সে কাজ পুরুষের খাদ্য আহরণের মতোই সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় বৃত্তি বলে গণ্য হত। পিতৃপ্রধান পরিবার উদ্ভবের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল এবং একগামী একক পরিবারে তাতে আরও বেগ সঞ্চারিত হল। গৃহস্থালীর কাজকর্মের সামাজিক চারিত্র্য তখন অপসৃত। এটি আর সমাজ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার রইল না, হয়ে দাঁড়াল **ব্যক্তিগত সেবাবৃত্তি**; সামাজিক উৎপাদনক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃতা স্ত্রী-ই হল প্রথম গৃহদাসী। কেবলমাত্র আধুনিক বৃহৎ শিল্পই আবার তাদের সামনে সামাজিক উৎপাদনের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করেছে, অবশ্য তা কেবলমাত্র প্রলেতারীয় নারীর জন্যই। কিন্তু তা করেছে এমনভাবে যে, যখন নারী পারিবারিক ব্যক্তিগত সেবাকর্মে রত তখন সে সামাজিক উৎপাদনবহিস্থ ও উপার্জন-অক্ষম; এবং যখন সে সামাজিক শ্রমের অংশভাগী হিসেবে স্বাধীন জীবিকান্বেষী তখন সে

পারিবারিক কর্তব্য পালনে অক্ষম। কারখানার নারীকর্মীর ক্ষেত্রে যা সত্য তা অন্য সর্বত্র, এমন কি চিকিৎসা ও আইনের পেশাতেও প্রযোজ্য। আধুনিক একক পরিবার নারীর প্রকাশ্য অথবা পরোক্ষ গার্হস্থ্য দাসত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমান সমাজ এসব একক পরিবারেরই অণুসমষ্টি। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অন্তত পক্ষে বিত্তবান শ্রেণীগুলিতে পুরুষই উপার্জনকারী, পরিবারের ভরণপোষণের কর্তা এবং তাই তার আধিপত্য, যেজন্য কোনো বিশেষ আইনগত সুবিধা নিষ্প্রয়োজন। পারিবারিক গণ্ডীতে সে বুর্জোয়া আর স্ত্রী প্রলেতারিয়েতের প্রতিভূ। যাহোক, শিল্পজগতের যে অর্থনৈতিক শোষণে প্রলেতারিয়েত পিষ্ট, তার বিশেষ প্রকৃতি সমগ্র তীক্ষ্ণতায় তখনই ফুটে ওঠে যখন পুঁজিপতি শ্রেণীর আইনগত সমস্ত বিশেষ সুবিধাদি বাতিল হয় এবং আইনের চক্ষে উভয় শ্রেণীর পূর্ণ সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে উভয় শ্রেণীর বিরোধ লোপ পায় না; পক্ষান্তরে, সংগ্রাম মাধ্যমে সেই বিরোধ অবসানের জন্য সে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ঠিক একইভাবে আধুনিক পরিবারে স্ত্রীর উপর স্বামীর আধিপত্যের স্বকীয় চারিত্র্য এবং উভয়ের মধ্যে সত্যকার সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ও পদ্ধতি তখনই প্রকটিত হবে যখন আইনের চক্ষে উভয়ের অধিকার সম্পূর্ণত সমান বলে স্বীকৃত হবে। সামাজিক উৎপাদনে সমগ্র নারীজাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠাই যে নারীমুক্তির প্রথম শর্ত শুধু তখনই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে, এবং সমাজের অর্থনীতির একক হিসেবে একক পরিবারের যে গুণটি রয়েছে তার বিলোপসাধন এজন্য অপরিহার্য বিবেচিত হবে।

* * *

আমরা তাহলে বিবাহের তিনটি মূল রূপ দেখতে পাচ্ছি, যা মনুষ্যজাতির ক্রমবিকাশের তিনটি মূল স্তরের মোটামুটি সদৃশ। বন্যাবস্থায় সমষ্টি-বিবাহ, বর্বরযুগের জোড়বাঁধা বিবাহ, সভ্যযুগের গণিকাবৃত্তি ও ব্যভিচার সম্পূরিত একগামিতা। বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরে জোড়বাঁধা বিবাহ ও একগামিতার মাঝামাঝি ক্রীতদাসীদের উপর পুরুষের কর্তৃত্ব এবং বহুপত্নী প্রথা অনুপ্রবিষ্ট।

আমাদের সমগ্র বিশ্লেষণে পর্যায়ক্রমিক এই অগ্রগতির আনুষঙ্গিক একটি অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ে যে কেবল নারীরাই ক্রমাগত সমষ্টি-বিবাহের যৌনস্বাধীনতা হারাচ্ছে, পুরুষরা নয়। বস্তুত পুরুষদের জন্য আজও সমষ্টি-বিবাহ অটুট রয়েছে। নারীর পক্ষে যা অপরাধ এবং যেজন্য আইন ও সামাজিক বিচারে সে কঠোর শাস্তিভোগী, পুরুষের ক্ষেত্রে তাই সম্মানজনক, বড়জোর সানন্দে বহনযোগ্য চাঁদের কলঙ্কমাত্র। আমাদের যুগে পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদন প্রণালীর ফলে অতীতকালের প্রথাগত হেটায়ারিজম যতই বদলাচ্ছে ও তার সঙ্গে অভিযোজিত হচ্ছে তথা এটি নগ্ন গণিকাবৃত্তির রূপ নিচ্ছে, এর নৈতিক কুপ্রভাব ততই বাড়ছে। আর এতে নারী অপেক্ষা পুরুষের অধঃপতনের মাত্রাই অধিকতর। নারীসমাজে বেশ্যাবৃত্তির কবলগ্রস্তা দুর্ভাগিনীদের শুধু অধঃপতন ঘটে, এবং তারাও, যতটা সাধারণত মনে করা হয় ততটা অধঃপাতে যায় না। পক্ষান্তরে, এতে গোটা পুরুষজাতিরই নৈতিক অধঃপতন ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দশটির মধ্যে নয়টি ক্ষেত্রেই দীর্ঘ পূর্বরাগ কার্যত দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসহানির একটি প্রস্তুতিমূলক পাঠে পর্যবসিত হয়।

আমরা এমন একটি সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে অগ্রসরমান যখন বর্তমান একগামিতার সম্পূরক গণিকাবৃত্তির অর্থনৈতিক ভিত্তির মতোই তারও অর্থনৈতিক ভিত্তির নিশ্চিত অবলুপ্তি ঘটবে। একই ব্যক্তির, অর্থাৎ একজন পুরুষের অধিকারে কেন্দ্রীভূত প্রচুর সম্পদ এবং অন্য কারও পরিবর্তে কেবলমাত্র নিজ সন্তানসন্ততিকেই তার উত্তরাধিকার দানের বাসনা—এ থেকেই একগামিতার উদ্ভব। তাই নারীর পক্ষেই একগামিতা বাধ্যতামূলক, পুরুষের জন্য নয়; অতএব স্ত্রীলোকদের একগামিতায় পুরুষের গোপন বা প্রকাশ্য বহুগামিতা প্রহত হয় নি। উত্তরাধিকারযোগ্য স্থাবর সম্পদের অন্তত অধিকাংশ অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়কে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত ক'রে আসন্ন সমাজবিপ্লব উত্তরাধিকারের এসব দুশ্চিন্তাকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবনত করবে। যেহেতু একগামিতা অর্থনৈতিক কারণসঞ্জাত তাই সেসব কারণের অপসৃতির সঙ্গে কি এরও বিলোপ ঘটবে না?

সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, প্রথাটি লোপ না পেয়ে বরং এর পূর্ণতর প্রতিষ্ঠাই শুরু হবে। কারণ, উৎপাদনের উপায়গুলি সমাজের সম্পত্তি হওয়ায়

মজুরি-শ্রম, প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব লোপ পাবে এবং সেইসঙ্গে সমাজের কিছুসংখ্যক নারীর (গণনাযোগ্য) পক্ষে অর্থের জন্য আত্মদানের আবশ্যকতাও আর থাকবে না। গণিকাবৃত্তি লুপ্ত হবে; আর একগামিতা ক্ষয় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তা পুরুষদের পক্ষেও সত্য হয়ে উঠবে।

মোটের উপর, পুরুষের অবস্থার এভাবে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে, **সমস্ত** নারীর ক্ষেত্রেও অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হবে। উৎপাদনের উপায় সমাজের সম্পত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত পরিবারগুলি আর সমাজের অর্থনীতির একক থাকবে না। ব্যক্তিগত গৃহস্থালী পরিণত হবে সামাজিক শ্রমক্ষেত্রে। শিশুর পরিচর্যা ও শিক্ষা সামাজিক ব্যাপার হয়ে উঠবে। শিশু বিবাহজাত অথবা বিবাহবহিস্থ, সে যেমনই হোক, সমাজ তাদের সকলের সমান দায়িত্ব নেবে। সুতরাং 'ভবিষ্যৎ ফলাফলের' দুশ্চিন্তা যা নীতিগত ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণ এবং যেজন্য একটি নারী ভালবাসার মানুষের কাছে অবাধে আত্মদানে অক্ষম, সেই কারণ আর থাকবে না। এটা কি অধিকতর অবাধ যৌনসঙ্গমের ক্রমিক উদ্ভব এবং আনুষঙ্গিক কৌমার্যের মর্যাদা ও নারীর লাজলজ্জা সম্পর্কে শিথিলতর একটি জনমত উদ্ভবের কারণ ঘটাবে না? এবং সর্বশেষে, বর্তমান জগতে একগামিতা ও গণিকাবৃত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও যে উভয়টি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বৈপরীত্য, একই সামাজিক শৃঙ্খলার দুটি মেরু, এটা কি আমরা দেখি নি? তাই একগামিতা বিলুপ্ত না করে কি গণিকাবৃত্তি লোপ পেতে পারে?

এখানে একটি নতুন কারণ কার্যকরী হয়ে উঠবে, যা একগামিতার সূচনাকালে বড়জোর ভ্রূণাকারে ছিল, যথা, ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম।

মধ্যযুগের আগে ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। একথা স্পষ্ট যে, ব্যক্তিগত সৌন্দর্য, অন্তরঙ্গ সাহচর্য, সমধর্মী প্রবণতা, ইত্যাদি অবশ্য তখনও নরনারীর মধ্যে যৌনসঙ্গমের কামনা জাগাত এবং তখনও এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কার সঙ্গে পাতানো হচ্ছে সে বিষয়ে নরনারী একেবারে নির্বিকার থাকত না। কিন্তু একালের যৌনপ্রেম থেকে এর তারতম্য আকাশ-পাতাল। প্রাচীন যুগে সর্বদা মাতাপিতাই বিবাহ স্থির করতেন;

পাত্রপাত্রীরা মাথা পেতে তা মেনে নিত। প্রাচীনকালে যেটুকু দাম্পত্য প্রেম জ্ঞাত ছিল তাতে মোটেই ব্যক্তিগত কোনো আবেগ ছিল না, ছিল বাস্তব কর্তব্য পালন; সেটা বিবাহের কারণ নয়, তার অনুষঙ্গ। প্রাচীনকালে আধুনিক অর্থে যদি কোনো প্রেম থেকেও থাকে তবে তা ছিল সরকারী সমাজের গন্ডীবহির্ভূত। যে মেষপালকদের প্রেমের সুখদুঃখের গান থিওক্রিটাস ও মোসাস রচনা করেছেন অথবা লঙ্গোসের রচনার নায়ক ড্যাফনিস ও ক্লয়া, — এরা নিতান্তই ক্রীতদাস, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, স্বাধীন নাগরিকদের জীবন ও কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যাদের কোনোই সংযোগ ছিল না। দাসদের মধ্যে ছাড়াও যে প্রেমসম্পর্ক পাওয়া যেত তা ছিল ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন জগতের ভাঙনের ফলশ্রুতি, আর এর পাত্রী ছিল সমাজবহির্ভূতা নারী, হেটায়ার অর্থাৎ বিদেশিনী বা মুক্তিপ্রাপ্তা কোনো ললনা: এথেন্সের অবনতির প্রাক্কালে এবং রোম সম্রাটদের আমলে। স্বাধীন নাগরিক নরনারীর মধ্যে কখনও প্রেম হলে তা হত কেবল ব্যভিচার হিসেবেই। আর আমাদের যুগের অর্থে যৌনপ্রেম প্রাচীনকালের চিরায়ত প্রেমের কবি এনাক্রিয়নের কাছে এতই অবান্তর ছিল যে, তাঁর প্রিয়পাত্রটির যৌনচারিত্র্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকতেন।

প্রাচীন যুগের সহজ যৌনকামনা বা কাম আমাদের যৌনপ্রেম থেকে বাস্তব অর্থেই আলাদা। প্রথমত, এতে প্রেমিকদের পারস্পারিক ভালবাসা পূর্বাহ্নেই ধরে নেওয়া হয়; এতে নারী-পুরুষ সমানাধিকারী; কিন্তু প্রাচীনকালের কামে নারীর সম্মতি অপরিহার্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, যৌনপ্রেম তীব্রতা এবং স্থায়ীত্বে এমন এক পর্যায়ে উত্তীর্ণ যে, প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে না পাওয়া অথবা বিচ্ছেদকে সর্বাধিক না হলেও বৃহৎ এক দুর্ভাগ্য বলে মনে করে; পরস্পরকে পাবার জন্য তারা প্রাণের ঝুঁকি নেয়, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে যা প্রাচীনকালে বড়জোর ঘটত কেবল ব্যভিচারের ক্ষেত্রে। সর্বশেষে, যৌনসঙ্গমের ব্যাপারে এক নতুন নৈতিক মানদণ্ড উদ্ভূত হয়; এধরনের সঙ্গম বৈধ বা অবৈধ সে প্রশ্ন শুধু এ সম্পর্কেই নয়, সেটা পারস্পারিক ভালবাসাজাত কি না, সে সম্পর্কেও। বলা বাহুল্য, সামন্ত অথবা বুর্জোয়া আচরণে অন্যান্য সব নৈতিক মানদণ্ডের চেয়ে এই নতুন মানদণ্ডটি মোটেই উন্নততর নয়, — এটি স্রেফ উপেক্ষিত। তবে অন্যান্য

মানদণ্ডের তুলনায় এটি নিম্নমাত্রিক হিসেবেও বিবেচিত হয় না। অপরগুলির মতো এটিও তত্ত্ব হিসেবে কাগজে কলমে স্বীকৃত এবং আপাতত এর চেয়ে অধিকতর প্রত্যাশা নিরর্থক।

যৌনপ্রেমের সূচনাতেই যেখানে তার সঙ্গে প্রাচীন যুগের বিচ্ছেদ ঘটল মধ্যযুগ শুরু হল সেখান থেকেই, অর্থাৎ ব্যভিচার থেকে। আমরা ইতিপূর্বেই প্রভাত সঙ্গীতের উৎস—শিভালরি প্রেমের বর্ণনা দিয়েছি। যে প্রেমের লক্ষ্য বিবাহবন্ধন ভাঙা আর যে প্রেম বিবাহবন্ধনের ভিত্তি, এ দুইয়ের দুস্তর ব্যবধান শিভালরি যুগে সম্পূর্ণভাবে ভরাট হয় নি। এমন কি লঘুচরিত্র রোমান জাতি ছেড়ে ধর্মপ্রাণ জার্মানদের দিকে তাকালে 'নিবেলুং গাথা'য় আমরা দেখতে পাব যে, ক্রিম্‌হিল্ড ও জিগ্‌ফ্রিড পরস্পরকে গোপনে সমান গভীরভাবে ভালবাসলেও গুন্থার যখন একজন অনামী নাইটকে তার জন্য বাগ্‌দান করেছেন জানালেন, তখন জবাবে ক্রিম্‌হিল্ড শুধু বললেন:

'আমাকে জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন; আপনি যাই আদেশ করবেন, আমি তা করব; হে প্রভু, আপনি যাকেই আমার স্বামী মনোনীত করবেন আমি তাকেই বরণ করব।'*

তাঁর প্রেম যে এখানে কোনো বিবেচ্য হেতু, কথাটি তাঁর মনে কখনই স্থান পায় নি। গুন্থার আগে কখনও না দেখেও ব্রুন্‌হিল্ডের পাণিপ্রার্থনা করলেন আর এট্‌জেলও ক্রিম্‌হিল্ডের ক্ষেত্রে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। 'গুড্‌রুন'এ (১৯) একই ব্যাপার দেখা যায়। এখানে আয়ার্ল্যান্ডের জিগেবাণ্ট নরওয়ের উটে'র, হেগেলিং-এর হেটেল আয়ার্ল্যান্ডের হিল্‌ডে'র এবং সবশেষে মরল্যান্ডের জিগ্‌ফ্রিড, অর্মানের হার্টমুট্‌ এবং জীল্যান্ডের হারভিগ গুড্‌রুনের পাণিপ্রার্থনা করলেন, আর এখানেই সর্বপ্রথম দেখা গেল যে, গুড্‌রুন স্বেচ্ছায় শেষোক্তের পক্ষেই মত দিলেন। তরুণ রাজপুত্রের পিতামাতা পাত্রী ঠিক করবেন, এই ছিল নিয়ম; এঁদের অবর্তমানে পাত্র অধীনস্থ উচ্চতম সর্দারদের পরামর্শ নিতেন এবং তাঁদের কথায় সর্বদাই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। অন্যতর কিছু এখানে অসম্ভব। কারণ, নাইট অথবা ব্যারনের মতো স্বয়ং রাজপুত্রের পক্ষেও বিবাহ ছিল একটি রাজনৈতিক কর্ম, নতুন সম্পর্কস্থাপন মারফৎ শক্তিবৃদ্ধির একটি সুযোগ; এর নির্ধারক

* 'নিবেলুং গাথা', দশম গীত দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

ছিল বংশের স্বার্থ, ব্যক্তিগত প্রবণতা নয়। এখানে প্রেম কি করে বিবাহের চূড়ান্ত হেতুর মর্যাদা পাবে?

মধ্যযুগীয় নগরগুলির গিল্ড মালিকদের মধ্যেও একই ব্যাপার দেখা যায়। বিশেষ শর্তবন্দী গিল্ড-সনদ এবং অন্যান্য গিল্ড, সহযোগী গিল্ড-মালিক নিজ শিক্ষানবীস ও মজুরদের থেকে পৃথককারী কৃত্রিম বিধান, ইত্যাকার যে সুবিধাবলি তার আইনী রক্ষাকবচ, তাতে তার যোগ্য পাত্রী সংগ্রহের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত। এই জটিল ব্যবস্থায় যোগ্যতমা পাত্রী নির্ণয় নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত পছন্দনির্ভর ছিল না, ছিল পারিবারিক স্বার্থভিত্তিক।

অতএব মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত সুবিপুল ক্ষেত্রেই বিবাহ প্রারম্ভিক যুগেই থেকে গিয়েছিল যেখানে পাত্রপাত্রীর কোনো নির্ধারক ভূমিকাই ছিল না। আদিকালে জন্মমুহূর্তেই বিবাহ বিপরীত লিঙ্গের গোটা সমষ্টির সঙ্গেই নির্ধারিত হয়ে থাকত। সমষ্টি-বিবাহের পরবর্তী ধাপগুলিতে বিবাহের পরিধি ক্রমশ সংকুচিত হলেও সম্পর্কটা সম্ভবত পূর্বানুরূপই ছিল। জোড়বাঁধা বিবাহে মায়েরাই সাধারণত ছেলেমেয়েদের বিয়ে ঠিক করত; এখানেও গোত্রসংগঠন ও উপজাতির মধ্যে নতুন কুটুম্বিতা সূত্রে দম্পতির সম্ভাব্য প্রতিপত্তি বৃদ্ধির বিবেচনাই নির্ধারক হেতু ছিল। এবং পরে যখন সাধারণ সম্পত্তির তুলনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রাধান্য এবং উত্তরাধিকারের স্বার্থে পিতৃ-অধিকার ও একগামিতা প্রতিষ্ঠিত হল, তখন বিবাহ সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক বিচারবিবেচনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ক্রয়-বিবাহের **প্রথাটি** লোপ পেল, কিন্তু বেচাকেনার ক্রমবর্ধমান ব্যাপারটা এমন এক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হল যখন শুধু মেয়েদেরই নয়, পুরুষেরও মূল্য যাচাই হত ব্যক্তিগত গুণে নয়, সম্পত্তিতে। পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক অনুরাগকে বিবাহের চূড়ান্ত যুক্তিস্বরূপ গণ্য করার ধারণাটি শুরু থেকেই শাসক শ্রেণীগুলির কাছে অশ্রুতপূর্ব ছিল। এরকম ঘটনা ঘটত বড়জোর প্রেমের কাহিনীতে অথবা নিপীড়িত শ্রেণীগুলির মধ্যে, যা ধর্তব্য নয়।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনায় এই ছিল অবস্থা, যখন ভৌগোলিক আবিষ্কার যুগের পর পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য ও কারখানা-শিল্প মারফৎ তা দুনিয়া জয়ে প্রবৃত্ত হল। মনে হতে পারে যে উপরোক্ত ধরনের বিবাহই ছিল

এর পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী এবং কার্যত তা-ই হল। তবুও বিশ্ব ইতিহাসের পরিহাস অফুরন্ত — পুঁজিবাদী উৎপাদনের ফলেই এই প্রথায় চূড়ান্ত ফাটল ধরল। সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করে এই পদ্ধতি পুরানো ঐতিহ্যগত সকল সম্পর্ক ভেঙে ফেলল এবং বংশানুসৃত প্রথা ও ঐতিহাসিক অধিকারকে কেনাবেচা ও 'স্বাধীন' চুক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করল। পূর্ববর্তী যুগগুলির তুলনায় আমাদের সমগ্র অগ্রগতি from status to contract* — বংশানুসৃত অবস্থা থেকে স্বেচ্ছামূলক চুক্তিতে উত্তরণেই পরিমাপ্য — একথা বলেই ইংরেজ আইনবিদ হেনরি মেইন ভেবেছিলেন যে, তিনি বিরাট কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন। অথচ উক্তিটির যেটুকু নির্ভুল, তা অনেক আগেই 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' উল্লিখিত হয়েছিল।**

চুক্তির পূর্বশর্তস্বরূপ এমনসব লোক প্রয়োজন যারা নিজ ব্যক্তিত্ব, আচরণ ও সম্পত্তি স্বাধীনভাবে লেনদেন করতে এবং সমান শর্তে পরস্পরের সম্মুখীন হতে সক্ষম। এরূপ 'স্বাধীন' ও 'সমানাধিকারী' মানুষ সৃষ্টিই পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কাজ। যদিও গোড়ার দিকে কাজটি কেবলমাত্র অর্ধসচেতনভাবে এবং ধর্মের আবরণে সম্পন্ন হয়েছে, তবুও লুথারপন্থী ও কালভাঁপন্থী ধর্মসংস্কার আন্দোলনের (রিফর্মেশন) (২০) সময় থেকেই এটি একটি বদ্ধমূল নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ তখনই কেবল তার কাজের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী যখন কাজ করার সময় তার ইচ্ছার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, আর নৈতিক দায়িত্ব হল অনৈতিক কর্মের জন্য সকল জবরদস্তি প্রতিরোধ করা। কিন্তু ব্যাপারটির সঙ্গে পূর্বপ্রচলিত বিবাহ প্রথার সাযুজ্য কোথায়? বুর্জোয়া ধারণা অনুযায়ী বিবাহ একটি চুক্তি, একটি আইনী ব্যাপার, তদুপরি তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে দুটি মানুষের শরীর ও মন সারা জীবনের জন্যই বিকিয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, কাগজে কলমে চুক্তিটি স্বেচ্ছামূলকভাবেই সম্পাদিত হয়; পাত্রপাত্রীর সম্মতি ছাড়া এ কাজ হয় না। কিন্তু কি করে সম্মতি আদায় করা হয় এবং আসলে কারা বিবাহটি ঘটায় তা সকলেরই ভালভাবে জানা। অথচ অপর সব চুক্তির ক্ষেত্রে যখন সিদ্ধান্তের সত্যকার স্বাধীনতা দাবী করা হচ্ছে তখন

* স্থিতাবস্থা থেকে চুক্তি। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের প্রথম খণ্ডে ১২৮-১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এখানে তা হবে না কেন? যে তরুণতরুণী জোড় বাঁধতে যাচ্ছে, নিজেদের ও নিজ দেহের উপর তাদের অবাধ এক্তিয়ার নেই? শিভালরির দরুন কি যৌনপ্রেম ফ্যাশন হয়ে ওঠে নি এবং নাইটদের ব্যভিচারী প্রেমের বিপরীতে স্বামীস্ত্রীর ভালবাসা কি তার সঠিক বুর্জোয়া রূপ নয়? কিন্তু পারস্পরিক প্রেম যদি বিবাহিতদের কর্তব্য হয়, তাহলে আর কাউকে নয়, শুধু পরস্পরকে বিবাহ করাই কি প্রেমিকদের কর্তব্য দাঁড়ায় না? পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি চিরাচরিত ঘটকঘটকীদের অপেক্ষা প্রেমিক-প্রেমিকার এই অধিকার কি অগ্রগণ্য নয়? যদি গির্জা ও ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বেপরোয়া অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে, তাহলে তরুণ পুরুষের দেহমন, অর্থসম্পত্তি, সুখদুঃখের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে বয়োজ্যেষ্ঠদের অসহ্য দাবীর সামনেই-বা তা চুপ করে থাকবে কেন?

যে যুগ সমস্ত পুরানো সামাজিক বন্ধন শিথিল করে দিয়েছিল এবং সমস্ত চিরাচরিত প্রত্যয়ের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছিল, সে যুগে এসব প্রশ্ন উত্থাপন অবশ্যম্ভাবী। একটি আঘাতেই দুনিয়ার পরিধি প্রায় দশগুণ হয়ে উঠল। একটি গোলার্ধের এক-চতুর্থাংশের জায়গায় পশ্চিম ইউরোপীয়দের কাছে গোটা পৃথিবীই উন্মুক্ত হল এবং এই বাকি সাত-চতুর্থাংশ ভাগ দখলের জন্য তাদের মধ্যে তাড়াহুড়া পড়ে গেল। জন্মভূমির ভেঙে পড়া সাবেকী সংকীর্ণ গন্ডীর মতো মধ্যযুগীয় চিন্তাপ্রণালী আরোপিত হাজার বছরের পুরানো সব প্রতিবন্ধও ভেঙে পড়ল। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টির সামনে একটি অসীম বিস্তৃত দিগন্ত উন্মোচিত হল। যে তরুণ ভারতের দৌলত এবং মেক্সিকো ও পটোসির সোনারূপার খনিতে প্রলুব্ধ, তার কাছে সাবেকী সম্ভ্রমের শুভেচ্ছা এবং বংশানুক্রমে পাওয়া সম্মানীয় গিল্ড-অধিকারের দাম কতটুকু? এ ছিল বুর্জোয়াদের ভ্রাম্যমাণ নাইটবৃত্তির যুগ; এরও ছিল নিজস্ব রোমান্স এবং নিজস্ব প্রণয়ের স্বপ্ন; কিন্তু তা বুর্জোয়াভিত্তিক এবং শেষ বিচারে বুর্জোয়া লক্ষ্যেরই অনুসারী।

বিশেষত প্রটেস্টাণ্ট দেশগুলি, যেখানে চলতি সমাজব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি নাড়া খেয়েছিল, সেখানে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমেই বিবাহের ক্ষেত্রেও চুক্তির স্বাধীনতা মেনে নিল এবং উল্লিখিতভাবে তা চালু করল। বিবাহ এখনও শ্রেণীগত বিবাহই থাকল, কিন্তু শ্রেণীর চৌহদ্দির মধ্যে

পাত্রপাত্রীরা কিছুটা নির্বাচনী স্বাধীনতা পেল। এবং প্রত্যেকটি বিবাহ পারস্পরিক যৌনপ্রেমের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং তার পিছনে নারী-পুরুষের সত্যকার স্বাধীন সম্মতি না থাকলে, সে বিবাহ কাগজে কলমে, নীতিতত্ত্ব ও কাব্যে যতটা অটলভাবে নীতিহীন বলে প্রমাণিত হল তার তুলনা মেলা ভার। সংক্ষেপে, প্রেমের বিবাহ মানবাধিকার হিসেবে ঘোষিত হল এবং শুধু droit de l'homme* নয়, পরন্তু, ব্যতিক্রমস্বরূপ droit de la femme** হিসেবেও ঘোষিত হল।

কিন্তু এক বিষয়ে এই মানবাধিকারের সঙ্গে অন্য সব তথাকথিত মানবাধিকারের পার্থক্য ছিল। কার্যত শেষোক্ত অধিকারগুলি শাসক শ্রেণী — বুর্জোয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল, নিপীড়িত শ্রেণী — প্রলেতারিয়েত ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত, এবং এখানে আর একবার দেখা গেল ইতিহাসের সেই পরিহাস। শাসক শ্রেণী জ্ঞাত অর্থনৈতিক প্রভাবের অধীন বিধায় কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই কেবল তাদের মধ্যে যথার্থ স্বেচ্ছামূলক বিবাহ ঘটে; পক্ষান্তরে আমরা আগেই দেখেছি যে, নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে স্বেচ্ছামূলক বিবাহই নিয়ম।

সুতরাং, বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা সাধারণভাবে তখনই কার্যকরী হতে পারে, যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং তারই সৃষ্ট মালিকানা সম্পর্ক বিলুপ্তিক্রমে বিবাহসঙ্গী নির্বাচনে বর্তমানের শক্তিশালী গৌণ অর্থনৈতিক বিবেচনাগুলিকে অপসারণ করা সম্ভব হবে। তখন পারস্পরিক ভালোবাসা ছাড়া এক্ষেত্রে অন্যতর কোনো কারণ থাকবে না।

যেহেতু প্রকৃতিতে যৌনপ্রেম অবিমিশ্র — যদিও বর্তমানে কেবল নারীর ক্ষেত্রেই অবিমিশ্রতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত — সেজন্য যৌনপ্রেমের বিবাহ প্রকৃতিগতভাবেই একগামিতা হিসেবে বিবেচ্য। সমষ্টি-বিবাহ থেকে একক বিবাহে উত্তরণকে প্রধানত নারীকীর্তি হিসেবে চিহ্নিত করে বাখোফেন যে নির্ভুল সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়েছিলেন তা আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি; জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে একগামিতায় উত্তরণই কেবল পুরুষের কীর্তি এবং

---

* শব্দার্থ নিয়ে খেলা: 'droit de l'homme' অর্থ হল 'মানব-অধিকার' ও সেইসঙ্গে 'পুরুষের অধিকার'। — সম্পাঃ

** 'নারী-অধিকার'। — সম্পাঃ

ঐতিহাসিকভাবে এতে নারীজাতির অবস্থা ক্রমাবনত হয়েছে এবং পুরুষের বিশ্বাসহানির সুযোগ বেড়েছে। তাই নিজেদের জীবনযাত্রা এবং ততোধিক সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ, ইত্যাকার যেসব অর্থনৈতিক কারণে পুরুষের নিত্যকার বিশ্বাসহানি সহ্য করতে নারী বাধ্য, তা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই নারী যে সমতা অর্জন করবে তার ফলে সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, নারী বহুগামিনী না হয়ে বরং পুরুষই আরও কার্যকরীভাবে সত্যই একগামী হবে।

কিন্তু একগামিতার সেসব চারিত্র্যের নিশ্চিত অবলুপ্তি ঘটবে যা পুরানো মালিকানা প্রথা থেকে উদ্ভবের জন্য এর উপর মুদ্রিত হয়েছিল; এগুলি—প্রথমত, পুরুষের আধিপত্য এবং দ্বিতীয়ত, বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যতা। বিবাহ ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য তার আর্থিক আধিপত্যেরই প্রত্যক্ষ ফল এবং আর্থিক আধিপত্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে এর আত্মলুপ্তিও অবধারিত। বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যতার উদ্ভব অংশত একগামিতা উৎপাদক অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে এবং অংশত, এমন একটি যুগরীতি থেকে যখন এসব অর্থনৈতিক অবস্থা ও একগামিতার যোগাযোগ সঠিকভাবে বোঝা যায় নি এবং ধর্মে তা অতিরঞ্জিত ছিল। বর্তমানেও বিবাহবন্ধন হাজার বার লঙ্ঘিত। যদি প্রেমভিত্তিক বিবাহই শুধু নীতিসিদ্ধ হয়, তাহলে বিবাহ ততক্ষণই নীতিসিদ্ধ যতক্ষণ তা প্রেমপুক্ত। ব্যক্তিগত যৌনপ্রেমের অনুভূতির স্থায়িত্ব কিন্তু ব্যক্তিভেদে, বিশেষত পুরুষদের মধ্যে খুবই বিভিন্ন হয়, তাই প্রেমের অবলুপ্তি অথবা নতুনতর প্রেমাবেগে তার প্রতিস্থাপন ঘটলে স্বামীস্ত্রী উভয়ের এবং সমাজের পক্ষেও বিচ্ছেদ আশীর্বাদস্বরূপ। প্রয়োজন শুধু বিবাহবিচ্ছেদ মামলার অযথা কাদা মাড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের রেহাই।

অতএব পুঁজিবাদী উৎপাদনের আসন্ন বিলোপের পর কীভাবে যৌনসম্পর্ক পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে আমরা এখানে যে আন্দাজ করতে পারি সেটা প্রধানত নেতিমূলক চরিত্রের, কেবলমাত্র কী কী লোপ পাবে আতেই তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এতে নতুন কী কী যুক্ত হবে? তা দেখা যাবে নতুন পুরুষ গড়ে ওঠার পর, এমনসব পুরুষ যাদের কখনও পয়সা বা অন্য কোনো সামাজিক ক্ষমতা দিয়ে নারী ক্রয়ের কারণ ঘটে নি, আর এমনসব

নারী যারা সত্যকার প্রেমের অনুভূতি ছাড়া আর কোনো কারণে পুরুষের কাছে আত্মদানে কখনও বাধ্য হয় নি, অথবা যাদের কোনো অর্থনৈতিক পরিণতির ভয়ে প্রণয়পাত্রের কাছে আত্মদানে বিরত হতেও হয় নি। একবার এধরনের মানুষ জন্মালে আজ তাদের যথাকর্তব্য সম্পর্কে আমাদের ভাবনায় তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না; তারা নিজেদের আচার এবং তদুপরি ব্যক্তি আচরণের পক্ষে উপভোগ্য জনমত চালু করবে,—এবং এটুকুই।

এবার মর্গানের রচনায় ফেরা যাক, যেখান থেকে আমরা অনেকটা দূরে সরে এসেছি। সভ্যযুগে যেসব সামাজিক সংস্থার উদ্ভব হয়েছে সেগুলির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা তাঁর রচনার গণ্ডীভুক্ত নয়। তাই তিনি এযুগের একগামিতার নিয়তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তিনিও একগামী পরিবারের বিকাশকে, স্ত্রীপুরুষের পূর্ণ সমানাধিকার অর্জনকে একটি অগ্রগতি বলেই মনে করেছেন, যদিও এই লক্ষ্যে পেঁছিনো গেছে বলে তিনি মনে করেন নি। তিনি লিখেছেন কিন্তু—

'যখন এটি স্বীকৃত সত্য যে, পরিবার পর পর চারটি রূপ অতিক্রম করেছে এবং এখন তার পঞ্চম রূপ চলছে, তখন বর্তমান রূপের ভবিষ্যৎ স্থায়ীত্ব সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে। এর একমাত্র উত্তর: অতীতের মতো সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে এরও অগ্রগতি হবে এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে এরও পরিবর্তন ঘটবে। এটি সমাজব্যবস্থারই সৃষ্টি এবং এতে তারই অগ্রগতি প্রতিফলিত হবে। সভ্যতার সূচনার পর, এবং বিশেষত আধুনিক কালে, যখন একগামী পরিবারের অনেক উন্নতি হয়েছে তখন একথা অন্তত অনুমেয় যে, নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। সুদূর ভবিষ্যতে একগামী পরিবার সমাজের প্রয়োজনানুগ না হলে, এর স্থলবর্তীর প্রকৃতি কী হবে সে সম্বন্ধে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা এখন অসম্ভব।'

৩

ইরকোয়াস গোত্রসংগঠন

এবার আমরা মর্গানের অন্যতর একটি আবিষ্কারে আসছি যা অন্তত আত্মীয়তা বিধি থেকে পরিবারের প্রাগৈতিহাসিক রূপ পুনর্গঠনের অনুরূপ

সমান গুরুত্বপূর্ণ। মর্গান প্রমাণ করেছেন যে, আমেরিকার ইণ্ডিয়ান উপজাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন পশুর নামধারী আত্মীয়মণ্ডলীগুলি মূলত গ্রীকদের genea এবং রোমানদের gentes থেকে অভিন্ন; আমেরিকার এই রূপটিই আদি রূপ এবং গ্রীক ও রোমানদের রূপগুলি পরবর্তী ও তদুদ্ভূত; গ্রীক ও রোমানদের আদিকালে গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির সমগ্র সমাজসংগঠনের একটি নিখুঁত সমান্তরাল রূপ আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে দেখা যায়; সভ্যতায় প্রবেশ অবধি, এমন কি তারপরেও সমস্ত বর্বরদের মধ্যে গোত্র প্রথা যে একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান (অদ্যাবধি প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী) ছিল তা প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও রোমানদের আদি ইতিহাসের দুর্বোধ্যতম একটি অধ্যায় মুহূর্তে পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল; একই সঙ্গে এই আবিষ্কারটি **রাষ্ট্রের** সূচনাকালের পূর্ববর্তী প্রাচীন সমাজসংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উপর অপ্রত্যাশিতভাবে আলোকপাত করল। জানার পর যতই সোজা মনে হোক, মর্গান খুব সম্প্রতি এটি আবিষ্কার করেন; ১৮৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর পূর্ববর্তী রচনায়* এই গূঢ় তথ্যটি তিনি আঁচ করতে পারেন নি, যার আবিষ্কারে ইংরেজদের মতো সাধারণত অতি আত্মবিশ্বাসী প্রাগৈতিহাস বিষয়ক পণ্ডিতরাও কিছুদিনের জন্য মূষিকের স্তব্ধতা অবলম্বনে বাধ্য হন।

এই রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়মণ্ডলীর জন্য মর্গান সাধারণ আখ্যা হিসেবে ল্যাটিন ভাষার gens শব্দটি ব্যবহার করেছেন; এটি গ্রীক প্রতিশব্দ genos-এর মতোই তাদের সাধারণ আর্য মূল gan থেকে উদ্ভূত (জার্মান ভাষায় আর্য ভাষার g-এর জায়গায় যেখানে সাধারণত k ব্যবহৃত হয়, সেখানে এটি হয় kan), যার অর্থ 'জনন'। Gens, genos, সংস্কৃত ভাষার 'জনস্', পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী গথদের kuni, প্রাচীন নর্ডিক ও অ্যাংলোস্যাক্সনদের kyn, ইংরেজীর kin, মধ্য জার্মানির উচ্চভূমির künne, এসমস্ত শব্দ গোত্র ও বংশের দ্যোতক। কিন্তু ল্যাটিন শব্দ gens আর গ্রীক শব্দ genos এমনসব রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়মণ্ডলীর জন্য ব্যবহৃত যেগুলি একই বংশোদ্ভূত বলে গর্বিত (এক্ষেত্রে একই সাধারণ পুরুষ থেকে উদ্ভূত),

---

* এই খণ্ডের ১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এবং কয়েকটি বিশিষ্ট সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্থা মারফৎ এগুলি একটি বিশেষ গোষ্ঠী হিসেবে পরস্পরযুক্ত, যদিও এতকাল পর্যন্ত আমাদের সমস্ত ঐতিহাসিকদের কাছে এর উৎপত্তি ও প্রকৃতি অস্পষ্ট ছিল।

গোত্রের আদি রূপ কীভাবে সংগঠিত পুনালুয়া পরিবার সম্পর্কিত পূর্বের আলোচনায় আমরা তা দেখেছি। যে সমস্ত লোক পুনালুয়া বিবাহের ফলে এবং অনিবার্যভাবেই সেখানকার প্রচলিত মুখ্য ধারণানুযায়ী একজন নির্দিষ্ট গোত্র প্রতিষ্ঠাত্রীর বংশধররূপে পরিগণিত, তাদের নিয়েই এ গোত্র। এরূপ পরিবারে পিতৃত্ব অনিশ্চিত বিধায় মাতৃধারাই একমাত্র প্রামাণ্য। যেহেতু ভাইরা নিজ বোনদের বিবাহ করতে পারে না তারা অন্য বংশের মেয়েদের বিবাহ করতে বাধ্য, তাই এই শেষোক্ত মেয়েদের সন্তানসন্ততি মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী গোত্রবহিস্থ। অতএব প্রত্যেক প্রজন্মের শুধু কন্যাদের সন্তানরাই আত্মীয়মন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং ছেলেদের সন্তানসন্ততি তাদের মায়ের গোত্রভুক্ত হয়। অতএব একই উপজাতির মধ্যে, অনুরূপ ধরনের বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে এই রক্তসম্পর্কিত গোষ্ঠীটি যে পৃথক হয়ে যাচ্ছে, তার রূপ তখন কী হয়?

মর্গানের কাছে আদি গোত্রের চিরায়ত রূপ হিসেবে ইরকোয়াস গোত্র, বিশেষত সেনেকা উপজাতির গোত্রই চিহ্নিত হয়েছে। এই উপজাতির বিভিন্ন পশুর নামধারী গোত্র আটটি: ১) নেকড়ে, ২) ভল্লুক, ৩) কচ্ছপ, ৪) বীবর, ৫) হরিণ, ৬) কাদাখোঁচা, ৭) বক, ৮) বাজপাখি। প্রত্যেকটি গোত্রে নিম্নলিখিত আচার প্রচলিত:

১। এরা একজন সাচেম (শান্তিকালীন প্রধান ব্যক্তি) এবং একজন সর্দার (যুদ্ধকালীন প্রধান ব্যক্তি) নির্বাচন করে। গোত্রের মধ্য থেকে সাচেম নির্বাচনই নিয়ম এবং তার পদ গোত্রের মধ্যে বংশানুক্রমিক এই অর্থে যে, পদটি শূন্য হলে তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করতে হয়; সর্দার গোত্রের বাইরে থেকেও নির্বাচিত করা চলত এবং পদটি কখন শূন্যও থাকতে পারত। পূর্বতন সাচেমের পুত্র কখনও তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারত না, কারণ ইরকোয়াসদের মধ্যে মাতৃ-অধিকার প্রচলিত ছিল এবং সেইজন্য ছেলে অন্য গোত্রভুক্ত হত; কিন্তু ভাই অথবা ভাগিনেয় প্রায়ই এ পদে নির্বাচিত হত। পুরুষ ও নারী সকলেই নির্বাচনে ভোট দিত। কিন্তু এই নির্বাচন অপর

সাতটি গোত্রের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল এবং কেবল তখনই নির্বাচিত ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করা হত, আর সেটা হত সমগ্র ইরকোয়াস উপজাতি সম্মিলনীর সাধারণ পরিষদ দ্বারা। পরে এর তাৎপর্য স্পষ্টতর হবে। গোত্রের মধ্যে সাচেমের কর্তৃত্ব ছিল পিতৃসুলভ ও নিছক নৈতিক চারিত্র্যের; বলপ্রয়োগের কোনো ক্ষমতা তার হাতে থাকত না। নিজ পদাধিকারে সে ছিল সেনেকা উপজাতি পরিষদের একজন সভ্য তথা ইরকোয়াস সম্মিলনীর সাধারণ পরিষদেরও সভ্য। সর্দার কেবলমাত্র যুদ্ধাভিযানের সময় হুকুম দিতে পারত।

২। গোত্র ইচ্ছামতো সাচেম ও সর্দারকে পদচ্যুত করতে পারত। এটাও নারী ও পুরুষ উভয়েই মিলিতভাবে স্থির করত। অতঃপর পদচ্যুত ব্যক্তি অপর সকলের মতো সাধারণ যোদ্ধা ও সাধারণ ব্যক্তি বলে পরিগণিত হত। উপজাতি পরিষদ গোত্রের মতের বিরুদ্ধেও সাচেমকে পদচ্যুত করতে পারত।

৩। কোনো লোকই নিজের গোত্রের মধ্যে বিয়ে করতে পারত না। এটাই গোত্রের মূল নিয়ম, এ বন্ধনেই গোত্র সংসক্ত; যে অতি ইতিবাচক রক্তসম্পর্কের জোরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা একত্রে সত্যকার গোত্র গড়ে তোলে, এটি তার নেতিবাচক প্রকাশ। মর্গান এই সহজ ব্যাপারটি আবিষ্কার করে সর্বপ্রথম গোত্রের প্রকৃতি প্রকাশ করলেন। ইতিপূর্বে গোত্রের প্রকৃতি যে কত কম জানা ছিল, বন্য ও বর্বরদের সম্পর্কে ইতিপূর্বের বিবরণ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়; সেখানে গোত্রসংগঠনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে অজ্ঞতার সঙ্গে নির্বিচারে উপজাতি, গোষ্ঠী, গোত্র, প্রভৃতি বলা হয়েছে; এদের সম্পর্কে আবার কখন কখন বলা হয়েছে, এরকম গোষ্ঠীর ভিতরে বিবাহ নিষিদ্ধ। এতে এমন একটি অসম্ভব তালগোলের সৃষ্টি হয় যেখানে ম্যাক-লেনানের নেপোলিয়নসদৃশ হস্তক্ষেপে শৃঙ্খলা আসে এই ফতোয়ায়: সমস্ত উপজাতি দুই ভাগে বিভক্ত, এক দলের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ (বহির্বৈবাহিক) এবং অন্য দলে নিজেদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত (অন্তর্বৈবাহিক)। এভাবে সমস্ত ব্যাপারটিকে একেবারে গুলিয়ে দিয়ে তাঁর সৃষ্ট দুটি আজব শ্রেণী — বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহের মধ্যে কোনটি আগে ও কোনটি পরে তা নিয়ে গভীর গবেষণায় তিনি মেতে উঠতে পারলেন। রক্তসম্পর্কিত গোত্র এবং সেহেতু গোত্র সভ্যদের মধ্যে বিবাহের অসম্ভাব্যতা

আবিষ্কারের পরে এই অর্থহীন চেষ্টা আপনা-আপনিই থেমে গেল।— স্পষ্টতই ইরকোয়াসদের আমরা বিকাশের যে স্তরে দেখি, তাতে গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষেধের নিয়ম দৃঢ়ভাবে পালিত হত।

৪। মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তি গোত্রের বাকি সভ্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত,—এই সম্পত্তি গোত্রের মধ্যে রাখা অপরিহার্য ছিল; যেহেতু একজন ইরকোয়াস তেমন বেশি কিছু রেখে যেতে পারত না, তাই এই উত্তরাধিকার গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যেই ভাগ করা হত; পুরুষের মৃত্যুতে তা পেত সহোদর ভাইবোন ও নিজ মাতুলরা; স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে তা যেত নিজ ছেলেমেয়ে ও সহোদর বোনদের কাছে, কিন্তু ভাইদের কাছে নয়। ঠিক এ কারণেই স্বামী বা স্ত্রী একে অন্যের এবং ছেলেমেয়েরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত না।

৫। গোত্রের সভ্যরা পরস্পরের সাহায্য ও প্রতিরক্ষায়, বিশেষত বাইরের কেউ কোনো ক্ষতি করলে তার প্রতিশোধ নিতে বাধ্য ছিল। নিজ নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তিবিশেষ গোত্রের রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভর করত এবং করতে পারত; ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি সমগ্র গোত্রের ক্ষতি হিসেবেই বিবেচিত হত। এথেকে অর্থাৎ গোত্রের রক্তবন্ধন থেকেই রক্তের প্রতিহিংসা নেবার দায়িত্বের উদ্ভব; ইরকোয়াসরা শর্তহীনভাবে এটি মানত। গোত্রের বাইরের কেউ গোত্রের কোনো সভ্যকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির গোটা গোত্র প্রতিশোধের শপথ নিতে বাধ্য ছিল। প্রথমত মিটমাটের চেষ্টা হত; হত্যাকারীর গোত্র পরিষদের অধিবেশন বসত এবং নিহত ব্যক্তির গোত্র পরিষদের কাছে ব্যাপারটি শান্তিতে মীমাংসার জন্য প্রধানত দুঃখপ্রকাশ করে ও দামী জিনিস উপহার দিয়ে প্রস্তাব পাঠানো হত। প্রস্তাবটি গৃহীত হলে ব্যাপারটি সেখানে মিটে যেত। অন্যথা নিহত ব্যক্তির গোত্রের এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর প্রতিশোধের ভার দেওয়া হত, তাদের কর্তব্য হত হত্যাকারীর পিছনে লেগে থেকে তাকে হত্যা করা। কাজটি সম্পন্ন হলে নিহত ব্যক্তির গোত্রের অভিযোগ করার কোনো অধিকার থাকত না; ধরে নেওয়া হত যে, ব্যাপারটি মিটে গেল।

৬। গোত্রের একটি বা একপ্রস্ত নির্দিষ্ট নাম থাকে, যা সমস্ত উপজাতির মধ্যে কেবলমাত্র এরাই ব্যবহার করতে পারে, যাতে একজনের নাম থেকেই

তার গোত্রপরিচয় বোঝা সম্ভব হয়। গোত্রনামের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে গোত্রের অধিকারগুলিও জড়িত।

৭। গোত্র বিজাতীয়দেরও নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে এবং তার ফলে এই বিজাতীয়রা গোটা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। যেসব যুদ্ধবন্দীদের মেরে ফেলা হত না তাদের এভাবে কোনো গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে সেনেকা উপজাতির সভ্য করা হত এবং ফলে তারা উপজাতি ও গোত্রের পূর্ণ অধিকার লাভ করত। গোত্র সদস্যদের ব্যক্তিগত প্রস্তাবে এদের গ্রহণ করা হত: পুরুষরা বহিরাগতকে ভাই বা বোন বলে এবং নারীরা সন্তান বলে গ্রহণ করত; ব্যবস্থাটি পাকাপোক্ত করবার জন্য গোত্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হত। যেসব গোত্রের জনসংখ্যা বিশেষ কোনো অবস্থার জন্য হ্রাস পেত তারা অপর কোনো গোত্র থেকে তার সম্মতিক্রমে নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে লোক গ্রহণ করত। ইরকোয়াসদের ভেতর উপজাতি পরিষদের প্রকাশ্য সভায় গোত্রে লোক গ্রহণের অনুষ্ঠান হত যা কার্যত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ নিত।

৮। ইন্ডিয়ান গোত্রের মধ্যে বিশেষ ধর্মীয় আচারের প্রমাণ পাওয়া শক্ত, কিন্তু তবুও ইন্ডিয়ানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি কমবেশি গোত্রসংশ্লিষ্ট। ইরকোয়াসদের বার্ষিক ছয়টি ধর্মোৎসবে এক-একটি গোত্রের সাচেম ও সর্দারদের পদাধিকারবলে 'ধর্মরক্ষক' হিসেবে গণ্য হত এবং তারা পুরোহিতের কাজ করত।

৯। গোত্রের একটি সাধারণ সমাধিস্থান থাকত। নিউ ইয়র্ক রাজ্যের যে ইরকোয়াসরা শ্বেতাঙ্গদের বেষ্টনীর মধ্যে পড়েছে, তাদের এখন এই সমাধিস্থান লোপ পেলেও তা আগে ছিল। অন্যান্য ইন্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে এটা এখনও আছে, দৃষ্টান্ত হিসেবে ইরকোয়াসদের অতি ঘনিষ্ঠ একটি উপজাতি টুস্কারোরাসের কথা উল্লেখ্য। এরা খৃস্টান হয়ে গেলেও এখনও এদের সমাধিস্থানে প্রত্যেকটি গোত্রের জন্য এক-একটি পৃথক সারি আছে, যেখানে একই সারিতে মা ও সন্তানসন্ততিদের কবর দেওয়া হয়, কিন্তু পিতাকে নয়। ইরকোয়াসদের মধ্যেও গোত্রের সমস্ত সদস্যই অন্ত্যেষ্টিতে অংশগ্রহণ করে কবর তৈরিতে শরিক হয় এবং অন্ত্যেষ্টি ভাষণ দেয়, ইত্যাদি।

১০। গোত্রের একটি পরিষদ—গোত্রের সমস্ত পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও

নারীদের সমানাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক সভা থাকত। এই পরিষদ সাচেম ও সর্দারদের এবং একইভাবে অন্যান্য 'ধর্মরক্ষক'ও নির্বাচন ও খারিজ করত; এই পরিষদ গোত্রের নিহত সদস্যদের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দানদক্ষিণা (wergild) অথবা রক্তপ্রতিশোধের সিদ্ধান্ত নিত, বাইরের লোকদের গোত্রে গ্রহণ করত। সংক্ষেপে এটি গোত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

এই হল একটি সাধারণ ইণ্ডিয়ান গোত্রের ক্ষমতার বর্ণনা।

'একটি ইরকোয়াস গোত্রের সকল সদস্য ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন এবং পরস্পরের স্বাধীনতা রক্ষায় বাধ্য; ব্যক্তিগত অধিকারের দিক দিয়ে তারা সমান, সাচেম ও সর্দারদের কোনো সুযোগসুবিধা নেই; তারা রক্তবন্ধনে আবদ্ধ একটি ভ্রাতৃমণ্ডলী। কদাচ সূত্রবদ্ধ করা না হলেও মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ছিল গোত্রের মৌলিক নীতি; আবার গোত্র একটি সমাজব্যবস্থার একক যা ইণ্ডিয়ানদেরও সংগঠিত সমাজের বুনিয়াদ। ইণ্ডিয়ানদের চরিত্রের সর্বজনস্বীকৃত বৈশিষ্ট্য—স্বাধীনতাবোধ ও ব্যক্তিগত মর্যাদাজ্ঞানের ব্যাখ্যা এর থেকেই পাওয়া যায়।'

আমেরিকা আবিষ্কারের সময়ে সমগ্র উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রে সংঘবদ্ধ ছিল। ডাকোটার মতো কয়েকটিমাত্র উপজাতির মধ্যে গোত্র তখন অবক্ষয়িত এবং ওজিবোয়া ও ওমাহা প্রভৃতি অন্য কয়েকটি উপজাতির মধ্যে পিতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্র সংগঠিত হয়েছিল।

সংখ্যাবহুল যেসব ইণ্ডিয়ান উপজাতির পাঁচ বা ছয়ের বেশি গোত্র ছিল, সেগুলির মধ্যে তিনটি, চারটি বা ততোধিক গোত্রসমবায়ে গঠিত একটি বিশিষ্ট সমষ্টি দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান ভাষার হুবহু গ্রীক অনুবাদে মর্গান এর নাম দেন ফ্রাত্রী (ভ্রাতৃত্ব)। তদনুসারে সেনেকা উপজাতির দুটি ফ্রাত্রী আছে, প্রথমটিতে এক থেকে চার এবং দ্বিতীয়টিতে পাঁচ থেকে আট নম্বর গোত্র রয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, এই ফ্রাত্রীগুলি প্রধানত সেসব আদি গোত্র যাতে উপজাতিটি শুরুতে বিভক্ত ছিল; কারণ, অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ হবার পর প্রত্যেকটি উপজাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পক্ষে অন্তত দুটি গোত্রের অস্তিত্ব অপরিহার্য ছিল। উপজাতির লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রত্যেকটি গোত্র আবার দুই বা ততোধিক গোত্রে বিভক্ত হয় এবং এরা প্রত্যেকে একটি স্বতন্ত্র গোত্রের রূপ নেয় আর আদি

গোত্রটি সন্ততি গোত্রগুলি নিয়ে ফ্রাত্রীর রূপ গ্রহণ করে। সেনেকা ও অন্য অধিকাংশ ইণ্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে একটি ফ্রাত্রীর অন্তর্ভুক্ত গোত্রগুলি ভ্রাতৃ গোত্র, অপরপক্ষে অন্য ফ্রাত্রীর গোত্ররা তাদের 'কাজিন' গোত্র। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের আত্মীয়তা বিধির এই নামকরণের যে অতি বাস্তব এবং অর্থব্যঞ্জক তাৎপর্য আছে তা আমরা আগেই দেখেছি। প্রথমে কোনো সেনেকা নিজের ফ্রাত্রীর মধ্যে বিবাহ করতে পারত না; কিন্তু নিষেধটি অনেককাল আগেই প্রত্যাহৃত হয়ে এখন কেবল তা গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। সেনেকাদের লোককাহিনী অনুযায়ী 'ভল্লুক' ও 'হরিণ' দুটি আদি গোত্র এবং অবিশিষ্টরা এদের শাখাপ্রশাখা। এধরনের নতুন সংগঠন দৃঢ়মূল হবার পরেই প্রয়োজনমতো এর পরিবর্তন ঘটানো হত। কোনো ফ্রাত্রীর গোত্রগুলি নিশ্চিহ্ন হলে ভারসাম্য রক্ষার জন্য অন্য ফ্রাত্রীর মধ্য থেকে কখন কখন সম্পূর্ণ গোত্রকে এই ফ্রাত্রীতে স্থানান্তরিত করা হত। বিভিন্ন উপজাতির ফ্রাত্রীগুলিতে একই নামের গোত্রের বিভিন্ন সন্নিবেশ এভাবেই ব্যাখ্যেয়।

ইরকোয়াস ফ্রাত্রীর কাজ অংশত সামাজিক এবং অংশত ধর্মীয়।— ১) দুটি ফ্রাত্রীর মধ্যে বল খেলা হয়; প্রতিটি ফ্রাত্রী নিজ শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের আনে এবং ফ্রাত্রীর বাকি সদস্যরা দর্শক হয়ে ফ্রাত্রী অনুযায়ী স্থান নেয় এবং নিজ নিজ ফ্রাত্রীর জয়লাভের জন্য বাজি ধরে।— ২) উপজাতি পরিষদের অধিবেশনে প্রত্যেকটি ফ্রাত্রীর সাচেম ও সর্দাররা দুটি দলে মুখোমুখি হয়ে একত্রে বসে এবং প্রত্যেক বক্তা প্রতিটি ফ্রাত্রীর প্রতিনিধিদের পৃথক সংস্থা হিসেবে সম্ভাষণ করে।— ৩) যদি উপজাতির মধ্যে কোনো লোক নিহত হয় এবং নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারী একই ফ্রাত্রীর সভ্য না হয়, তাহলে নিহতের গোত্র নিজ ভ্রাতৃ গোত্রগুলির কাছে আবেদন জানায় এবং এরা ফ্রাত্রী পরিষদ ডেকে গোটা সংস্থা হিসেবে অন্য ফ্রাত্রীর কাছে ব্যাপারটি মীমাংসার জন্য সেই ফ্রাত্রীর পরিষদ আহ্বান করতে বলে। এখানেও আবার ফ্রাত্রী আদি গোত্র রূপেই আবির্ভূত এবং এর সন্তানস্বরূপ দুর্বল একক গোত্রের চেয়ে তার পক্ষে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর। — ৪) পদস্থ কোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে অপর ফ্রাত্রী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধির ব্যবস্থা করে এবং মৃতের ফ্রাত্রীর লোকেরা শোকযাত্রী হিসেবে তার অনুগামী হয়। কোনো সাচেমের মৃত্যুতে অপর ফ্রাত্রী ইরকোয়াসদের সম্মিলনী

পরিষদকে এই শূন্য পদ সম্পর্কে অবহিত করে।— ৫) সাচেম নির্বাচনের সময় ফ্রাত্রী পরিষদের পুনরাবির্ভাব ঘটে। নির্বাচনে ভ্রাতৃ গোত্রের সমর্থন প্রায় অবধারিত হলেও অন্য ফ্রাত্রীর গোত্রগুলি বিরোধিতা করতে পারত। এমতাবস্থায় প্রথম ফ্রাত্রী পরিষদের বৈঠক হত এবং তারা বিরোধীদের সমর্থন করলে নির্বাচন বাতিল হয়ে যেত।— ৬) আগেকার দিনে ইরকোয়াসদের বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় গুহ্যাচার ছিল যেগুলিকে শ্বেতাঙ্গরা medicine-lodges* আখ্যা দিয়েছিল। নতুন সদস্য গ্রহণের জন্য নিয়মিত দীক্ষানুষ্ঠানের জন্য সেনেকাদের মধ্যে প্রতি ফ্রাত্রী থেকে এক-একটি করে দুটি ধর্মীয় ভ্রাতৃমণ্ডলী দ্বারা এধরনের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হত।— ৭) দেশজয়ের সময় (২১) যে চারটি lineages (বংশধারা) ট্‌লাস্কালা'র চারটি এলাকা অধিকার করেছিল তারা যদি চারটি ফ্রাত্রী হয়ে থাকে, যা প্রায় নিশ্চিত, তাহলে প্রমাণিত হয় যে এই ফ্রাত্রীগুলি গ্রীক অথবা জার্মানদের সমজাতীয় আত্মীয়গোষ্ঠীর মতো সামরিক একক হিসেবেও কাজ করত; এই চারটি lineages পৃথক সৈন্যদল হিসেবে নিজ উর্দি ও পতাকা নিয়ে এবং নিজ নেতার অধীনে যুদ্ধে যেত।

যেমন কয়েকটি গোত্র নিয়ে একটি ফ্রাত্রী, তেমনই গোত্র প্রথার চিরায়ত রূপ হিসেবে কয়েকটি ফ্রাত্রী মিলে একটি উপজাতি গঠিত হত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু উপজাতির এই মধ্যন্তর বা ফ্রাত্রী দেখা যায় না। আমেরিকায় ইণ্ডিয়ান উপজাতিগুলির বৈশিষ্ট্য কি কি?

১। নিজ ভূখণ্ড ও নিজ নামের অস্তিত্ব। প্রত্যক্ষ বসবাসের এলাকা ছাড়াও প্রত্যেকটি উপজাতির দখলে মাছ ধরা ও পশু শিকারের জন্য যথেষ্ট বিস্তীর্ণ অঞ্চল থাকত। তা পেরিয়ে প্রতিবেশী উপজাতির দখলী অঞ্চল অবধি বেশ বিস্তৃত নিরপেক্ষ ভূখণ্ড থাকত; দুটি প্রতিবেশী উপজাতির ভাষা সমগোত্রীয় হলে এই নিরপেক্ষ ভূখণ্ড অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, এবং অন্যথা তা বিস্তৃততর হত। এরকম নিরপেক্ষ ভূখণ্ডই ছিল জার্মানদের সেই সীমান্ত অরণ্য, সিজারের সুয়েভ (Suev) সৃষ্ট নিজ ভূখণ্ডের চারপাশের ঊষরভূমি, দিনেমার ও জার্মানদের মধ্যবর্তী îsarnholt (ডেনিশ—

* ওঝা সভা। — সম্পাঃ

jarnved, limes Danicus), জার্মান ও স্লাভদের সীমান্তবর্তী স্যাক্সন অরণ্য এবং branibor (স্লাভ ভাষায়—'প্রতিরক্ষা অরণ্য') যা থেকে ব্রান্ডেনবুর্গ নামের উদ্ভব। এভাবে অস্পষ্ট সীমানার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডটি ছিল উপজাতির সাধারণ ভূমি যা প্রতিবেশী উপজাতিরা স্বীকার করত এবং উপজাতিও বহিরাক্রমণ থেকে ভূমিটি রক্ষা করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যধিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রেক্ষিতেই শুধু এই অনিশ্চিত সীমানা নিয়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হত।—উপজাতির নামকরণ চিন্তাপ্রসূত বলে মনে হয় না, সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি আকস্মিকতার ফল। কালক্রমে এমনটি প্রায়ই ঘটত যে, কোনো উপজাতি প্রতিবেশী উপজাতিকে তাদের একটি নিজস্ব নামের বদলে অন্য নাম দিয়েছে। জার্মানরাই (die Deutschen) এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এদের প্রথম ব্যাপক ঐতিহাসিক 'জার্মান' (Germanen) নামটি কেল্টদেরই দেওয়া।

২। একটি উপজাতির একটি বিশেষ **উপভাষা**। বস্তুত উপজাতি ও উপভাষা মোটামুটি সন্নিপাতী। অল্প কিছুকাল আগেও আমেরিকায় বিভাগের মধ্যে নতুন নতুন উপজাতি ও উপভাষা সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল এবং মনে হয় এখনও তা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয় নি। যেখানে দুটি ক্ষয়িষ্ণু উপজাতির মিলনে একটি উপজাতি গড়ে ওঠে, সেখানে ব্যতিক্রম হিসেবে একই উপজাতির মধ্যে দুটি ঘনিষ্ঠ উপভাষার ব্যবহার দেখা যায়। এক-একটি আমেরিকান উপজাতির জনসংখ্যা গড়ে দুই হাজারের কম। চেরোকী উপজাতির লোকসংখ্যা কিন্তু প্রায় ২৬,০০০—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এরাই সর্বাধিক সংখ্যক যারা একই উপভাষাভাষী।

৩। গোত্রগুলি দ্বারা নির্বাচিত সাচেম ও সর্দারদের সাড়ম্বরে ক্ষমতাভিষিক্ত করার অধিকার।

৪। গোত্রের মতের বিরুদ্ধে হলেও উপরোক্তদের অপসারণের অধিকার। যেহেতু সাচেম ও সর্দারেরা উপজাতি পরিষদেরও সদস্য, সেজন্য তাদের উপর উপজাতির এই অধিকার স্বব্যাখ্যেয়। যেখানে অনেক উপজাতি মিলে একটি সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রত্যেক উপজাতিই সম্মিলনী পরিষদে প্রতিনিধি পাঠায়, সেখানে উক্ত অধিকার এই শেষোক্ত পরিষদের উপরই ন্যস্ত হয়।

৫। একটি সাধারণ ধর্মীয় ধ্যানধারণা (পুরাকথা) ও পূজাপদ্ধতির অস্তিত্ব।

'বর্বরদের ধরন অনুযায়ী আমেরিকার ইন্ডিয়ানরাও ছিল ধর্মপ্রাণ।'*

তাদের পুরাকথা সম্পর্কে এখনও কোনোভাবেই কোনো বিচার-বিশ্লেষণ হয় নি। তারা ধর্মের ধারণাগুলিকে নানা ধরনের ভূতপ্রেতের আকারে মানবীয় রূপ দান করেছিল — কিন্তু বর্বরতার নিম্নস্তরে থাকায় তাদের মধ্যে তখনও মূর্তি রচনা, তথাকথিত দেবমূর্তির প্রচলন শুরু হয় নি। এ ছিল বহু-ঈশ্বরবাদের লক্ষ্যে বিকাশমান প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক শক্তির পূজা। বিভিন্ন উপজাতির নিজস্ব বিশিষ্ট পূজা প্রথা — যথা, নাচ ও খেলাধুলা সম্বলিত নিয়মিত ধর্মোৎসব ছিল; প্রত্যেকটি ধর্মোৎসবে বিশেষত নৃত্য অপরিহার্য অঙ্গ ছিল; প্রতিটি উপজাতির নিজস্ব এ উৎসব পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হত।

৬। সাধারণ ব্যাপার নিষ্পত্তির জন্য একটি উপজাতি পরিষদ। এতে থাকত প্রত্যেকটি গোত্রের সাচেম ও সর্দাররা; এরাই ছিল গোত্রের প্রকৃত প্রতিনিধি, কারণ এদের যেকোনো সময়ে পদচ্যুত করা যেত। অন্যান্য সদস্যবেষ্টিত অবস্থায় প্রকাশ্যভাবে পরিষদের অধিবেশন বসত, আলোচনায় অংশগ্রহণ ও মতামত ব্যক্ত করার অধিকার সাধারণের ছিল; পরিষদই সিদ্ধান্ত করত। নিয়মানুসারে উপস্থিত প্রত্যেকেই পরিষদে ভাষণদানের অধিকারী ছিল, এমন কি নারীরাও তাদের পছন্দমতো কোনো মুখপাত্র মারফৎ নিজেদের অভিমত প্রকাশ করতে পারত। জার্মান মার্ক-গোষ্ঠীগুলির অনেক সিদ্ধান্তের মতো ইরকোয়াসদের কোনো কোনো প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলির ক্ষেত্রে সর্বসম্মতি অপরিহার্য ছিল। বিশেষত, অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারগুলি উপজাতি পরিষদের দায়িত্বে নিষ্পন্ন হত; এরা দূত গ্রহণ ও দূত প্রেরণ করত, যুদ্ধ ঘোষণা ও সন্ধি করত। যুদ্ধ শুরু হলে প্রধানত স্বেচ্ছাসেবকরাই যুদ্ধ চালাত। সুস্পষ্ট সন্ধিবহির্ভূত সকল উপজাতির মধ্যেই নীতিগতভাবে যুদ্ধাবস্থা বর্তমান থাকত। কয়েক জন অনন্যসাধারণ

* L. H. Morgan. 'Ancient Society', London, 1877, p. 115. — সম্পাঃ

যোদ্ধাই সাধারণত এধরনের শত্রুদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান সংগঠন করত; তারা একটি যুদ্ধনৃত্যের ব্যবস্থা করত; এই নৃত্যে যোগদানসাপেক্ষে অভিযানে অংশগ্রহণের সম্মতি নির্ধারিত হত। তখনই একটি সৈন্যদল গঠিত হত এবং অনতিবিলম্বে তারা যুদ্ধযাত্রা করত। উপজাতির এলাকা আক্রান্ত হলে একইভাবে প্রধানত স্বেচ্ছাসেবকরাই প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করত। এই ধরনের দলের যাত্রা ও প্রত্যাবর্তনে সর্বদাই একটি সামাজিক উৎসবের উপলক্ষ সৃষ্টি হত। এধরনের অভিযানের জন্য উপজাতীয় পরিষদের মতগ্রহণ নিষ্প্রয়োজন ছিল। এমন সম্মতি চাওয়া বা দেওয়া হত না। এগুলি ছিল ঠিক সেই ট্যাসিটাস বর্ণিত জার্মান বাহিনীগুলির বেসরকারী অভিযানের মতো, কেবল পার্থক্য এই যে, জার্মানদের বাহিনীগুলি ইতিমধ্যেই অধিকতর স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং শান্তিকালে একটি শক্তিশালী কেন্দ্র সংগঠিত হয়েছিল যার চারপাশে যুদ্ধকালে স্বেচ্ছাসৈনিকেরা সমবেত হত। দৈবাৎ এধরনের যোদ্ধৃবাহিনী সৈন্যসংখ্যায় শক্তিশালী হত। ইন্ডিয়ানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান, এমন কি যেগুলি বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেত, সেখানেও সৈন্যসংখ্যা নগণ্য ছিল; কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কয়েকটি বাহিনী একত্র হলে প্রত্যেক দল কেবল নিজ সর্দারকেই মেনে চলত; অভিযান পরিকল্পনার সমন্বয় বিধানের দায়িত্ব এসব সর্দারদের পরিষদের উপরই ন্যস্ত ছিল। আমিয়ানাস মার্সেলিনাস বর্ণিত চতুর্থ শতাব্দীতে রাইন নদীর ঊর্ধ্বাংশের আলামান্নিরা এ ধরনেই যুদ্ধনীতিই অনুসরণ করত।

৭। কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে অতি সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন একজন সর্বোচ্চ সর্দার দেখা যায়। সে সাচেমদেরই অন্যতম। সঙ্কটকালে পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সাময়িকভাবে দ্রুত কার্য সম্পাদনের দায় তার উপর ন্যস্ত ছিল। এটি কার্যনির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা সৃষ্টির দুর্বল প্রচেষ্টা, কিন্তু পরবর্তী বিকাশ থেকে দেখা গেছে যে, এই প্রচেষ্টা সাধারণত উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত; বস্তুত দেখা যাবে যে, কার্যক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতিই সর্বত্র না হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ কার্যনির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠত।

আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের বৃহত্তম অংশ উপজাতি মিলনের স্তর থেকে আর অগ্রসর হয় নি। পরস্পর থেকে বিস্তীর্ণ সীমান্তে বিচ্ছিন্ন, অবিরাম

যুদ্ধের ফলে দুর্বল, বিশাল অঞ্চলাধিকারী এসব সংখ্যাল্প উপজাতিগুলির লোকবল ছিল অল্প। সাময়িক সংকটকালে এখানে-ওখানে ঘনিষ্ঠ উপজাতিগুলির মধ্যে যে জোট দেখা দিত, বিপদ কেটে গেলে তা ভেঙে যেত। কিন্তু আদিতে আত্মীয় এবং পরে বিভক্ত হয়ে যাওয়া উপজাতিগুলি অঞ্চলবিশেষে স্থায়ী সম্মিলনীতে পুনর্মিলিত হত, এভাবে জাতি গঠনের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ চিহ্নিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইরকোয়াসদের মধ্যে এরূপ সম্মিলনীর প্রাগ্রসরতম রূপ লক্ষণীয়। মিসিসিপি নদীর পশ্চিমে — সম্ভবত যেখানে তারা সুবৃহৎ ডাকোটা আত্মীয় গোষ্ঠীর একটি শাখা ছিল, — সেখানকার আদি বাসভূমি থেকে উদ্বাস্তু হয়ে দীর্ঘ যাযাবর জীবনের পর তারা স্থায়ীভাবে যেখানে বসবাস করে সেটিই বর্তমান নিউ ইয়র্ক রাজ্য। তাদের মধ্যে উপজাতি ছিল পাঁচটি: সেনেকা, কায়ুগা, ওনন্ডাগা, ওনেইডা এবং মোহক। মাছ ধরা, পশু শিকার ও খুব প্রাথমিক পর্যায়ের কৃষিকর্মে তারা জীবনধারণ করত; প্রায়ই কাঠের বেষ্টনী-ঘেরা গ্রামে বাস করত। তাদের সংখ্যা কখনই বিশ হাজারের বেশি ছিল না এবং পাঁচটি উপজাতির মধ্যেই কয়েকটি সাধারণ গোত্র দেখা যেত; তারা একই ভাষার অন্তর্গত ঘনিষ্ঠ উপভাষায় কথাবার্তা বলত এবং পাঁচটি উপজাতির মধ্যে বিভক্ত একই অখন্ড এলাকায় বসবাস করত। ভূখন্ডটি সদ্য দখলীকৃত বিধায় বিজিত উপজাতিদের বিরুদ্ধে এদের মধ্যে অভ্যস্ত সহযোগিতা খুবই স্বাভাবিক ছিল। অন্তত ১৫শ শতকের শুরুতে তা একটি রীতিমতো 'চিরস্থায়ী সম্মিলনী' বা কন্‌ফেডারেসীর রূপ নেয় ও সদ্যলব্ধ নিজ ক্ষমতার চেতনায় আক্রমণকারীর চারিত্র্য গ্রহণ করে এবং ১৬৭৫ সাল নাগাদ ক্ষমতার শীর্ষে পেঁাছে চারপাশের বিস্তীর্ণ ভূখন্ড দখলক্রমে কোথাও অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেয় কোথাও-বা তাদের করদানে বাধ্য করে। ইরকোয়াস সম্মিলনী ছিল বর্বরতার নিম্নস্তর অনুত্তীর্ণ ইন্ডিয়ানদের (অর্থাৎ মেক্সিকান, নব-মেক্সিকান ও পেরুবাসী ব্যতীত), পরিণততম সামাজিক সংগঠন। এই সম্মিলনীর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

১। সম্পূর্ণ সমানাধিকার এবং উপজাতির অভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারে স্বাধীনতার ভিত্তিতে পাঁচটি রক্তসম্পর্কিত উপজাতির চিরস্থায়ী সম্মিলনী।

রক্তসম্পর্কই ছিল এর সত্যকার ভিত্তি। পাঁচটি উপজাতির মধ্যে তিনটিকে পিতৃ উপজাতি বলা হত এবং এগুলি পরস্পর ভ্রাতৃপদবাচ্য ছিল; অবশিষ্ট দুটিকে পুত্র উপজাতি বলা হত এবং এগুলিও একইভাবে পরস্পর ভ্রাতৃসম্পর্কিত ছিল। প্রাচীনতম গোত্রত্রয়ের জীবিত প্রতিনিধিদের পাঁচটি উপজাতির মধ্যেই এবং অন্যতর গোত্রত্রয়ের সভ্যদের তিনটি উপজাতির মধ্যে দেখা যেত। এসব গোত্রের লোকেরা সমগ্র পাঁচটি উপজাতির মধ্যেই পরস্পর ভ্রাতৃসম্পর্কিত ছিল। নিতান্ত উপভাষার কিছু পার্থক্যসহ এদের সাধারণ ভাষাই ছিল তাদের অভিন্ন বংশজনির প্রকাশ ও প্রমাণ।

২। সম্মিলনীর সংস্থা একটি সম্মিলনী পরিষদ, তাতে একই পদমর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন পঞ্চাশজন সাচেম থাকত; সম্মিলনী সংক্রান্ত ব্যাপারে এই পরিষদই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত।

৩। সম্মিলনী গঠনকালে এই পঞ্চাশজন সাচেমকে নতুন পদাধিকারী হিসেবে উপজাতি ও গোত্রগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়; এ পদগুলি বিশেষত সম্মিলনীর উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই তৈরি। শূন্যপদ গোত্রগুলিই নতুন লোক নির্বাচনক্রমে পূরণ করত এবং সবসময়ই তাকে অপসারিত করা যেত; কিন্তু সাচেমকে পদাধিষ্ঠিত করার অধিকার ছিল কেবল সম্মিলনী পরিষদের।

৪। সম্মিলনী পরিষদের সাচেমরা নিজ নিজ উপজাতিরও সাচেম ছিল এবং প্রত্যেকেরই উপজাতি পরিষদে একটি আসন ও একটি ভোট ছিল।

৫। সম্মিলনী পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হওয়াই নিয়ম ছিল।

৬। উপজাতি পরিসরে ভোট হত, ফলে বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তার আগে প্রত্যেক উপজাতি ও তার পরিষদের সমস্ত সভ্যের একমত হওয়া প্রয়োজন হত।

৭। পাঁচটি উপজাতি পরিষদের যেকোনোটি সম্মিলনী পরিষদ আহ্বান করতে পারত, কিন্তু সম্মিলনী পরিষদের স্বেচ্ছায় সভা আহ্বানের ক্ষমতা ছিল না।

৮। সমবেত জনতার উপস্থিতিতে পরিষদের অধিবেশন বসত। যেকোনো ইরকোয়াসেরই সেখানে কথা বলার অধিকার ছিল, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত কেবলমাত্র পরিষদ।

৯। সম্মিলনীর সরকারীভাবে কোনো শীর্ষব্যক্তি অথবা কোনো প্রধান কর্মকর্তা থাকত না।

১০। কিন্তু সম্মিলনীর দুজন সমানাধিকার ও ক্ষমতাবিশিষ্ট সর্বোচ্চ সর্দার ছিল (স্পার্টার দুজন 'রাজা' ও রোমের দুজন কন্সাল)।

এই হল গোটা সামাজিক ব্যবস্থা যা নিয়ে ইরকোয়াসরা চার শ' বছর কাটিয়েছে এবং আজও কাটাচ্ছে। আমি মর্গানের বিবরণ অনুসারে একটু বিশদ করেই এই ব্যবস্থা বর্ণনা করেছি এজন্য যে, এখানে আমরা এমন একটি সমাজসংগঠন পর্যালোচনার সুযোগ পাচ্ছি যেখানে তখন পর্যন্ত কোনো **রাষ্ট্র** দেখা দেয় নি। রাষ্ট্র বলতে একটি বিশেষ সামাজিক কর্তৃপক্ষ বোঝায় যা প্রাধিকারীর স্থায়ী উপাদানগুলির সমগ্রতা থেকে পৃথক; মাউরার নির্ভুলভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে জার্মান মার্কের গঠনতন্ত্র রাষ্ট্র থেকে মূলগতভাবে পৃথক, এটি একটি বিশুদ্ধ সামাজিক সংগঠন যদিও পরে এটিই অনেকাংশে রাষ্ট্রের ভিত্তি নির্মাণের কাজ করেছিল। মার্ক, গ্রাম, মহাল (manors) ও নগরগুলির মূল গঠনতন্ত্র থেকে তথা তার পাশাপাশি কীভাবে সরকারী কর্তৃপক্ষের ক্রমিক উদ্ভব ঘটল মাউরার তাঁর সমস্ত রচনায় তাই সন্ধান করেছেন। উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের থেকে দেখা যায়: আদিতে সংঘবদ্ধ একটি উপজাতি ক্রমান্বয়ে কীভাবে এক বিশাল মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে; কীভাবে উপজাতিগুলি বিভক্ত হয়ে জনসমষ্টি, উপজাতি দলগুলিতে রূপান্তরিত হয়েছে; কীভাবে ভাষা ক্রমপরিবর্তনের মধ্যে শুধু পরস্পরের অবোধ্যই হয় নি, পরন্তু তাদের আদি ঐক্যের চিহ্নাবধি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে; এবং কীভাবে একই সময়ে উপজাতির অভ্যন্তরীণ বিশিষ্ট গোত্রগুলি বহুধা বিভক্ত হয়েছে; কীভাবে আদি মাতৃ গোত্রগুলি ফ্রাত্রীরূপে টিকে থেকেছে অথচ প্রাচীনতম এই গোত্রের নামগুলি আজও বহুদূর ও বহুকাল বিচ্ছিন্ন উপজাতিগুলির মধ্যে অটুট আছে—'নেকড়ে' ও 'ভল্লুক' আজও অধিকাংশ ইন্ডিয়ান উপজাতির গোত্রের নাম। সাধারণভাবে বলা যায় যে, উল্লিখিত গঠনতন্ত্র তাদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; ব্যতিক্রম শুধু এই যে, এগুলির অনেকেই আত্মীয় উপজাতিগুলির সম্মিলনী স্তরে পৌঁছয় নি।

কিন্তু আমরা এও দেখি যে, গোত্রকে সমাজের মূল একক ধরলে প্রায়

অনিবার্য আবশ্যিকতায়—কারণ, তা স্বাভাবিকই—এই একক থেকে গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির গোটা ব্যবস্থাটির উদ্ভব ঘটে। এই তিন জনসমষ্টির প্রত্যেকটিই বিভিন্ন পর্যায়ের রক্তসম্পর্কের প্রতিনিধি, প্রত্যেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রত্যেকেই নিজ কর্মকান্ডের ব্যবস্থাপক, কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে পরস্পরের পরিপূরকও। বর্বরতার নিম্নস্তরের লোকদের সমগ্র সামাজিক কর্মপরিমন্ডলই তাদের উপর উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হয়েছিল। অতএব যেখানেই আমরা গোত্রকে মানুষের সামাজিক এককরূপে দেখতে পাব সেখানেই উপরোক্ত উপজাতিসংগঠনের মতো একটি সংস্থা খুঁজে পাওয়া যাবে; এবং তথ্যসমৃদ্ধ ক্ষেত্র, যেমন গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে, শুধু এ সংগঠনই খুঁজে পাওয়া যায় না এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ও জন্মে যে, তথ্যবিহীন ক্ষেত্রেও আমেরিকার সমাজসংগঠনের সঙ্গে তুলনা করলেই সমস্ত জটিল প্রশ্ন ও ধাঁধার সমাধান মিলবে।

এবং শিশুসুলভ সারল্য সত্ত্বেও কী আশ্চর্য এই গোত্রসংগঠন! সব ব্যাপারই অনায়াসে চলছে সৈন্য, সেপাই, পুলিস ছাড়া; চলছে অভিজাত, রাজা, শাসক, নগরপাল অথবা বিচারক ছাড়াই; নেই কারাগার, নেই মামলা-মকদ্দমা। সমস্ত বিবাদ ও বিরোধ নিষ্পত্তি করে সংশ্লিষ্ট সংস্থা—গোত্র, উপজাতি অথবা একাধিক গোত্র মিলিত হয়ে। রক্তপ্রতিশোধ কেবল চূড়ান্ত, কদাচিৎ প্রযুক্ত ব্যবস্থা—আমাদের সমাজের মৃত্যুদন্ড যার সভ্যরূপ এবং যাতে সভ্যতার সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই বিবৃত। যদিও বর্তমানের তুলনায় অধিকসংখ্যক কাজ সমবেতভাবেই চলত—গৃহস্থালী মিলিতভাবে এবং সাম্যতন্ত্রী ভিত্তিতে কয়েকটি পরিবার চালাত, ভূমি ছিল উপজাতির সম্পত্তি, কেবল ক্ষুদ্র বাগান ঘরোয়া ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বরাদ্দ হত, তবুও আমাদের বিশাল ও জটিল প্রশাসন যন্ত্রের কোনো বালাই তাদের ছিল না। সংশ্লিষ্টরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শতাব্দীর পুরানো রীতিতে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হত। কেউই গরীব ও অভাবগ্রস্ত থাকত না, সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালী এবং গোত্রসংগঠন বৃদ্ধ, রুগ্ণ ও যুদ্ধপঙ্গুদের দায়িত্ব নিত। নারী সমেত সকলেই ছিল স্বাধীন ও সমানাধিকারসম্পন্ন। তখনও পর্যন্ত দাসের কোনো স্থান ছিল না অথবা সাধারণভাবে অপর কোনো উপজাতিকেও অধীন করা হত না। যখন ১৬৫১

সাল নাগাদ ইরকোয়াসরা এরি এবং 'নিরপেক্ষ উপজাতি' (২২) জয় করল, তখন তারা এদের সমানাধিকারের ভিত্তিতে সম্মিলনীতে যোগ দিতে বলেছিল; বিজিতদের অস্বীকৃতির পরই কেবল তাদের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করা হয়। এবং অপাপবিদ্ধ ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সংস্পর্শে আসা সকল শ্বেতাঙ্গ এই বর্বরদের যে আত্মসম্ভ্রমবোধ, অকপটতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও সাহসের প্রশংসা করেছেন তা থেকে এই সমাজ কী ধরনের নরনারী সৃষ্টি করেছিল আমরা তার ইঙ্গিত পাই।

অতি সম্প্রতি আমরা আফ্রিকায়ও এই বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখেছি। কয়েক বছর আগে কাফির-জুলু এবং তেমনই মাসকয়েক মাত্র আগে নুবিয়ানরা—যে উপজাতিদুটির মধ্যে গোত্রসংগঠন এখনও লোপ পায় নি—তারা যা করেছে তা যেকোনো ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীর অসাধ্য (২৩)। শুধুমাত্র কোঁচ ও বর্শা নিয়ে, কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াই তারা ব্রিচ্‌লোডার বন্দুকের অজস্র গুলিবর্ষণের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসে একেবারে ব্রিটিশ পদাতিকদের সঙ্গিনের মুখে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ পঙ্‌ক্তিবন্দী ব্রিটিশ পদাতিকদের সর্বজনজ্ঞাত বিশ্বশ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও তাদের এরা বিশৃংখল করে দেয় ও একাধিকবার পিছু হটতে বাধ্য করে, যদিও সমরসজ্জায় আকাশ-পাতাল তফাৎ ছিল, সমরসেবা বলে এদের কিছু ছিল না এবং সামরিক অনুশীলন বলতেও তারা কিছুই জানত না। তাদের ক্ষমতা ও সহ্যশক্তি ইংরেজদের এই নালিশ থেকেই ভালোভাবে বোঝা যায় যে, একজন কাফির-জুলু চব্বিশ ঘণ্টায় একটি ঘোড়ার চেয়ে দ্রুততর অধিক দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম। একজন ইংরেজ চিত্রকর বলেছেন, 'এদের ক্ষুদ্রতম পেশীটিও ইস্পাতকঠিন, চাবুকের দড়ির মতো তা চোখে পড়ে।'

শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার আগে এ-ই ছিল মানবজাতি ও তার সমাজের চেহারা। এবং যদি এদের সঙ্গে আজকের দিনের অধিকাংশ সভ্য মানুষের অবস্থার তুলনা করি, তাহলে বর্তমানের প্রলেতারীয় ও গরীব কৃষকদের সঙ্গে প্রাচীন গোত্রের স্বাধীন সদস্যদের বিরাট পার্থক্য চোখে পড়বে।

এটি ছবির একটি দিক মাত্র। একথা ভুললে চলবে না যে এই সংগঠনের ধ্বংস অনিবার্য ছিল। উপজাতির অধিকতর কোনো বিকাশ আর ঘটে নি; উপজাতিগুলির সম্মিলনীতে ইতিমধ্যেই এই সংগঠনের পতন সূচিত যা

আমরা পরে দেখব, এবং অন্যদের পরাধীন করার জন্য ইরকোয়াসদের প্রচেষ্টার মধ্যে তা প্রকটিত হয়েছিল। যাই উপজাতিবহিস্থ তা আইন-বহির্ভূতও। যেখানে স্পষ্ট কোনো সন্ধি অনুপস্থিত সেখানেই উপজাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ চলত; আর সেই যুদ্ধ ছিল এমন নিষ্ঠুরতাপৃক্ত যেজন্য মানুষ পশুজগৎ থেকে বিশিষ্ট এবং যে নিষ্ঠুরতা পরবর্তীকালে কেবল বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধির খাতিরেই নম্রতর হয়েছে। সেই পূর্ণ বিকশিত গোত্রসংগঠন যার নিদর্শন আমরা আমেরিকায় দেখেছি, তার অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ একটি অতি অপরিণত উৎপাদনপদ্ধতি, অর্থাৎ একটি বিরাট ভূখণ্ডে অল্পসংখ্যক মানুষের বাস এবং এজন্য তার উপর অনাত্মীয়, প্রতিকূল ও অবোধ্য বাহ্য প্রকৃতির প্রায় পরিপূর্ণ প্রভুত্ব যা তার শিশুসুলভ সরল ধর্মীয় ধারণায় প্রতিফলিত। যেমন বহিরাগতের তেমনি নিজের পক্ষেও উপজাতিই ছিল মানুষের সীমানা: উপজাতি, গোত্র ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়, প্রকৃতিনির্দিষ্ট একটি উচ্চতর শক্তি যার কাছে অনুভূতি, চিন্তা ও কর্মে ব্যক্তিবিশেষ ছিল সম্পূর্ণ অধীন। এই যুগের মানুষ আপাতদৃষ্টিতে যতই আকর্ষণীয় হোক, তাদের মধ্যে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, মার্কসের কথায় তারা ছিল তখনও আদিম গোষ্ঠীর নাড়ির সঙ্গে বাঁধা। এই আদিম গোষ্ঠীর আধিপত্য ভাঙা অনিবার্য ছিল এবং তা ভাঙাও হল। কিন্তু যেসব প্রভাবের ফলে এটি ভাঙল, সেগুলো আমাদের কাছে প্রাচীন গোত্রসমাজের সহজ নৈতিক গরিমা থেকে একটি অধোগতি, পতন হিসেবেই প্রতীয়মান হয়। হীনতম স্বার্থাবলি—নিকৃষ্ট লোভ, পাশবিক কামনাবৃত্তি, জঘন্য লালসা, সাধারণ সম্পদের স্বার্থপর লুণ্ঠনই নতুন সভ্য সমাজ, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অভ্যুদয়কে চিহ্নিত করেছে; ঘৃণ্যতম উপায়—চৌর্য, ধর্ষণ, প্রবঞ্চনা ও বেইমানি শ্রেণীহীন প্রাচীন গোত্রসংগঠনের ভিত্তি দুর্বল করে তাকে ধ্বংস করল। এবং এই নতুন সমাজ তার আড়াই হাজার বছর অস্তিত্বের মধ্যে বৃহত্তম জনসংখ্যার শোষণ ও উৎপীড়নের বিনিময়ে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুর বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং আজ তা আরও অনেক বেশি সত্য।

৪

গ্রীক গোত্র

পেলাস্‌জিয়ান এবং একই উপজাতি উদ্ভূত অন্যান্য জনসমষ্টির মতো গ্রীকরাও প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আমেরিকানদের মতোই একই সংস্থাপর্যায়ক্রমে গড়ে উঠেছিল: গোত্র, ফ্রাত্রী, উপজাতি এবং উপজাতিসমূহের সম্মিলনী। কোথাও, যেমন ডোরিয়ানদের মধ্যে, হয়ত ফ্রাত্রী ছিল না; সকল ক্ষেত্রেই উপজাতিগুলির সম্মিলনী গড়ে ওঠে নি; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে গোত্রই ছিল মূল একক। গ্রীকরা যখন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হল তখন তারা সভ্যতার প্রবেশমুখে। বীরযুগের গ্রীকরা ইরকোয়াসদের তুলনায় এতখানি প্রাগ্রসর ছিল যে, গ্রীক ও আমেরিকার উপরোক্ত উপজাতিগুলির মধ্যে পরিণতির ব্যবধান প্রায় পুরো দুটি যুগের। এজন্যই গ্রীক গোত্রে ইরকোয়াস গোত্রের আদিম বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল না; তখন সমষ্টি-বিবাহের ছাপ সেখানে বহুলাংশে বিলুপ্তপ্রায়। মাতৃ-অধিকার পিতৃ-অধিকারে প্রতিস্থাপিত; তন্মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগত সম্পদ গোত্র প্রথায় প্রথম ভাঙন আনল। স্বভাবতই দ্বিতীয় একটি ভাঙন প্রথমটির অনুসরণ করল: পিতৃ-অধিকার প্রবর্তনের পর ধনী উত্তরাধিকারিণীর সম্পত্তি বিবাহসূত্রে তার স্বামীতে অর্সায় অর্থাৎ গোত্রান্তরিত হয়; তাই গোত্রসংগঠনের সমস্ত আইনকানুনের ভিত্তিই ভেঙে পড়ে এবং এক্ষেত্রে সম্পত্তি গোত্রের মধ্যে রাখার জন্য পাত্রীকে শুধু অনুমতি দেওয়া নয়, পরন্তু নিজ গোত্রে বিবাহে বাধ্য করা হয়।

গ্রোট রচিত 'গ্রীসের ইতিহাস' অনুসারে বিশেষত এথেন্স গোত্রের সংহতি নিম্নলিখিতভাবে রক্ষা করা হত:

১। সাধারণ ধর্মোৎসব এবং বিশেষ একটি দেবতার পূজারী পুরোহিতদের বিশেষ অধিকারসমূহ, এই দেবতাকে গোত্রের আদিম জনক মনে করা হত এবং এই হিসেবে তাঁর একটি বিশেষ নাম ছিল।

২। একটি সাধারণ সমাধিস্থান (ডেমোস্থিনিসের 'ইউবুলিডিস' তুলনীয়)।

৩। পারস্পরিক উত্তরাধিকার।

৪। বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সাহায্য, রক্ষা ও সমর্থনের বাধ্যবাধকতা।

৫। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করার পারস্পরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতা; মাতৃপিতৃহীনা বা ধনী পাত্রীদের সম্পর্কে এটি সবিশেষ প্রযোজ্য।

৬। অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পত্তি এবং একজন archon (প্রধান) ও নিজস্ব খাজাঞ্চী।

কয়েকটি গোত্র নিয়ে এক-একটি ফ্রাত্রী গঠিত হলেও তা তত ঘনিষ্ঠ নয়, তবু এখানেও একই ধরনের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব, বিশেষত কয়েকটি ধর্মাচরণের ব্যাপারে মিলিত কাজকর্ম এবং ফ্রাত্রীর নিহত ব্যক্তির শাস্তিদানের অধিকারে সহজলক্ষ্য। অধিকন্তু অভিজাতদের (ইউপেট্রাইডিস) মধ্য থেকে বাছাইকৃত ফিলবেসিলিয়াস উপাধিধারী একজন উপজাতি প্রধানের সভাপতিত্বে একটি উপজাতিভুক্ত সমস্ত ফ্রাত্রী নিয়মিতভাবে কয়েকটি সাধারণ ধর্মোৎসব পালন করত।

কথাটি গ্রোটের এবং মার্কস এতে যোগ করেছেন: 'তবু গ্রীক গোত্রেও বন্য মানুষ (যেমন ইরকোয়াস) স্পষ্টতই সহজলক্ষ্য।' আরও কিছুদূর অনুসন্ধানেই একেবারে তার নির্ভুল অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

কারণ, গ্রীক গোত্রগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যও ছিল:

৭। পিতৃ-অধিকার অনুসারে বংশপরম্পরা।

৮। উত্তরাধিকারিণী ব্যতীত গোত্র বিবাহের নিষেধ। এই ব্যতিক্রম এবং এজন্য সৃষ্ট বিধান স্পষ্টত পুরানো নিয়মের অস্তিত্বই প্রমাণ করে। আরও একটি সর্বজনমান্য নিয়ম থেকেও এটি প্রমাণ হয়, যখন একজন নারী বিবাহ করে, তখন সে নিজ গোত্রের ধর্মীয় আচার ত্যাগ ক'রে স্বামীর গোত্রাচার গ্রহণ করে এবং স্বামীর ফ্রাত্রীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই এবং ডিসিয়ার্কাসের একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদ থেকে গোত্রবহিস্থ বিবাহের রীতিই প্রমাণিত হয়। 'চারিকল্‌স'এ বেক্কের গোত্রে অন্তর্বিবাহ সর্বৈব নিষিদ্ধ বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

৯। গোত্রে বহিরাগত গ্রহণের অধিকার; কোনো এক পরিবারে

পোষ্যগ্রহণ মাধ্যমেই তা করা হত কিন্তু প্রকাশ্য অনুষ্ঠান মারফৎ এবং ব্যতিক্রম হিসেবে।

১০। প্রধানদের নির্বাচন ও বাতিল করার অধিকার। আমরা জানি যে প্রত্যেক গোত্রেই প্রধান থাকত, কিন্তু এই পদ গুটিকয়েক পরিবারের মধ্যে বংশানুক্রমিক অধিকারে পর্যবসিত হবার কথা কোথাও শোনা যায় না। বর্বরযুগ শেষ না হওয়া অবধি সম্ভাবনাটি সর্বদাই কঠোর বংশানুক্রমিকতার বিরুদ্ধেই ছিল, অন্যথা গোত্রের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের নির্বিশেষ সমানাধিকার সে অবস্থায় বেমানান ঠেকত।

শুধু গ্রোটই নন, উপরন্তু নিয়েবুর, মমজেন এবং অপর সমস্ত প্রাচীন যুগের ইতিহাসবিদরাও গোত্র সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হন। এর বহুবিধ মৌল বৈশিষ্ট্যের নির্ভুল সনাক্তী সত্ত্বেও তাঁরা সর্বদাই একে **কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি** ভেবেছেন এবং এজন্যই গোত্রের প্রকৃতি ও উৎপত্তি অনুধাবন তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। গোত্র প্রথায় পরিবার কখনই সাংগঠনিক একক ছিল না এবং তা সম্ভবও ছিল না, কারণ স্বামী ও স্ত্রী অনিবার্যভাবেই দুটি পৃথক গোত্রের লোক হত। গোত্র সমগ্রভাবে ফ্রাত্রীর এবং ফ্রাত্রী উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু পরিবারের ক্ষেত্রে অর্ধেক স্বামীর এবং বাকি অর্ধেক স্ত্রীর গোত্রভুক্ত হত। রাষ্ট্রও সরকারী আইনে (public law) পরিবারকে স্বীকার করে না, আজও পর্যন্ত কেবল দেওয়ানী আইনেই এর স্বীকৃতি মেলে। অথচ আজ পর্যন্ত আমাদের সমস্ত লিখিত ইতিহাস এই অসম্ভব ধারণা নিয়েই শুরু করেছে (যা বিশেষত ১৮শ শতকে অলঙ্ঘ্য হয়ে ওঠে) যে, প্রতিষ্ঠান হিসেবে সভ্যতার অল্পাধিক বয়স্ক একগামী পরিবারবিশেষকে কেন্দ্র করেই নাকি সমাজ ও রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে কেলাসিত হয়েছে।

মার্কস মন্তব্য করেছেন: 'মিঃ গ্রোট অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখুন যে, গ্রীকরা পুরাকথার মধ্যে তাদের গোত্র সন্ধান করলেও গোত্রগুলি **তাদের নিজেদেরই** সৃষ্ট দেবতা ও অর্ধদেবতা সম্বলিত পুরাণের চেয়েও প্রাচীনতর।'

প্রামাণ্য ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য সাক্ষী হিসেবে গ্রোট থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া মর্গান পছন্দ করতেন। গ্রোট আরও বর্ণনা করেছেন যে, স্বনামখ্যাত নিজ পূর্বপুরুষ অনুযায়ী এথেন্সের প্রত্যেকটি গোত্রের একটি নাম থাকত; সলোন যুগের পূর্বাবধি সাধারণ নিয়ম হিসেবে এবং পরে উইলহীন মৃত্যুর

ক্ষেত্রে গোত্রভুক্ত লোকেরাই (gennêtes) সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত; এবং কেউ নিহত হলে হত্যাকারীকে আদালতে অভিযুক্ত করার অধিকার ও কর্তব্য ছিল প্রথমে আত্মীয়দের তারপর গোত্রীয়দের এবং শেষে নিহত ব্যক্তির ফ্রাত্রীভুক্তদের:

'প্রাচীনতম এথেন্স আইন বিষয়ে আমরা যা-কিছু শুনেছি তা গোত্র ও ফ্রাত্রী বিভাগের ভিত্তিতেই গড়া।'

এক পূর্বপুরুষ থেকে গোত্রের উৎপত্তি 'স্কুল-পড়ুয়া অর্বাচীনদের' (মার্কসের কথায়) কাছে এক অবোধ্য ধাঁধাবিশেষ। এটিই স্বাভাবিক, কারণ পূর্বপুরুষদের নিছক পৌরাণিক মনে করায়, আদিতে সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, পৃথক ও স্বতন্ত্র পরিবারগুলি থেকে কীভাবে গোত্রের উৎপত্তি হল, তা তাদের কাছে দুর্বোধ্যই ঠেকবে; তবু অন্তত গোত্রগুলির অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য হলেও এই ধাঁধার সমাধান তাদের পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং তারা কথার ঘূর্ণিতে পাক খেতে লাগল এবং এই আপ্তবাক্য অতিক্রম করতে পারল না: বংশবৃত্তান্ত অবশ্য পুরাকথামাত্র, কিন্তু গোত্র তো বাস্তব। এবং শেষ পর্যন্ত গ্রোট বলছেন (বন্ধনীভুক্ত মন্তব্যগুলি মার্কসের):

'এই বংশবৃত্তান্তের কথা আমরা কদাচিৎ শুনতে পাই, কারণ কয়েকটি বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত ক্ষেত্রেই শুধু এই কথা জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু বিখ্যাত গোত্রগুলির মতোই স্বল্পখ্যাত গোত্রগুলিরও সাধারণ পূজানুষ্ঠান ছিল' (নয় কি, মিঃ গ্রোট!) 'এবং তাদেরও সাধারণ অতিমানব পূর্বপুরুষ ও বংশবৃত্তান্ত থাকত' (**স্বল্পখ্যাত** গোত্রগুলিতে এটা কি বিস্ময়কর নয়, মিঃ গ্রোট!) 'পরিকল্প ও আদর্শ ভিত্তি' (হায় পণ্ডিতপ্রবর, ideal নয়, carnal বা আমাদের ভাষায়—**রক্তমাংসের**!) 'সকলের ক্ষেত্রেই অভিন্ন ছিল।'

এই বক্তব্যে মর্গানের জবাবকে মার্কস এভাবে গ্রথিত করেছেন: 'আদি গোত্রের প্রতিষঙ্গী আত্মীয়তা বিধি যা অন্য সব মরমানবের মতো একদা গ্রীকদেরও ছিল,—তারই মধ্যে গোত্রের সকল সদস্যের পরস্পর সম্পর্কের জ্ঞান বেঁচে থেকেছে। তাদের পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটি তারা আশৈশব আচার-ব্যবহারের মাধ্যমেই শিক্ষা করত। একগামী পরিবার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। গোত্রনাম এমন একটি

বংশবৃত্তান্ত সৃষ্টি করেছিল যার তুলনায় একগামী পরিবারবিশেষের বংশধারাকে তুচ্ছ মনে হয়। এই গোত্রনামে এবার নামধারীদের অভিন্ন আদি পুরুষের অস্তিত্ব সত্যাখ্যাত ছিল। কিন্তু গোত্রের বংশবৃত্তান্ত অতীতের এত দূরত্বে প্রসারিত যে, সাম্প্রতিকতর অভিন্ন পূর্বপুরুষের সীমিতসংখ্যক কয়েকটি দৃষ্টান্ত ছাড়া এর অন্তর্ভুক্ত সভ্যরা তাদের পরস্পর আত্মীয়তার সত্যকার কোনো প্রমাণ দর্শাতে পারত না। নামই ছিল অভিন্ন বংশজনির প্রমাণ এবং পোষ্যগ্রহণের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া তা-ই চূড়ান্ত প্রমাণ। গোত্র সদস্যদের আত্মীয়তা সম্পর্ক কার্যত অস্বীকার করলে—যেমনটি গ্রোট ও নিয়েবুর করেছেন—গোত্র একটি অলীক কপোল-কল্পনায় পর্যবসিত হয়; এরূপ কাজ শুধু 'আদর্শ' বিজ্ঞানী অর্থাৎ কুনো গ্রন্থকীটদেরই সাজে। যেহেতু বংশপরম্পরাগত গ্রন্থি বিশেষত একগামিতা উদ্ভবের পর দূরস্থ হয়ে পড়ে এবং অতীতের বাস্তবতা পুরাকথার উদ্ভট কল্পনায় প্রতিফলিত হয়, তাই ভালমানুষ কূপমণ্ডূকরা সিদ্ধান্ত করলেন এবং এখনও করছেন যে, আজগবী বংশবৃত্তান্তই গোত্রগুলির বাস্তব উৎস।'

আমেরিকানদের মতো এখানেও **ফ্রাত্রীই** জননী গোত্র, এটিই কয়েকটি সন্ততি গোত্রে খণ্ডিত হয় ও সেসঙ্গে শেষোক্তগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং প্রায়ই এগুলির অভিন্ন জন্মসূত্রের পথ নির্দেশ করে। যেমন, গ্রোটের কথায়,

> 'হেকাটেয়াস ফ্রাত্রীর সমসাময়িক সমস্ত সদস্য একই দেবতাকে ষোলো পুরুষ আগের আদিম জনক বলে মনে করত।'

তাই এই ফ্রাত্রীভুক্ত সমস্ত গোত্রই আক্ষরিকভাবে ভ্রাতৃ গোত্র। হোমার অবধি ফ্রাত্রীকে, সেই বিখ্যাত অনুচ্ছেদটিতে, সামরিক একক বলে উল্লেখ করেছেন যেখানে নেস্টর আগামেম্ননকে উপদেশ দিচ্ছেন: ফ্রাত্রী ও উপজাতি অনুযায়ী সৈন্য সাজাও যাতে ফ্রাত্রী ফ্রাত্রীকে এবং উপজাতি উপজাতিকে সাহায্য করতে পারে।*—কোনো সদস্যের হত্যাকারীর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ফ্রাত্রীর আরও একটি অধিকার ও কর্তব্য; যা থেকে বোঝা যায়, পূর্বতন যুগে রক্তপ্রতিশোধ নেবার দায়িত্বও এর উপর ন্যস্ত ছিল। অধিকন্তু, এর ছিল সাধারণ তীর্থস্থান এবং উৎসব; আর্যদের ঐতিহ্যগত প্রাচীন প্রকৃতি পূজা

* হোমার, 'ইলিয়ড', দ্বিতীয় গাথা। — সম্পাঃ

থেকে উদ্ভূত গ্রীকদের সমগ্র পুরাকথার বিকাশ ঘটেছিল মূলত গোত্র ও ফ্রাত্রীর জন্যই এবং তন্মধ্যেই। ফ্রাত্রীর একজন প্রধান (phratriarchos) এবং, দ্য কুলাঁজের মতে, বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারসম্পন্ন সভা, ট্রাইব্যুন্যাল ও প্রশাসন থাকত। এমন কি পরবর্তীকালীন রাষ্ট্র গোত্রকে অগ্রাহ্য করলেও ফ্রাত্রীর প্রশাসনিক চারিত্র্যের কিছু সামাজিক কর্মকাণ্ডের অধিকার অব্যাহত রেখেছিল।

কয়েকটি আত্মীয়তা সম্পর্কিত ফ্রাত্রী মিলে একটি উপজাতি গঠিত হত। অ্যাটিকার চারটি উপজাতির প্রত্যেকটিতে তিনটি ফ্রাত্রী এবং প্রতি ফ্রাত্রীতে ত্রিশটি গোত্র ছিল। এরূপ নিখুঁত ভাগাভাগি দেখে মনে হয় যে, সমাজব্যবস্থার স্বতঃস্ফূর্ত ধারাকে একটি সচেতন ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। কীভাবে, কখন ও কেন তা করা হয়েছিল, তার কোনো সন্ধান গ্রীক ইতিহাসে মেলে না, কারণ গ্রীকরাই প্রাক্-বীরযুগের স্মৃতি রক্ষা করে নি।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ভূখণ্ডে ঘন বসতির মধ্যে বসবাস করায় গ্রীকদের মধ্যে উপভাষার পার্থক্য ততটা সুস্পষ্ট হয় নি, যতটা আমেরিকার বিস্তীর্ণ বনভূমিতে দেখা দিয়েছিল; তবু এখানেও আমরা দেখি যে, একই প্রধান উপভাষা ব্যবহারকারী উপজাতিগুলিই কেবল বৃহত্তর জনসমষ্টিতে একত্র হয়; এবং ক্ষুদ্র অ্যাটিকারও নিজস্ব উপভাষা ছিল যা পরে গ্রীক গদ্যের সাধারণ ভাষা হয়ে ওঠে।

হোমারের মহাকাব্যে আমরা সাধারণত দেখি যে, গ্রীক উপজাতিগুলি তখনই মিলিত হয়ে ছোট-ছোট অধিজাতি সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সেই জাতির অভ্যন্তরে গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতিগুলির পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ইতিমধ্যেই তারা প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বাস করছিল; পশুযূথের বৃদ্ধি, চাষবাসের বিস্তার এবং হস্তশিল্পের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই জনসংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটেছিল; এসঙ্গে সম্পদের পার্থক্য বেড়ে ওঠে এবং ফলত স্বাভাবিকভাবে গড়ে-ওঠা প্রাচীন গণতন্ত্রের মধ্যে একটি অভিজাত উপাদানের উন্মেষ দেখা দেয়। বিভিন্ন ক্ষুদ্র অধিজাতি সেরা ভূমি দখল এবং সামরিক লুণ্ঠনের জন্য অবিরত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকত; ইতিমধ্যেই যুদ্ধবন্দীদের দাসে পরিণত করা একটি স্বীকৃত প্রথায় পরিণত হয়েছিল।

এসব উপজাতি ও অধিজাতিগুলির শাসনতন্ত্র ছিল নিম্নরূপ:

১। পরিষদই (bulê) স্থায়ী কর্তৃপক্ষ। সূচনাকালে খুব সম্ভব গোত্র প্রধানদের নিয়ে, কিন্তু পরে তাদের অত্যধিক সংখ্যাবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এদের মধ্য থেকে নির্বাচনক্রমে এটি গঠিত হত এবং এতে অভিজাত উপাদানটির বিকাশ ও শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ ঘটেছিল; ডায়োনিসিউস স্পষ্টত বলেছেন যে, বীরযুগের পরিষদগুলি অভিজাতদের (kratistoi) নিয়ে গঠিত হত। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এই পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত; এস্কাইলাসের রচনায় দেখা যায়: থিব্‌সের পরিষদ সেক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, ইটিওক্লিসের দেহ পূর্ণ সম্মানের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হবে এবং পলিনিসিসের দেহ কুকুরভোজ্য হিসেবে ফেলে দেওয়া হবে।* পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিষদ সিনেটে রূপান্তরিত হয়।

২। **জনসভা** (agora)। ইরকোয়াসদের মধ্যে আমরা দেখেছি যে, স্ত্রী-পুরুষ মিলে জনতা পরিষদের অধিবেশনকে ঘিরে দাঁড়াত, শৃঙ্খলানুযায়ী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করত এবং এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করত। হোমারের সমকালীন গ্রীকদের এই প্রথা যাকে সাবেকী জার্মান আইনের ভাষায় 'ঘিরে দাঁড়ানো' (Umstand) বলা হয়, তা একটি পুরোপুরি জনসভায় পরিণত হয়েছিল, যেমনটি প্রাচীন জার্মানদের মধ্যেও ঘটত। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিষদ এই জনসভা আহ্বান করত; প্রত্যেক পুরুষেরই কথা বলার অধিকার ছিল। হস্ত উত্তোলনক্রমে (এস্কাইলাসের 'প্রার্থিনী' রচনায় উল্লিখিত) অথবা ধ্বনি মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। সিদ্ধান্তটি ছিল সার্বভৌম ও চূড়ান্ত, কারণ শ্যোমান তাঁর 'গ্রীসের প্রাচীন কথা'য় যেমনটি বলছেন:

> 'যেসব ক্ষেত্রে এমন কোনো বিষয় আলোচনা হত যা কার্যকরী করতে জনগণের সহযোগিতা দরকার, সেসব ক্ষেত্রে জনগণকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জোর করে তা করানোর কোনো ইঙ্গিত হোমার আমাদের জন্য রেখে যান নি।'

কেননা, এই সময় যখন উপজাতিটির প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই যোদ্ধা, তখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এমন কোনো সামাজিক কর্তৃপক্ষ ছিল

---

* এস্কাইলাস, 'থিব্‌সের বিপক্ষে সাতজন'। — সম্পাঃ

না যাকে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো সম্ভব। তখনও আদিম গণতন্ত্র পূর্ণবিকশিত এবং পরিষদ ও basileus'এর মর্যাদা ও ক্ষমতার বিচার এ সূত্র থেকে শুরু করা প্রয়োজন।

৩। **সেনাপতি** (basileus)। এই বিষয়ে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি মার্কসের: 'ইউরোপীয় পণ্ডিতকুল যাঁদের অধিকাংশই আজন্ম রাজারাজড়াদের ভৃত্য, তাঁরা বেসিলিয়াসকে আধুনিক অর্থে স্বৈরশাসকে রূপান্তরিত করেন। প্রজাতন্ত্রী ইয়াঙ্কি মর্গান এতে জোর আপত্তি করেছেন। তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে কিন্তু যথার্থভাবেই তিনি তৈলাক্ত গ্ল্যাড্‌স্টোন ও তাঁর 'বিশ্বের কৈশোর' গ্রন্থের কথা বলেছেন:

> 'মিঃ গ্ল্যাড্‌স্টোন যিনি পাঠকদের কাছে বীরযুগের গ্রীক নায়কদের উপর ভদ্রলোকী গুণারোপক্রমে রাজা মহারাজা হিসেবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন তিনিও মানতে বাধ্য হয়েছেন যে, মোটের উপর জ্যেষ্ঠাধিকারের যে রীতি বা আইনটি আমরা পাই তা যথেষ্ট হলেও আত্যন্তিক স্পষ্টতায় সংজ্ঞায়িত নয়।'

বস্তুত মিঃ গ্ল্যাড্‌স্টোনের নিজেরই এটা বোঝার কথা, যে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা যথেষ্ট হলেও অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত, তা প্রায় মূল্যহীন।

ইরকোয়াস ও অন্যান্য ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রধানদের পদের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিকতার ব্যাপার ঠিক কী ছিল তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। যেহেতু সমস্ত পদাধিকারীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোত্রের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হত, তাই সেই সংখ্যক পদই গোত্রের মধ্যে বংশানুক্রমিক ছিল। ক্রমে ক্রমে শূন্য স্থান পূর্ণ করবার জন্য প্রাক্তন পদাধিকারীর নিকটতম আত্মীয় — তার ভাই অথবা ভাগিনেয়কেই অগ্রাধিকার দেওয়া হত, যদি না তাকে বাদ দেবার কোনো বিশেষ কারণ থাকত। পিতৃ-অধিকার আমলে গ্রীসে বেসিলিয়াসের পদ সাধারণত পিতা থেকে পুত্রে বা অন্যতম পুত্রের উপর অর্সাত যা শুধু এই ইঙ্গিতই দেয় যে, সামাজিক নির্বাচন মারফৎ পদাধিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুত্রেরই অনুকূলে অর্সাত; কিন্তু সামাজিক নির্বাচন ছাড়াই বৈধ উত্তরাধিকার অর্সানো এতে মোটেই বোঝায় না। এখানেই ইরকোয়াস ও গ্রীকদের গোত্রে বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারগুলির প্রাথমিক ভ্রূণের উন্মেষ এবং গ্রীকদের ক্ষেত্রে তাছাড়াও ভবিষ্যতের বংশানুক্রমিক প্রধান বা রাজার ভ্রূণাবস্থা লক্ষ্য করা যায়। অতএব অনুমেয় যে, গ্রীকদের মধ্যে বেসিলিয়াস

হয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত অথবা তার পদগ্রহণে জনগণের স্বীকৃত সংস্থা হিসেবে পরিষদ অথবা আগোরার সম্মতি দরকার হত, যেমনটি রোমানদের 'রাজার' (rex) ক্ষেত্রে ঘটত।

'ইলিয়ড'এ 'নরশাসক' আগামেম্নন গ্রীকদের মহারাজা রূপে উপস্থিত নন, তিনি একটি অবরুদ্ধ নগরীর সামনে সম্মিলিত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি রূপেই পরিদৃষ্ট। যখন গ্রীকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল, তখন অডিসিউস তাঁর এই গুণেরই উল্লেখ করেছেন সেই বিখ্যাত অনুচ্ছেদে: অধিক সেনাপতি ভাল নয়, একজন মাত্র সর্বাধিনায়ক দরকার, ইত্যাদি (তারপর রাজদণ্ড বিষয়ক জনপ্রিয় শ্লোক আছে, কিন্তু সেটা যুক্ত হয়েছে পরে)।* 'এখানে অডিসিউস সরকারের রূপ নিয়ে বক্তৃতা করেন নি, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়কের কাছে অধীনতার দাবী জানিয়েছেন। ট্রয় নগরীর সামনে যে গ্রীকরা এসেছে কেবল সৈন্যবাহিনী হিসেবে, তাদের আগোরার আচরণবিধি যথেষ্ট গণতান্ত্রিক: উপহার অর্থাৎ লুণ্ঠিত সম্পদের বণ্টনের কথা বলার সময় আকিলিস কখনও আগামেম্নন অথবা অপর কোনো বেসিলিয়াসকে বণ্টনকর্তা বলেন নি, সর্বদাই তিনি উল্লেখ করছেন 'এখিয়ান্সদের পুত্রগণ' অর্থাৎ জনগণকে। 'জিউস পুত্র', 'জিউস কর্তৃক লালিত' প্রভৃতি বিশেষণগুলি কোনো কিছুই প্রমাণ করে না, কারণ প্রত্যেকটি গোত্রই কোনো না কোনো দেবতার বংশসম্ভূত এবং উপজাতি প্রধানের গোত্র আবার জনৈক 'অভিজাত' দেবতা, এ ক্ষেত্রে জিউসের বংশোদ্ভূত। এমন কি 'অডিসি'তে, সুতরাং 'ইলিয়ড'এর অনেক পরের যুগেও শূকরপালক ইউমেন, প্রভৃতি গোলামরাও 'দিব্য' জন (dioi বা theioi)। একইভাবে আমরা 'অডিসি'তে দূত মুলিয়স ও অন্ধ চারণ ডেমোডোকাসকেও 'বীর' আখ্যায় ভূষিত দেখি। সংক্ষেপে বলা যায়, basileia নামক যে শব্দটি গ্রীক লেখকরা হোমারের তথাকথিত রাজক্ষমতার অর্থে ব্যবহার করেন (যেহেতু সামরিক নেতৃত্বই এর মূল বৈশিষ্ট্য) যদিও তার পাশাপাশি পরিষদ ও জনসভা আছে, তবু এর অর্থ সামরিক গণতন্ত্র' (মার্কস)।

সামরিক কার্যকলাপ ছাড়াও বেসিলিয়াসের পুরোহিত ও বিচারকের

* হোমার, 'ইলিয়ড', দ্বিতীয় গাথা। — সম্পাঃ

দায়িত্ব ছিল; এই শেষোক্ত দায়িত্ব সুচিহ্নিত নেই, কিন্তু প্রথমটি তিনি উপজাতি অথবা উপজাতি সম্মিলনীর সর্বোচ্চ প্রতিনিধি হিসেবে পালন করতেন। কোথাও বেসামরিক, প্রশাসনিক অধিকারের উল্লেখও দেখা যায় না, কিন্তু তিনি পদাধিকারবলে সম্ভবত পরিষদের সভ্য ছিলেন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তাই 'বেসিলিয়াসকে' জার্মান অনুবাদে 'König' বলা খুবই নির্ভুল, কারণ 'König' (Kuning) কথাটি Kuni, Künne থেকে উদ্ভূত এবং তাতে 'গোত্র প্রধান'এর অর্থ বিধৃত। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'বেসিলিয়াস' কোনোক্রমেই আধুনিক অর্থে 'König' (রাজা) শব্দের সমার্থবোধক নয়। থুসিডাইডিস স্পষ্টই পুরাতন basileiaকে — patrikê অর্থাৎ গোত্রজ বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলছেন যে, এর নির্দিষ্ট সুতরাং সীমাবদ্ধ অধিকার ছিল। আর আরিস্টটল basileiaকে বীরযুগের স্বাধীন মানুষদের নেতৃত্ব এবং বেসিলিয়াসকে সমরনায়ক, বিচারক ও প্রধান পুরোহিত বলে চিহ্নিত করেছেন; অতএব পরবর্তীকালীন অর্থে বেসিলিয়াসের কোনো শাসনক্ষমতা ছিল না।*

এভাবে আমরা বীরযুগের গ্রীকদের সংবিধানে প্রাচীন গোত্রসংগঠনের পূর্ণোদ্যম অস্তিত্ব লক্ষ্য করি; কিন্তু তার বিলুপ্তির সূত্রপাতও সহজদৃষ্ট: পিতৃ-অধিকার এবং সন্তানসন্ততি কর্তৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার, যা পারিবারিক সম্পদ সঞ্চয়ে সাহায্য করেছে এবং পরিবারকে গোত্রের বিরোধী শক্তিতে পরিণত করেছে; ধনের অসমতা বংশানুক্রমিক অভিজাতকুল ও রাজতন্ত্রের ভ্রূণাঙ্কুর সৃষ্টিক্রমে সামাজিক ব্যবস্থার উপর ফিরতি প্রভাব বিস্তার করল; যে দাস প্রথা প্রথমে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা ইতিমধ্যেই

* গ্রীক বেসিলিয়াসের মতো আজটেক সমরনায়ককে ভুল করে আধুনিক অর্থে রাজা হিসেবে দেখানো হয়েছিল। স্পেনীয়রা প্রথমে ভুল বুঝে ও অতিশয়োক্তি করে এবং পরে ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটিয়ে যে বিবরণ দেয় তার প্রথম ইতিহাসক্রমিক সমালোচনা করে মর্গান দেখান যে, মেক্সিকানরা বর্বরতার মধ্যস্তরে হলেও নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে কিছুটা উন্নত পর্যায়ে অবস্থিত ছিল এবং বিকৃত বিবরণগুলি থেকে যতটা বোঝা যায় তদনুসারে তাদের সামাজিক পদ্ধতিও ছিল সেরকম: তিনটি উপজাতির সম্মিলনী — এদের অধীন কয়েকটি করদ উপজাতি; শাসন চালাত একটি সম্মিলনী পরিষদ আর সম্মিলনীর জনৈক সমরনায়ক যাকে স্পেনীয়রা 'সম্রাটে' রূপান্তরিত করেছিল। (এঙ্গেলসের টীকা।)

উপজাতির অন্যান্য ব্যক্তি, এমন কি স্বগোত্রজদেরও দাসত্ববন্ধনের পথ প্রশস্ত করছিল; প্রাচীন আন্তঃ-উপজাতীয় যুদ্ধ অতঃপর জীবিকা নির্বাহের জন্য গবাদি পশু, দাস ও সম্পদ জলস্থলে লুণ্ঠনের নিয়মিত হামলায় অধঃপতিত হয়েছিল; সংক্ষেপে—ধনের প্রশস্তি, তাকেই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ বলে সম্মান প্রদর্শন এবং বলপূর্বক ধনলুণ্ঠন সমর্থনের জন্য গোত্রের সাবেকী বিধিবিধানকে বিকৃত করা হল। কেবলমাত্র একটি জিনিসের তখনও অভাব ছিল: একটি সংস্থা যা নবলব্ধ ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে গোত্রব্যবস্থার সাম্যতন্ত্রী ঐতিহ্য থেকে শুধু যে বাঁচাবে তাই নয়, এতদিন যাকে হেয় জ্ঞান করা হত সেই ব্যক্তিগত মালিকানাকে পবিত্র করবে, সেই পবিত্রকরণকে মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে ঘোষণা করবে এবং শুধু তাই নয়, অধিকন্তু সম্পত্তি আহরণের একটার পর একটা বিকাশমান নতুন রূপগুলির উপর ও ফলত দ্রুতবর্ধমান ধনসঞ্চয়ের উপর সাধারণ সামাজিক অনুমোদন মুদ্রিত করবে; এমন একটি সংস্থা যা সমাজের উদীয়মান শ্রেণীবিভাগই শুধু নয়, পরন্তু বিত্তশালী শ্রেণী কর্তৃক বিত্তহীন শ্রেণীগুলিকে শোষণ করার অধিকার, বিত্তহীনদের উপর বিত্তবানদের শাসনও চিরস্থায়ী করবে।

এবং সে সংস্থা এল। উদ্ভাবিত হল **রাষ্ট্র**।

৫

এথেন্স রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্র কীভাবে বিকশিত হল, নতুন নতুন সংস্থার আগমনে গোত্র প্রথার কোনো কোনো সংস্থা রূপান্তরিত হল, কোনো কোনো সংস্থা স্থানচ্যুত হল এবং শেষ পর্যন্ত সবই উৎখাত করল একটি সত্যকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ, আর গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির মাধ্যমে আত্মরক্ষাপরায়ণ আসল 'সশস্ত্র জনগণের' জায়গায় এল সেই কর্তৃপক্ষের অধীনতা, সুতরাং জনগণের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য একটি সশস্ত্র 'সরকারী ক্ষমতা',—এসব কিছু, অন্তত প্রাথমিক অবস্থায়, প্রাচীন এথেন্সের মতো স্পষ্টভাবে আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই

পরিবর্তনের রূপগুলি প্রধানত মর্গানই বিবৃত করেছেন; যেসব অর্থনৈতিক কারণে এ সম্ভব হয়েছিল তার অধিকাংশ আমিই যোগ করেছি।

বীরযুগের চারটি এথেন্সীয় উপজাতি তখনও অ্যাটিকার নিজ নিজ অঞ্চলে বাস করত। এমন কি যে বারোটি ফ্রাত্রী নিয়ে তারা গঠিত ছিল সেগুলিও সম্ভবত কেক্রপ্সের বারোটি নগরে তখনও পৃথকভাবে অধিষ্ঠিত ছিল। এদের শাসনতন্ত্র ছিল বীরযুগের মতো: জনসভা, জনপরিষদ ও একজন বেসিলিয়াস। লিখিত ইতিহাস থেকে আমরা দেখি যে, ভূমি তখনই বিভক্ত হয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে যা বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরের শেষ পর্যায়ের পণ্যোৎপাদনের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা এবং তদুপযোগী পণ্যবাণিজ্যের প্রতিষঙ্গী। খাদ্যশস্য ছাড়া সুরা এবং তৈলও উৎপন্ন হত। ইজিয়ান সাগরের বণিজ্য ক্রমেই ফিনিশীয়দের কাছ থেকে অ্যাটিকার গ্রীকদের হস্তগত হয়। জমি কেনাবেচা এবং কৃষি ও হস্তশিল্প, বাণিজ্য ও নৌচালনায় ক্রমবর্ধিত শ্রমবিভাগের জন্য বিভিন্ন গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির সদস্যরা অচিরে মিশ্রিত হয়ে যায়; একটি ফ্রাত্রী বা উপজাতির বাসভূমিতে এমন সব অধিবাসী এল যারা একই দেশের লোক হলেও এগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং সেজন্য নিজ বাসভূমিতেই তারা পরবাসী হয়ে রইল। কেননা শান্তিকালে প্রত্যেকটি ফ্রাত্রী ও উপজাতি এথেন্সের জনপরিষদ অথবা বেসিলিয়াসের অপেক্ষা না করেই নিজেদের এলাকার কাজকর্ম চালাত। কিন্তু এলাকার যেসব অধিবাসীরা ফ্রাত্রী বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা স্বাভাবিকভাবে শাসনকার্যে কোনো অংশ গ্রহণ করতে পারত না।

এর ফলে গোত্র প্রথার সংস্থাগুলির নিয়মিত কাজে এত বিশৃঙ্খলা ঘটল যে, বীরযুগেই এর প্রতিকার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এজন্য একটি শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয় যা থিসিউসের নামের সঙ্গে যুক্ত। এই পরিবর্তনের মূল বৈশিষ্ট্য এথেন্সে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ যেসব কার্যাদি এতদিন উপজাতিগুলি স্বাধীনভাবে চালিয়ে এসেছিল তার কতকগুলিকে সাধারণ বিষয় ঘোষণা করে এথেন্সে অবস্থিত একটি সাধারণ পরিষদের কাছে হস্তান্তরিত করা। এভাবে আমেরিকার যেকোনো আদিম অধিবাসীদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল এথেন্সীয়রা: প্রতিবেশী উপজাতিগুলির একটি সরল সম্মিলনীর জায়গায় এখানে সমস্ত উপজাতি

পরস্পরের মধ্যে বিলীন হয়ে একটি মাত্র জাতি তৈরি করল। এর ফলে সর্বজনীন এক এথেন্সীয় আইনের উদ্ভব ঘটল যা উপজাতি ও গোত্রগুলির আইনী প্রথার ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হল ; এতে প্রত্যেক এথেন্সবাসী নিজ উপজাতি এলাকার বাইরেও নির্দিষ্ট অধিকার ও অতিরিক্ত আইনী নিরাপত্তার সুবিধা লাভ করল। কিন্তু এটিই গোত্র প্রথার ভিত্তিহানির প্রথম পদক্ষেপ; কেননা অ্যাটিকার সমস্ত উপজাতির কাছেই যারা বিজাতীয়, এথেন্সীয় গোত্র প্রথার যারা বাইরে ছিল, পরবর্তীকালে তাদের নাগরিকভুক্ত করার এটিই প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয় যে কীর্তিটি থিসিউসের নামে প্রচলিত, সেটি সমগ্র জনগণকে গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতি নির্বিশেষে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করল: ইউপেট্রাইডিস (eupatrides) অথবা অভিজাত, জিওমোরই (geomoroi) বা জমির চাষী ও ডেমিয়ার্গি (demiurgi) বা হস্তশিল্পী এবং কেবল অভিজাতদেরই সরকারী পদের অধিকার দেওয়া হল। কথাটি সত্য যে, অভিজাতদের পদাধিকার দেওয়া ছাড়া অন্য বিষয়ে এই শ্রেণীবিভাগে কোনো ফল ফলে নি, কারণ তা শ্রেণীগুলির মধ্যে অধিকারগত আর কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে নি। কিন্তু এটি গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, অলক্ষিতে উদ্ভূত সামাজিক উপাদানগুলি এর মাধ্যমেই প্রকটিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, গোত্রের কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সমাজের পদবণ্টন প্রচলিত রীতির স্তর ছাড়িয়ে এই পরিবারগুলির বিশেষ অধিকার পর্যবসিত হয়েছে এবং তা প্রায় নির্বিবাদে; ইতিমধ্যে বিত্তসঞ্চয়ক্রমে শক্তিশালী এই পরিবারগুলি গোত্রবহিস্থ একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীরূপে মিলিত হতে শুরু করল এবং অংকুরিত রাষ্ট্র তাদের এই জবরদখলকে আশীর্বাদ জানাল। অধিকন্তু, এতে আরও দেখা যাচ্ছে যে, কৃষক ও কুটিরশিল্পীর মধ্যে প্রকট শ্রমবিভাগ প্রতিষ্ঠার ফলে গোত্র ও উপজাতির পুরানো বিভাগের সামাজিক গুরুত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হচ্ছে। সর্বশেষে এতে ঘোষিত হল যে, গোত্রভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরোধ মীমাংসাতীত; প্রতি গোত্রের সভ্যদের সুবিধাভোগী ও বঞ্চিত, এবং শেষোক্তদের আবার পেশাগতভাবে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ও এভাবে পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত করে গোত্রীয় সম্পর্কে ভাঙন সৃষ্টির মাধ্যমেই রাষ্ট্রগঠনের প্রথম প্রয়াস চিহ্নিত হয়েছিল।

সলোন যুগের অব্যবহিত আগে এথেন্সের পরবর্তী রাজনৈতিক

ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। বেসিলিয়াসের পদ তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিল। অভিজাতদের মধ্য থেকে নির্বাচিত archons বা প্রধানরা রাষ্ট্রের মাথা হয়ে উঠল। অভিজাতদের বর্ধমান ক্ষমতা খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ সহ্যসীমা অতিক্রম করল। গণমুক্তি দমনের মূল হাতিয়ার ছিল অর্থ ও মহাজনি। অভিজাতরা সাধারণত এথেন্স বা তার আশেপাশে বসবাস করত এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য ও তখনও মাঝে মাঝে অনুসৃত জলদস্যুতায় তাদের ধনদৌলত বাড়ত এবং হাতে অর্থসম্পদ কেন্দ্রীভূত হত। এই থেকেই বিকাশমান মুদ্রাব্যবস্থা ক্ষারী দ্রাবকের মতো প্রাক্-পণ্যবিনিময় অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য জনসমষ্টিগুলির চিরাচরিত জীবনযাত্রায় অনুপ্রবিষ্ট হল। গোত্র প্রথা মুদ্রাব্যবস্থার সঙ্গে মোটেই সহবাসক্ষম নয়; অ্যাটিকার ক্ষুদ্র কৃষিজীবিদের ধ্বংস তাদের রক্ষক সাবেকী গোত্রবন্ধনের শৈথিল্যের সন্নিপাতী। পাওনাদারের বিল এবং জমিতে বন্ধকী কবুলিয়ত (এথেন্সীয়রা তখন জমিতে বন্ধকী প্রথাও আবিষ্কার করেছিল) গোত্র অথবা ফ্রাত্রী কোনো কিছুই খাতির করত না। অথচ সাবেকী গোত্র প্রথায় মুদ্রা, দাদন বা আর্থিক ঋণ সবই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তাই অভিজাতদের ক্রমবর্ধমান মুদ্রাশাসন থেকে একটি নতুন প্রথাগত আইন দেখা দিল যা দেনদারের বিরুদ্ধে মহাজনকে রক্ষা করত এবং ধনপতি কর্তৃক ক্ষুদ্র কৃষকের শোষণকে আশীর্বাদ জানাত। অ্যাটিকার ক্ষেতগুলিতে সর্বত্র অসংখ্য বন্ধকী থাম দেখা যেত এবং তাতে বিজ্ঞপ্তি থাকত, যে ভূখণ্ডে এটি রয়েছে তা অমুকের কাছে এত টাকায় বন্ধক আছে। যেসব ক্ষেতে এরকম কোনো চিহ্ন থাকত না, সেগুলির অধিকাংশই অনাদায়ী বন্ধকী ঋণের দরুন অথবা সুদ দিতে না পারায় বিক্রিক্রমে কোনো অভিজাত মহাজনের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল; প্রজা হিসেবেই কৃষককে খুশী হতে হত এবং নতুন মালিককে খাজনা হিসেবে উৎপন্ন ফসলের **ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ** দিয়ে সে বাকি **এক ভাগে** জীবনযাপন করত। তাছাড়াও জমি বিক্রয়ের টাকা দিয়ে দেনাশোধ না হলে কিংবা দেনাশোধের মতো বন্ধকযোগ্য কিছু না থাকলে দেনদার ছেলেমেয়েদের ক্রীতদাস রূপে বিদেশে বিক্রি করে মহাজনের দাবী মেটাতে বাধ্য হত। পিতা কর্তৃক সন্তান বিক্রি—এই হল পিতৃ-অধিকার ও একগামিতার প্রথম ফল! এবং এতেও যদি রক্তচোষাটি তৃপ্ত না হত, তাহলে

দেনদারকেই সে দাস হিসেবে বিক্রি করতে পারত। এই হল এথেন্সীয় জনগণের মধ্যে সভ্যতার আনন্দোজ্জ্বল অরুণোদয়।

আগে জনগণের গোত্র প্রথা অনুসারী জীবনযাত্রায় এধরনের বিপ্লব সম্ভব ছিল না; কিন্তু এখন কীভাবে এর আবির্ভাব ঘটল, কেউ তা জানতেও পারে নি। ইরকোয়াসদের দিকে বারেক ফিরে তাকানো যাক। এথেন্সীয়দের উপর, বলা যেতে পারে, তাদের কৃতকর্ম ছাড়াই এবং অবশ্যই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যা চেপে বসল, তেমন কিছু ইরকোয়াসদের ক্ষেত্রে একেবারে ধারণাতীত। সেখানে জীবনোপকরণের যে অপরিবর্তিত উৎপাদনপদ্ধতি বছরের পর বছর অব্যাহত থাকত তাতে আরোপিত কোনো সংঘর্ষের উন্মেষই ঘটত না; আসত না এই ধনী ও দরিদ্র, শোষক ও শোষিতের বিরোধ। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইরকোয়াসরা তখন বহুদূর পিছিয়ে কিন্তু প্রকৃতিনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তারা ছিল নিজ উৎপাদনের প্রভু। তাদের ছোট ছোট বাগিচার ফসলহানি, হ্রদ ও নদীর মাছ অথবা বনের শিকার দুর্লভ হওয়ার কথা ছেড়ে দিলে জীবিকার্জন পদ্ধতির সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে তাদের পূর্বজ্ঞান থাকত। এর ফলাফল হবে: জীবনোপকরণ, তা পর্যাপ্ত অথবা স্বল্প হোক, কিন্তু অচিন্তিত কোনো সামাজিক উত্থানপতন, গোত্রের বন্ধনচ্ছেদ অথবা গোত্র ও উপজাতির সদস্যদের বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্তিক্রমে পরস্পরসংগ্রাম অসম্ভব ছিল। উৎপাদন অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু উৎপাদকরাই উৎপন্নের নিয়ন্ত্রক থাকত। বর্বরযুগের উৎপাদনপ্রণালীর এই অপরিসীম সুবিধাটিই সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে গেল। প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জের উপর মানুষের বর্তমান অপরিসীম ক্ষমতা এবং বর্তমানের সম্ভাব্য স্বাধীন সমামেলের ভিত্তিতে এই সুবিধার পুনরাধিষ্ঠানই হবে নিকটতম উত্তরপুরুষেরই কর্তব্য।

গ্রীকদের অবস্থা ছিল ভিন্নতর। গবাদি পশুর যূথ ও বিলাসদ্রব্য ভিত্তিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাবের ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় প্রচলিত হল, উৎপন্ন রূপান্তরিত হল পণ্যে। পরে যে বিপ্লব দেখা দেয় তার সমগ্র মূল এখানেই নিহিত। উৎপাদকরা যখন নিজ উৎপন্ন আর প্রত্যক্ষভাবে ভোগ না করে বিনিময়ের মাধ্যমে তা হাতছাড়া করল, তখনই এর উপর তাদের দখলও খারিজ হয়ে গেল। সেই উৎপন্নের ভবিতব্য সম্পর্কে তারা

আর কিছুই জানতে পারত না। উৎপাদকদের বিরুদ্ধেই যে উৎপন্নকে প্রয়োগ করা হবে, তাদের শোষণ ও পীড়নের মাধ্যমরূপে তা ব্যবহৃত হবে এমন একটি সম্ভাবনা প্রকটিত হল। এজন্যই ব্যক্তিগত লেনদেন উৎখাত ব্যতিরেকে কোনো সমাজব্যবস্থাই দীর্ঘদিন নিজ উৎপন্নের উপর প্রভুত্ব ও উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সামাজিক ফলাফল নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে পারে না।

ব্যক্তিগত বিনিময়ের শুরু ও উৎপন্ন পণ্যে পরিণত হবার পর কত দ্রুত যে উৎপাদকদের উপর পণ্যের প্রভুত্ব দেখা দেয়, এথেন্সীয়রা অচিরেই তা উপলব্ধি করল। পণ্যোৎপাদনের সঙ্গেই এল নিজ বিষয়-আশয় হিসেবে কৃষকদের একক জমিচাষ, অল্প পরেই জমির আনুষঙ্গিক ব্যক্তিগত মালিকানা। তারপর এল মুদ্রা, যে সর্বজনীন পণ্যের বিনিময়ে সব পণ্যই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু মুদ্রা আবিষ্কার করার সময় মানুষ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি যে, তারা এমন একটি নতুন সামাজিক শক্তি, এমন একটি সার্বিক প্রভাবশালী শক্তি সৃষ্টি করছে যার কাছে সমগ্র সমাজ অবনত হতে বাধ্য হবে। স্রষ্টাদের ইচ্ছা ব্যতীত ও তাদের অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ উদ্ভূত এই নতুন শক্তিকে তার যৌবনসুলভ নিষ্ঠুরতায় এখন এথেন্সীয়রা উপলব্ধি করল।

এমতাবস্থায় কী কর্তব্য? মুদ্রার জয়যাত্রার সামনে সাবেকী গোত্র প্রথার অক্ষমতাই শুধু প্রতিপন্ন হল না, এর কাঠামোয় মুদ্রা, মহাজন, দেনদার এবং বলপূর্বক ঋণ আদায়ের মতো ব্যাপারগুলির স্থান সঙ্কুলানেও সে ছিল একেবারেই অসমর্থ। কিন্তু নতুন সামাজিক শক্তি তখন হাজির, এবং কোনো সদিচ্ছা অথবা সাবেকী সুসময়ে ফিরে যাবার কোনো ব্যাকুলতাতেই মুদ্রা ও মহাজনী প্রথার অস্তিত্ব লোপ পাবার নয়। উপরন্তু, ইতিমধ্যেই গোত্র প্রথায় আরও কয়েকটি গৌণ ভাঙন দেখা দিয়েছিল। অ্যাটিকার সর্বত্র, বিশেষত এথেন্সে বিভিন্ন গোত্র ও ফ্রাত্রীর যথেচ্ছ মিশ্রণ পুরুষানুক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে, যদিও একজন এথেন্সবাসী গোত্রের বাইরে চাষের জোত বিক্রি করতে পারলেও তখনও তার বসত বাড়ি বিক্রি করতে পারত না। উৎপাদনের বিভিন্ন শাখা—কৃষি, হস্তশিল্প, হস্তশিল্পের বহুবিধ রূপভেদ, বাণিজ্য, নৌচালনা, প্রভৃতিতে শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসারের সঙ্গে শ্রমবিভাগ অধিকতর বিকাশলাভ করে; জনসংখ্যা এখন পেশানুযায়ী কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দলে বিভক্ত হল, যাদের প্রত্যেকেরই গোত্র বা ফ্রাত্রীর মধ্যে অনুপস্থিত কতকগুলি

নতুন সাধারণ স্বার্থ ছিল, তাই সেগুলি রক্ষার জন্য নতুন পদ সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিল। ক্রীতদাসদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সেই সময়, সম্ভবত, তাদের সংখ্যা স্বাধীন এথেন্সীয়দের অতিক্রম করেছিল; গোত্র প্রথার আদি অবস্থায় দাস প্রথা না থাকায় বিপুলসংখ্যক দাসকে বশে রাখার উপায় সম্পর্কেও সে অজ্ঞ ছিল। সর্বশেষে, এখানে সহজ অর্থোপার্জনের জন্য বাণিজ্যলোভী বহু বিদেশী এথেন্সে বসবাস শুরু করে; কিন্তু পুরানো সংবিধান অনুসারে এদেরও কোনো অধিকার এবং আইনগত রক্ষাকবচ ছিল না। তাই ঐতিহ্যগত সহনশীলতা সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে এরা একটি ব্যাঘাতকারী বিজাতীয় উপাদান হিসেবেই পরিগণিত হত।

সংক্ষেপে, গোত্র প্রথা তখন ধ্বংসের মুখোমুখি। সমাজ প্রত্যহ একে ক্রমাগত ছাপিয়ে উঠছিল; চোখের সামনে বেড়ে ওঠা চূড়ান্ত পীড়াদায়ক অমঙ্গলগুলির উপশম বা প্রতিকারের ক্ষমতা পর্যন্ত এর ছিল না। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটছিল নিঃশব্দে। প্রথমে গ্রাম ও নগরে এবং পরে নগরাঞ্চলে শিল্পের বিভিন্ন শাখায় শ্রমবিভাগের ফলে যে নতুন জনসমষ্টি দেখা দিয়েছিল তারা নিজ স্বার্থরক্ষার নতুন নতুন সংস্থা সৃষ্টি করল; রকমারি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সব পদ সৃষ্টি হল। এবং তারপর ছোটখাট যুদ্ধ অথবা বাণিজ্য জাহাজ রক্ষাকল্পে তরুণ রাষ্ট্রের সর্বোপরি প্রয়োজন ছিল নিজস্ব যোদ্ধৃবাহিনী, সমুদ্রযাত্রী এথেন্সবাসীদের মধ্যে প্রথমে যে শক্তি কেবল নৌবাহিনীই হতে পারত। সলোনের পূর্বে কোনো এক অনির্দিষ্ট কালে, প্রত্যেক উপজাতির জন্য বারোটি করে নৌক্রারি (naucrarie), ছোট ছোট আঞ্চলিক জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি নৌক্রারিকে লোকলস্কর ও অস্ত্র সমেত একটি করে যুদ্ধজাহাজ পূর্ণভাবে সজ্জিত করতে এবং অধিকন্তু দুজন অশ্বারোহী দিতে হত। এই ব্যবস্থায় গোত্র প্রথা দুদিক থেকে আক্রান্ত হল: প্রথমত, এতে একটি সামাজিক শক্তি সৃষ্টি হল যা আর পূর্বতন সশস্ত্র জনগণের সামগ্রিকতার সঙ্গে একাত্ম নয়; দ্বিতীয়ত, এই সর্বপ্রথম আত্মীয়তার ভিত্তি পরিহারক্রমে সামাজিক উদ্দেশ্যে **আঞ্চলিকভাবে বাসস্থান** অনুযায়ী জনগণকে বিভক্ত করা হল। এর তাৎপর্য পরে লক্ষ্য করা যাবে।

গোত্র প্রথা শোষিত জনগণকে সাহায্যদানে ব্যর্থ হওয়ায় তারা কেবল অভ্যুদিত রাষ্ট্রেরই মুখাপেক্ষী হত। এবং রাষ্ট্র তাদের সাহায্যে সলোনের

শাসনতন্ত্র উপস্থিত করল ও পুরাতন প্রথার বিনিময়ে নতুন করে নিজ শক্তি বাড়াল। খৃঃ পূঃ ৫৯৪ সালে সলোন কৃত সংস্কার প্রবর্তনের প্রণালী নয়, তিনি মালিকানার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে যে তথাকথিত রাজনৈতিক বিপ্লবগুলি শুরু করেছিলেন, তাই আমাদের আলোচ্য। এযাবৎকাল পর্যন্ত এক ধরনের মালিকানার বিরুদ্ধে আর এক ধরনের মালিকানা রক্ষা করার জন্যই সমস্ত রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটেছে। এতে একটি লঙ্ঘন না করে অপরটি রক্ষা করা যায় না। মহান ফরাসী বিপ্লবে বুর্জোয়া মালিকানা রক্ষার জন্য সামন্ত মালিকানা বলিদত্ত হয়েছিল; সলোনের বিপ্লবে মহাজনের সম্পত্তি ক্ষুণ্ন করে দেনদারের সম্পত্তি রক্ষা করা হল। দেনা সোজাসুজি বাতিল হয়ে গেল। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা জানি না; কিন্তু সলোন তাঁর কবিতায় সগর্বে ঘোষণা করেছেন যে, বন্ধকী জমিগুলি থেকে বন্ধকচিহ্নিত থামগুলি তিনি সরিয়ে দেন এবং যারা পলাতক ছিল অথবা দেনার দায়ে বিদেশে বিক্রি হয়েছিল, তারা আবার ঘরে ফিরে আসে। কেবলমাত্র প্রকাশ্যভাবে মালিকানার অধিকার লঙ্ঘন করেই তা করা সম্ভব ছিল। বস্তুত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত তথাকথিত রাজনৈতিক বিপ্লবের লক্ষ্যই **এক** ধরনের সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য **অপর** ধরনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা বলা যায় চুরি করা। তাই কথাটি সর্বৈব সত্য যে, আড়াই হাজার বছর ধরে ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষা করা হয়েছে কেবল মালিকানার অধিকার লঙ্ঘন করেই।

কিন্তু এখন স্বাধীন এথেন্সীয়দের মধ্যে দাসত্বের পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন অপরিহার্য হয়ে উঠল। প্রথমে কয়েকটি সাধারণ ব্যবস্থা দ্বারা এটি সম্পন্ন করা হল; দৃষ্টান্ত হিসেবে দেনদারের আত্মবন্ধকী চুক্তি নিষিদ্ধকরণ উল্লেখ্য। তাছাড়া, চাষীর জমির ওপর অভিজাতদের সীমাহীন লালসা অন্তত আংশিক খর্ব করার জন্য ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির উচ্চতম সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর এল শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন, যার নিম্নলিখিতগুলি আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ:

প্রত্যেক উপজাতি থেকে এক শ' সদস্য গ্রহণ করে পরিষদের সদস্যসংখ্যা চার শ' করা হল; সুতরাং এ ব্যাপারে উপজাতি তখনও ভিত্তিস্বরূপ কার্যকরী। কিন্তু এটিই ছিল নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় আত্মীকৃত পুরানো সংস্থার

একটিমাত্র উপাদান। অন্যত্র সলোন নাগরিকদের জমি ও ফসলের পরিমাণ অনুযায়ী চারটি শ্রেণীতে ভাগ করলেন: প্রথম তিন শ্রেণীর ন্যূনতম আয় ছিল পাঁচ শ', তিন শ' ও দেড় শ' মেডিম্নাস শস্য (এক মেডিম্নাস প্রায় ৪১ লিটার); যাদের জমি এর চেয়ে কম বা ভূসম্পত্তি নেই তারা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত। কেবলমাত্র প্রথম তিনটি শ্রেণীর সদস্যরা পদাধিকারী হতে পারত; উচ্চতম পদগুলি কেবল প্রথম শ্রেণীর লোক দিয়ে পূরণ করা হত। চতুর্থ শ্রেণী জনসভায় কথা বলতে ও শুধু ভোট দিতে পারত; কিন্তু এই জনসভাতেই সমস্ত পদাধিকারীর নির্বাচন, কর্মবিবরণ, সমস্ত আইন প্রণয়ন হত এবং এইখানে চতুর্থ শ্রেণী ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অভিজাতদের বিশেষ সুবিধাগুলি ধনের বিশেষ সুবিধা হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও জনগণের হাতেই চূড়ান্ত ক্ষমতা রইল। শ্রেণীচতুষ্টয় সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনেরও ভিত্তি যোগাল। প্রথম দুটি শ্রেণী অশ্বারোহী বাহিনী সরবরাহ করত; তৃতীয় শ্রেণী করত ভারী অস্ত্রসজ্জিত পদাতিক সৈন্যের কাজ, চতুর্থ শ্রেণী হালকা অস্ত্রসজ্জিত পদাতিক অথবা নৌবাহিনীতে কাজ করত এবং এরা সম্ভবত পারিশ্রমিক পেত।

এভাবে শাসনতন্ত্রে একেবারে নতুন একটি উপাদান—ব্যক্তিগত মালিকানা সংযোজিত হল। রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের মাত্রা তাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ দিয়ে স্থির হত, এবং বিত্তশালী শ্রেণীগুলির বর্ধমান প্রভাবের প্রেক্ষিতে পুরাতন রক্তসম্পর্কিত জনসমষ্টি ক্রমাগত অন্তরালবর্তী হতে লাগল। গোত্র প্রথার আরও একটি পরাজয় ঘটল।

অবশ্য সম্পত্তির পরিমাপে রাজনৈতিক অধিকারের মাত্রানির্ণয় রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য প্রথা নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ইতিহাসে এর গুরুত্ব থাকলেও বেশ কিছুসংখ্যক রাষ্ট্র, বলতে কি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিণত রাষ্ট্রও এছাড়াই চলছিল। এমন কি এথেন্সেও এর ভূমিকা মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি; এরিস্টাইডিসের সময় থেকেই সকল নাগরিকের জন্যই সমস্ত পদ উন্মুক্ত ছিল।

পরবর্তী আশি বছরে এথেন্স সমাজের ক্রমানুসৃত পথেই আগামী শতাব্দীগুলিতে তা পরিণততর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল। সলোনের আগের যুগে যেভাবে জমি নিয়ে মহাজনী কারবারের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, এখন তা

এবং সেসঙ্গে ভূসম্পত্তির সীমাহীন কেন্দ্রীভবন সংযত হল। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রমবর্ধিত পরিমাণে দাসশ্রমভিত্তিক হস্তশিল্প ও কারুশিল্প মূল পেশা হয়ে উঠল। জ্ঞানচর্চায়ও অগ্রগতি ঘটল। আগের মতো নিজেদের সহনাগরিকদের নির্মম শোষণ না করে এখন এথেন্সীয়রা প্রধানত দাস ও বিদেশী ক্রেতাদের শোষণ করতে থাকল। অস্থাবর সম্পত্তি, অর্থ, ক্রীতদাস ও জাহাজ রূপে সম্পদ ক্রমেই বাড়তে লাগল; কিন্তু পূর্বতন কূপমণ্ডূকতা ও সীমাবদ্ধতার যুগে এগুলিকে জমি কেনার উপায়মাত্র মনে করার বদলে এখন এই সঞ্চয়ই লক্ষ্য হয়ে উঠল। এতে একদিকে যেমন পুরাতন অভিজাতদের ক্ষমতার সঙ্গে এক নতুন শ্রেণী—ধনী শিল্পপতি ও বণিকের সফল প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হল, অপরদিকে এতে পুরাতন গোত্র প্রথা তার শেষ ভিত্তি হারাল। গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির সভ্যরা এখন অ্যাটিকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সকলে একেবারে মিশ্রিতভাবে বসবাস করত, এগুলি তাই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে একেবারে অব্যবহার্য হয়ে পড়েছিল। এথেন্সীয় নাগরিকদের এক বৃহৎ সংখ্যা কোনো গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; এরা বিদেশাগত, নাগরিক হিসেবে গৃহীত হলেও রক্তসম্পর্কিত কোনো সাবেকী গোষ্ঠীর মধ্যে গৃহীত হয় নি; এরা ছাড়াও কেবলমাত্র পোষ্য বিদেশাগতদের সংখ্যাও কেবলই বেড়ে চলেছিল (২৪)।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন পক্ষের সংগ্রাম এগিয়ে চলছিল। অভিজাতরা পুরানো সুবিধা ফিরে পাবার চেষ্টা করে এবং অল্প কালের জন্য প্রাধান্য লাভ করে। পরে ক্লিস্টিনিসের বিপ্লব (খৃঃ পূঃ ৫০৯ সাল) তাদের চূড়ান্ত পতন ঘটাল এবং এদের পতনের সঙ্গেই গোত্র প্রথার অবশেষটিও ধ্বসে পড়ল।

ক্লিস্টিনিস তাঁর নতুন শাসনতন্ত্রে গোত্র ও ফ্রাত্রীর ভিত্তিতে গঠিত পুরানো চারটি উপজাতিকে উপেক্ষা করলেন। তার জায়গায় এল সম্পূর্ণ নতুন একটি সংগঠন যাতে নাগরিকদের বাসস্থানের ভিত্তিতে ভাগ করা হল, ইতিপূর্বে নৌক্রারিতে যার চেষ্টা হয়েছিল। কোনো রক্তসম্পর্কিত গোত্রের সম্মিলনী নয়, স্থায়ী বাসস্থানই এখন চূড়ান্ত ব্যাপার। এখন আর জনগণ নয়, পরন্তু, বিভক্ত হল ভূখণ্ড; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিবাসীরা কেবল অঞ্চলবিশেষের পরিপূরক হিসেবেই পরিগণিত হল।

সমগ্র অ্যাটিকা এক শ' স্বশাসিত অঞ্চল বা ডেম'এ (dem) বিভক্ত

হল। এক-একটি ডেমের নাগরিকরা (demot) নিজেদের একজন প্রধান (demarch), একজন খাজাঞ্চী এবং ছোট ছোট মামলা চালানোর ক্ষমতাসম্পন্ন ত্রিশ জন বিচারক নির্বাচিত করত। তারা তাদের নিজস্ব একটি মন্দির এবং একজন রক্ষক দেবতা অথবা বীর পেত যার পুরোহিতরাও নির্বাচিত হত। ডেমের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল ডেমটদের সভার উপর। এটিই যে আমেরিকার স্বশাসিত পৌরসভার আদিরূপ, মর্গানের এই মন্তব্যটি নির্ভুল। যে একক আধুনিক রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পরিণতিস্বরূপ এথেন্সের উদীয়মান রাষ্ট্রের তা-ই ছিল আরম্ভ।

এরকম দশটি একক ডেম নিয়ে একটি উপজাতি গঠিত হয়; কিন্তু গোত্রভিত্তিক পুরাতন উপজাতি থেকে সুচিহ্নিত করে এর নামকরণ হল অঞ্চলভিত্তিক উপজাতি। আঞ্চলিক উপজাতি শুধু স্বশাসিত রাজনৈতিক সংস্থাই নয়, এটি আবার সামরিক সংস্থাও বটে। এরা নির্বাচন করত একজন ফাইলার্ক* অথবা উপজাতি প্রধান, যিনি অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক, একজন ট্যাক্সিয়ার্ক যিনি পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক এবং একজন স্ট্রাটেগাস যিনি উপজাতির এলাকায় সংগঠিত সমস্ত সামরিক শক্তির অধিনায়ক ছিলেন। অধিকন্তু সংস্থাটিকে লোকলস্কর ও কম্যান্ডার সমেত পাঁচখানি করে সজ্জিত জাহাজ দিতে হত; এবং সে পেত অঞ্চলের রক্ষক দেবতা হিসেবে একটি অ্যাটিকা বীরকে, যাঁর নামে সংস্থা পরিচিত হত। সর্বশেষে সংস্থাটি এথেন্সের পরিষদের জন্য পঞ্চাশ জন সদস্য নির্বাচিত করত।

এরই চূড়ান্ত রূপ এথেন্স রাষ্ট্র, যা দশটি উপজাতি থেকে নির্বাচিত পাঁচ শ' সদস্যের পরিষদ এবং শেষ অবধি জনসভা কর্তৃক শাসিত হত, এবং যে জনসভায় প্রত্যেক এথেন্সীয় নাগরিক উপস্থিত থাকতে ও ভোট দিতে পারত; এর সঙ্গে আর্খন ও অন্যান্য পদাধিকারীরা শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগ ও আদালতের কাজ চালাতেন। এথেন্সে নির্বাহী ক্ষমতার কোনো প্রধান ছিল না।

এই নতুন শাসনতন্ত্রের ফলে এবং পোষ্য অংশত বিদেশাগত ও অংশত মুক্ত দাসদের মধ্য থেকে এক বৃহৎ সংখ্যার অসমানাধিকারী অধিবাসীকে

---

* প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'ফাইলা' — 'উপজাতি' থেকে। — সম্পাঃ

গ্রহণ করার ফলে সামাজিক কর্মক্ষেত্র থেকে পুরাতন গোত্রসংস্থাগুলোর অপসারণ ঘটল। এগুলি গৌণ সমিতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্তরে অবনমিত হল। কিন্তু তাদের পুরানো গোত্রভিত্তিক যুগের নৈতিক প্রভাব, ঐতিহ্যগত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী দীর্ঘদিন টিকে থাকল এবং শেষ অবধি কেবল ধীরে ধীরেই বিলুপ্ত হল। পরবর্তী একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তা প্রকটিত হয়ে উঠেছিল।

সাধারণ জনগণ থেকে স্বতন্ত্র একটি সরকারী ক্ষমতা যে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য তা আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। ঐ সময় এথেন্সের মাত্র জনবাহিনী ও নৌবাহিনী ছিল যাতে জনগণই সরাসরি লোক ও উপকরণ যোগাত; এ দিয়ে বহিঃশত্রু থেকে আত্মরক্ষা ও তখনই জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ হয়ে ওঠা দাসদের সংযত রাখা হত। নাগরিকদের কাছে এই সামাজিক শক্তিটি প্রথমে কেবল পুলিস বাহিনী রূপে প্রকটিত ছিল, এবং তা রাষ্ট্রের সমবয়সী বিধায় ১৮শ শতাব্দীর সাদামাঠা সরল ফরাসীরা এদের সভ্য জাতি না বলে পুলিস (শাসিত) জাতি (nations policées)* বলত। এভাবে রাষ্ট্র পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এথেন্সবাসীরা পদাতিক ও অশ্বারোহী তীরন্দাজদের রীতিমতো সান্ত্রীবাহিনী নিয়ে — যাকে দক্ষিণ জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে বলা হত Landjäger — একটি পুলিস বাহিনীও প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু এই সান্ত্রীবাহিনী গঠিত ছিল **দাসদের** নিয়ে। স্বাধীন নাগরিক পুলিসের কাজকে এতই নীচ মনে করত যে, সে নিজে তেমন অপমানজনক কাজ করার চেয়ে একজন সশস্ত্র দাসের হাতে গ্রেপ্তার হওয়াও বেশি পছন্দ করত। এটা সেই সাবেকী গোত্রীয় মনোভাবেরই অব্যাহত অভিব্যক্তি। পুলিস ছাড়া রাষ্ট্র বাঁচতে পারে না, কিন্তু তখনও রাষ্ট্র নেহাৎ নতুন এবং তার নৈতিক মর্যাদা ততখানি উন্নত হয় নি যাতে পুরানো গোত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে জঘন্য বিবেচিত এই পেশা সম্মানীয় হয়ে উঠবে।

অধুনা পূর্ণাঙ্গ এই নতুন রাষ্ট্রটি এথেন্সীয় সমাজের নতুন অবস্থার কতখানি উপযোগী হয়েছিল তার অর্থসম্পদ, বাণিজ্য ও শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি থেকেই তা সহজবোধ্য। যে শ্রেণীবিরোধকে ভিত্তি করে সামাজিক ও

* শব্দার্থ নিয়ে খেলা: 'policé' — 'সভ্য' এবং 'police' — 'পুলিস'। — সম্পাঃ

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি দাঁড়িয়েছিল, সেটি আর অভিজাত ও সাধারণ নাগরিকদের বিরোধ ছিল না, তা দাস ও স্বাধীন মানুষ, পোষ্য অধিবাসী ও নাগরিকদের বিরোধে পর্যবসিত হয়েছিল। এথেন্সের সর্বাধিক শ্রীবৃদ্ধির সময়ে নারী ও শিশু সমেত স্বাধীন নাগরিকদের সংখ্যা ছিল ৯০,০০০-এর কাছাকাছি; স্ত্রীপুরুষ দাসদের সংখ্যা ছিল ৩,৬৫,০০০ এবং বিদেশাগত ও মুক্ত দাসদের নিয়ে পোষ্য অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৪৫,০০০। অতএব প্রত্যেক সাবালক পুরুষ নাগরিক পিছু কমপক্ষে আঠারো জন দাস ও দুজনেরও বেশি পোষ্য ব্যক্তি ছিল। দাসদের বৃহৎ সংখ্যার কারণ ছিল এই যে, তাদের অনেকে বড় বড় ঘরে অবস্থিত হস্তশিল্প কারখানায় পরিদর্শকের অধীনে কাজ করত। বাণিজ্য ও শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অল্প কয়েক জনের হাতে ধন সঞ্চিত ও কেন্দ্রীভূত হল; স্বাধীন নাগরিকদের ব্যাপক সংখ্যা নিঃস্ব হতে থাকল এবং হেয় ও ঘৃণ্য বিবেচিত হস্তশিল্পে নেমে দাসশ্রমের প্রতিযোগিতায় অনিশ্চিত সাফল্যে আত্মসমর্পণ অথবা তার বিকল্প হিসেবে নিঃস্বতা গ্রহণ ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর ছিল না। তখনকার প্রচলিত অবস্থায় শেষোক্তটিই অনিবার্যভাবে ঘটত এবং এদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে তারা সমগ্র এথেন্স রাষ্ট্রের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনল। গণতন্ত্রের জন্য এথেন্সের পতন ঘটে নি, যদিও রাজরাজড়াদের পদলেহী ইউরোপীয় কট্টর শিক্ষকরা আমাদের এই কথা বিশ্বাস করাতে চেয়েছে, এর পতন হয়েছে দাস প্রথার ফলে, যে প্রথা স্বাধীন নাগরিকের শ্রমকে হেয় করে তুলেছিল।

এথেন্সীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রের উদ্ভব মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রগঠনের একটি সাধারণ দৃষ্টান্তস্বরূপ; কারণ, একদিকে এটি বহিস্থ অথবা অভ্যন্তরীণ হিংস্র হস্তক্ষেপ (পিসিস্ট্রেটাসের অল্পস্থায়ী ক্ষমতাদখল কোনো চিহ্ন রেখে যায় নি) ছাড়াই একটি বিশুদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে; অপরদিকে এটি ছিল রাষ্ট্রের একটি অত্যুন্নত রূপ, একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যা সরাসরি গোত্রভিত্তিক সমাজ থেকে উদ্ভূত; এবং সর্বশেষে, এক্ষেত্রে সমস্ত মৌলিক খুঁটিনাটির পর্যাপ্ত বিবরণ সহজলভ্য।

৬

রোমে গোত্র ও রাষ্ট্র

রোম প্রতিষ্ঠার উপকথা অনুযায়ী একটি উপজাতিতে মিলিত কয়েকটি ল্যাটিন গোত্র (উপকথায় এদের সংখ্যা এক শ') এখানে প্রথম বসতি স্থাপন করে, তাদের একটু পরেই আসে একটি সাবেলিয়ান উপজাতি যাদের গোত্র সংখ্যাও নাকি এক শ' ছিল এবং সর্বশেষে বিভিন্ন জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত এক শ' গোত্রের তৃতীয় উপজাতি এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এই গোটা কাহিনী থেকে এক নজরেই প্রকাশ পায় যে, গোত্র ছাড়া অন্যতর কিছুই আর এখানে স্বাভাবিক নয় এবং বহুক্ষেত্রে গোত্রগুলিও ছিল পুরাতন বাসভূমিতে তখনও অবস্থিত কোনো আদি মাতৃ-গোত্রের শাখাপ্রশাখা। উপজাতিগুলি কৃত্রিমভাবে গঠিত হওয়ার চিহ্ন বহন করত; তবুও সেগুলি আত্মীয় ব্যক্তিবর্গ নিয়েই প্রধানত গড়ে উঠেছিল এবং তারা পুরানো, স্বাভাবিকভাবে বিকশিত উপজাতিগুলির ছাঁচেই সংগঠিত ছিল, কৃত্রিমভাবে নয়; এবং এটা আদৌ অসম্ভব নয় যে, এই তিনটি উপজাতিই কোনো প্রাচীন, অবিমিশ্র উপজাতিকেন্দ্র থেকে উদ্ভূত। এদের মধ্যবর্তী যোগসূত্র, দশটি গোত্রসমন্বিত ফ্রাত্রীর নাম ছিল কিউরিয়া; অতএব মোট ফ্রাত্রী সংখ্যা ছিল ত্রিশ।

রোম গোত্র যে গ্রীক গোত্রানুসারী একটি অভিন্ন প্রতিষ্ঠান তা স্বীকৃত সত্য; গ্রীক গোত্র যদি মার্কিন লাল চামড়াদের ক্ষেত্রে দৃষ্ট সামাজিক এককের আদি রূপ থেকে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাহলে স্বভাবতই তা রোম গোত্রের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। তাই আলোচনাটি আমরা সংক্ষিপ্ত করতে পারি।

অন্তত নগরের একেবারে আদিকালে রোম গোত্রের গঠন ছিল নিম্নরূপ:

১। গোত্রভুক্তের মৃত্যুতে সম্পত্তির পারস্পরিক উত্তরাধিকার; সম্পত্তি গোত্রের মধ্যেই থাকত। যেহেতু গ্রীক গোত্রের মতো রোম গোত্রেও পিতৃ-অধিকার ইতিমধ্যে প্রচলিত ছিল, সেজন্য কন্যাপক্ষীয় সন্তানসন্ততি

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হত। আমাদের জানা রোমের প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ আইন, বারো ফলকের আইন (২৫) অনুযায়ী সন্তানসন্ততি সম্পত্তির প্রথম উত্তরাধিকারী হত; নিঃসন্তান অবস্থায় এগ্‌নেটরা (পুরুষপক্ষীয় নিকটতম জ্ঞাতি) এবং এদেরও অবর্তমানে গোত্রের সদস্যরা উত্তরাধিকার লাভ করত। সকল ক্ষেত্রেই সম্পত্তি গোত্রের মধ্যেই থাকত। এখানে আমরা গোত্রীয় রীতিনীতিতে সম্পত্তি বৃদ্ধি ও একগামিতার ফলে উদ্ভূত নতুন আইনী ব্যবস্থার ক্রমান্বিত অন্তর্প্রবেশ লক্ষ্য করি: উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে গোত্র সভ্যদের আদি সমানাধিকারকে প্রথমে সঙ্কুচিত করে কার্যত তা এগ্‌নেটদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়, পূর্বোক্ত এই ঘটনাটি সম্ভবত খুব আদিম কালের ব্যাপার, এবং তারপর সন্তানসন্ততি আর তাদের পুরুষপক্ষীয় ছেলেমেয়েদের উপর তা অর্সাল; অবশ্য, বারো ফলকের আইনে এটি বিপরীতক্রমে প্রকাশিত।

২। একটি সাধারণ সমাধিস্থান। ক্লডিয়াস আশরাফ গোত্র রেজিলি থেকে এসে রোমে বসবাস করতে শুরু করলে তাদের জন্য ভূমিখণ্ড ও নগরেই একটি সাধারণ সমাধিস্থান দেওয়া হয়। এমন কি অগাস্টসের সময়ে ভেরস যখন টিউটোবুর্গের অরণ্যে মারা যান, তখন তাঁর মাথা রোমে এনে gentilitius tumulus-এ* সমাহিত করা হয়; অতএব তাঁর কুইঙ্কটিলিয়া গোত্রের তখনও নিজস্ব বিশেষ সমাধিস্তূপ ছিল।

৩। সাধারণ ধর্মোৎসব। এই sacra gentilitia** সুপরিচিত।

৪। গোত্রের মধ্যে বিবাহ না করবার বাধ্যবাধকতা। রোমে এটি কখনও আইন রূপে লিপিবদ্ধ হয়েছিল বলে মনে হয় না, কিন্তু রীতিটি অনুসৃত ছিল। রোমের বিবাহিত দম্পতিদের যে অসংখ্য নাম আজ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই যেখানে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের গোত্রনাম অভিন্ন। উত্তরাধিকার আইনও এই নিয়মই প্রমাণ করে। বিবাহের পরে নারী তার এগ্‌নেটিক অধিকার হারাত, নিজের গোত্র পরিত্যাগ করত এবং সে অথবা তার ছেলেমেয়েরা তার পিতা অথবা পিতৃব্যের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না, কারণ এতে পিতৃ-গোত্রের সম্পত্তিহানি ঘটত।

---

* গোত্রীয় সমাধিস্তূপ। — সম্পাঃ

** গোত্রীয় পবিত্র উৎসব। — সম্পাঃ

নারী নিজ গোত্রে বিবাহ করতে পারত না এই তথ্যের স্বীকৃতি সাপেক্ষেই শুধু নিয়মটি বোধগম্য।

৫। জমির যৌথ মালিকানা। আদি যুগে উপজাতি জমির প্রথম ভাগাভাগি শুরু পর্যন্ত এই মালিকানাই সর্বদাই প্রচলিত ছিল। ল্যাটিন উপজাতিগুলির মধ্যে আমরা দেখি যে, জমি অংশত উপজাতি, অংশত গোত্র এবং অংশত পরিজনবর্গের দখলে থাকত যা দৈবাৎ একক পরিবারের প্রতিনিধি হয়ে উঠত। শোনা যায়, রমুলাসই প্রথম ব্যক্তিবিশেষ অনুসারে মাথাপিছু এক হেক্টর (দুই জুগেরা) করে জমি বণ্টন করেছিলেন। তথাপি, রাষ্ট্রীয় জমির কথা ছেড়ে দিলেও পরবর্তীকালেও গোত্রের সাধারণ জমিও আমরা দেখতে পাই যাকে কেন্দ্র করে প্রজাতন্ত্রের সমগ্র অভ্যন্তরীণ ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে।

৬। গোত্র সভ্যদের পারস্পরিক সাহায্য ও অন্যায় প্রতিকারে বাধ্যবাধকতা। লিখিত ইতিহাসে এর সামান্য লুপ্তাবশেষ পাওয়া যায়; সূচনা থেকেই রোম রাষ্ট্রে এত পরাক্রমশালী শক্তির প্রকাশ ঘটে যে, অন্যায় প্রতিকারের দায়িত্ব এতেই অর্সিয়েছিল। অ্যাপিয়াস ক্লডিয়াস গ্রেপ্তার হলে ব্যক্তিগত শত্রু সমেত তাঁর সমগ্র গোত্র শোক প্রকাশ করেছিল। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের (২৬) সময় গোত্রাধীন বন্দীদের মুক্তিক্রয়ের জন্য গোত্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়; সিনেট এই কাজ **নিষিদ্ধ করে।**

৭। গোত্রনাম ব্যবহারের অধিকার। এইটি সম্রাটযুগের পূর্বাবধি প্রচলিত ছিল। মুক্তিপ্রাপ্ত দাসরা প্রাক্তন প্রভুর গোত্রনাম নিতে পারত, অবশ্য তারা গোত্রের কোনো অধিকার লাভ করত না।

৮। বিদেশীদের গোত্রভুক্ত করার অধিকার। পরিবারবিশেষে অন্তর্ভুক্তি মাধ্যমে (যেমন রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে) কাজটি সম্পন্ন হত, এতে ব্যক্তিটি গোত্রভুক্ত হত।

৯। প্রধানদের নির্বাচন বা পদচ্যুতির অধিকারের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু যেহেতু রোমের অস্তিত্বের প্রথম যুগে নির্বাচিত রাজা থেকে অধস্তন সমস্ত সরকারী পদই নির্বাচন অথবা নিয়োগ দ্বারা পূরণ করা হত এবং যেহেতু কিউরিয়াগুলিও তাদের পুরোহিতদের নির্বাচিত করত, সেজন্য ধরে নেওয়া চলে যে, গোত্র প্রধান (principes) সম্বন্ধেও একই প্রণালী

প্রচলিত ছিল — একই পরিবার থেকে প্রার্থী বাছাই করার রীতি ততদিনে যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হোক না কেন।

এই ছিল রোম গোত্রের ক্ষমতাবলি। শুধুমাত্র পূর্ণ পিতৃ-অধিকারে উত্তরণ ব্যতীত এটি ইরকোয়াস গোত্রের কর্তব্য ও অধিকারেরই যথাযথ প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ এখানেও 'স্পষ্টতই ইরকোয়াসরা উপস্থিত'।

আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যেও রোম গোত্র প্রথার প্রকৃতি সম্পর্কে যে কত ভুল ধারণা আজও রয়েছে, তা নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তেই লক্ষণীয়: প্রজাতন্ত্র এবং অগাস্টস যুগের রোমান নামকরণ প্রথা সম্পর্কিত রচনায় ('রোম বিষয়ক গবেষণা', বার্লিন, ১৮৬৪, ১খণ্ড) মম্‌জেন লিখছেন:

'গোত্রনাম শুধু গোত্রের সকল পুরুষ, দাস ব্যতিরেকে, সকল গোত্রভুক্ত পোষ্যরাই ব্যবহার করত না, পরন্তু নারীরাও করত... উপজাতি' (মম্‌জেন কৃত gens কথাটির অনুবাদ) 'বাস্তব অথবা কল্পিত আর এমন কি উদ্ভাবিত একই সাধারণ বংশোদ্ভূত একটি জনসমষ্টি এবং তা সাধারণ পূজাপদ্ধতি, সমাধিস্থান ও উত্তরাধিকার সূত্রে ঐক্যবদ্ধ। সমস্ত স্বাধীন ব্যক্তিবর্গ, অতএব নারীরাও এর তালিকাভুক্ত হতে পারত এবং হতে হত। কিন্তু বিবাহিতা নারীর গোত্রনাম স্থির করা কঠিনতর। বস্তুত স্বগোত্রের বাইরে নারীর বিবাহ নিষিদ্ধ থাকাকালীন এমনটি ছিল না; এবং একথা স্পষ্ট যে, অনেকদিন পর্যন্ত মেয়েদের পক্ষে স্বগোত্র অপেক্ষা অন্য গোত্রে বিবাহ করা অনেক বেশি শক্ত ছিল। ভিন্ন গোত্রে বিবাহের এই অধিকার — অর্থাৎ gentis enuptio — ষষ্ঠ শতাব্দীতেও ব্যক্তিগত সুবিধা ও পুরস্কার হিসেবে দান করা হত... কিন্তু যেখানেই বহির্বিবাহ ঘটত, সেখানেই আদিমতম যুগে নারীকে সম্ভবত তার স্বামীর উপজাতিভুক্ত হতে হত। পুরানো ধর্মীয় বিবাহের ফলে নারীকে যে গোষ্ঠী ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর আইনগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীতে যোগ দিতে হত, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। একথা কে না জানে যে, বিবাহিতা নারী স্বগোত্রে উত্তরাধিকারের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সমস্ত অধিকার হারায় এবং স্বামী, ছেলেমেয়ে ও সাধারণত এদের স্বগোত্রজদের উত্তরাধিকারভিত্তিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং তার স্বামী তাকে যখন পোষ্য হিসেবে নিজের পরিবারে গ্রহণ করে, তখন তার পক্ষে কীভাবে স্বামীর গোত্রের বাইরে থাকা সম্ভব?' (৮-১১ পৃঃ)।

এভাবে মম্‌জেন দাবী করেছেন যে, কোনো একটি গোত্রের রোমান নারী গোড়ার দিকে কেবলমাত্র গোত্রের **মধ্যেই** বিবাহ করতে পারত; অতএব তাঁর মতে রোম গোত্র অন্তর্বৈবাহিক, বহির্বৈবাহিক নয়। এই মতটি অন্য সকল জাতির অভিজ্ঞতার বিরোধী, এবং তা পুরো না হলেও মুখ্যত

লিভিয়াসের রচনার (৩৯ গ্রন্থ, ১৯ অনুচ্ছেদ) একটি মাত্র তর্কাধীন উদ্ধৃতিভিত্তিক যাতে বলা হচ্ছে যে, রোম প্রতিষ্ঠার পর ৫৬৮ সালে অথবা খৃঃ পূঃ ১৮৬ সালে সিনেট নির্দেশ দেয় যে,

'uti Feceniae Hispalae datio, deminutio, gentis enuptio, tutoris optio item esset quasi ei vir testamento dedisset; utique ei ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset, ob id fraudi ignominiaeve esset,' — 'ফেসেনিয়া হিস্পালা তার সম্পত্তি বিলিবন্দোবস্ত করা, তা কমানো, গোত্রের বাইরে বিবাহ করা, অভিভাবক মনোনীত করার অধিকারগুলি যেন' (মৃত) 'স্বামীর উইল অনুসারে তার উপর অর্পিত হয়েছে; সে যেকোনো জন্মস্বাধীন নাগরিককে বিবাহ করতে পারবে এবং যাকে সে বিবাহ করবে সেই ব্যক্তির এজন্য কোনো দোষ বা সম্মানহানি হবে না।'

সন্দেহ নেই ফেসেনিয়া নামক মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী এখানে গোত্রের বাইরে বিবাহের অনুমতি পাচ্ছে। এবং এই বিবরণ অনুযায়ী স্বামী যে উইল করে তার মৃত্যুর পর স্ত্রীকে গোত্রের বাইরে বিবাহের অধিকার দিতে পারত তাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। কিন্তু **কোন** গোত্রের বাইরে?

যদি একজন নারীকে স্বগোত্রেই বিবাহ করতে হয়, যেমনটি মম্‌জেন ধরে নিয়েছেন, তাহলে বিবাহের পরও সে গোত্রের মধ্যেই থাকে। কিন্তু প্রথমত, গোত্র যে অন্তর্বৈবাহিক ছিল এর প্রমাণ প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, নারী গোত্রের মধ্যে বিবাহ করলে পুরুষকেও তাই করতে হত, অন্যথা সে পাত্রী পাবে কোথায়? অতএব আমরা এমন একটি অবস্থায় পেশছেছি যেখানে একজন পুরুষ উইলক্রমে স্ত্রীকে যে অধিকার দিতে পারত, তার নিজের ক্ষেত্রে যা বর্তায় না, আইনের চোখে এ তো একেবারেই অর্থহীন; মম্‌জেনও ব্যাপারটি বোঝেন, তাই অনুমান করেন:

'সম্ভবত গোত্রবহিস্থ বিবাহে শুধুমাত্র অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির আইনগত সম্মতি নয়, উপরন্তু, গোত্রের সকলের সম্মতি দরকার হত' (১০ পৃঃ, টীকা)।

প্রথমত, এটি অত্যন্ত দুঃসাহসী অনুমান এবং দ্বিতীয়ত, এটা উদ্ধৃতির সুস্পষ্ট পাঠের বিরোধী। সিনেট **স্বামীর প্রতিভূ হিসেবে** তাকে এই অধিকার দিচ্ছে; তার স্বামী তাকে যা দিতে পারত এতে সুস্পষ্টভাবেই তাই দেওয়া হচ্ছে, তার কমও নয়, বেশিও নয়। কিন্তু সে যে অধিকার পেল তা **অনপেক্ষ** অধিকার, যা সকল বাধামুক্ত, সুতরাং সে তা ব্যবহার করলে তার নতুন

স্বামী এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না; সিনেট আবার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কন্সাল ও প্রেটরদের নির্দেশ দেয় যেন এই অধিকার ব্যবহারে তার কোনো ক্ষতি না হয়। অতএব মম্‌জেনের অনুমান একেবারেই অচল মনে হয়।

অতঃপর ধরা যাক, একজন নারী ভিন্ন গোত্রের একজন পুরুষকে বিবাহ করল, কিন্তু সে স্বগোত্রেই রইল। তাহলে উপরোক্ত উদ্ধৃতি অনুযায়ী স্ত্রীর গোত্রের বাইরে তাকে বিবাহ করতে বলার অধিকার তার স্বামীর থাকবে। অর্থাৎ স্বামী আদৌ যে গোত্রের সভ্য নয়, তার ব্যাপারেও ব্যবস্থা করার অধিকার তার থাকবে। এটি এতই অযৌক্তিক যে, এই বিষয়ের পুনরালোচনা নিরর্থক।

এখন শুধু এই অনুমানটুকুই বাকি রইল যে, পূর্বোক্ত নারীর প্রথম বিবাহ তার গোত্রবহিস্থ পুরুষের সঙ্গে হয়েছিল এবং সেজন্য সে নিঃসন্দেহে তার স্বামীর গোত্রভুক্ত হয়েছিল, এরকম ক্ষেত্রে মম্‌জেনও যা মেনে নিয়েছেন। সমগ্র ব্যাপারটি এখন স্বতঃবোধ্য; বিবাহ মাধ্যমে প্রাক্তন স্বগোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন এই নারী স্বামীর গোত্রভুক্ত হয় এবং এই নতুন গোত্রে একটি বিশেষ অবস্থানে আসীন থাকে। সে এই গোত্রের সদস্য, কিন্তু রক্তসম্পর্কিত আত্মীয় নয়; যেভাবে সে এই গোত্রভুক্ত হয়েছে, তাতে এই বিবাহজনিত কারণে গোত্রে তার বিবাহের উপর সমস্ত নিষেধ গোড়াতেই নাকচ হয়ে যায়; অধিকন্তু সে এই গোত্রের বিবাহগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্বামীর মৃত্যুতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্থাৎ গোত্রের একজন সভ্যের সম্পত্তি লাভ করছে। ঐ সম্পত্তি যাতে গোত্রের মধ্যেই থাকে সেজন্যে তার প্রথম স্বামীর কোনো স্বগোত্রীয়কেই যে সে বিবাহ করতে বাধ্য হবে তার চেয়ে বেশি স্বাভাবিক আর কী হতে পারে? তা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যতিক্রম করতে হয়, তবে সম্পত্তিদাতা তার সেই প্রথম স্বামীর চেয়ে ও অধিকার দেবার যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে হতে পারে? যখন সে তার সম্পত্তির একাংশ স্ত্রীকে দান করছে ও যুগপৎ সে স্ত্রীকে বিবাহ দ্বারা অথবা বিবাহের ফলে ঐ সম্পত্তি অন্য গোত্রে হস্তান্তর করবার অনুমতি দিচ্ছে, তখনও সে ঐ সম্পত্তির মালিক থাকছে; সুতরাং সে যথার্থই নিজ সম্পত্তিই বিতরণ করছে। আর সেই নারী এবং স্বামীর গোত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ধরলে স্বামীই নিজ স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ দ্বারা স্ত্রীকে স্বগোত্রে এনেছিল; অতএব এটা

খুবই স্বাভাবিক যে, সে-ই আবার অপর একটি বিবাহ দ্বারা স্ত্রীকে তার গোত্র ত্যাগ করার অধিকার দেবে। সংক্ষেপে বলা যায়, রোমান গোত্রের আজগুবি অন্তর্বৈবাহিক ধারণাটি পরিত্যাগ করে মর্গানের মতানুযায়ী আদিতে একে বহির্বৈবাহিক বলে গণ্য করলেই ব্যাপারটি সরল ও স্বতঃস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সর্বশেষে আরও একটি অভিমত আছে এবং তার অনুগামীর সংখ্যা সম্ভবত সর্বাধিক; এতে লিভিয়াসের উদ্ধৃতিটির অর্থ কেবলমাত্র এরূপ যে,

> 'মুক্ত ক্রীতদাসীরা (libertae) বিশেষ অনুমতি ছাড়া e gente enubere' (গোত্রবহিস্থ বিবাহ) 'করতে অথবা অন্য এমন কোনো কিছু করতে পারে না যা capitis diminutio minima-র* সঙ্গে জড়িত থাকায় libertaটির গোত্রীয় গোষ্ঠী পরিত্যাগের হেতু হতে পারে' (লাঙ্গে, 'রোমের প্রাচীন কথা', বার্লিন, ১৮৫৬, ১ খন্ড, ১৯৫ পৃঃ, যেখানে লিভিয়াসের উদ্ধৃতি নিয়ে হুশ্‌কে'র লেখার উপর মন্তব্য করা হয়েছে)।

এই অনুমান যদি সঠিক হয়, তাহলে উদ্ধৃতিটি জন্মস্বাধীন রোমান নারীর অবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছুই প্রমাণ করে না এবং স্বগোত্রে তাদের বিবাহের বাধ্যবাধকতার পক্ষেও কোনো সঙ্গত কারণ দর্শায় না।

Enuptio gentis বাক্যাংশটি লিভিয়াসের মাত্র এই একটি জায়গাতেই আছে এবং সমগ্র রোম সাহিত্যের অন্য কোথাও তা পাওয়া যায় না; enubere শব্দটি যার অর্থ বহির্বিবাহ, এটিও লিভিয়াসে মাত্র তিন জায়গায় পাওয়া যায়, এবং তা গোত্র প্রসঙ্গে নয়। রোমান নারী যে কেবল গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করতে পারে এই আজগুবি ধারণাটি শুধু এই একটি মাত্র উদ্ধৃতিতেই রয়েছে। কিন্তু তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, হয় উদ্ধৃতিটি মুক্ত দাসীদের উপর বিশেষ বিধিনিষেধ সম্পর্কিত যা জন্মস্বাধীন নারী (ingenuae) সম্পর্কে কিছুই প্রমাণ করে না, অথবা এটি জন্মস্বাধীন নারীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলে বরং এতে প্রমাণই হয় যে, তারা নিয়মমতো বহির্গোত্রেই বিবাহ করত এবং বিবাহের ফলে স্বামীর গোত্রভুক্ত হত। অতএব উদ্ধৃতিটি মম্‌জেনের বিরুদ্ধে এবং মর্গানের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

* পারিবারিক অধিকার হরণ। — সম্পাঃ

রোম প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন শ' বছর পরও গোত্রবন্ধন এতই শক্ত ছিল যে, ফেবিয়ান নামে একটি আশরাফ গোত্র সিনেটের অনুমতি নিয়ে নিজেরাই প্রতিবেশী ভিয়ি নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেছিল। কথিত আছে, ৩০৬ জন ফেবিয়ান অভিযানে অংশ গ্রহণ করে এবং শত্রুর ফাঁদে নিহত হয়। একটি মাত্র বালকই শুধু অবশিষ্ট রইল এবং সে-ই গোত্রের বংশধারা অব্যাহত রাখল।

আমরা আগেই বলেছি যে, দশটি গোত্র নিয়ে একটি ফ্রাত্রী গঠিত হত, যাকে এরা বলত কিউরিয়া এবং গ্রীক ফ্রাত্রীর তুলনায় এর গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব ছিল অনেক বেশি। প্রত্যেক কিউরিয়ার নিজের ধর্মানুষ্ঠান, পূতবস্তু এবং পুরোহিত থাকত; শেষোক্তরা একত্রে রোমানদের একটি পুরোহিতমণ্ডলী গঠন করত। দশটি কিউরিয়া নিয়ে একটি উপজাতি গঠিত হত যারও সম্ভবত প্রথম দিকে নিজস্ব নির্বাচিত প্রধান — সেনাপতি ও প্রধানতম পুরোহিত থাকত — যেমনটি অন্য সব ল্যাটিন উপজাতির ছিল। তিনটি উপজাতির সমবায়ে গঠিত ছিল রোমান জাতি — populus romanus।

অতএব রোম জাতির সদস্য কেবল তারাই হতে পারত যারা ছিল কোনো গোত্রের সভ্য এবং সেজন্য কোনো একটি কিউরিয়া ও উপজাতির সভ্য। এই জাতির প্রথম শাসনতন্ত্র ছিল নিম্নরূপ। সামাজিক কাজকর্ম পরিচালনা করত সিনেট যার সম্পর্কে নিয়েবুরই প্রথমে নির্ভুল বিবরণ দিয়েছেন যে, এটি তিন শ' গোত্র প্রধানদের নিয়ে গঠিত; গোত্রের প্রধান হিসেবে এই ব্যক্তিদের পিতা (patres) বলে এবং সমবেতভাবে সিনেট (প্রধানদের পরিষদ, senex কথাটি থেকে, যার মানে বৃদ্ধ) বলে সম্ভাষণ করা হত। এখানেও গোত্রের একই পরিবার থেকে প্রধান নির্বাচনের রীতি থেকে প্রথম গোত্রীয় আভিজাত্যের উদ্ভব ঘটল; এই পরিবারগুলি নিজেদের আশরাফ আখ্যা দিল এবং সিনেটে আসন লাভের বিশেষ অধিকার ও সকল সরকারী পদের সর্বৈব অধিকার দাবী করল। জনগণ যে কালক্রমে এই দাবী মেনে নেয় এবং তার ফলে এটি একটি সত্যিকার অধিকার হয়ে দাঁড়ায়, তা রমুলাস কর্তৃক প্রথম সিনেটর ও তাদের বংশধরদের আশরাফ পদমর্যাদা ও সুবিধা দানের কিংবদন্তীতে প্রকটিত। যেমন এথেন্সীয় bulê তেমনি সিনেটেরও বহু

ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল এবং তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলি, বিশেষত নতুন আইনের প্রাথমিক আলোচনা করত। এই আইনগুলি comitia curiata (কিউরিয়াগুলির সভা) নামক জনসভায় গৃহীত হত। সমবেত জনগণ কিউরিয়া অনুযায়ী এবং প্রত্যেক কিউরিয়ায় সম্ভবত আবার গোত্র অনুযায়ী স্থান গ্রহণ করত; সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ত্রিশটি কিউরিয়ার প্রত্যেকের একটি করে ভোট থাকত। কিউরিয়াগুলির এই সভা আইন গ্রহণ বা বর্জন, rex সমেত (তথাকথিত রাজা) সমস্ত ঊর্ধ্বতন পদাধিকারীদের নির্বাচন, যুদ্ধ ঘোষণা (কিন্তু সন্ধি করত সিনেট) এবং সর্বোচ্চ আদালত রূপে রোমান নাগরিকদের প্রাণদণ্ডের সমস্ত মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষদের আপীল নিষ্পত্তি করত। — সর্বশেষে সিনেট ও জনসভার পাশেই ছিল ঠিক গ্রীকদের বেসিলিয়াসের অনুরূপ rex এবং তিনি মোটেই একচ্ছত্র রাজা* ছিলেন না, যেমনটি মম্‌জেন দেখিয়েছেন। তিনিও যুদ্ধে সেনাপতি, প্রধান পুরোহিত এবং কোনো কোনো বিচারালয়ের সভাপতি ছিলেন। সেনাপতি হিসেবে শৃঙ্খলাবিধান অথবা আদালতের প্রধান বিচারপতি রূপে রায় কার্যকরী করার শক্তি থেকে যেটুকু অধিকার বর্তাত তাছাড়া বেসামরিক প্রশাসনে তাঁর কোনো অধিকার অথবা নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির ব্যাপারে তাঁর কোনো ক্ষমতা ছিল না। রেক্সের পদ বংশগত ছিল না; বরং তাঁকে, সম্ভবত বিদায়ী রেক্সের মনোনয়নক্রমে, প্রথমে কিউরিয়াগুলির সভা নির্বাচিত করত এবং পুনরায় দ্বিতীয় সভায়

---

* ল্যাটিন rex শব্দ কেল্ট-আইরিশ righ (উপজাতির প্রধান) এবং গথদের reiks শব্দের সমার্থজ্ঞাপক; শেষ শব্দটি যে জার্মান Fürst-এর মতো (ইংরেজী first ও ডেনিশ förste শব্দ, অর্থাৎ 'প্রথম') শুরুতে বোঝাত গোত্র বা উপজাতির প্রধান, সেটা সুস্পষ্ট হয় এই তথ্য থেকে যে, গথরা চতুর্থ শতাব্দীতে পরবর্তীকালের রাজা, সমগ্র জনগণের সেনাপতি বোঝাবার জন্য ইতিমধ্যে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করত: যথা, thiudans। আলফিলার অনূদিত বাইবেলে আর্টাক্সেরক্সের ও হেরড'কে কখনই reiks বলা হয় নি, পরন্তু কেবল thiudans বলা হয়েছে এবং সম্রাট টাইবেরিয়াসের শাসিত দেশকে reiki নয়, পরন্তু thiudinassus বলা হয়েছে। গথদের thiudans অথবা ভুল অনুবাদ করে আমরা যে নাম দিয়েছি সেই রাজা Thiudareiks, Theodorich অর্থাৎ Dietrich দুটো নামই একসঙ্গে মিলে যায়। (এঙ্গেলসের টীকা)।

বিধিমতো তাঁর পদাভিষেক নিষ্পন্ন হত। তাঁকে যে পদচ্যুত করা যেত, তা টার্কুইনিয়স সুপার্বাসের ভাগ্য থেকেই প্রমাণিত হয়।

বীরযুগের গ্রীকদের মতোই তথাকথিত রাজাদের সময়কার রোমানরা গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতি ভিত্তিক একটি সামরিক গণতন্ত্রে বসবাস করত, যা থেকে এর বিকাশ ঘটে। যদিও কিউরিয়া ও উপজাতিগুলি অংশত কৃত্রিমভাবে সংগঠিত হয়েও থাকে, তবু যে সমাজে তাদের উদ্ভব এবং যাতে তখনও তারা চারিদিকে বেষ্টিত, সেই সমাজেরই খাঁটি ও স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত আদর্শের ছাঁচেই তাদের গড়া হয়েছিল। যদিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত আশরাফ অভিজাতরা ইতিমধ্যেই তাদের অটল পদভূমির আশ্রয় লাভ করেছিল এবং রেক্সরা ক্রমে ক্রমে নিজেদের অধিকারবৃদ্ধিতে সচেষ্ট ছিল, তবুও এতে শাসনব্যবস্থার আদি মৌলিক চরিত্র বদলে যায় না এবং এটাই আসল কথা।

ইতিমধ্যে রোম নগরী এবং দেশজয়ের ফলে প্রসারিত রোম প্রদেশের জনসংখ্যা অংশত বহিরাগতদের জন্য এবং অংশত বিজিত অঞ্চলগুলি, বিশেষত ল্যাটিন জেলাগুলির জনগণ মারফৎ বাড়তে থাকে। এসব নতুন প্রজারা (এখনকার মতো আমরা আশ্রয়াধীনদের কথা আলোচনা করছি না) পুরাতন গোত্র, কিউরিয়া ও উপজাতির বাহিরের লোক এবং সেজন্য এরা populus romanus বা যথার্থ রোমান জাতির অন্তর্গত নয়। এঁরা ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন ছিল, এরা জমির মালিক হতে পারত, এদের খাজনা দিতে হত এবং যুদ্ধের কাজ করারও দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তারা সরকারী পদ পেতে এবং কিউরিয়াগুলির সভায় অংশ নিতে কিংবা বিজিত রাষ্ট্রের ভূমিবণ্টনেরও অংশভাগী হতে পারত না। তারাই সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিকারবঞ্চিত আতরাফ। অবিরাম সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্রসজ্জার জন্য তারা পুরাতন populus-এর কাছে — এখন বহিরাগতদের নিয়ে যাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সমস্ত পথ কঠোরভাবে বন্ধ করা হয়েছিল — ত্রাসের কারণ হয়ে উঠল। উপরন্তু মনে হয়, populus ও আতরাফদের মধ্যে জমির মালিকানা একরকম সমভাবেই বণ্টন করা হয়েছিল, কিন্তু বাণিজ্য ও শিল্পজাত সম্পদ তখনও তত প্রচুর না হলেও প্রধানত তা আতরাফদের হাতেই ছিল।

একেই তো রোমের ঐতিহাসিক সূচনাপর্বের কিংবদন্তিগত উৎপত্তির সবই ঘন অন্ধকারে আবৃত; তার উপর আবার তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে সমস্ত যুক্তিনিষ্ঠ প্রয়োগবাদী চেষ্টা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে আইনী শিক্ষাপ্রাপ্ত লেখকরা আমাদের কাছে মূল গ্রন্থস্বরূপ যে সমস্ত রচনা রেখে গেছেন, তার ফলে এই অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়েছে; এই কারণেই কখন, কোন পথে, কী কী কারণে বিপ্লব এসে পুরানো গোত্র প্রথার অবসান ঘটিয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থিত করা অসম্ভব। তবে আতরাফ এবং populus-এর মধ্যেকার সংঘর্ষের ভেতরই যে এই সমস্ত কারণ নিহিত সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত।

রেক্স সার্ভিয়াস টুলিয়াসের নামে প্রচলিত নতুন শাসনতন্ত্র অনেকটা গ্রীক ধাঁচের, বিশেষত সলোনের শাসনতন্ত্রের ঘনিষ্ঠ; এর সৃষ্ট নতুন জনসভায় আশরাফ ও আতরাফ শুধু সামরিক দায়িত্ব পালন করে কি না এই নিরিখেই সমভাবে তার অন্তর্ভুক্ত হল অথবা বাদ পড়ল। সামরিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য সমস্ত পুরুষ জনসংখ্যাকে সম্পত্তি অনুযায়ী ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হল। প্রথম পাঁচটি শ্রেণীর ন্যূনতম সম্পদমূল্য ছিল: প্রথম — ১,০০,০০০, দ্বিতীয় —৭৫,০০০, তৃতীয় —৫০,০০০, চতুর্থ —২৫,০০০ এবং পঞ্চম —১১,০০০ অ্যাসেস (asses)। দ্যুরো দ্য লা মালের হিসাবে ঐ পরিমাণগুলি যথাক্রমে ১৪,০০০, ১০,৫০০, ৭,০০০, ৩,৬০০ এবং ১,৫৭০ মার্ক। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছিল প্রলেতারীয়রা যাদের ধনসম্পত্তি ছিল আরও কম এবং যাদের সামরিক দায়িত্ব ছিল না ও কর দিতে হত না। সেণ্টুরিয়াগুলির নতুন সভায় (comitia centuriata) নাগরিকরা সৈন্যদের কায়দায়, এক শ' লোকের এক-একটি বাহিনীতে (সেণ্টুরিয়া) সংঘবদ্ধ হত এবং প্রত্যেক সেণ্টুরিয়ার একটি করে ভোট থাকত। প্রথম শ্রেণী যোগাত ৮০, দ্বিতীয় শ্রেণী —২২, তৃতীয় —২০, চতুর্থ —২২ ও পঞ্চম —৩০ এবং ষষ্ঠ শুধু লোকদেখানোর একটি সেণ্টুরিয়া। মূলত সর্বাপেক্ষা ধনীদের সমবায়ে গঠিত ১৮ সেণ্টুরিয়া অশ্বারোহী এর সঙ্গে যোগ করা হত; সবসুদ্ধ এই সংখ্যা ছিল ১৯৩ সেণ্টুরিয়া। সংখ্যাধিক্যের জন্য ৯৭ ভোট দরকার হত; কিন্তু কেবল প্রথম শ্রেণী ও অশ্বারোহীদের একত্রে ৯৮ ভোট অর্থাৎ

সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল; তারা একমত হলে অন্য শ্রেণীর অমতেই তারা বৈধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত।

এই নবগঠিত সেণ্টুরিয়ার উপর সেসব রাজনৈতিক অধিকার অর্সাল যা পূর্বতন কিউরিয়া সভার হাতে ছিল (নামমাত্র কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া); এর ফলে এথেন্সের মতো এখানেও কিউরিয়া ও এগুলির অন্তর্ভুক্ত গোত্রগুলি অধঃপতিত হয়ে কেবল ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় সংগঠনে পর্যবসিত অবস্থায় সেভাবে বহুদিন টিকেছিল, কিন্তু কিউরিয়া সভার অচিরেই বিলোপ ঘটল। তিনটি পুরানো গোত্রভিত্তিক উপজাতিকেও রাষ্ট্র থেকে অপসারণের জন্য চারটি অঞ্চলভিত্তিক উপজাতি গঠন করা হল — এরা নগরের এক-একটি পাড়ায় বাস করত এবং কিছু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত।

এভাবে রোমেও ব্যক্তিগত রক্তবন্ধনের ভিত্তিতে পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থা তথাকথিত রাজ প্রথা অবসানের আগেই ধ্বংস হয়ে গেল এবং আঞ্চলিক বিভাগ ও সম্পত্তির তারতম্যের ভিত্তিতে একটি নতুন রীতিমতো রাষ্ট্রব্যবস্থা তার স্থলবর্তী হল। এখানে সৈন্যদলে বাধ্যতামূলকভাবে কর্মরত নাগরিকদের হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল এবং এই ক্ষমতা শুধু দাসদের বিরুদ্ধেই নয়, অধিকন্তু সামরিক দায়িত্ব ও অস্ত্রবহনের অধিকারবঞ্চিত তথাকথিত প্রলেতারীয়দের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হত।

সত্যিকার রাজক্ষমতা দখলকারী সর্বশেষ রেক্স, টার্কভিনিয়স সুপার্বাসকে বহিষ্কার করার পর, রেক্সের স্থলে (ইরকোয়াসদের মতো) সমক্ষমতাসম্পন্ন দুজন সামরিক অধিনায়কের (কন্সাল) ব্যবস্থা করে নতুন শাসনতন্ত্র আরও বিকশিত হয়েছিল মাত্র। এই শাসনতন্ত্রের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছিল রোম প্রজাতন্ত্রের সমগ্র ইতিহাস: প্রশাসনে প্রবেশ ও সরকারী জমিতে যোগদানের জন্য আশরাফ ও আতরাফদের সংগ্রাম ও সংঘাত, এবং বৃহৎ ভূপতি ও ধনপতিদের নতুন এক শ্রেণীতে শেষ পর্যন্ত আশরাফ অভিজাততন্ত্রের বিগলন; যারা সামরিক বৃত্তিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষকদের ক্রমে আত্মসাৎকৃত সমস্ত জমি দিয়ে তৈরি বিরাট বিরাট ভূখণ্ড ক্রীতদাসদের হাতে চাষ করবার ব্যবস্থা করেছিল, ইতালিকে জনশূন্য করে দিয়েছিল এবং এভাবে কেবল সাম্রাজ্য শাসনেরই নয়, তার অনুগামী জার্মান বর্বরদের দ্বারও অবারিত করে দিয়েছিল।

৭

কেল্ট ও জার্মানদের মধ্যে গোত্র

বর্তমান যুগের বিভিন্ন বন্য ও বর্বর জাতিগুলির মধ্যে অল্পাধিক বিশুদ্ধরূপে যেসব গোত্রসংঘটন পাওয়া গিয়েছে, অথবা এশিয়ার সভ্য জাতিগুলির প্রাচীন ইতিহাসে এই ধরনের সংগঠনের যেসব চিহ্ন আছে, স্থানাভাবের জন্য তা নিয়ে আলোচনা করা গেল না। কোনো না কোনো ধরনে এগুলি সর্বত্রই সহজদৃষ্ট। এজন্য কয়েকটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। গোত্র যথাযথভাবে সনাক্ত হবার আগেই যিনি একে প্রাণপণে ভুল বুঝাতে চেয়েছেন সেই ম্যাক-লেনানই তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এবং কাল্‌মিক, চেরকেশীয়, সাময়েদ* এবং তিনটি ভারতীয় উপজাতি — ওয়ারালি, মাগার ও মণিপুরীদের মধ্যে এর মূল রূপরেখায় সঠিক বিবরণ দেন। মাক্সিম কভালেভ্‌স্কি সম্প্রতি প্‌শাভ, খেভ্‌সুর, স্‌ভান ও অন্যান্য ককেশীয় উপজাতির মধ্যে একে আবিষ্কার করে এর বিবরণ উপস্থাপিত করেন। এখানে আমরা কেল্ট ও জার্মানদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই নিজেদের সীমিত রাখব।

আমাদের কাল অবধি অব্যাহত কেল্টদের প্রাচীনতম আইনগুলিতে গোত্রের অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত; আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংরেজ কর্তৃক বলপূর্বক এই প্রথা নষ্ট করার পরও তা অন্তত স্বতঃচেতনা রূপে জনমানসে আজও বেঁচে আছে; গত শতাব্দীর মাঝামাঝিও স্কটল্যাণ্ডে এটি সুপ্রকট ছিল এবং এখানেও কেবল ইংরেজদের অস্ত্র, আইন ও আদালতের সামনেই তাকে পরাজিত হতে হয়েছিল।

একাদশ শতাব্দীর পরে নয়, ইংরেজদের বিজয়লাভের (২৭) অনেক শতাব্দী আগে রচিত ওয়েল্‌সের প্রাচীন আইনগুলিতে দেখা যায় যে, তখনও গোটা গ্রামে সমবেত চাষবাস চলছে, যদিও সেটা ছিল ব্যতিক্রম এবং পূর্ববর্তী সর্বজনীন প্রথার লুপ্তাবশেষ; প্রত্যেক পরিবারের পাঁচ একর নিজস্ব চাষের জোত ছিল; আরও একটি ভূখণ্ডে একসঙ্গেই সকলে সমবেতভাবে চাষ করত

* নেনেৎস জাতিসত্তার পূর্বতন রুশী নাম। — সম্পাঃ

এবং ফসল ভাগাভাগি করত। আইরিশ ও স্কটিশ দৃষ্টান্তগুলি বিচার করে দেখলে আর কোনো সন্দেহই থাকে না যে, এই গ্রাম্য গোষ্ঠীগুলি ছিল গোত্র বা গোত্রের অনুবিভাগ; যদিও ওয়েল্‌সের আইন পুনরানুসন্ধানে — যা সময়াভাবে আমার দ্বারা সম্ভব নয় (আমার নোটগুলি ১৮৬৯ সালের [২৮]) এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলবে না। কিন্তু ওয়েল্‌স ও আইরিশদের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটি প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে একাদশ শতাব্দীতেও কেল্টদের মধ্যে জোড়বাঁধা পরিবার তখনও একগামিতাকে বিশেষ জায়গা ছেড়ে দেয় নি। ওয়েল্‌সে বিবাহ সাত বছর উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অচ্ছেদ্য বিবেচিত হত না অথবা বলা ভাল বিচ্ছেদের নোটিস দেওয়া চলত। এমন কি সাত বছর পূর্ণ হতে মাত্র তিন রাত্রি বাকি থাকলেও বিবাহিত দম্পতি পৃথক হতে পারত। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগাভাগি করত: স্ত্রী ভাগ করত এবং পুরুষ নিজের অংশ বেছে নিত। অত্যন্ত হাস্যকর কতকগুলি নিয়মানুযায়ী আসবাবপত্র ভাগ করা হত। পুরুষের পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ হলে তাকে বিবাহের যৌতুক ও অন্য কয়েকটি জিনিস স্ত্রীকে ফেরত দিতে হত আর স্ত্রী বিচ্ছেদ চাইলে তার ভাগে কিছু কম পড়ত। সন্তানসন্ততির মধ্যে পুরুষ দুটি এবং স্ত্রী একটি, যথা মেজো সন্তানটি পেত। যদি বিবাহবিচ্ছেদের পরে স্ত্রী আবার বিবাহ করত এবং তার প্রথম স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে আসত, তাহলে নারীটি তার প্রথম স্বামীর অনুসরণ করতে বাধ্য হত, এমন কি ইতিমধ্যে নতুন স্বামীর শয্যায় এক পা বাড়িয়ে থাকলেও। কিন্তু দুজনে সাত বছর একসঙ্গে থাকলে আনুষ্ঠানিক বিবাহ ছাড়াই তারা স্বামীস্ত্রী বলে বিবেচিত হয়। বিবাহের পূর্বে নারী মোটেই কড়াকড়িভাবে কৌমার্য রক্ষা করত না এবং এরকম দাবীও করা হত না; এই বিষয়ে বিধিনিষেধ ছিল নিতান্ত তুচ্ছ ধরনের এবং তা বুর্জোয়া নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। কোনো নারী ব্যভিচারলিপ্ত হলে স্বামী তাকে প্রহার করতে পারত (যা তিনটি উপলক্ষ্যের একটি যখন স্বামী প্রহার করলেও তার কোনো শাস্তি হত না) কিন্তু প্রহারের পরে সে অন্য কোনোই প্রতিকার দাবী করতে পারত না; কারণ,

'একটি অপরাধের জন্য হয় প্রায়শ্চিত্ত নয় প্রতিশোধ, কিন্তু দুটি অবশ্যই অচল।'*

* 'ওয়েল্‌সের প্রাচীন আইন ও নির্দেশাবলি', ১ খণ্ড, ১৮৪১, ৯৩ পৃঃ। — সম্পাঃ

যেসব কারণে একজন নারী বিবাহচ্ছেদের দাবী করলে সম্পত্তি বণ্টনের সময়ে তার কোনো অধিকার ক্ষুণ্ণ হত না, সেগুলি নানা ধরনের: পুরুষের মুখের দুর্গন্ধই এজন্য যথেষ্ট বিবেচিত হত। উপজাতি প্রধান অথবা রাজাকে প্রথম রাত্রির অধিকারের বদলে যে মুক্তিপণ (gobr merch, এ থেকে মধ্যযুগীয় প্রতিশব্দ marcheta, ফরাসী — marquette) দিতে হত, আইনসংহিতায় তার একটি বৃহৎ ভূমিকা ছিল। নারীর জনসভায় ভোট দেবার অধিকার ছিল। এসঙ্গেই বলা যায় যে, আয়ার্ল্যান্ডেও অনুরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে; সেখানেও মেয়াদী বিবাহের প্রথা সুপ্রচলিতই ছিল এবং বিচ্ছেদের সময় নারী সুনির্দিষ্ট কিছু সুযোগসুবিধা, এমন কি গার্হস্থ্য কাজের পারিশ্রমিক পর্যন্ত পেত; অন্যান্য স্ত্রীর সঙ্গে এখানে একজন 'প্রথমা স্ত্রী' থাকত এবং মৃতের সম্পত্তিভাগের সময় বৈধ ও অবৈধ সন্তানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হত না। এভাবে আমরা জোড়বাঁধা পরিবারের যে ছবি পাই তার তুলনায় উত্তর আমেরিকায় প্রচলিত বিবাহকে অনেক বেশি কঠোর মনে হবে; কিন্তু সিজারের যুগে যাদের মধ্যে সমষ্টি-বিবাহ প্রচলিত ছিল, একাদশ শতাব্দীতে তাদের এই অবস্থা বিশেষ আশ্চর্যজনক কিছু নয়।

প্রাচীন আইনপুস্তকেই শুধুমাত্র আইরিশ গোত্র (sept, এখানে উপজাতিকে বলা হত clainne, ক্ল্যান) প্রমাণিত ও উল্লিখিত হয় নি, উপরন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে যে ইংরেজ আইনজ্ঞরাও ক্ল্যানের জমিগুলিকে ইংলন্ডের রাজার দখলে আনার জন্য সমুদ্রের ওপারে প্রেরিত হয়েছিল তারাও এর বিবরণ দিয়েছেন। সর্দাররা ইতিমধ্যেই যেখানে জমিকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন করে নি সেখানে তখন পর্যন্ত জমি ক্ল্যান অথবা গোত্রের যৌথ সম্পত্তি ছিল। গোত্রের কোনো লোক মারা গেলে যখন একটি সংসার বন্ধ হয়ে যেত তখন গোত্রের প্রধান (ইংরেজ আইনজ্ঞরা তার নাম দিয়েছে caput cognationis) অবশিষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে গোত্রের সমস্ত জমি পুনর্বণ্টন করতেন। সম্ভবত এই পুনর্বণ্টনের সাধারণ নিয়মটি জার্মানিতে দেখা যায়। এখনও আমরা কিছু কিছু গ্রাম পাই, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে যেগুলি বহুসংখ্যক ছিল, যেখানে ক্ষেতগুলি তথাকথিত rundale বিধির মধ্যে পড়ে। ইংরেজ বিজয়ীরা গোত্রের যৌথ জমি বেদখল করার পর থেকে

সে জমির কৃষকরা স্বতন্ত্র প্রজা হিসেবে তার নিজস্ব জোতের জন্য খাজনা দেয় বটে, কিন্তু তারা সমস্ত আবাদী জমি ও মাঠ একত্র করে গুণ ও অবস্থানানুসারে ফালি ফালি ভাগক্রমে তা বণ্টন করে দেয়; মোসেল অঞ্চলে এই ফালির নাম Gewanne, এবং সেখানে প্রত্যেকেই এক-এক ফালির ভাগীদার; জলাজমি ও চারণভূমি যৌথভাবে ব্যবহৃত। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও মাঝে মাঝেই, কখনও কখনও বছরে বছরে পুনর্বণ্টন হত। এরকম একটি rundale গ্রামের ছবি মোসেল অথবা হোক্‌ভাল্ড অঞ্চলের জার্মান কৃষক গৃহস্থালি গোষ্ঠীগুলির অবিকল প্রতিলিপি, গোত্রগুলি এখন 'factions'-এর* মধ্যেও টিকে রয়েছে। আইরিশ কৃষকরা অনেক সময় এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অনুসারে দলবদ্ধ হয় যা একধারে বিদ্‌ঘুটে ও অর্থহীন এবং ইংরেজদের সম্পূর্ণ অবোধ্য। এই সব দলের একমাত্র উদ্দেশ্য যেন সগাম্ভীর্যে পরস্পরকে পিটিয়ে মারার জন্য একটি জনপ্রিয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে জড় হওয়া। এগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত গোত্রের কৃত্রিম পুনরুজ্জীবন ও পরে তার বদলি গ্রহণ যাতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গোত্রীয় প্রবৃত্তির ক্রমানুবর্তন স্বকীয় উদ্ভট বৈশিষ্ট্যে প্রদর্শিত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, কোনো কোনো জায়গায় গোত্রের সদস্যারা প্রায় একসঙ্গে তাদের পুরানো এলাকাতে বসবাস করত; দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিরিশের দশকে মনাখান কাউণ্টি উল্লেখ্য। এর অধিকাংশ অধিবাসী তখনও মাত্র চারিটি পারিবারিক নাম ব্যবহার করত অর্থাৎ সেগুলি চারটি গোত্র অথবা ক্ল্যানের উত্তরাধিকারী ছিল।**

---

* পার্টিগুলি। — সম্পাঃ

** আমি আয়ার্ল্যান্ডে (২৯) অল্প কয়েক দিন থাকার সময় আবার উপলব্ধি করি যে, সেখানকার গ্রাম্য জনসংখ্যা তখনও কী পরিমাণে গোত্রযুগের ধ্যানধারণার মধ্যে বসবাস করছিল। কৃষক যে জমিদারের প্রজা তাকে সে এখনও ক্ল্যান প্রধানের মতো মনে করে, যে সবার স্বার্থে চাষবাস তদারক করে, কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা হিসেবে করের অধিকারী হলেও, যে আপদে-বিপদে কৃষককে সাহায্য করতে বাধ্য। ঐ একইভাবে মনে করা হয় যে, প্রত্যেকটি সচ্ছল লোক দরিদ্র বিপন্ন প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে বাধ্য। এই সাহায্য ভিক্ষাদান নয়; ধনী সদস্য অথবা ক্ল্যানের সর্দারের কাছ থেকে এটি ক্ল্যানের দরিদ্র সদস্যদের অধিকার হিসেবেই প্রাপ্য। অর্থনীতিবিদ ও আইনজ্ঞরা কেন অনুযোগ করে যে, আইরিশ কৃষকের মাথায় আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির ধারণা প্রবেশ করানো

১৭৪৫ সালের বিদ্রোহ দমনের সময় থেকেই স্কটল
পতন দেখা যায় (৩০)। এই প্রথার মধ্যে স্কটিশ ক্ল্যানের
তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ, তবে নিঃসন্দেহে তা প্রথার একটি
স্কটের উপন্যাসগুলি স্কটল্যান্ডের মালভূমি ক্ল্যানের ছবি
সামনে জীবন্ত করে তুলেছে। এ বিষয়ে মর্গান বলছেন:

'এটি সংগঠন ও মনোবৃত্তির দিক থেকে গোত্রের একটি
সদস্যদের উপর গোত্রবদ্ধ জীবনযাত্রার প্রতাপের একটি অত্যুৎকৃষ্ট দৃ
ও রক্তের বদলা, স্থানীয় এলাকায় তাদের অধিষ্ঠান, জমির যৌথ ব্যব
প্রতি সভ্যদের আনুগত্য এবং সভ্যদের পরস্পর আনুগত্য, এগুলির
সমাজের দুর্মর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই... বংশক্রম ছিল পিতৃ-অধিক
সন্তান ক্ল্যানের মধ্যে থাকত এবং নারীর সন্তান তাদের পিতৃ-ক্ল্যানে প

[illegible] মাতৃ-অধিকার যে প্রচলিত ছিল ত
যায় পিক্টস্ রাজ পরিবারে যেখানে, বেডের কথায়, নারীধা
প্রচলিত ছিল। এমন কি মধ্যযুগ পর্যন্ত স্কটিশ ও ওয়েলস্
পুনালুয়া পরিবারের আভাস মেলে প্রথম রাত্রির অধিকার থে
ক্ল্যানের সর্দার অথবা রাজা প্রাক্তন যৌথ স্বামীদের সব
হিসেবে মুক্তিপণ না পেলে প্রত্যেক পাত্রীর কাছে সেই অ
করতে পারত।

অসম্ভব, এতেই তা অর্থবহ; মালিকানার যে শুধু অধিকার আছে,
তা বোঝার ক্ষমতা আইরিশ কৃষকের নেই। তাই যখন দেখি যে, গ্রামে
এই ধরনের সরল গোত্রীয় ধারণাবলি নিয়ে সহসা ইংলণ্ড বা আ
নগরে এসে সেখানকার জনসংখ্যার একেবারে পৃথক নৈতিক ও আইন
তাদের নীতি ও ন্যায়বিচার একেবারে গুলিয়ে ফেলে এবং সমস্ত নি
ব্যাপকভাবে নীতিহীনতায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, তখন আর
(১৮৯১ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

* L. H. Morgan. 'Ancient Society', London, 1877,
সম্পাঃ

* * *

জাতিগুলির দেশান্তরণ শুরু হবার সময় পর্যন্ত জার্মানরা যে গোত্রবদ্ধ ছিল, সে কথা অকাট্য। সম্ভবত তারা খৃস্টাব্দের মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে ডানিউব, রাইন, ভিস্টুলা ও উত্তুরে সাগরগুলির মাঝখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করত; কিম্‌ব্রি ও টিউটনরা তখনও পূর্ণমাত্রায় ভ্রাম্যমাণ এবং সিজারের পূর্বাবধি সুয়েভরাও স্থায়ী বসতি স্থাপন করে নি। সিজার স্পষ্টত বলেছেন যে, শেষোক্তরা গোত্র ও আত্মীয় গোষ্ঠী (gentibus cognationibusque) বসতি স্থাপন করেছিল, এবং gens Julia-র* একজন রোমানের মুখের gentibus কথার যে সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে তার অপব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সমস্ত জার্মানদের সম্পর্কেই কথাটি প্রযোজ্য; এমন কি বিজিত রোমক প্রদেশগুলিতে তাদের বসতি স্থাপনও তখন গোত্র হিসেবেই চলেছিল বলে অনুমিত হয়। 'আলেমান ন্যায়' প্রমাণ করে যে, ডানিউবের দক্ষিণে দখলীকৃত ভূখণ্ডে জনগণ গোত্র (genealogiae) রূপেই বসবাস করত (৩১); genealogiae কথাটি ঠিক সে অর্থেই ব্যবহৃত যে অর্থে পরে মার্ক অথবা গ্রাম্য গোষ্ঠী ব্যবহৃত হয়েছে। সম্প্রতি কভালেভ্‌স্কি মত প্রকাশ করেছেন যে, এই genealogiae ছিল বৃহৎ গৃহস্থালী গোষ্ঠী, যেগুলির মধ্যে জমি ভাগ করা হত এবং যা থেকে পরে গ্রাম্য গোষ্ঠীগুলি দেখা দিয়েছিল। Fara সম্পর্কেও ঐ একই কথা সম্ভবত খাটে; এই শব্দটি বুর্গান্ডি ও লাঙ্গোবার্ডরা — অর্থাৎ একটি গথিক ও একটি হার্মিনোনিয়ান বা উত্তর জার্মান উপজাতি — একেবারে এক অর্থে না হলেও প্রায় ঠিক তাই বোঝাত, যাকে 'আলেমান ন্যায়'এ genealogia বলা হত। এটি ঠিক গোত্র অথবা গৃহস্থালী গোষ্ঠী, কোনটিকে বুঝাত তা আরও অনুসন্ধানসাপেক্ষ।

ভাষার সাক্ষ্য থেকে আমাদের সন্দেহ রয়ে যায় যে, জার্মানদের মধ্যে গোত্র বোঝাবার মতো একটিমাত্র সাধারণ প্রতিশব্দ ছিল কি না এবং থাকলে সে শব্দটি কী। ব্যুৎপত্তির দিক দিয়ে গ্রীক genos, ল্যাটিন gens হল গথিক kuni, মধ্য উত্তর জার্মান künne-এর অনুরূপ এবং একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা আবার এই তথ্য থেকে মাতৃ-অধিকার যুগের নির্দেশ পাই যে,

* জুলিয়স গোত্র। — সম্পাঃ

নারী শব্দটিও একই মূল থেকে উৎপন্ন: গ্রীক gyne, স্লাভ žena, গথিক gvino, প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান kona, kuna। — আগেই বলা হয়েছে যে, লাঙ্গোবার্ড ও বুর্গাণ্ডদের মধ্যে আমরা fara শব্দটি পাই; গ্রিম অনুমান করেন যে, fara শব্দটির কল্পিত মূল fisan অর্থাৎ প্রজনন। আমার মতে এটি এসেছে সুস্পষ্টতর মূল faran থেকে, যার অর্থ যাওয়া*, ভ্রমণ করা, ফিরে আসা; এটি যাযাবর দলের একটি সুনির্দিষ্ট অংশকে বোঝাত যারা নিঃসন্দেহেই আত্মীয় গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হত; বহু শতাব্দী ধরে প্রথমে পূর্ব দিকে ও পরে পশ্চিমে ভ্রমণের পর এই শব্দটি ক্রমে গোত্রীয় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে থাকল। — তারপর গথিক শব্দ sibja, অ্যাংলোস্যাক্সন sib, প্রাচীন উত্তর জার্মান sippia, sippa, — আত্মীয়**। প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ভাষায় আছে শুধু বহুবচনাত্মক শব্দ sifjar মানে আত্মীয়স্বজন; একবচন শব্দটি কেবল একটি দেবীর নাম সিফ [sif]। — সর্বশেষে আর একটি শব্দ 'হিল্‌ডেব্রাণ্ডের গাথা'য় (৩২) পাওয়া যায়, যেখানে হিল্‌ডেব্রাণ্ড হাডুব্রাণ্ডকে জিজ্ঞাসা করছেন:

'এই জনসম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যে কে তোমার পিতা... অথবা কী তোমার গোত্র?' (eddo huêlîhhes *cnuosles* du sîs)

যদি জার্মান ভাষায় গোত্রের কোনো সাধারণ প্রতিশব্দ থেকে থাকে, তাহলে সেটি খুব সম্ভব গথিক kuni শব্দের মতো উচ্চারণ করা হত যা শুধু ঘনিষ্ঠ ভাষাগুলিতে একই সমার্থজ্ঞাপক প্রতিশব্দ থেকেই চিহ্নিত হচ্ছে না, এই তথ্য থেকেও যে, kuning — রাজা***, আদিতে যা গোত্র বা উপজাতির প্রধানকে বোঝাত, তাও এই শব্দটি থেকেই উদ্ভূত। Sibja — আত্মীয় — শব্দটি সম্ভবত বিবেচ্য নয়; অন্তত প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ভাষায় sifjar বলতে শুধু রক্তসম্পর্কিত আত্মীয় নয়, পরন্তু বৈবাহিক সম্বন্ধযুক্তদেরও বোঝাত; অতএব এতে অন্তত সংশ্লিষ্ট **দুটি গোত্রের** সদস্য ছিল এবং সেজন্য sif শব্দটি নিশ্চয়ই গোত্রের প্রতিশব্দ ছিল না।

মেক্সিকান ও গ্রীকদের মতো জার্মানদের মধ্যেও যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারোহীদের

---

* জার্মান — fahren। — সম্পাঃ

** জার্মান। — Sippe। — সম্পাঃ

*** জার্মান — König। — সম্পাঃ

এবং কীলকাকারে সন্নিবিষ্ট পদাতিক সৈন্যবাহিনীকেও গোত্র অনুযায়ী যুদ্ধসারিতে সাজানো হত; ট্যাসিটাস যখন বলেছিলেন: পরিবার ও আত্মীয়তা অনুযায়ী, তখন তাঁর ভাষায় যে অনির্দিষ্টতা থাকছে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, তাঁর সময়ে রোমে বহুপূর্বেই প্রাণবন্ত সংগঠন হিসেবে গোত্রের অবসান ঘটেছিল।

ট্যাসিটাসের একটি উদ্ধৃতি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তিনি বলছেন: মাতুল ভাগিনেয়কে নিজ পুত্র হিসেবে দেখে; কেউ কেউ এও বলেন যে, মাতুল ও ভাগিনেয়ের রক্তসম্পর্ক পিতাপুত্রের রক্তসম্পর্কের চেয়ে পবিত্রতর ও ঘনিষ্ঠতর, সেজন্য, শর্তবন্দী ব্যক্তির জামিন হিসেবে নিজ পুত্রের চেয়ে তার ভাগিনেয়ই শ্রেষ্ঠতর। এখানে আমরা মাতৃ-অধিকারের এবং সেইহেতু আদি গোত্রেরও একটি জীবন্ত চিহ্ন দেখতে পাই, এবং তা জার্মানদের অন্যতম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।* এমন গোত্রের সদস্য নিজের কোনো দায়ের জন্য পুত্রকে জামিন রাখলে এবং পিতার বিশ্বাসভঙ্গের জন্য পুত্রের আত্মবলি দিতে হলে, তা ছিল একমাত্র বাপেরই ভাবার ব্যাপার। কিন্তু বোনের ছেলে শিকার হলে, গোত্রের পবিত্র আইনই লঙ্ঘিত হত; এখানে ঐ বালক বা যুবককে রক্ষা করা তার যে নিকটতম আত্মীয়ের সর্বোপরি দায়িত্ব সেই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী; তার উচিত বালকটিকে জামিন রাখা থেকে বিরত করা অথবা

* গ্রীকরা কেবলমাত্র বীরযুগের পুরাকথা থেকেই মাতুল ও ভাগিনেয়ের সম্পর্কের প্রকৃতিগত বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা শুনেছে, এটি বহু জাতির মধ্যে মাতৃ-অধিকারের লুপ্তাবশেষরূপে পাওয়া যায়। ডাইয়োড্রস (৪ গ্রন্থ, ৩৪ অনুচ্ছেদ) অনুসারে মিলিয়েগার থেস্টিয়াসের পুত্রদের হত্যা করেন, এরা তাঁর মা অ্যাল্‌থিয়ার ভাই। অ্যাল্‌থিয়ার মতে এটি এত জঘন্য অপরাধ যে, তিনি হত্যাকারী নিজ পুত্রকেই অভিশাপ দেন এবং তাঁর মৃত্যু প্রার্থনা করেন। বিবরণে আছে যে, 'দেবতারা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করলেন এবং মিলিয়েগারের মৃত্যু হল।' ঐ একই গ্রন্থকারের মতে (ডাইয়োড্রস, ৪ গ্রন্থ, ৪৩ এবং ৪৪ অনুচ্ছেদ) হারকিউলিসের নেতৃত্বে অ্যার্গোনটরা (৩৩) থ্রেসিয়ায় নেমে সেখানে দেখল যে, ফিনিয়াস তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর প্ররোচনায় তাঁর পরিত্যক্ত প্রথমা স্ত্রীর দুটি পুত্রের প্রতি নির্লজ্জভাবে নির্মম আচরণ করছেন। এই প্রথমা স্ত্রী ক্লিওপেট্রা ছিলেন একজন বোরেয়াড। অ্যার্গোনটদের মধ্যেও কয়েকজন ছিলেন বোরেয়াড, ক্লিওপেট্রার ভাই -- অর্থাৎ নিপীড়িতদের মাতুল। তাঁরা তৎক্ষণাৎ ভাগিনেয়দের সাহায্যে এগিয়ে আসেন, তাঁদের মুক্ত করেন ও রক্ষীদের মেরে ফেলেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

চুক্তির শর্ত মিটিয়ে দেওয়া। জার্মানদের মধ্যে গোত্র সংগঠনের আর কোনো চিহ্ন না পেলেও এই একটি উদ্ধৃতিই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

দেবতাদের গোধূলি এবং পৃথিবীর অবসান নিয়ে 'Völuspâ' প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান গাথার একটি অনুচ্ছেদ অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটি রচিত হয়েছে আরও আট শ' বছর পরে। এই যে 'অন্তর্দর্শিনীর বাণী'তে বাং ও বুগে সম্প্রতি খৃস্টধর্মের বিভিন্ন উপাদানের বিজড়নও আবিষ্কার করেছেন তাতে আছে প্রলয়ের পূর্ববর্তী সর্বজনীন নীতিবিভ্রাট ও অধঃপতনের বিবরণের নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি:

'Broedhr munu berjask ok at bönum verdask, munu *systrungar* sifjum spilla.'

'ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা করবে, পরস্পরকে হত্যা করবে, **বোনের ছেলেরা** আত্মীয়তার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলবে।'

Systrungar মানে মাসীর ছেলে এবং কবির চোখে পারস্পরিক রক্তসম্পর্ক লঙ্ঘন ভ্রাতৃহত্যা অপরাধের তুলনায় ঘোরতর। অপরাধের ঘোরত্বের নিদর্শন হল systrungar, এতে মাতৃপক্ষীয় আত্মীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে; যদি syskina-börn অর্থাৎ ভাই ও বোনের সন্তান অথবা syskina-synir অর্থাৎ ভাই ও বোনের পুত্রেরা শব্দটি ব্যবহৃত হত, তাহলে প্রথম পঙ্‌ক্তির বিপরীতে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি তীব্র না হয়ে খাদে অবনমিত হত। অতএব দেখা যাচ্ছে, এমন কি ভাইকিংদের সময়ে যখন 'Völuspâ' রচিত হয়, তখনও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় মাতৃ-অধিকারের স্মৃতি মুছে যায় নি।

অপরাপর বিষয় সম্পর্কে ট্যাসিটাসের সময়ে, অন্তত তাঁর সুপরিচিত সেই জার্মানদের মধ্যে মাতৃ-অধিকার পিতৃ-অধিকারে এসে স্থানচ্যুত হয়েছিল; সন্তান পিতার উত্তরাধিকারী হত; নিঃসন্তান অবস্থায় ভাই অথবা পিতৃব্য ও মাতুলদের উপর তা অর্সাত। মাতুলের উত্তরাধিকার স্বীকৃতির পিছনে পূর্বোল্লিখিত রীতিরই সংরক্ষণ প্রকটিত এবং এতে তদানীন্তন জার্মানদের মধ্যে তখনও পিতৃ-অধিকার যে কত সদ্যোজাত, তাও প্রমাণিত। এমন কি মধ্যযুগের শেষ পর্বেও মাতৃ-অধিকারের চিহ্ন দেখা যায়। এই যুগের পিতৃত্ব তখনও অনিশ্চিত, বিশেষত ভূমিদাসদের মধ্যে এবং একজন সামন্ত ভূস্বামী যখন নগরের কাছে পলাতক ভূমিদাস প্রত্যর্পণের দাবী জানাত, তখন

অগসবুর্গ, বাসেল ও কাইজের্সলাউটের্নের মতো স্থানে ঐ ব্যক্তির ভূমিদাসত্ব কেবলমাত্র মাতৃপক্ষীয় ছয় জন নিকটতম রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়ের সাক্ষ্যেই নির্ধারিত হত। (মাউরার, 'নাগরিক শাসনতন্ত্র', ১ খন্ড, ৩৮১ পৃঃ)।

মাতৃ-অধিকারের তৎকালীন অন্যতর একটি অপসৃয়মান লুপ্তাবশেষ নারীর প্রতি জার্মানদের শ্রদ্ধা যা রোমানদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রায় অবোধ্য ছিল। অভিজাত পরিবারের কন্যাদেরই জার্মানদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের শ্রেষ্ঠ জামিন বলে গণ্য করা হত; স্ত্রী ও কন্যারা বন্দী দাস রূপে বিক্রি হবে, এই ভীষণ চিন্তা যুদ্ধক্ষেত্রে যতখানি সাহস জাগাত, আর কিছুতেই তেমনটি হত না; তারা নারীকে পবিত্র মনে করত, দেবীপ্রতিম ভাবত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও তাদের উপদেশ গ্রহণ করত; সিভিলিসের নেতৃত্বাধীন জার্মান ও বেলজিয়ানদের যে ব্যাটাভিয়ান অভ্যুত্থানে গল প্রদেশে (৩৪) রোমান শাসনের ভিত্তি পর্যন্ত নড়ে উঠেছিল, তার প্রাণস্বরূপ ছিলেন লিপে নদীর তীরবর্তী ব্রুকটেরিয়ান নারী-পুরোহিত ভেলেডা। গৃহস্থালিতে সম্ভবত নারীর অপ্রতিহত আধিপত্য ছিল; ট্যাসিটাস বলেন যে, বৃদ্ধ ও শিশুদের সাহায্যে নারীকেই সমস্ত কাজ করতে হত, কারণ পুরুষরা শিকারে বেরুত, মদ খেত ও আড্ডা দিত; কিন্তু তিনি অবশ্য বলেন নি কারা চাষ করত এবং যেহেতু তাঁর বিবরণে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দাসেরা কেবল কর দিত, কিন্তু কোনো বাধ্যতামূলক পরিশ্রম করত না, সেজন্য মনে হয়, যে সামান্য চাষবাসের প্রয়োজন হত, তা প্রাপ্তবয়স্ক অধিকাংশ পুরুষদের উপরই ন্যস্ত ছিল।

আগেই বলা হয়েছে, বিবাহের রূপ ছিল একগামিতার লক্ষ্যে অগ্রসরমান জোড়বাঁধা পরিবার। তখনও কঠোর একগামিতার উদ্ভব ঘটে নি, কারণ অভিজাতদের মধ্যে বহুপত্নী প্রথা স্বীকৃত ছিল। মোটের উপর এরা কন্যাদের কঠোর কৌমার্যরক্ষার উপর জোর দিত (কেল্টদের বিপরীতে)। ট্যাসিটাস সাগ্রহে জার্মানদের বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যতার কথা বলেছেন। নারীর ব্যভিচারকেই তিনি বিবাহবিচ্ছেদের একমাত্র কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানে তাঁর বিবরণ ফাটলকীর্ণ এবং অধিকন্তু এতে লম্পট রোমানদের সামনে অতি খোলাখুলিভাবে ধর্মের ছবি উপস্থাপিত। অন্তত এটা নিশ্চিত যে, নিজ অরণ্যে জার্মানরা যদি এমন অসাধারণ নীতিনিষ্ঠার আদর্শ হয়েও

থাকে, তাহলেও বহির্জগতের সামান্য সংস্পর্শই তাদের অপরাপর গড়পড়তা ইউরোপীয়দের স্তরে অবনমনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। রোম জীবনের আবর্তে নীতিনিষ্ঠার শেষ চিহ্নটি জার্মান ভাষালুপ্তির অনেক আগেই মুছে গিয়েছিল। এ বিষয়ে গ্রেগর অব টুর্সের গ্রন্থপাঠই যথেষ্ট। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, জার্মানির আদিম অরণ্যে রোমের অতি মার্জিত লাম্পট্য সম্ভব ছিল না এবং তাই সেদিক দিয়েও রোম জগতের চেয়ে তারা উন্নততর ছিল এবং তা দৈহিক সংযম চাপাবার প্রয়োজন ব্যতিরেকেই, যা কোনোকালেই সমগ্র একটি জাতির মধ্যেই প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় নি।

গোত্র প্রথা থেকেই পিতা ও আত্মীয়দের শত্রুতা ও বন্ধুত্ব উত্তরাধিকারের নৈতিক বাধ্যবাধকতা উদ্ভূত এবং নিহত বা ক্ষতিগ্রস্ত করলে রক্তাক্ত প্রতিশোধের বদলে জরিমানা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার ভেরগেল্ড প্রথাও তাই। এক প্রজন্ম আগেও ভেরগেল্ড প্রথাকে একান্তই জার্মান প্রথা বলে মনে করা হত; কিন্তু অতঃপর প্রমাণিত হয়েছে যে, গোত্রব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত রক্তপ্রতিশোধের এই নম্রতর রূপটি শত শত জাতির মধ্যে আচরিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, আতিথ্যের বাধ্যবাধকতার মতো এটিও আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও দেখা যায়। ট্যাসিটাস অতিথি সৎকারের যে বিবরণ দিয়েছেন ('জার্মানিয়া', ২১ অনুচ্ছেদ) তা খুঁটিনাটি ব্যাপারেও মর্গান প্রদত্ত ইণ্ডিয়ানদের বিবরণের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়।

ট্যাসিটাসের সময়ে জার্মানরা চাষের জমি চূড়ান্তভাবে ভাগ করে নিয়েছিল কি না এবং সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিগুলিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, তা নিয়ে উত্তপ্ত ও অবিরত বিতর্কটি আজ অতীতের ব্যাপার। এটা এখন প্রমাণিত যে, সমস্ত জাতির মধ্যেই চাষের জমি প্রথমে গোত্র এবং পরে সাম্যতন্ত্রী পারিবারিক গোষ্ঠী কর্তৃক যৌথভাবে কর্ষিত হত যার অস্তিত্ব সিজার সুয়েভদের মধ্যে তখনও লক্ষ্য করেছিলেন; এবং পরে পরিবারগুলির মধ্যে জমি বণ্টিত ও কিছুকাল অন্তর পুনর্বণ্টিত হত, এবং এই চাষের জমির পর্যায়ক্রমিক পুনর্বণ্টন যে আজও জার্মানির কোনো কোনো অংশে রয়েছে, তা নিয়ে অতঃপর কালক্ষেপ নিরর্থক। সিজার স্পষ্টভাবে সুয়েভদের সম্পর্কে বলেছেন যে, এদের কোনো খণ্ডিত অথবা ব্যক্তিগত জোত নেই, তাই জার্মানরা যদি ১৫০ বছরে এই ধরনের যৌথ চাষবাস থেকে ট্যাসিটাসের

যুগে জমির বার্ষিক পুনর্বণ্টন ও ব্যক্তিগত চাষবাসে পৌঁছে থাকে, তাহলে তাকে যথেষ্ট উন্নতি বলাই সঙ্গত; এত অল্প সময়ে এবং বাইরের কোনোই হস্তক্ষেপ ছাড়া যৌথ চাষবাস থেকে জমির সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানায় আসা একেবারে অসম্ভব মনে হয়। অতএব ট্যাসিটাসের বক্তব্যকে তাঁর কথাগুলি দিয়েই বুঝতে হবে: তারা প্রতি বছর চাষের জমি বদল বা পুনর্বণ্টন করে এবং এই প্রণালীতে যথেষ্ট যৌথ জমি অবশিষ্ট থাকে। এটা চাষবাস এবং ভূমি দখলের ঠিক সেই স্তর যা তদানীন্তন জার্মানদের গোত্র প্রথার সঙ্গে যথার্থই সাযুজ্যপূর্ণ।

আমি আগের অনুচ্ছেদটি পূর্বতন সংস্করণ অনুযায়ী সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রাখছি। ইতিমধ্যে প্রশ্নটি অন্যতর একটি দৃষ্টিকোণ পরিগ্রহ করেছে। যখন কভালেভ্স্কি দেখালেন যে, (পূর্বের ৪৪ পৃঃ দ্রঃ*) মাতৃ-অধিকার সম্বলিত সাম্যতন্ত্রী পরিবার ও আধুনিক বিচ্ছিন্ন পরিবারের সংযোগসূত্র, পিতৃপ্রধান গৃহস্থালী গোষ্ঠী সর্বব্যাপ্ত না হলেও ব্যাপক ছিল তখন প্রশ্নটি আর এই থাকে না যে, জমির সাধারণ সম্পত্তি নাকি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, যা নিয়ে মাউরার থেকে ভেইট্স পর্যন্ত আলোচনা চলছিল, পরন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় সাধারণ সম্পত্তি কী রূপ নিয়েছিল? সিজার যুগে সুয়েভরা শুধু জমির যৌথ মালিকই ছিল না, পরন্তু তারা যে সাধারণ স্বার্থে যৌথভাবেও তা চাষ করত এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। গোত্র, গৃহস্থালী গোষ্ঠী, মাঝামাঝি কোনো সাম্যতন্ত্রী আত্মীয়মণ্ডলী তাদের অর্থনৈতিক একক ছিল, নাকি স্থানবিশেষে ভূমি অবস্থার তারতম্যের ফলে এরা তিন ধরনেরই ছিল, এই প্রশ্নগুলি এখনও বহুদিন বিতর্কমূলক থাকবে। কিন্তু কভালেভ্স্কি বলছেন যে ট্যাসিটাস বর্ণিত অবস্থা মার্ক অথবা গ্রাম্য গোষ্ঠীতে নয় গৃহস্থালী গোষ্ঠীতে প্রযোজ্য, যা অনেক পরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে গ্রাম্য গোষ্ঠীতে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রোমানদের সময় যেসব অঞ্চলে জার্মানরা ছিল এবং যে অঞ্চলগুলি পরে তারা রোমানদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়, সেখানকার বসতিগুলি নিশ্চয় গ্রাম ছিল না, ছিল কয়েক পুরুষের বৃহৎ

---

* এই খণ্ডের ৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

পরিবারভিত্তিক গোষ্ঠী যারা আনুষঙ্গিক এক বৃহৎ ভূখণ্ডে চাষাবাদ এবং চারপাশের বুনো জমি প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাধারণ মার্ক হিসেবে ব্যবহার করত। চাষের জমি পরিবর্তন সম্পর্কে ট্যাসিটাসের উদ্ধৃতিটি তখন সত্যি একটি কৃষিমূলক তাৎপর্য লাভ করে, যথা ঐ গোষ্ঠী প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ড চাষ করত এবং আগের বছরের ব্যবহৃত জমি পতিত রাখা হত কিংবা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হত। জনসংখ্যার স্বল্পতার জন্য এত অধিক উদ্বৃত্ত অনাবাদী জমি থাকত যে, জমি দখল নিয়ে কলহ নিষ্প্রয়োজন ছিল। বহু শতাব্দী পরই কেবল যখন গৃহস্থালী গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতিতে যৌথ চাষবাস অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, তখনই সম্ভবত গৃহস্থালী গোষ্ঠী ভেঙে পড়ে; পূর্বতন যৌথ জমি ও মাঠ তখন থেকে বর্তমানের সুপরিচিত পদ্ধতিতে অধুনাগঠিত বিভিন্ন একক পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, যা প্রথমে সাময়িক এবং পরে চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে, কিন্তু বনভূমি, চারণভূমি এবং জলাশয়গুলি সাধারণ সম্পত্তি থেকে যায়।

রাশিয়ার ক্ষেত্রে বিকাশের এই ধারাটি ঐতিহাসিকভাবে সম্পূর্ণ প্রমাণিত। জার্মানি এবং দ্বিতীয়ত অন্যান্য জার্মান দেশগুলির ক্ষেত্রে যে বহু বিষয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গী মূল উৎসগুলির উন্নততর ব্যাখ্যা দান করে এবং ট্যাসিটাসের সময় পর্যন্ত গ্রাম্য গোষ্ঠী অবধি অনুসরণের পূর্বতন ধারণার চেয়ে সহজতরভাবে সংকট সমাধান করে, তা অনস্বীকার্য। প্রাচীনতম দলিলগুলি, যথা Codex Laureshamensis (৩৫), এগুলির ব্যাখ্যা, গ্রাম্য মার্ক-গোষ্ঠীর তুলনায় গৃহস্থালী গোষ্ঠী মাধ্যমে মোটামুটি সহজতর। পক্ষান্তরে, এতে নতুন জটিলতা ও নতুন সমস্যা দেখা দেয় যেগুলির সমাধান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। প্রাগ্রসর গবেষণায়ই শুধু এর মীমাংসা সম্ভব। কিন্তু জার্মানি, স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং ইংলণ্ডে গৃহস্থালী গোষ্ঠীও যে মধ্যবর্তী স্তর ছিল তার আত্যন্তিক সম্ভাবনা আমার পক্ষে অনস্বীকার্য।

সিজার যুগে জার্মানরা অংশত সদ্য স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে এবং অংশত করতে চাইছে, কিন্তু ট্যাসিটাসের সময় তাদের স্থায়ী বসবাসের পুরো শতাব্দী অতিক্রান্ত; ফলত জীবনযাত্রার উপকরণ উৎপাদনে সন্দেহাতীতভাবে উন্নতি ঘটেছিল। তারা কাঠের বাড়িতে বাস করত, তাদের পোশাকপরিচ্ছদ

তখনও আদিম অরণ্যবাসীর: অমসৃণ পশমের আলখাল্লা ও ‹
নারী ও গণ্যমান্যদের সুতি অন্তর্বাস। তারা দুধ, মাংস, ব‹
প্লিনির বিবরণ অনুযায়ী যবের তৈরী পরিজ খেত (অদ্যাবধি
পরিজ আয়ার্ল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে জাতীয় কেল্টিক খাদ্য)। ত
গবাদি পশু ছিল নিকৃষ্ট জাতের, ক্ষুদ্রাকৃতি, কুৎসিত ও
ঘোড়াগুলি ছিল ছোট টাটু, খুব জোরে দৌড়াতে পারত না।
একমাত্র রোমান মুদ্রা, তা ছিল অল্প আর কদাচিৎ ব্যবহৃত হত।
বা রুপোর তৈজস তৈরি করত না এবং এসব ধাতুকে বিশেষ ‹
না, লোহা দুষ্প্রাপ্য ছিল, অন্তত রাইন ও ডানিউব তীরবর্তী উপ‹
মধ্যে; মনে হয় তা স্থানীয় আকরিকে তৈরি হত না, সবটাই আ‹
হত। রুনিক লিপি (গ্রীক ও ল্যাটিন অক্ষরমালার অনুকরণ) ‹
সঙ্কেত হিসেবে এবং একমাত্র ধর্মীয় যাদুবিদ্যায় ব্যবহার্য ছিল
তখনও প্রচলিত ছিল। সংক্ষেপে, এরা বর্বরতার মধ্যস্তর থেকে তখ
ঊর্ধ্বস্তরে পৌঁছেছিল। কিন্তু যখন রোমানদের ঘনিষ্ঠ সংস্প‹
উপজাতিগুলির ক্ষেত্রে রোমানদের শিল্পজাত পণ্যের সহজ আমদ
তাদের নিজস্ব লৌহ ও বস্ত্রশিল্প গড়ে তোলা ব্যাহত হয়, ত‹
পূর্বে, বল্টিক সমুদ্রের তীরবর্তী উপজাতিগুলি নিঃসন্দেহে এ‹
গড়ে তুলেছিল। শ্লেজ্‌ভিগের জলাভূমিতে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্রের ‹
একটি লম্বা লোহার তলোয়ার, একটি ধাতব বর্ম, একটি রৌপ্য
প্রভৃতি এবং তারই সঙ্গে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের রোম মু‹
দেশান্তরগামী জনসংখ্যার দ্বারা বিক্ষিপ্ত স্বকীয় সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ‹
জার্মানদের ধাতব তৈজস, এমন কি রোমান ছাঁচের অনুকরণে
জিনিসগুলি উল্লেখ্য। সভ্য রোম সাম্রাজ্যে বসবাসের সঙ্গে সঙ্গেই,
ইংলন্ড ছাড়া সর্বত্রই এই জাতীয় শিল্পের বিনষ্টি ঘটে। এই
সুসম উৎপত্তি ও বিকাশের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রোঞ্জ
চিহ্নিত; বুর্গান্ডি, রুমানিয়া ও আজভ সাগরের উপকূলে যেস‹
পাওয়া গিয়েছে তা ব্রিটিশ অথবা সুইডিশদের কারখানা থেকেও
হতে পারত এবং অধিকন্তু তা সন্দেহাতীতভাবে জার্মানিক উৎসজাত

তাদের শাসনতন্ত্র বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরের সাযুজ্যলগ্ন ছিল। ট্যা‹

মতে সর্বত্র প্রধানদের (principes) একটি পরিষদ থাকত যারা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণগুলি জনসভার উত্থাপনের ব্যবস্থা করত; এই শেষোক্ত সভা বর্বরতার নিম্নস্তরে, অন্তত পক্ষে আমেরিকানদের মতো যেসব ক্ষেত্রে আমরা এর সঙ্গে পরিচিত, সেখানে এটি কেবল গোত্রেই থাকত, উপজাতি অথবা উপজাতি সম্মিলনীতে তখনও নয়। ঠিক ইরকোয়াসদের মতোই তখনও পরিষদ প্রধানরা (principes) সেনাপতি (duces) থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা। প্রথমোক্তরা তখনই অংশত উপজাতির সদস্যদের কাছ থেকে গরু, শস্য, প্রভৃতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত; আমেরিকার মতো এখানেও এরা সাধারণত একই পরিবার থেকে নির্বাচিত হত; পিতৃ-অধিকারে উত্তরণের ফলে গ্রীস ও রোমের মতোই নির্বাচিত পদ ক্রমে ক্রমে বংশগত হয়ে ওঠার অনুকূলে প্রত্যেক গোত্রেই অভিজাত পরিবারের উদ্ভব ঘটল। বিভিন্ন জাতিগুলির দেশান্তর যাত্রার সময়ে অথবা তার অব্যবহিত পরেই উপজাতিগুলির এই তথাকথিত প্রাচীন অভিজাতদের অধিকাংশেরই বিলুপ্তি ঘটে। সেনাপতিরা শুধু নিজ গুণে, বংশমর্যাদা নির্বিশেষে নির্বাচিত হত। তাদের ক্ষমতা ছিল অল্প, দৃষ্টান্ত দেখানোই ছিল একমাত্র নির্ভর; ট্যাসিটাস স্পষ্টতই বলেছেন যে, সৈন্যদলে সত্যকার শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা ছিল পুরোহিতদের। জনসভাই ছিল সত্যকার ক্ষমতাধারী। রাজা অথবা উপজাতি প্রধান সভাপতিত্ব করতেন এবং জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত: গুঞ্জনে — 'না' এবং উচ্চধ্বনি ও অস্ত্রের ঝঙ্কারে 'হ্যাঁ' ব্যক্ত হত। জনসভা আবার বিচারসভাও ছিল। এখানে অভিযোগ উঠত এবং তার নিষ্পত্তি হত; মৃত্যুদণ্ডও এখান থেকেই দেওয়া হত এবং কেবলমাত্র কাপুরুষতা, বিশ্বাসঘাতকতা অথবা অস্বাভাবিক লাম্পট্যের ক্ষেত্রে। গোত্র ও অন্যান্য বিভাগগুলিতেও সভাই বিচার করত, গোত্র প্রধান হত তার সভাপতি, সমস্ত আদি জার্মান বিচারালয়ের মতো সে শুধু বিচারকার্য পরিচালনা এবং প্রশ্ন উত্থাপন করত; জার্মানদের মধ্যে সর্বদা ও সর্বত্র রায় দিত সমগ্র জনসমষ্টি।

সিজারের সময় থেকে উপজাতি সম্মিলনীর উদ্ভব ঘটে; কয়েকটিতে তখনই তাদের রাজা ছিল; সর্বোচ্চ সেনাপতি গ্রীক ও রোমানদের মতো এখানেও স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইত, এবং কখন কখন

সে সফলকাম হত। এই সফল ক্ষমতা দখলকারীরা অবশ্য কখনই একচ্ছত্র শাসক ছিল না; তবুও তারা গোত্র প্রথার শৃঙ্খলে ভাঙন শুরু করে। মুক্ত দাসরা কোনো গোত্রের সভ্য না হওয়ায় তাদের অবস্থা অনুন্নততর ছিল বটে, কিন্তু নতুন রাজাদের প্রিয় পাত্র হিসেবে তারা প্রায়ই পদ, ধনসম্পত্তি ও সম্মান লাভ করত। রোম সাম্রাজ্যের বিজয়ের পর সামরিক নেতারা বড় বড় দেশের রাজা হয়ে বসলে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ফ্রাঙ্কদের মধ্যে, রাজার দাস ও মুক্ত অনুচরদের প্রথমে রাজদরবারে এবং পরে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা ছিল; নতুন অভিজাতদের এক প্রধান অংশ ছিল এদেরই বংশজাত।

রাজতন্ত্র অভ্যুদয়ের বিশেষ অনুকূল ছিল একটি প্রতিষ্ঠান — যোদ্ধৃবাহিনী। আমেরিকার লাল চামড়ার মানুষদের মধ্যে কীভাবে গোত্রের পাশাপাশি শুধু নিজেদের উদ্যোগে যুদ্ধ চালাবার জন্য ব্যক্তিগত সংগঠন গড়ে উঠল, তা আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। জার্মানদের মধ্যে এই ব্যক্তিগত সংগঠনগুলি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। খ্যাতিমান কোনো সেনাপতিকে ঘিরে লুণ্ঠনকামী একদল তরুণ যোদ্ধা পারস্পরিক ব্যক্তিগত আনুগত্যের ভিত্তিতে একত্র হত। সে তাদের ভরণপোষণ করত, উপহার দিত এবং ক্রমোচ্চ পর্যায়ে তাদের সংঘবদ্ধ করত; ছোটখাট অভিযানে শরীররক্ষা দল আর যুদ্ধের জন্য সদাপ্রস্তুত একটি বাহিনী, বৃহত্তর অভিযানের জন্য সুশিক্ষিত অফিসার দল তার থাকত। এই যোদ্ধৃবাহিনীর দুর্বলতা অবশ্যম্ভাবী হলেও এবং যথা, পরে ইতালিতে অডোয়েকারের সৈনাপত্যে, তা বস্তুত প্রমাণিত হলেও, তবু তাদের মধ্যে জনগণের পুরাতন স্বাধীনতা ধ্বংসের ভ্রূণ নিহিত ছিল এবং জাতিগুলির দেশান্তর যাত্রার সময় ও পরে তার যাথার্থ্য প্রকটিত হয়েছিল। কারণ, প্রথমত তারা রাজশক্তির অভ্যুদয়ের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল; দ্বিতীয়ত, ট্যাসিটাসের নিরীক্ষানুসারে এই যোদ্ধৃবাহিনীকে কেবল অবিরাম যুদ্ধ ও লুণ্ঠনাভিযান দ্বারাই সংসক্ত রাখা সম্ভব ছিল। লুণ্ঠনই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠল। নিকটস্থ অঞ্চলে সুযোগের অভাব ঘটলে দলপতি বাহিনী নিয়ে ভিনদেশে যেত, যেখানে যুদ্ধ চলত ও লুটপাটের সুযোগ মিলত। যেসব জার্মান সাহায্যবাহিনী রোম পতাকার অধীনে এমন কি বহুলাংশে জার্মানদেরই বিরুদ্ধে লড়াই

করত, তারা অংশত ছিল এই ধরনের যোদ্ধ্বাহিনী। তারাই ছিল জার্মানদের লজ্জা ও অভিশাপ, সেই ভাড়াটে সৈন্যব্যবস্থার জীবাণু। রোম সাম্রাজ্য জয়ের পর রাজাদের এই যোদ্ধ্বাহিনী, রোমের গোলাম ও দরবারী ভৃত্যদের সমবায়েই পরবর্তী যুগের অভিজাতদের দ্বিতীয় মূল গড়ে উঠেছিল।

সাধারণভাবে তখন জার্মান উপজাতিগুলির মিলনে গড়ে ওঠা জাতির শাসনতন্ত্র ছিল গ্রীকদের বীরযুগের এবং রোমানদের তথাকথিত রাজন্যযুগের শাসনতন্ত্রের প্রতিরূপ: জনসভা, গোত্র প্রধানদের পরিষদ এবং ইতিমধ্যেই সত্যকার রাজকীয় ক্ষমতাভিলাষী সেনাপতি। এটিই ছিল গোত্রব্যবস্থায় একমাত্র সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বিকশিত শাসনতন্ত্র যা বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরের প্রেক্ষিতে আদর্শস্বরূপ ছিল। যে সামাজিক কাঠামোয় এই শাসনব্যবস্থা যথোচিত ছিল, সমাজ তা অতিক্রম করা মাত্রই গোত্রব্যবস্থার অবসান ঘটল; বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন এর স্থলবর্তী হল রাষ্ট্র।

৮

জার্মানদের রাষ্ট্রের উৎপত্তি

ট্যাসিটাসের মতে জার্মানরা ছিল জনবহুল জাতি। বিভিন্ন জার্মান জাতির জনসংখ্যার একটা মোটামুটি হিসাব সিজার দিয়েছেন: যারা রাইন নদীর বাম তীরে উপস্থিত হয়েছিল, সেই উসিপেটান ও টেঙ্ক্টারানদের জনসংখ্যা তাঁর মতে নারী ও শিশু সহ ছিল ১,৮০,০০০। অর্থাৎ একটি জাতিতে প্রায় ১,০০,০০০ লোক*, সংখ্যাটি ইরকোয়াসদের উন্নতির স্বর্ণযুগের চেয়ে অনেক বেশি, যখন শেষোক্তরা কুড়ি হাজারের কম হয়েও

* এখানে উল্লিখিত সংখ্যাটি গল কেল্টদের সম্পর্কে ডাইয়োড্রসের একটি অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রমাণিত হয়: 'গল প্রদেশে অসমান জনসংখ্যার বহু অধিজাতি বাস করে। তাদের মধ্যে বৃহত্তম জাতির জনসংখ্যা প্রায় ২,০০,০০০ এবং ক্ষুদ্রতমের ৫০,০০০' (Diodorus Siculus, V, 25,)। এথেকে গড় সংখ্যা হয় সওয়া লক্ষ। আলাদা আলাদা গল জাতি উন্নততর হওয়ায় তাদের সংখ্যা জার্মানদের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি ছিল বলে ধরা উচিত। (এঙ্গেলসের টীকা।)

গ্রেট লেক্‌স থেকে অহাইয়ো এবং পটোমাক পর্যন্ত গোটা দেশের ভীতি হয়ে উঠেছিল। রাইন অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগুলিকে যদি আমরা একটি মানচিত্রে দেখাবার চেষ্টা করি, বিবরণ থেকেই যারা আমাদের অধিকতর পরিচিত, তাহলে আমরা দেখব যে, গড়ে এক-একটি জাতি বর্তমান প্রাশিয়ার একটি প্রশাসনিক জেলার মতো আয়তন অর্থাৎ প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার অথবা ১৮২ ভৌগোলিক বর্গ মাইল অধিকার করে ছিল। কিন্তু ভিস্টুলা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত রোমানদের Germania Magna* আয়তনে ছিল ৫,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। গড়ে একটি জনসম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ১,০০,০০০ ধরলে বৃহত্তর জার্মানির সমগ্র জনসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষে দাঁড়ায়, যা বর্বর গোষ্ঠীর জনসম্প্রদায়গুলির পক্ষে বড় অঙ্কেরই, যদিও প্রত্যেক বর্গ কিলোমিটারে ১০ জন তথা প্রত্যেক ভৌগোলিক বর্গ মাইলে ৫৫০ জন হিসাবে এটি বর্তমানের তুলনায় খুবই নগণ্য। কিন্তু এই সংখ্যায় সেকালের সমস্ত জার্মানদের ধরা হয় নি। আমরা জানি যে, কার্পেথিয়ান পর্বতমালা বরাবর ডানিউবের মোহানা পর্যন্ত অঞ্চলে বাস্টার্নিয়ান, পিউকিনিয়ান ও অন্যান্য গথ বংশজাত জার্মান জাতি বাস করত; এগুলি এত জনবহুল ছিল যে, প্লিনি তাদের জার্মানদের পঞ্চম প্রধান উপজাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন; খৃঃ পূঃ ১৮০ সালেই তারা ম্যাসিডোনিয়ার রাজা পেরসিয়সের ভাড়াটে সৈন্যের কাজ করত এবং অগাস্টসের রাজত্বের গোড়ার দিকে তারা আদ্রিয়ানপোল নগরীর কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। যদি আমরা ধরে নিই যে, তাদের সংখ্যা দশ লক্ষ মাত্র ছিল, তাহলে খৃস্টাব্দের সূচনায় জার্মানদের সংখ্যা সম্ভবত ষাট লক্ষের কম ছিল না।

জার্মানিতে বসতি পত্তনের পর জনসংখ্যা নিশ্চয়ই দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল; পূর্বোক্ত শিল্পোন্নতিই এর প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। শ্লেজ্‌ভিগ জলাভূমিতে প্রাপ্ত দ্রব্যসম্ভারের অন্তর্গত রোম মুদ্রাগুলির বিচারে তারিখটির শুরু তৃতীয় শতাব্দী থেকে। অতএব ঐ সময়ে বল্টিক অঞ্চলে ধাতু ও বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল, রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে রীতিমতো ব্যবসা-বাণিজ্য চলত এবং বিত্তশালী শ্রেণীর লোকেরা কিছুটা বিলাসের মধ্যে থাকত — এসবই

* বৃহত্তর জার্মানি। — সম্পাঃ

জনসংখ্যার আত্যন্তিক ঘনাঙ্কের সাক্ষ্য। এই সময়ই জার্মানরা রাইন নদীর সমগ্র রেখা, রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রাচীর এবং ডানিউব বরাবর অর্থাৎ উত্তর সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত রেখা বরাবর তাদের সাধারণ যুদ্ধাভিযান শুরু করে, যা বহির্গমনেচ্ছু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিন শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামে গথিক জনসম্প্রদায়গুলির প্রায় সমগ্র মূল অংশ (স্ক্যান্ডিনেভিয়ার গথ এবং বুর্গান্ডিয়ানরা ব্যতীত) দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় এবং বহুবিস্তীর্ণ আক্রমণরেখার বাম অংশ গঠন করে; এই রেখার কেন্দ্রে উত্তুরে জার্মানরা (হার্মিনোনিয়ান) ডানিউব নদীর উজান অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং ইস্টিভোনিয়ানরা যাদের বর্তমানে ফ্রাঙ্ক বলা হয়, তারা দক্ষিণ পার্শ্বে রাইন নদী ধরে এগোতে থাকে; ইঙ্গিভোনিয়ানদের ভাগ্যে পড়ে ব্রিটেন জয়ের দায়। বিপর্যস্ত, নিরক্ত ও অসহায় রোম সাম্রাজ্য পঞ্চম শতাব্দীর শেষে হানাদার জার্মানদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা প্রাচীন গ্রীক ও রোম সভ্যতার শৈশব প্রত্যক্ষ করেছি। এখন আমরা তার অন্তিমে উপস্থিত। রোমানদের বিশ্বশক্তি ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ দেশগুলিকে বহু শতাব্দী ধরে সমপৃষ্ঠ করে চলেছিল। যেখানে গ্রীক ভাষা কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি করে নি সেখানে সমস্ত জাতীয় ভাষা পথ ছেড়ে দিয়েছিল এক ধরনের বিকৃত ল্যাটিনের কাছে; এখন আর জাতিগত কোনো পার্থক্য ছিল না, কেউই আর গল, আইবিরিয়ান, লিগুরিয়ান, নরিকান ছিল না — সকলেই তখন রোমান। রোম শাসন এবং রোম আইন সর্বত্রই পুরাতন গোত্র সম্মিলনী ভেঙে দিয়েছিল এবং স্থানীয় ও জাতীয় আত্মপ্রকাশের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত ধ্বংস করেছিল। নবজাত রোমান সত্তা এই ক্ষতিপূরণ করতে পারে নি; কোনো জাতীয়তা নয়, এতে প্রকটিত হত শুধু জাতীয়তার অভাব। সর্বত্রই নতুন জাতি তৈরির উপাদান ছিল; বিভিন্ন প্রদেশের ল্যাটিন উপভাষাগুলিতে ক্রমেই অধিকতর ব্যবধান প্রকটিত হতে থাকে; যে স্বাভাবিক সীমানাগুলি অতীতে ইতালি, গল, স্পেন ও আফ্রিকাকে স্বতন্ত্র অঞ্চল করেছিল, সেগুলি তখনও ছিল, এবং এগুলির অস্তিত্ব তখনও অনুভূত হত। কিন্তু এসব উপাদানকে একত্র করে নতুন জাতি গড়ে তোলার মতো শক্তি কোথাও ছিল না; ছিল না কোথাও বিকাশের বিন্দুমাত্র কোনো ক্ষমতা কিংবা প্রতিরোধের কোনো শক্তি, আর সৃজনশীল

শক্তি তো অবান্তর কথা। এই সুবৃহৎ ভূখণ্ডের অগণিত জনসংখ্যাকে যে একটিমাত্র বন্ধন ধরে রেখেছিল, তা রোম রাষ্ট্র; এবং কালক্রমে এটিই তাদের জঘন্য শত্রু ও উৎপীড়ক হয়ে উঠেছিল। প্রদেশগুলি রোমকে সর্বস্বান্ত করেছিল; রোম নিজেও অপরাপর নগরগুলির মতো একটি প্রাদেশিক নগর হয়ে পড়ে, এবং কিছু সুযোগসুবিধা সত্ত্বেও সে আর শাসক ছিল না, ছিল না পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র, সম্রাট ও উপসম্রাটদের রাজধানীও, কারণ তারা তখন কনস্টানটিনোপ্‌ল, ত্রিভস এবং মিলানের অধিবাসী। রোম রাষ্ট্র তখন প্রজাদের শোষণের জন্য পরিকল্পিত একটি বিরাট জটিল যন্ত্রমাত্র। খাজনা, বাধ্যতামূলক সরকারী কাজ এবং বিভিন্ন ধরনের আদায়ে জনসাধারণ তখন গভীরতম দারিদ্র্যে নিক্ষিপ্ত। স্থানীয় শাসক, তহশীলদার এবং সৈন্যদের অবৈধ শোষণের চাপ তার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বিশ্বাধিপত্য নিয়ে রোম রাষ্ট্র এই অবস্থায় এসে পেঁাছেছিল: এর অস্তিত্বের আধিকারিক ভিত্তি ছিল দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং বহিস্থ বর্বরদের থেকে প্রতিরক্ষা। কিন্তু এর শৃঙ্খলা ছিল নিকৃষ্টতম বিশৃঙ্খলার চেয়েও নিকৃষ্টতর এবং রাষ্ট্র যে বর্বরদের হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করার দাবী করত নাগরিকরা নিজ মুক্তিদাতা হিসেবে সেই বর্বরদেরই পথ চেয়েছিল।

সামাজিক অবস্থাও কিছু কম চরমে পেঁাছয় নি। প্রজাতন্ত্রের শেষ বছরগুলিতে বিজিত প্রদেশগুলির নির্মম শোষণই রোম শাসনের ভিত্তি হয়ে উঠেছিল; সাম্রাজ্য এই শোষণ তুলে দেয় নি, পরন্তু এটিকেই নিয়ম করে তুলেছিল। সাম্রাজ্যের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গেই কর এবং বাধ্যতামূলক কাজের মাত্রা বাড়তে থাকে এবং সরকারী কর্মচারীরা নির্লজ্জতর ভাবে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন ও অপহরণ করে চলে। সকল জাতির উপর কর্তৃত্বকারী রোমানরা কখনই শিল্প ও বাণিজ্যের কাজ করত না। কেবল মহাজনীতেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে তাদের জুড়ি ছিল না। কোনোক্রমে কিছুকাল টিকে থাকা ব্যবসা-বাণিজ্যও সরকারী জবরদস্তি আদায়ের ফলে ধ্বংস পায়; শুধু অবশিষ্টটুকু সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে, গ্রীসে টিকে থাকে, কিন্তু এটি আমাদের আলোচ্য নয়। সর্বজনীন দারিদ্র্য, ব্যবসা, হস্তশিল্প, চারুকলার অবনতি, জনসংখ্যা হ্রাস, নগরগুলির অবক্ষয়, নিম্নস্তরে কৃষির অধঃপতন — এই হচ্ছে বিশ্বব্যাপ্ত রোম আধিপত্যের চূড়ান্ত পরিণতি।

যে কৃষি সমগ্র প্রাচীন যুগ জুড়ে উৎপাদনের নির্ধারক শাখা ছিল, এখন তার এই গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেল। ইতালির পুঞ্জিত বৃহদাকার জমিদারীগুলি (ল্যাটিফুন্ডিয়া) যা প্রজাতন্ত্র অবসানের পর থেকে দেশের প্রায় সমগ্র ভূখন্ড ছেয়ে ফেলেছিল, সেগুলিকে দু'ভাবে কাজে লাগানো হত: চারণভূমি হিসেবে, সেখানে জনসংখ্যা ভেড়া ও গরু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল যেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অল্প কয়েক জন ক্রীতদাসই যথেষ্ট ছিল; অথবা গ্রামীণ জমিদারী হিসেবে, সেখানে বহুসংখ্যক দাসের সাহায্যে ব্যাপকভিত্তিক ফলচাষ চলত, যা অংশত মালিকদের বিলাসোপকরণ যোগাত এবং অংশত শহরের বাজারে বিক্রীত হত। বড় বড় চারণভূমি সংরক্ষিত হয়েছিল, এমন কি সম্ভবত সেগুলি আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। কিন্তু গ্রামীণ জমিদারী এবং সেখানকার বাগানও মালিকদের দারিদ্র্য ও শহরগুলির ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ক্রীতদাসদের শ্রমভিত্তিক ল্যাটিফুন্ডিয়ার অর্থনীতি আর লাভজনক ছিল না; কিন্তু তখনকার দিনে এটিই ছিল বৃহদাকার কৃষির একমাত্র সম্ভাব্য রূপ। ক্ষুদ্র খামার পুনরায় লাভজনক কৃষি হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করল। মহালের পর মহাল খন্ড খন্ড করে ছোট জোত হিসেবে বনেদী প্রজাদের মধ্যে বিলি-ব্যবস্থা করা হল যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিত অথবা তা partiariiগুলিকে* দেওয়া হল যারা প্রজা নয়, যাদের জোতদার বলাই সঙ্গত। এরা তাদের কাজের জন্য বছরে ফসলের ষষ্ঠাংশ, এমন কি নবমাংশ মাত্র পেত। মূলত কিন্তু এই ছোট জোতগুলি coloniদের (কলোনিদের) মধ্যে বিলি করা হত, যারা বৎসরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিত, জমিতে বাঁধা থাকত এবং জমির সঙ্গে তাদেরও বিক্রি করা চলত; এরা দাস ছিল না বটে, কিন্তু স্বাধীনও ছিল না; এরা স্বাধীন নাগরিকদের বিবাহ করতে পারত না এবং এদের নিজেদের মধ্যে বিবাহও বৈধ বিবেচিত হত না, যেমন দাসদের ক্ষেত্রে তেমনই এখানেও একে শুধুমাত্র সহবাস (contubernium) মনে করা হত। এরাই মধ্যযুগের ভূমিদাসদের পূর্বসূরী।

প্রাচীন যুগের দাস প্রথা অচল হয়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলের বৃহদায়তন

---

* ভাগচাষী। — সম্পাঃ

কৃষি অথবা শহরের কারখানা, কোথাও প্রথাটি আর মালিককে লাভ যোগাত না — এদের উৎপন্ন জিনিসের বাজারই লোপ পেয়েছিল। ক্ষুদ্রায়তন কৃষিখামার ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে অবনমিত সাম্রাজ্যের সেই সমৃদ্ধির যুগের বৃহদায়তন উৎপাদনে এখন অসংখ্য ক্রীতদাসের কোনো স্থান ছিল না। সমাজে তাদের স্থান নির্দিষ্ট হল ধনীদের বিলাসসেবী ও গৃহদাস হিসেবে। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু দাস প্রথার তখন যতখানি প্রাণশক্তি ছিল তাতে যেকোনো শ্রমকেই গোলামের কাজ মনে হত, যে কাজ স্বাধীন রোমানদের মানমর্যাদার অনুপযোগী ছিল এবং তখন সকল নাগরিকই স্বাধীন রোমান হয়ে উঠেছিল। এজন্য একদিকে যেমন বোঝাস্বরূপ অপ্রয়োজনীয় ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলা হল, তেমনি অপরপক্ষে কলোনি এবং নিঃস্ব হয়ে পড়া স্বাধীন নাগরিকের সংখ্যাও (আমেরিকায় প্রাক্তন দাস রাজ্যগুলির poor whites* লোকদের মতো) বাড়তে থাকল। পুরাকালীন দাস প্রথার এই ক্রমাবক্ষয়ে খৃস্টধর্মের কৃতিত্ব শূন্য। রোম সাম্রাজ্যে বহু শতাব্দী ধরে খৃস্টধর্ম দাস প্রথার ফল ভোগ করেছে এবং পরবর্তীকালে তা খৃস্টানদের, উত্তরে জার্মানদের অথবা ভূমধ্যসাগর তীরের ভেনিশিয়ান দাসব্যবসা অথবা আরও অনেক পরে নিগ্রোদের নিয়ে দাসব্যবসা,** — কোনোটিই বন্ধ করার চেষ্টা করে নি। দাস পথা আর লাভজনক না থাকায়ই তা লোপ পেল। কিন্তু মুমূর্ষু দাস প্রথা স্বাধীন মানুষের পক্ষে উৎপাদনী শ্রমকে হেয় চিহ্নিত করে সমাজে তার বিষাক্ত দংশন রেখে গেল। রোম জগৎ এই কানাগলির মধ্যেই আটকে গেল: দাস প্রথা অর্থনৈতিক কারণে অচল, কিন্তু স্বাধীন মানুষের শ্রমও নীতিবিরুদ্ধ। সামাজিক উৎপাদনের উৎস হিসেবে প্রথমটি অশক্ত এবং দ্বিতীয়টি তখনও সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। একটি আমূল বিপ্লবই শুধু কাজটি সম্পন্ন করতে পারত।

প্রদেশগুলির অবস্থাও উন্নততর ছিল না। আমাদের অধিকাংশ বিবরণীই গল সম্পর্কিত। কলোনিদের পাশাপাশি তখনও সেখানে স্বাধীন

---

* গরিব শ্বেতাঙ্গরা। — সম্পাঃ

** ক্রিমোনার বিশপ লিউতপ্রান্দের ভাষায় দশম শতাব্দীতে ভেরদেং-তে, অর্থাৎ পবিত্র জার্মান সাম্রাজ্যের (৩৬) মধ্যে, প্রধান শিল্প ছিল খোজা তৈরি যাদের স্পেনে মুরদের হারেমে মোটা লাভে চালান দেওয়া হত। (এঙ্গেলসের টীকা।)

ক্ষুদ্র কৃষক ছিল। সরকারী কর্মচারী, বিচারক ও মহাজনদের অত্যাচার থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য এরা প্রায়ই ক্ষমতাশালীর সমর্থন ও আশ্রয় চাইত; এবং তা এককভাবে নয়, পরন্তু গোটা গোটা গোষ্ঠী তা করত, সেজন্য চতুর্থ শতাব্দীর সম্রাটরা বারবারই ব্যবস্থাটি নিষিদ্ধ করে হুকুম জারি করত। আশ্রয় চেয়ে এদের কী সুবিধা হত? রক্ষাকর্তা শর্ত হিসেবে জমির দখলী স্বত্ব নিজে নিত এবং প্রতিদানে সে কৃষককে আজীবন জমিচাষের নিরাপদ অধিকার দিত। হোলি চার্চ নবম ও দশম শতাব্দীতে ভগবানের গৌরব ও অবাধে নিজেদের জমিদারী বাড়াবার জন্য এই কৌশলটি রপ্ত করেও মনোযোগ সহকারে তা প্রয়োগ করে। যা হোক তখন, আনুমানিক ৪৭৫ সালে, বিশপ সাল্‌ভিয়েনস অব মার্সাই এই দস্যুবৃত্তির তীব্র নিন্দা করেন এবং তাঁর বিবরণে বলেন যে, রোমান কর্মচারী ও বড় জমিদারদের অত্যাচার এতই অসহ্য হয়ে ওঠে যে, অনেক 'রোমান' বর্বরদের দখলী অঞ্চলে পালিয়ে যায় এবং সেখানে বসতকারী রোমানরা পুনরায় রোম শাসনের কবলিত হওয়ার চেয়ে আর কিছুকেই বেশি ভয় করত না। গরিব পিতামাতা তখন যে প্রায়ই সন্তানসন্ততিকে দাস হিসেবে বিক্রি করত, তার প্রমাণ একটি আইনে উল্লিখিত যাতে কাজটি নিষিদ্ধ ঘোষিত ছিল।

নিজ রাষ্ট্রের হাত থেকে রোমানদের মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে জার্মান বর্বররা তাদের সমস্ত জমির তিন ভাগের দুই ভাগ দখল করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই ভাগ ছিল গোত্র প্রথা অনুযায়ী; বিজেতাদের আপেক্ষিক সংখ্যা কম ছিল বলে বৃহৎ অবিভক্ত ভূখন্ড অংশত সমগ্র জনগণের এবং অংশত আলাদা আলাদা উপজাতি অথবা গোত্রের সম্পত্তি হয়ে থাকল। প্রত্যেক গোত্রে চাষের জমি ও চারণভূমি বিভিন্ন গৃহস্থালীর মধ্যে সমানভাবে এক ধরনের লটারি ব্যবস্থায় ভাগ করে দেওয়া হত। তখন বারবার জমি পুনর্বণ্টন হত কি না আমরা জানি না; অন্তত রোম প্রদেশগুলিতে ব্যবস্থাটি শীঘ্রই পরিত্যক্ত হয় এবং অংশবিশেষগুলি হয়ে ওঠে হস্তান্তরযোগ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি — অ্যালোডিয়াম। বনভূমি ও চারণভূমি সাধারণ ব্যবহারের জন্য অবিভক্ত থাকে; এরই ব্যবহার ও বিভক্ত জমি চাষের ধরন প্রাচীন রীতিনীতি এবং সমগ্র গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তক্রমে নিয়ন্ত্রিত হত। গোত্রগুলি যত বেশি দিন নিজ গ্রামে থাকত এবং কালক্রমে যত বেশি জার্মান ও রোমানদের মিশ্রণ

ঘটত আঞ্চলিক বন্ধন ততই আত্মীয়তা বন্ধনের স্থলবর্তী হত। গোত্রগুলি মার্ক-গোষ্ঠীতে বিলুপ্ত হচ্ছিল, অবশ্য সেখানেও সভ্যদের মধ্যে আদিম আত্মীয়তার বহু চিহ্ন দেখা যেত। এভাবে, অন্ততপক্ষে যেসব দেশে, ফ্রান্সের উত্তরে, ইংলন্ড, জার্মানি ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় মার্ক-গোষ্ঠী বেঁচে রইল, সেখানে গোত্রীয় সংগঠন অলক্ষ্যে আঞ্চলিক সংগঠনে রূপান্তরিত হয় এবং এভাবে রাষ্ট্রে অভিযোজিত হবার যোগ্যতা লাভ করে। তথাপি সমগ্র গোত্র প্রথার যা বৈশিষ্ট্য, সেই স্বতোদ্ভূত গণতান্ত্রিক চারিত্র্য এতে অব্যাহত রইল এবং পরবর্তীকালে তার উপর আরোপিত অবনতির মধ্যেও গোত্রীয় প্রথার জীবন্ত উপাদানগুলি টিকেছিল। ফলত নিপীড়িতদের হাতে এই হাতিয়ারটি রইল যা আধুনিক যুগেও ব্যবহার্য।

গোত্রের রক্তসম্পর্কের দ্রুত অবলুপ্তির কারণ এই যে, জয়লাভের ফলে উপজাতি ও সমগ্র জাতির মধ্যে গোত্র সংস্থাগুলিরও অধঃপতন ঘটেছিল। আমরা জানি, পরাধীন জাতির উপর শাসনাধিকার গোত্র প্রথার সঙ্গে একেবারেই সাযুজ্যহীন। এখানে তা বৃহদাকারে পরিলক্ষিত। রোম প্রদেশগুলির দখলদার হিসেবে জার্মান জাতিগুলির পক্ষে তাদের বিজয়লাভকে সংহত করা প্রয়োজন ছিল; কিন্তু রোমের জনগণকে গোত্র সংগঠনে আত্মীভূত করা কিংবা শেষোক্তগুলির সাহায্যে তাদের শাসন করা, এ দুটিই অসম্ভব ছিল। প্রথমে তখনকার বহুলাংশে সক্রিয়, রোমানদের স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির শীর্ষে রোম রাষ্ট্রের বদলে তার একটি বিকল্প প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন ছিল এবং শুধু অন্য একটি রাষ্ট্রই তা হতে পারত। এভাবে গোত্র প্রথার প্রশাসনিক সংস্থাগুলিকে রাষ্ট্রসংস্থায় রূপান্তরণ এবং অবস্থার চাপে তার দ্রুত বাস্তবায়ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। বিজয়ী জাতির প্রথম প্রতিনিধি ছিল তার সেনাপতি। বিজিত এলাকার অভ্যন্তরীণ ও বহির্নিরাপত্তার প্রয়োজনে সেনাপতির ক্ষমতাবৃদ্ধি জরুরী হয়ে ওঠে। তাই সেনাপতির রাজন্যে রূপান্তরিত হবার কাল আসন্ন হল এবং তা বাস্তবায়িত হল।

ফ্রাঙ্ক রাজত্বের কথাই ধরা যাক। এখানে শুধু রোম রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ জমিই নয়, পরন্তু আরও যেসব বৃহৎ ভূখন্ড যা ছোটবড় এলাকা [Gau] ও মার্ক-গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয় নি, বিশেষত সমস্ত বৃহৎ বনভূমি,

তা বিজয়ী সালিয়ান ফ্রাঙ্কদের নিরঙ্কুশ অধিকারে এল। সাধারণ সর্বোচ্চ সেনাপতি থেকে খাঁটি রাজন্যে পরিণত হয়ে ফ্রাঙ্কদের রাজা প্রথমে যে কাজটি করলেন তা হল: জাতির এই সম্পত্তিকে রাজকীয় জমিদারীতে রূপান্তরিত করা, জনসম্পত্তি হরণক্রমে যোদ্ধৃবাহিনীর মধ্যে তা দান, অথবা মঞ্জুরি দেওয়া। শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সামরিক দলবল এবং সৈন্যবাহিনীর অবশিষ্ট উপনায়কদের নিয়ে গঠিত এই যোদ্ধৃবাহিনীটি অচিরেই তার সংখ্যাবৃদ্ধি করল শুধু রোমানদের অর্থাৎ লেখাপড়া, বিদ্যাবত্তা, রোমান কথ্য ভাষা ও সাধু ল্যাটিন ভাষা এবং সেদেশের আইনকানুনের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য অপরিহার্য বিবেচিত রোমান সংস্কৃতিসম্পন্ন গলদের দিয়েই নয়, পরন্তু ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাদের নিয়ে রাজদরবার গঠিত হয়েছিল এবং যাদের মধ্য থেকেই তিনি প্রিয়পাত্র নির্বাচন করতেন তাদের দিয়েও। এদের সকলকেই জাতীয় জমির অংশটুকু দেওয়া হল প্রথমে প্রধানত দান হিসেবে এবং পরে বেনেফিসিয়াম রূপে — গোড়ার দিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র রাজার জীবৎকালের জন্য (৩৭)। এভাবে জনতার ব্যয়ে স্থাপিত হল এক নতুন অভিজাত শ্রেণীর ভিত্তি।

কিন্তু এ-ই শেষ নয়। পুরানো গোত্র প্রথায় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন অসম্ভব ছিল; এমন কি যদি অনেককাল আগেই অচল হয়ে না পড়ত, তাহলেও প্রধানদের পরিষদ ডাকার এখন আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না এবং তা শীঘ্রই রাজার স্থায়ী পরিষদবর্গে প্রতিস্থাপিত হল। পুরাতন জনসভাকে তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল, কিন্তু ক্রমশই এটি রাজার অধীনস্থ উপসেনাপতি ও নতুন উদীয়মান অভিজাতদের সভা হয়ে উঠল। জমির মালিক স্বাধীন কৃষক, ফ্রাঙ্ক জাতির জনসাধারণ তখন অবিরাম গৃহযুদ্ধ ও দেশজয়ের যুদ্ধে, বিশেষত শার্লেমেনের আমলের শেষোক্তগুলিতে, অবসন্ন ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, — ঠিক যেমনটি প্রজাতন্ত্রের শেষদিকে রোমের কৃষকদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। এই কৃষক যাদের নিয়ে প্রথমে গোটা সৈন্যবাহিনী গঠিত হয় এবং ফ্রাঙ্ক দেশের ভূখণ্ড জয়ের পরে যারা ছিল সৈন্যবাহিনীর প্রাণকেন্দ্র, তারা নবম শতাব্দীর সূচনায় এত দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, পাঁচ জনের মধ্যে একজনের পক্ষেও তখন যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম জোটানোই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। রাজার প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীন মুক্ত কৃষকদের

পূর্বতন সৈন্যবাহিনীর স্থলবর্তী হল সদ্যোত্থিত অভিজাত বশংবদদের নিয়ে গঠিত একটি বাহিনী। এই বশংবদদের মধ্যে পরাধীন কৃষকও ছিল, যাদের পূর্বপুরুষরা আগে রাজা ছাড়া কোনো মনিব এবং আরও আগে কোনো মনিবকেই, এমন কি রাজাকেও জানত না। শার্লেমেনের উত্তরাধিকারীদের আমলে অন্তর্দ্বন্দ্ব, রাজকীয় শক্তির দুর্বলতা, এবং আনুষঙ্গিক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় শার্লেমেন নিযুক্ত এলাকার কাউন্টরা [Gaugrafen] (৩৮) এবং যারা নিজেদের পদাধিকার বংশানুক্রমিক করবার জন্য ব্যগ্র, তাদের জবরদখল এবং সর্বশেষে নরমানদের হামলার ফলেই ফ্রাঙ্ক কৃষকদের সর্বনাশ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শার্লেমেনের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য নরমানদের পদতলে তেমনি অসহায় হয়ে পড়ল যেমনি রোম সাম্রাজ্য ফ্রাঙ্কদের পদদলিত হয়েছিল চার শ' বছর আগে।

শুধু বাহিস্থ অক্ষমতাই নয়, পরন্তু সমাজের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, বা বলা ভাল অব্যবস্থাও ছিল প্রায় অনুরূপ। স্বাধীন ফ্রাঙ্ক কৃষকদের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ববর্তী রোমান কলোনিদের অবস্থাই পুনরাবৃত্ত হল। যুদ্ধ ও লুণ্ঠনে সর্বস্বান্ত হয়ে তারা সদ্যোত্থিত অভিজাত অথবা গির্জার আশ্রয় নিতে বাধ্য হত, কারণ রাজশক্তি তাদের রক্ষার পক্ষে তখন অত্যন্ত দুর্বল; এই সংরক্ষণের জন্য তাদের অত্যধিক মূল্য দিতে হয়। পূর্ববর্তীকালীন গল কৃষকদের মতো তারাও নিজ জমিজমার অধিকার পৃষ্ঠপোষকের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হল এবং সেই জমি তারা বিভিন্ন ও পরিবর্তিত প্রজাস্বত্ব হিসেবে ফিরে পেল, কিন্তু সর্বদাই বেগার খাটা ও খাজনার শর্তে; এধরনের অধীনতায় তাড়িত হয়ে তারা ক্রমেই নিজ ব্যক্তিস্বাধীনতা হারাল; কয়েক প্রজন্মে তাদের অধিকাংশই ভূমিদাস হয়ে উঠল। কত দ্রুত যে স্বাধীন কৃষকদের অধঃপতন ঘটে তার নমুনা সাঁ জার্ম্যাঁ দ্য প্রে মঠের জমি সংক্রান্ত ইর্মিনোঁ নথিপত্রে চোখে পড়ে; তখন জায়গাটি প্যারিসের কাছে ছিল, এখন ঐটি প্যারিসের মধ্যেই। এমন কি শার্লেমেনের জীবিতকালেই এই মঠের বহুদূর বিস্তৃত ভূসম্পত্তির মধ্যে ২,৭৮৮টি গৃহস্থালী ছিল, যাদের প্রায় সকলেই জার্মান নামধারী ফ্রাঙ্ক; তাদের ২,০৮০টি ছিল কলোনি, ৩৫টি লিটি, ২২০টি দাস এবং কেবল ৮টি মাত্র স্বাধীন জোতের মালিক! যে পদ্ধতিতে পৃষ্ঠপোষক শুধুমাত্র কৃষকের আজীবন ব্যবহারের শর্তে তার জমি নিজে দখল করত, যে

পদ্ধতি সাল্‌ভিয়েনস কর্তৃক ঈশ্বরবিরোধী বলে নিন্দিত, সেটিই এখন কৃষকদের ক্ষেত্রে গির্জা কর্তৃক সর্বত্রই অনুসৃত হচ্ছিল। যে বেগার খাটুনি এখন ক্রমশ প্রচলিত হয়ে পড়ল, তা ছিল রোম আঙ্গারি অর্থাৎ রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক সেবা (৩৯), তথা জার্মান মার্ক সদস্যদের পুল, রাস্তা নির্মাণ ও অন্যান্য গোষ্ঠীকর্মে ব্যয়িত শ্রমের ছাঁচে গড়া। অতএব মনে হয়, চার শ' বছর পর সাধারণ মানুষ সেখানেই আবার ফিরে এসেছে যেখান থেকে একদা তারা যাত্রা শুরু করেছিল।

এতে কেবলমাত্র দুটি তথ্যই প্রমাণিত হয়: প্রথমত, রোম সাম্রাজ্যের অবনতির সময় সমাজের স্তরবিভাগ ও সম্পত্তির বণ্টন ছিল কৃষি ও শিল্পে তৎকালীন উৎপাদনস্তরের সম্পূর্ণ উপযোগী, অতএব তা ছিল অপরিহার্য; এবং দ্বিতীয়ত, পরবর্তী চার শ' বছরে এই স্তর থেকে উৎপাদন স্তরের তেমন কিছু উন্নতি বা অবনতি হয় নি এবং সেজন্য, তেমনি অবশ্যম্ভাবী রূপে এতে একই ধরনের সম্পত্তির বণ্টন এবং জনসংখ্যার মধ্যে একই রকম শ্রেণীবিভাগ দেখা দেয়। রোম সাম্রাজ্যের শেষ কয়েক শতাব্দীতে গ্রামাঞ্চলের উপর নগরের পুরাতন আধিপত্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং জার্মান শাসনের প্রথম শতাব্দীগুলিতেও এটি ফিরে আসে নি। এতে কৃষি এবং আনুষঙ্গিক শিল্প বিকাশের নিম্নস্তর অবধারিত ছিল। এরকম সাধারণ অবস্থায় বড় বড় শাসক জমিদার এবং তাদের অধীনস্থ ছোট ছোট কৃষকের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। এমন সমাজের সঙ্গে ক্রীতদাসের শ্রমচালিত রোম ল্যাটিফুণ্ডিয়ার অর্থনীতি অথবা ভূমিদাসের শ্রমনির্ভর নতুনতর বৃহদাকার ব্যবস্থা জুড়ে দেওয়া যে কীরকম অসম্ভব ছিল, তার প্রমাণ মেলে শার্লেমেনের সুবিদিত রাজকীয় মহাল নিয়ে তাঁর ব্যাপক পরীক্ষামূলক চেষ্টায়, যা প্রায় কোনো চিহ্ন না রেখেই লোপ পেয়েছে। পরবর্তীকালে কেবল মঠেই এই পরীক্ষাটি চলে এবং সেগুলি কেবল তাদের পক্ষেই ফলপ্রসূ হয়; কিন্তু মঠগুলি ছিল ব্রহ্মচর্যভিত্তিক অস্বাভাবিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এগুলি এই ব্যতিক্রমী ফল ফলাতে পেরেছিল, কিন্তু সেই কারণেই এগুলির নিজেদেরও ব্যতিক্রমী হিসেবেই থাকতে হয়েছিল।

তথাপি, এই চার শ' বছরেও অগ্রগতি ঘটেছিল। যদিও সূচনাকালের সেই প্রধান শ্রেণীগুলিক যুগশেষে প্রায় হুবহু অপরিবর্তিত দেখালেও

এগুলির ভিতরকার মানুষ ততদিনে বদলে গিয়েছিল। প্রাচীন দাস প্রথা অবলুপ্ত; গরিব হয়ে পড়ে যেসব স্বাধীন মানুষ শ্রমকে গোলামীর মতো ঘৃণা করত তারাও উধাও। রোমান কলোনি এবং নতুন ভূমিদাস — এই দুইয়ের মাঝামাঝি ছিল স্বাধীন ফ্রাঙ্ক কৃষক। ক্ষয়িষ্ণু রোম জগতের 'প্রয়োজনহীন স্মৃতি এবং নিষ্ফল সংঘাত' তখন মৃত ও সমাধিস্থ। নবম শতাব্দীর সামাজিক শ্রেণীগুলি কোনো ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার বদ্ধজলায় জন্মায় নি, জন্মেছে নতুন সভ্যতার প্রসবযন্ত্রণার মধ্যে। রোম পূর্বসূরীদের তুলনায় এই নতুন জাতি তার প্রভু তথা ভৃত্য নিয়ে ছিল মানুষের জাতি। শক্তিশালী জমিদার ও অধীন কৃষকের যে সম্পর্ক রোমে প্রাচীন দুনিয়ার আশাহীন পতনের পথরেখা তৈরি করেছিল, তাই এখন একটি নতুন বিকাশের সূত্রপাত ঘটাল। উপরন্তু, এই চার শ' বছর যতই নিষ্ফলা মনে হোক, তবু এই বছরগুলি রেখে গেল এক মহৎ ফল: আধুনিক জাতিসত্তাসমূহ, আসন্ন ইতিহাসের জন্য পশ্চিম ইউরোপীয় মানবসমাজের নতুন সংবিন্যাস ও সন্নিবেশ। বস্তুত, জার্মানরা ইউরোপে নতুন জীবন সঞ্চার করল; এবং সেজন্যই জার্মান যুগে রাষ্ট্র ভাঙনের পরিণামে নরমান ও সারাসিনদের বিজয় অর্জিত হয় নি, হয়েছে বেনেফিসিয়াম ও অভিভাবক সম্পর্ক (commendation [৪০]) থেকে সামন্ততন্ত্রে উত্তরণ এবং জনসংখ্যার এমন এক প্রচন্ড বিস্ফোরণ, যেজন্য মাত্র দুই শতাব্দী পরবর্তী ক্রুশেডের রক্তক্ষয়ও বিনা ক্ষতিতেই সহ্য করা সম্ভব হয়েছিল।

কী রহস্যময় যাদুমন্ত্রে জার্মানরা মুমূর্ষু ইউরোপে নতুন প্রাণ সঞ্চার করল? যেকথা আমাদের জাতিদম্ভী ইতিহাসবিদরা বলে থাকে, এটা কি জার্মান জাতির কোনো অন্তর্নিহিত যাদুশক্তি? আদৌ না। জার্মানরা সেসময় আর্য উপজাতির অতি গুণসমৃদ্ধ একটি শাখা, বিশেষত তখন তারা ব্যাপক বিকাশোন্মুখ। কিন্তু তাদের কোনো বিশেষ জাতিগত গুণ ইউরোপকে নবজীবন দেয় নি, দিয়েছে নিতান্তই তাদের বর্বরতা, তাদের গোত্র প্রথা।

তাদের ব্যক্তিগত গুণ ও সাহস, তাদের মুক্তিপিপাসা এবং গণতন্ত্রী প্রবৃত্তি যাতে সমস্ত সামাজিক ব্যাপার নিজ বিষয় হিসেবে বিবেচিত, সংক্ষেপে সেইসব গুণ যা রোমানরা হারিয়ে ফেলেছিল এবং কেবলমাত্র

যেগুলি রোম দুনিয়ার পঙ্ক থেকে নতুন রাষ্ট্র গঠন করতে এবং নতুন জাতিসত্তাগুলিকে টেনে তুলতে পারত — এগুলি ঊর্ধ্বস্তরের বর্বরদের বৈশিষ্ট্য, তাদের গোত্র প্রথার ফল ছাড়া আর কী?

যদি জার্মানরা একগামিতার প্রাচীন রূপকে পরিবর্তিত করে, পরিবারে পুরুষের আধিপত্যকে সংহত করে নারীকে প্রাচীন যুগের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটি উচ্চতর মর্যাদা দিয়ে থাকে, তবে সেটা তাদের বর্বরতা, তাদের গোত্রীয় রীতিনীতি, তাদের মধ্যে তখনও জীবন্ত মাতৃ-অধিকার যুগের উত্তরাধিকার ছাড়া আর কীসের জোরে তারা করতে পেরেছিল?

যদি তারা অন্তত তিনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দেশ — জার্মানি, উত্তর ফ্রান্স ও ইংলন্ডে মার্ক-গোষ্ঠী আকারে সত্যিকার গোত্র প্রথার একটি ভগ্নাংশ বাঁচিয়ে তা সামন্ততন্ত্রী রাষ্ট্রের মধ্যে পেঁছিতে সক্ষম হয় এবং এভাবে মধ্যযুগের ভূমিদাস প্রথার নিদারুণ নির্মমতার মধ্যেও শোষিত শ্রেণী, কৃষকদের স্থানীয় ঐক্য ও প্রতিরোধের উপায় নির্দেশ করে থাকে যা প্রাচীনকালের ক্রীতদাস অথবা বর্তমানের প্রলেতারীয় শ্রেণী হাতের কাছে তৈরি জিনিস হিসেবে পায় নি — তবে বর্বরতা, গোত্রানুযায়ী বসতি স্থাপনের একান্ত বর্বরযুগীয় পদ্ধতি ছাড়া আর কীসের জোরে তারা এটি পেরেছিল?

এবং সর্বশেষে, তারা যদি নিজেদের মধ্যে প্রচলিত পরাধীনতার একটি নম্রতর রূপ বিকশিত ও সর্বত্র তা প্রবর্তন করে থাকে, যেটি ক্রমে ক্রমে রোম সাম্রাজ্যেও দাস প্রথার স্থলবর্তী হয়েছিল এবং যার প্রসঙ্গে ফুরিয়ে সর্বপ্রথম বলেন যে, এটি **শ্রেণী হিসেবে** নিপীড়িতদের সামনে ক্রমশ মুক্তিলাভের একটি উপায় প্রদান করে (fournit aux cultivateurs des moyens d'affranchissement *collectif et progressif**),— এবং এজন্য যেটি দাস প্রথার চেয়ে বহুগুণ ভাল, কারণ দাস প্রথায় মুক্তি শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে এবং অন্তর্বর্তী স্তর ব্যতিরেকেই সম্ভবপর ছিল (প্রাচীন যুগে সফল বিদ্রোহ দ্বারা দাস প্রথা অবসানের কোনো দৃষ্টান্ত নেই), অপরপক্ষে মধ্যযুগের ভূমিদাস ধাপে ধাপে সত্যিই শ্রেণী হিসেবে মুক্তিলাভ করেছে — তবে এর কারণ তাদের বর্বরতা ছাড়া আর কী, যার কল্যাণে তাদের মধ্যে তখনও পূর্ণ-

---

* কৃষকদের সামনে **যৌথভাবে** ও **ক্রমান্বয়ে** মুক্তিলাভের উপায় প্রদান করে। — সম্পাঃ

মাত্রায় দাস প্রথা, প্রাচীন যুগের শ্রমদাসত্বও কিংবা প্রাচ্যের গার্হস্থ্য দাসত্বও দেখা দেয় নি?

জার্মানরা রোম জগতে প্রাণবান ও সঞ্জীবনী যা-কিছু সঞ্চার করল, তা হল এই বর্বরতা। বস্তুত, মুমূর্ষু এক সভ্যতার জরাজীর্ণ এক জগতে কেবল বর্বররাই নবজীবন সঞ্চারে সক্ষম। এবং জাতিসমূহের দেশান্তর যাত্রার প্রাক্কালে জার্মানরা বর্বরতার যে ঊর্ধ্বস্তরে পেঁৗছেছিল ঠিক সেই স্তরটিই এই প্রক্রিয়ার সর্বাধিক অনুকূল। এতেই সবকিছু ব্যাখ্যাত।

৯

বর্বরতা ও সভ্যতা

আমরা তিনটি প্রধান পৃথক দৃষ্টান্তে গোত্র প্রথা ধ্বংসের প্রণালী দেখেছি: গ্রীক, রোমান এবং জার্মান। কোন কোন সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরেই সমাজের গোত্র সংগঠনকে দুর্বল করে দেয় এবং সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে একেবারে এর বিলোপ ঘটায় আমরা উপসংহারে তার সন্ধান করব। এজন্য মর্গানের রচনার মতো মার্কসের 'পুঁজি'ও অপরিহার্য।

বন্য অবস্থার মধ্যস্তর থেকে উদ্ভূত, ঊর্ধ্বস্তরে বিকশিত হয়ে গোত্র প্রথা, যতদূর আমরা প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে বিচার করতে পারি, বর্বরতার নিম্নস্তরে পরিণতির শীর্ষে উত্তীর্ণ হয়। তাই এই স্তর থেকেই আমরা অনুসন্ধান শুরু করব।

এই স্তর, যেজন্য আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা আমাদের অপরিহার্য দৃষ্টান্ত, সেখানে গোত্র প্রথার পূর্ণ পরিণতি লক্ষণীয়। একটি উপজাতি কয়েকটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটি গোত্রে বিভক্ত হত; জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে এই মূল গোত্রগুলি আবার কয়েকটি সন্ততি গোত্রে বিভক্ত হত যাদের সঙ্গে মাতৃ গোত্রের সম্পর্ক ছিল দৃশ্যত ফ্রাত্রীর মতো; উপজাতিও বিভক্ত হত কয়েকটি উপজাতিতে, যাদের প্রত্যেকের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরানো গোত্রগুলির সাক্ষাৎ মিলত। অন্তত কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মীয় উপজাতিগুলি মিলিত হয়ে সম্মিলনী গঠন করত। এই সরল সংগঠন যে সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত, এটি ঠিক তার উপযোগী ছিল; এটি একটি বিশেষ ধরনের স্বাভাবিক

জোটবন্ধনের বেশি কিছু নয়, যা এভাবে সংগঠিত সমাজের সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ বিরোধ সমাধানে সমর্থ। যুদ্ধেই বহিস্থ বিরোধের নিষ্পত্তি হত এবং পরিণতিতে একটি উপজাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হতে পারত তবু কখনও তাদের দাস বানানো হত না। গোত্র প্রথার মহিমা এবং তার আনুষঙ্গিক সীমাবদ্ধতা এই যে, এতে আধিপত্য ও দাসত্বের কোনো স্থান ছিল না। গোত্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে তখনও কোনো পার্থক্য তৈরি হয় নি; সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ, রক্তপ্রতিশোধ অথবা ক্ষতিপূরণ — অধিকার না কর্তব্য, ইণ্ডিয়ানরা এমন প্রশ্ন নিয়ে কখনই বিব্রত বোধ করে নি; আহার, নিদ্রা বা শিকার — অধিকার না কর্তব্য ঠিক এই প্রশ্নের মতো সেটাও তাদের কাছে অবান্তর মনে হত। তেমনি কোনো উপজাতি অথবা গোত্র বিভিন্ন শ্রেণীতেও বিভক্ত হতে পারত না। এখান থেকেই এই অবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তির সন্ধানে আমাদের যাত্রারম্ভ।

জনসংখ্যা তখন অত্যন্ত বিরল; শিকারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং তারপর অন্যান্য উপজাতি থেকে নিরপেক্ষ অরণ্যের রক্ষাবেষ্টনীতে উপজাতির বসতি অঞ্চলেই কেবল তার সংখ্যাধিক্য ছিল। শ্রমবিভাগ নিতান্তই প্রকৃত চারিত্র্যের, কেবলমাত্র নারী-পুরুষের শ্রমবিভাগেই সীমিত। পুরুষ যুদ্ধে যেত, শিকার করত, মাছ ধরত, কাঁচা খাবার যোগাড় করত এবং এসব আহরণের উপযোগী হাতিয়ার যোগাত। নারী গৃহস্থালী দেখত এবং খাদ্য ও বস্ত্র তৈরি করত — তারা রাঁধত, কাপড় বুনত এবং সেলাই করত। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই কর্তা — পুরুষ অরণ্যে, নারী গৃহে। পুরুষ বা নারী নিজ তৈরি ও ব্যবহৃত হাতিয়ারের মালিক ছিল: অস্ত্রশস্ত্র এবং শিকার ও মাছ ধরার হাতিয়ার পুরুষদের এবং ঘরের জিনিস ও তৈজসপত্র নারীর মালিকানাধীন ছিল। গৃহস্থালী তখন সাম্যতন্ত্রী, একই গৃহে কয়েকটি এবং প্রায়ই বহু পরিবার থাকত।* যা-কিছু সমবেতভাবে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হত তাই ছিল সাধারণ সম্পত্তি: বাড়ি, বাগান, নৌকা। এখানে এবং কেবলমাত্র এখানেই

* বিশেষত আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে, — বানক্রফ্‌ট দ্রষ্টব্য — কুইন শার্লট দ্বীপের হাইডা'দের মধ্যে কোনো কোনো আচ্ছাদনের নিচে সাত শ' জন পর্যন্ত লোক থাকত। নুট্‌কা'দের মধ্যে গোটা উপজাতিই থাকত একই আচ্ছাদনের নিচে। (এঙ্গেলসের টীকা।)

আমরা সেই 'নিজ শ্রমে অর্জিত সম্পত্তি' দেখি, যা আইনজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদদের মিথ্যা ভাষণে সভ্য সমাজের উপর আরোপিত হয়েছে; এই আইনগত শেষ মিথ্যা অজুহাতের উপরই আধুনিক পুঁজিবাদী মালিকানা দণ্ডায়মান।

কিন্তু মানুষ সর্বত্রই এই স্তরে থেমে থাকে নি। এশিয়ায় সে এমন সব পশুর খোঁজ পেল যেগুলি পোষ মানানো এবং এই অবস্থায় প্রজনন সম্ভব। বন্য মাদী মহিষকে শিকার করতে হয়, পোষা হলে সে বছরে একটি করে বাচ্চা এবং তার উপর দুধও দেয়। সবচেয়ে অগ্রগামী কয়েকটি উপজাতি — আর্য, সেমিট এবং সম্ভবত তুরানীরাও — বন্যজন্তু পোষ মানানো এবং পরে গবাদি পশুর প্রজনন ও প্রতিপালন তাদের মূল পেশা করে তুলেছিল। পশুপালক উপজাতিগুলি সাধারণ বর্বরদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে: এটিই **প্রথম বিরাটাকার সামাজিক শ্রমবিভাগ**। এই পশুপালক উপজাতিগুলি অবশিষ্ট বর্বরদের চেয়ে শুধু অধিক পরিমাণ খাদ্যই উৎপাদন করত না, পরন্তু তাদের উৎপন্ন জীবনোপকরণও ভিন্নতর ছিল। অন্যদের চেয়ে অধিক পরিমাণে শুধু দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রী এবং মাংসই নয়, পরন্তু তাদের ছিল চামড়া, পশম, ছাগলোম এবং ক্রমবর্ধমান কাঁচা মাল সরবরাহের ফলে সাধারণের ব্যবহার্য হয়ে ওঠা তন্তুবস্ত্র। এ-ই সর্বপ্রথম নিয়মিত বিনিময় সম্ভব করল। পূর্ববর্তী স্তরগুলিতে দৈবাৎ বিনিময় চলত; অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নির্মাণে অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য সাময়িক শ্রমবিভাগ হয়ত দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, নব্যপ্রস্তরযুগে পাথরে হাতিয়ার কারখানার অবিসংবাদিত চিহ্নও বহু জায়গায় পাওয়া গিয়েছে; এসব কারখানায় যাদের নৈপুণ্য অধিকতর ছিল সেই সব কারিগর খুব সম্ভব সমগ্র গোষ্ঠীর জন্যই কাজ করত, যেমনটি আজও গোত্রভিত্তিক ভারতীয় গোষ্ঠীগুলির স্থায়ী কারিগররা করে থাকে। সে যাইহোক, ঐ স্তরে উপজাতির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিনিময় ছাড়া অন্য কোনো বিনিময়ের উদ্ভব সম্ভব ছিল না এবং তাও ব্যতিক্রম হিসেবে। পশুপালক উপজাতি দানা বাঁধার পর কিন্তু বিভিন্ন উপজাতির লোকের মধ্যে বিনিময় এবং স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রূপে এর উত্তরোত্তর বিকাশ ও সংহতির অনুকূল অবস্থা দেখা দেয়। সূচনাকালে নিজ নিজ গোত্র প্রধানদের মারফৎ একটি উপজাতি অন্যটির সঙ্গে বিনিময় চালাত; কিন্তু যখন পশুযূথগুলি

স্বতন্ত্র সম্পত্তিতে পরিণত হতে লাগল, তখন থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে বিনিময় ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং শেষ অবধি এটাই একমাত্র ধরন হয়ে ওঠে। পশুপালক উপজাতিগুলি বিনিময়ের জন্য প্রতিবেশীর কাছে যে প্রধান পণ্যটি আনত, সেটি গবাদি পশু; গবাদি পশু এমন একটি পণ্য হয়ে উঠল যা দিয়ে অপর সব পণ্যের মূল্য পরিমাপ করা হত এবং সর্বত্র এর বিনিময়ে সহজেই অপরাপর পণ্য পাওয়া যেত; সংক্ষেপে, গবাদি পশু মুদ্রার কাজ করতে শুরু করল এবং সেই স্তর থেকেই মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হল। এই প্রয়োজন ও দ্রুতির তাড়নায় পণ্য-বিনিময়ের একেবারে সূচনাতেই মুদ্রাপণ্যের চাহিদা বাড়তে থাকে।

সম্ভবত এশিয়াবাসী বর্বরদের নিম্নস্তরে চাষ অজানা ছিল; এটি তাদের মধ্যে অন্তত বর্বরতার মধ্যস্তরে চাষাবাদের পুরোগামী হিসেবে দেখা দেয়। দীর্ঘস্থায়ী কঠোর শীতকালের জন্য পশুখাদ্যের যথেষ্ট যোগান না থাকলে তুরান মালভূমির জলবায়ুতে পশুপালন সম্ভব হত না। এজন্যই তৃণভূমি রক্ষা ও শস্যচাষ সেখানে অপরিহার্য ছিল। কৃষ্ণ সাগরের উত্তর দিকের স্তেপাঞ্চল সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তবে পশুর জন্য উৎপন্ন শস্যদানা অচিরেই মানুষের খাদ্য হয়ে ওঠে। চাষের জমি তখনও উপজাতির সম্পত্তি এবং প্রথমে তা গোত্রের জন্য, পরে গোত্র কর্তৃক গৃহস্থালী গোষ্ঠীগুলির জন্য এবং সর্বশেষে ব্যক্তিবিশেষকে বরাদ্দ করা হয়; এদের আংশিক দখলীস্বত্ব থাকা সম্ভব হলেও তার বেশি কিছুই ছিল না।

শিল্প ক্ষেত্রে এই স্তরের দুটি কৃতিত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রথমটি বুনবার তাঁত, দ্বিতীয়টি আকরিক ধাতু-গলন ও ধাতুকর্ম। তামা, টিন এবং উভয়টির সংকর ব্রোঞ্জই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাতু; ব্রোঞ্জ দিয়ে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হত; কিন্তু এটি তখনও পাথুরে উপকরণ হটাতে পারে নি। কেবল লোহাই কাজটি করতে পারত, কিন্তু তখনও লোহার উৎপাদন অজ্ঞাত। গহনা ও অলঙ্কারের জন্য সোনা ও রুপার ব্যবহার শুরু হয়েছিল এবং সম্ভবত ইতিমধ্যেই এদের মূল্য তামা ও ব্রোঞ্জকে বহুগুণ অতিক্রম করেছিল।

পশুপালন, কৃষি, গৃহশিল্প — সমস্ত শাখায় উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে মানুষের শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি

উপকরণ তৈরি সম্ভব হল। গোত্র অথবা গৃহস্থালী গোষ্ঠী অথবা একক পরিবারের সমস্ত সদস্যের দৈনিক কাজের পরিমাণও এতে তখনই বৃদ্ধি পেল। নতুন শ্রমশক্তি সরবরাহ বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠল। এটি যোগাল যুদ্ধ: যুদ্ধবন্দীদের দাস বানানো আরম্ভ হল। ঐ বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রমবিভাগ, শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি ও ফলত সম্পদ বাড়িয়ে এবং উৎপাদনী কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করে তার পিছু পিছু অনিবার্যভাবেই দাস প্রথাকে টেনে আনল। প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রমবিভাগ থেকে প্রথম বৃহৎ সামাজিক বিভাগ মাধ্যমে এল দুটি শ্রেণী: মালিক ও ক্রীতদাস, শোষক ও শোষিত।

কী করে এবং কবে পশুযূথগুলি উপজাতি বা গোত্রের যৌথ সম্পত্তি থেকে বিভিন্ন পরিবার প্রধানদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হল তা আজও অজ্ঞাত। কিন্তু মোটের উপর ঘটনাটি এই স্তরে অবশ্যই ঘটেছিল। পশুযূথ ও অন্যান্য নতুন ধনসামগ্রী পরিবারে একটি বিপ্লব আনল। জীবিকার্জন সবসময়ই পুরুষের কাজ বিধায় সে জীবিকার উপকরণগুলি তৈরি করত ও দখলে রাখত, পশুযূথ এখন জীবিকার নতুন উপায় হয়ে উঠল এবং গোড়ায় এগুলির পোষ মানানো ও পরে প্রতিপালন তার কাজ হল। এজন্য গবাদি পশু এবং তাদের বিনিময়ে পাওয়া পণ্য ও ক্রীতদাসের মালিক হল পুরুষ। উৎপাদনের সমস্ত উদ্বৃত্তই পুরুষের ভাগে গেল; নারী ছিল শুধুমাত্র তা ভোগের অংশীদার, মালিকানার অংশীদার আর নয়। 'বন্য' যোদ্ধা ও শিকারী ঘরের মধ্যে গৌণ ভূমিকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত এবং নারীর প্রাধান্য মানত। 'অপেক্ষাকৃত নম্র' রাখাল তার সম্পত্তির জোরে প্রথম স্থান দখল করল এবং নারীকে গৌণ ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য করল এবং এতে নারীর অভিযোগের কিছু ছিল না। পরিবারের শ্রমবিভাগই পুরুষ ও নারীর সম্পত্তি বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করত। এই শ্রমবিভাগ পরিবর্তিত হল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন এতে আগেকার পারিবারিক সম্পর্কের ওলটপালট ঘটল শুধু এজন্য যে, পরিবারের বাইরের শ্রমবিভাগের ধরন বদলে গিয়েছিল। অতীতে যে কারণে অর্থাৎ গৃহকর্মের জন্য নারী সংসারে সর্বেসর্বা ছিল এখন ঠিক সেই কারণেই সংসারে পুরুষের আধিপত্য সুনিশ্চিত হল; জীবিকার্জনে পুরুষের কাজের তুলনায় নারীর গৃহকর্ম তাৎপর্যহীন হয়ে

পড়ল; প্রথমজনের কাজটিই সব, দ্বিতীয়টির অবদান তুচ্ছ। এখানেই আমরা নারী মুক্তি এবং পুরুষের সঙ্গে তার সমানাধিকারের অসম্ভাব্যতা লক্ষ্য করি এবং যতদিন নারী সামাজিক উৎপাদন থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত গৃহস্থালীতে সীমাবদ্ধ থাকবে ততদিন তা আর ঘুচবে না। নারী মুক্তি তখনই সম্ভব যখন সে ব্যাপক সামাজিক পরিসরে উৎপাদনে অংশ নিতে পারবে এবং যখন গৃহস্থালীর কাজে তার প্রয়োজন গৌণ হয়ে উঠবে। এবং এটি কেবল আধুনিক বৃহৎ শিল্পের ফলেই সম্ভব হয়েছে; এতে বিপুলসংখ্যক নারীর উৎপাদনে অংশ গ্রহণ শুধু সম্ভবই নয়, আসলে তা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে এবং উপরন্তু গৃহস্থালীর ব্যক্তিগত কাজকেও সামাজিক শিল্পে সংযোজনার উত্তরোত্তর চেষ্টা বৃদ্ধি পায়।

সংসারে বাস্তব প্রভুত্ব লাভ পুরুষের একাধিপত্যের শেষ প্রতিবন্ধকটি অপসৃত করে। মাতৃ-অধিকারের উৎখাত, পিতৃ-অধিকার প্রবর্তন এবং জোড়বাঁধা পরিবার থেকে একগামিতায় ক্রমপরিণতির ফলে এই একাধিপত্য সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে। এতে প্রাচীন গোত্রব্যবস্থায় ফাটল ধরল: একক পরিবার একটি শক্তিতে পরিণত হয়ে গোত্রকে বিপন্ন করে তুলল।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরে এসে পৌঁছই, যে পর্বটি সমস্ত সভ্য জাতিই তাদের বীরযুগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে: এটি লৌহ তরবারির যুগ এবং আনুষঙ্গিক লোহার লাঙ্গল ও কুঠারেরও। লোহা হল মানুষের ভৃত্য এবং আলু বাদ দিলে ইতিহাসে বিপ্লবী ভূমিকা পালনকারী সমস্ত কাঁচা মালের মধ্যে এটিই সর্বশেষ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। লোহা ব্যাপক পরিসরে চাষবাস এবং চাষের জন্য বৃহৎ বনভূমির আবাদ সম্ভব করল; কারিগরের হাতে লোহা এমন শক্ত ও ধারাল একটি হাতিয়ার তুলে দিল যার কাছে পাথর বা অন্য যেকোনো পরিচিত ধাতুই হার মানত। এসবই ঘটেছে ক্রমে ক্রমে; প্রথম প্রস্তুত লোহা প্রায়ই ব্রোঞ্জের চেয়েও নরম ছিল। ফলত পাথরের হাতিয়ার লোপ পেল কিন্তু ধীরে ধীরে; 'হিল্ডেব্রান্ডের গাথা'য় শুধু নয়, ১০৬৬ সালে হ্যাস্টিংসের যুদ্ধেও পাথরের কুঠার ব্যবহৃত হয়েছে (৪১)। কিন্তু প্রগতি এখন অপ্রতিরোধ্য, স্বল্পব্যাহত এবং দ্রুততর হয়ে উঠল। মিনার ও পাথরের প্রাচীর ঘেরা পাথর অথবা ইটের বাড়ি সমেত নগরই হল উপজাতি বা উপজাতি সম্মিলনীর কেন্দ্রপীঠ। এতে বাস্তুকলা-

বিদ্যার বিরাট ও দ্রুত উন্নতির নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়, তবে আনুষঙ্গিক বিপদবৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার আবশ্যিকতারও লক্ষণ দেখা দিল। সম্পত্তির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু তা ব্যক্তিবিশেষের ধনসম্পত্তি। বয়ন, ধাতুকর্ম ও অন্যান্য যেসব কারুশিল্প এখন বিশিষ্টতর হয়ে উঠেছিল, তাদের উৎপাদনে অধিকতর বৈচিত্র্য ও শিল্পসূক্ষ্মতা দেখা গেল; কৃষি থেকে এখন শুধু খাদ্য শস্য, ডাল ও ফল নয়, তেল এবং মদও মিলছিল, তার উৎপাদনপদ্ধতি জানা হয়ে গিয়েছিল। এত বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম একই ব্যক্তির দ্বারা চালানো আর সম্ভব ছিল না; সম্পন্ন হল **দ্বিতীয় বিরাট শ্রমবিভাগ**: কুটিরশিল্প কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন হল। উৎপাদনের অবিরাম প্রসার এবং সেসঙ্গে শ্রমের অধিকতর উৎপাদনশীলতার ফলে মানুষের শ্রমশক্তির মূল্য বাড়ল, পূর্ববর্তী স্তরে যা ছিল একটি সদ্যোজাত ও আপতিক ব্যাপার, সেই দাস প্রথাই এখন সামাজিক ব্যবস্থার একটি মূল অঙ্গ হয়ে উঠল; দাসরা এখন আর সাহায্যকারীমাত্র থাকল না, পরন্তু তাদের দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে ক্ষেত ও কর্মশালায় কাজে লাগানো হল। উৎপাদনকে দুটি প্রধান শাখা, কৃষি ও কুটিরশিল্পে ভাগ করার ফলে প্রত্যক্ষ বিনিময়ভিত্তিক উৎপাদন — পণ্যোৎপাদন শুরু হল, এবং এল আনুষঙ্গিক বাণিজ্য, শুধু উপজাতির অভ্যন্তরে এবং তার সীমানা বরাবর নয়, পরন্তু সমুদ্রপারেও। এসবই তখনও খুবই অপরিণত; সর্বজনীন মুদ্রাপণ্য হিসেবে বরধাতুগুলি সমাদৃত হলেও তখনও মুদ্রা তৈরি হয় নি এবং তার বিনিময় হত কেবল ওজনের ভিত্তিতে।

এখন স্বাধীন নাগরিক ও দাসের তারতম্যে ধনী ও দরিদ্রের তারতম্য যোগ হল; নতুন শ্রমবিভাগের সঙ্গে দেখা দিল বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের নতুন বিভাগ। তখনও যে পুরানো সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালী গোষ্ঠীগুলি টিকে ছিল বিভিন্ন পরিবার প্রধানদের ধনসম্পদে অসাম্যের ফলে সেগুলিও চৌচির হয়ে গেল; এবং সেই সঙ্গে গোষ্ঠীভিত্তিক জমির যৌথ চাষবাসও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কর্ষিত জমি বিভিন্ন পরিবারের ব্যবহারের জন্য, প্রথমে সাময়িকভাবে এবং পরে চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হল; জমির পরিপূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানায় উত্তরণ ক্রমে ক্রমে এবং জোড়বাঁধা পরিবার থেকে একগামিতায় উত্তরণের সমান্তরালে ঘটেছিল। এক-একটি পরিবারই সমাজের অর্থনৈতিক একক হয়ে উঠতে লাগল।

জনসংখ্যার ঘনত্ববৃদ্ধির ফলে ভিতর ও বাহিরে নিবিড়তর ঐক্যের প্রয়োজন দেখা দিল। সর্বত্রই আত্মীয় উপজাতিগুলির সম্মিলনী এবং অব্যবহিত পরই এমন কি তাদের মিশ্রণ অপরিহার্য হয়ে উঠল, অতঃপর বিভিন্ন উপজাতির পৃথক পৃথক ভূখণ্ডের মিলনে সমগ্র জাতির একক ভূখণ্ড তৈরি হয়। জনগণের সামরিক নেতা —rex, basileus, thiudans— হলেন এক প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী পদাধিকারী। জনসভা যেখানে ছিল না সেখানে তার উদ্ভব ঘটল। সেনাপতি, পরিষদ এবং জনসভা — এরা হল গোত্রসমাজ থেকে বিকশিত সামরিক গণতন্ত্রের সংস্থা। সামরিক গণতন্ত্র এজন্য যে, এখন জনজীবনে যুদ্ধ ও যুদ্ধমুখী সংগঠন নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। প্রতিবেশীর ধনসম্পত্তিতে অপরাপর জাতি প্রলুব্ধ হত, এরা ধন সংগ্রহকেই জীবনের অন্যতম মূল লক্ষ্য বলে ভাবতে শুরু করল। এরা ছিল বর্বর: উৎপাদনমূলক কাজকর্মের চেয়ে লুণ্ঠনই এদের কাছে সহজতর, এমন কি অধিকতর সম্মানজনক মনে হল। একদা যুদ্ধ ছিল শুধু আক্রমণের প্রতিশোধ অথবা নিজেদের ক্ষুদ্রতর ভূখণ্ডের সীমানাবৃদ্ধির উপায়; এখন তা হল লুণ্ঠনসর্বস্ব এবং এটি নিয়মিত পেশা হয়ে উঠল। নতুন সংরক্ষিত নগরের চারপাশে দুর্ভেদ্য দেওয়াল অকারণেই তোলা হল না: এর প্রসারিত পরিখাগুলি গোত্র প্রথার কবরে পর্যবসিত হল এবং মিনারগুলি ইতিমধ্যেই সভ্যতাকে স্পর্শ করেছিল। সমাজের অভ্যন্তরেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটল। লুণ্ঠনমূলক যুদ্ধ সর্বোচ্চ সেনাপতি ও তার অধস্তন উপসেনাপতিদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলল; একই পরিবার থেকে পদাধিকারী নির্বাচনের প্রথা ক্রমে ক্রমে, বিশেষত পিতৃ-অধিকার প্রতিষ্ঠার পরে, উত্তরাধিকারে পরিণত হল; প্রথমে এটি সহ্য করা হত, পরে এটি দাবী হয়ে উঠল এবং সর্বশেষে সবলে দখল করা হল; বংশানুক্রমিক রাজত্ব ও আভিজাত্যের ভিত্তি স্থাপিত হল। এভাবে জাতি, গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির মধ্যে তাদের যে শিকড় ছিল সেখান থেকে গোত্র প্রথার বিভিন্ন সংস্থার মূলোচ্ছেদ করা হল এবং বিপরীত সত্তায় সমগ্র গোত্র প্রথার রূপান্তরণ ঘটল: উপজাতিগুলির নিজ স্বাধীন কাজকর্ম পরিচালনার সংগঠন থেকে এটি প্রতিবেশীদের লুণ্ঠন ও পীড়নের সংগঠন হয়ে উঠল; এবং আনুষঙ্গিকভাবে এর বিভিন্ন সংস্থাগুলি গণইচ্ছার হাতিয়ার থেকে স্বীয় জনগণের বিরোধী শাসন ও পীড়নের স্বতন্ত্র সংস্থায় পরিণত

হল। ধনলালসা গোত্রের সভ্যদের ধনী ও দরিদ্রে বিভক্ত না করলে এমনটি ঘটত না; যদি না 'একই গোত্রের মধ্যে সম্পত্তিভেদের ফলে গোত্র সভ্যদের স্বার্থের ঐক্য বিরোধে পরিণত হত' (মার্কস) এবং যদি না দাস প্রথার বিকাশ ইতিমধ্যেই জীবিকার্জনের শ্রম দাসোচিত এবং লুণ্ঠন অপেক্ষা অধিকতর অপমানজনক বলে চিহ্নিত না করত।

* * *

এখন আমরা সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত। শ্রমবিভাগের উন্নততর পর্যায় এই পর্বের সূচক। নিম্নস্তরে মানুষ নিজের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পূরণের জন্য উৎপাদন করত; আকস্মিক উদ্বৃত্তের আপতিক ক্ষেত্রেই শুধু বিনিময় সীমাবদ্ধ ছিল। বর্বরতার মধ্যস্তরে পশুপালক জাতিগুলির মধ্যে আমরা দেখি যে, গবাদি পশুর মধ্যে এমন একধরনের সম্পত্তি আছে যাতে পশুযূথ যথেষ্ট বড় হলে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ হয়েও এতে নিয়মিতভাবে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে; পশুপালক এবং পশুযূথহীন অনুন্নত উপজাতিগুলির মধ্যে একটি শ্রমবিভাগও আমরা লক্ষ্য করি; এতে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি বিভিন্ন স্তরের উৎপাদনে নিয়মিত বিনিময়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরে আরও একটি শ্রমবিভাগ, কৃষি ও হস্তশিল্পের শ্রমবিভাগ ঘটল এবং ফলত ক্রমবর্ধমান পরিমাণে শ্রমের পণ্য উৎপন্ন হতে থাকল প্রত্যক্ষ বিনিময়ের জন্য এবং এজন্য বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যে বিনিময় এমন এক পর্যায়ে পেঁছল যাতে এটি সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠল। সভ্যতা এসব পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রমবিভাগকে শক্তিশালী করল ও তাকে বাড়িয়ে তুলল, বিশেষত গ্রাম ও নগরের বৈপরীত্য বাড়িয়ে (হয় নগর গ্রামের উপর অর্থনৈতিক আধিপত্য খাটাত, যেমন প্রাচীন যুগে, অথবা গ্রাম নগরের উপর আধিপত্য করত, যেমন মধ্যযুগে), এবং তৃতীয় একটি শ্রমবিভাগ যোগ করল, যেটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ: সভ্যতা এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করল যা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করত না, শুধু পণ্যবিনিময়ে ব্যাপৃত থাকত — এরা **বণিক**। পূর্বে শ্রেণী সৃষ্টির সমস্ত প্রবণতা একান্তই উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল; এতে উৎপাদনে নিযুক্ত লোকেরা পরিচালক ও কর্মীতে অথবা ব্যাপকভিত্তিক

উৎপাদক ও সীমিত উৎপাদকে বিভক্ত হয়। এই প্রথম এমন একটি শ্রেণী দেখা দিল যারা উৎপাদনে কোনোই অংশ না নিয়েও গোটা উৎপাদনের পরিচালনা ভার দখল করল এবং অর্থনৈতিকভাবে সমস্ত উৎপাদককে নিজ শাসনাধীনে আনল; এই শ্রেণী যেকোনো দুই উৎপাদক দলের প্রত্যেকের পক্ষেই অপরিহার্য মধ্যস্থ হয়ে উঠল এবং উভয়কেই শোষণ করতে থাকল। বিনিময়ের কষ্ট ও ঝুঁকি থেকে উৎপাদকদের বাঁচানো, দূরদূরান্তে তাদের পণ্যের বাজার খোঁজা এবং এভাবে সমাজে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার অজুহাতে দেখা দিল একটি পরজীবী শ্রেণী, সর্বৈব সামাজিক পরাশ্রিত একটি শ্রেণী, যারা আসলে নিজের অতি তুচ্ছ কাজের দক্ষিণা হিসেবে দেশের ও বিদেশের উৎপাদনের সার অংশটুকু দখল করত, দ্রুত জমিয়ে তুলত প্রভূত ধনসম্পত্তি এবং সেই অনুপাতে সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শুধু এই কারণেই সভ্যযুগে তাদের পক্ষে নতুন নতুন সম্মান এবং উৎপাদনের উপর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি অর্জন অবশ্যম্ভাবী ছিল, যতদিন না তারা অবশেষে স্বকীয় উৎপাদ — পর্যায়ক্রমিক বাণিজ্য সংকট সৃষ্টি করছে।

বিকাশের যে স্তরের কথা আমরা আলোচনা করছি, তখন তরুণ বণিক সম্প্রদায়ের ধারণাও ছিল না যে, ভবিষ্যতে কী বৃহৎ কর্মকান্ড তাদের ভাগ্যে ঘটবে। কিন্তু এই সম্প্রদায়টি গঠিত হল, নিজেদের অপরিহার্য করে তুলল এবং তাই যথেষ্ট। তারই সঙ্গে কিন্তু **ধাতব মুদ্রা,** টাঁকশালে তৈরী মুদ্রা প্রচলিত হল এবং ধাতব মুদ্রার সঙ্গে এল উৎপাদক ও তার উৎপাদনের উপর অনুৎপাদকের আধিপত্যের নতুন উপায়। সকল পণ্যের সেরা পণ্য, যার মধ্যে অন্য সব পণ্যই লুকানো, তাই আবিষ্কৃত হল; আবিষ্কৃত হল সেই যাদু যা ইচ্ছামাত্র নিজেকে যেকোনো বাঞ্ছনীয় বা বাঞ্ছিত জিনিসেই পরিণত করতে পারে। যার হাতে তা আছে, সে-ই উৎপাদন জগতে আধিপত্য করে; এবং কার হাতে এটি সবচেয়ে বেশি? বণিকের। তার হাতেই মুদ্রাপুজো নিরাপদ। সে এটি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিতে চাইল যে, সমস্ত পণ্য, সুতরাং সকল পণ্য-উৎপাদক অর্থের সামনে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে বাধ্য। সে কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করল যে, অন্য সবরকমের ধনদৌলত সম্পদের এই মূর্তিমান রূপের কাছে ছায়ামাত্র। অর্থের ক্ষমতা তার এই প্রথম তারুণ্যে যতখানি স্থূল ও হিংস্রভাবে প্রকট হয়েছিল তেমন আর কখনও হয় নি। অর্থের বিনিময়ে

পণ্যবিক্রয়ের পর এল আর্থিক ঋণদান এবং আনুষঙ্গিক সুদ ও মহাজনি। এবং আর কোথাও পরবর্তীকালের আইনবিধি দেনদারকে সুদখোর মহাজনের পায়ের তলায় এত নির্মম ও অসহায়ভাবে ফেলে দেয় নি যেমনটি প্রাচীন এথেন্স ও রোমে দিয়েছিল; এই দু'জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ আইন হিসেবেই এটি দেখা দিয়েছিল এবং তার পিছনে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা ছাড়া অন্যতর কোনো কারণ ছিল না।

পণ্য ও ক্রীতদাস রূপে সম্পদ এবং মুদ্রাসম্পদ ছাড়াও জমিরূপী সম্পদও দেখা দিল। আদিতে বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য গোত্র বা উপজাতি কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিজমার উপর এখন ব্যক্তিস্বত্ব এত সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে, সেগুলি তাদের বংশানুসৃত সম্পত্তি হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়ের আগে মানুষ এই জমিজমাকে গোত্রীয় গোষ্ঠীর দাবিদাওয়া থেকে মুক্ত করার জন্য সর্বাধিক চেষ্টা করেছিল, কারণ এ দাবিদাওয়াটি তাদের পক্ষে একটি প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা এই বন্ধন থেকে মুক্তি পেল, কিন্তু অল্পকাল পর তাদের নতুন ভূসম্পত্তি থেকেও তারা মুক্ত হল। জমির উপর পূর্ণ ও স্বাধীন মালিকানার অর্থ শুধু অবাধ ও অবিচ্ছিন্ন ভোগদখল নয়, পরন্তু এতে জমি হস্তান্তরের সম্ভাবনাও নিহিত। জমি গোত্রের সম্পত্তি থাকাকালীন এ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু যখন জমির নতুন মালিক গোত্র ও উপজাতির সার্বভৌম স্বত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করল, তখনই যে বন্ধন তাকে অচ্ছেদ্যভাবে জমির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল তাও সে ছিঁড়ে দিল। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সমকালে উদ্ভূত অর্থই এর তাৎপর্য স্পষ্ট করে দিল। জমি এখন বিক্রেয় ও বন্ধকযোগ্য একটি পণ্য হয়ে উঠল। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দিতে না দিতেই বন্ধক দেওয়া আবিষ্কার হল (৪২) (এথেন্স দেখুন)। একগামিতালগ্ন হেটায়ারিজম ও বেশ্যাবৃত্তির মতো জমির মালিকানাতেও এখন বন্ধকী প্রথা সেঁটে বসল। পূর্ণ, স্বাধীন ও হস্তান্তরযোগ্য জমি মালিকানা পেতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল। এই তো, নে না: tu l'as voulu, George Dandin!*

---

* 'এটাই তুই চেয়েছিলি, জর্জ ডাণ্ডিন!' (মলিয়ের, 'জর্জ ডাণ্ডিন', প্রথম অঙ্ক, নবম দৃশ্য)। —সম্পাঃ

বাণিজ্যের প্রসার, অর্থ, তেজারতি, ভূসম্পত্তি এবং বন্ধকী প্রথার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে চলল মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণীর হাতে ধনসম্পত্তির দ্রুত সঞ্চয় ও কেন্দ্রীভবন এবং অপরদিকে এল জনগণের ক্রমবর্ধমান নিঃস্বতা ও দরিদ্রদের সংখ্যাবৃদ্ধি। অর্থশালী এই নতুন অভিজাতরা যেখানে শুরু থেকেই উপজাতির পুরাতন অভিজাতদের সঙ্গে অভিন্ন ছিল না সেখানেই তারা এই শেষোক্তদের চিরকালের জন্য পেছনে হঠিয়ে দিয়েছে (এথেন্সে, রোমে, জার্মানদের মধ্যে)। এবং ধন অনুযায়ী স্বাধীন নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের সঙ্গেই, বিশেষত গ্রীসে, ক্রীতদাস সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি ঘটল,* এদেরই বাধ্যতামূলক শ্রমের ভিতে গড়ে উঠল সমগ্র সমাজের উপরিকাঠামো।

এই সমাজবিপ্লবের ফলে গোত্র প্রথায় কী হল তাই এখন দেখা যাক। এর সাহায্য ব্যতিরেকে উদ্ভূত নতুন উপাদানগুলির সামনে প্রথাটি অক্ষম হয়ে পড়ল। প্রথাটি এই পূর্বশর্তের উপর নির্ভরশীল ছিল যে, একই গোত্র অথবা উপজাতির লোকেরা একই ভূখণ্ডে একত্রে বসবাস করবে এবং তারাই হবে সেখানকার একমাত্র অধিবাসী। বহুকাল আগেই এটি অচল হয়ে পড়ে। গোত্র ও উপজাতি সর্বত্রই পরস্পর মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল; সর্বত্রই স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে ক্রীতদাস, পরাশ্রিত এবং বিদেশীরা বসবাস করত। বর্বরতার মধ্যস্তরের অন্তিম পর্বে যে স্থানীভিত্তিক বসতি গড়ে উঠেছিল তা বারবার ব্যাহত হয় ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশাবদল ও জমিহস্তান্তর জনিত স্থানান্তরণ বা বাসভূমির পরিবর্তনে। গোত্র সম্মিলনীর সদস্যরা নিজেদের সাধারণ সমস্যা মোকাবিলায় আর একত্র হতে পারত না; কেবল অপেক্ষাকৃত নগণ্য বিষয়, যথা ধর্মোৎসব, তখনও পালিত হত, তবে তাও যেমন-তেমনভাবে। গোত্রের বিভিন্ন সংস্থা যেসব প্রয়োজন ও স্বার্থরক্ষার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল এবং যে যোগ্যতাও তাদের ছিল, এখন জীবিকার্জনে বিপ্লব আসায় এবং তজ্জনিত সমাজকাঠামোর পরিবর্তনে নতুন সব প্রয়োজন ও স্বার্থ দেখা

---

* এথেন্সে ক্রীতদাসদের সংখ্যা এই পুস্তকে ১১৭ পৃঃ দ্রঃ [এই খণ্ডের ১৩১ পৃঃ দ্রঃ। — সম্পাঃ] করিন্থ নগরীর সর্বাধিক প্রস্ফুরণের সময় ক্রীতদাসদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪,৬০,০০০ এবং ইজাইনায় প্রায় ৪,৭০,০০০ উভয়তেই স্বাধীন নাগরিক সংখ্যার দশগুণ। (এঙ্গেলসের টীকা।)

দিল; এই শেষোক্তগুলি পুরাতন গোত্র প্রথার কাছে শুধু বিজাতীয়ই নয়, পরন্তু এরা সর্বতোভাবে তার বিরোধীও। শ্রমবিভাগের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন দলের হস্তশিল্পীদের স্বার্থ এবং গ্রামের প্রতিপক্ষে নগরগুলির বিশেষ চাহিদার জন্য নতুন নতুন সংস্থার প্রয়োজন হল; কিন্তু এই প্রতিটি দলের মধ্যেই ছিল বিভিন্ন গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির লোক, এমন কি পরদেশীও। এজন্য নতুন সংস্থাগুলি অপরিহার্যভাবে গড়ে ওঠে গোত্র প্রথার বাইরেই, তার সমান্তরালে, আবার বিরুদ্ধেও। — পক্ষান্তরে, একই গোত্র ও উপজাতির মধ্যে ধনী ও দরিদ্র, মহাজন ও দেনদার থাকায় প্রত্যেকটি গোত্র সম্মিলনীর মধ্যে এই স্বার্থের বিরোধ প্রকট হয় এবং চরমে ওঠে। — একদিকে সেখানে এসেছিল নতুন বাসিন্দারা, যারা গোত্রীয় গোষ্ঠীবহিস্থ লোক এবং, রোমের মতো, যারা দেশের একটি বিশিষ্ট শক্তি হতে পারত, তাছাড়া সংখ্যায় তারা এত বেশি ছিল যে, রক্তসম্পর্কিত গোত্র ও উপজাতির মধ্যে তাদের ক্রমমিশ্রণও আর সম্ভবপর ছিল না; এদের কাছে গোত্রীয় গোষ্ঠীগুলি রুদ্ধদ্বার, সুবিধাভোগী সংস্থাবিশেষ; সূচনায় যা ছিল স্বভাবসিদ্ধ গণতন্ত্র তাই এখন একটি ঘৃণিত আভিজাত্যে পরিণত হল। — সর্বশেষে, গোত্র প্রথা এমন একটি সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যেখানে কোনো অভ্যন্তরীণ বিরোধ ছিল না, এবং এই প্রথা কেবলমাত্র এরূপ সমাজেরই উপযোগী ছিল। জনমত ছাড়া এর আর কোনো বলপ্রয়োগ শক্তি ছিল না। কিন্তু এখন এমন একটি সমাজের অভ্যুদয় ঘটল যেখানে জীবনযাত্রার সমগ্র অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে সমাজসত্তা বিভক্ত হল স্বাধীন নাগরিক ও ক্রীতদাসে, ধনী শোষক ও শোষিত দরিদ্রে; এই সমাজ শুধু এই বিরোধগুলির সমাধানে অক্ষমই ছিল না, পরন্তু এগুলিকে ক্রমান্বয়ে চরম পর্যায়ে ঠেলে নিতেও বাধ্য ছিল। এমন একটি সমাজ টিকে থাকতে পারে কেবল এসব শ্রেণীগুলির মধ্যে নিরন্তর প্রকাশ্য সংগ্রামের পরিবেশে অথবা তৃতীয় একটি শক্তির শাসনাধীনে, যে শক্তি বাহ্যত পরস্পর সংগ্রামরত শ্রেণীগুলির ঊর্ধ্বে থেকে এগুলির প্রকাশ্য সংগ্রাম দমন করবে এবং বড়জোর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, তথাকথিত আইনসম্মত রূপে একটা শ্রেণীসংগ্রাম চলতে দেবে। গোত্র প্রথা সম্পূর্ণত সেকেলে হয়ে পড়েছিল। শ্রমবিভাগ এবং তার পরিণামস্বরূপ সমাজের শ্রেণীবিভাগ একে বিধ্বস্ত করল। এর স্থলবর্তী হল **রাষ্ট্র**।

* * *

গোত্র প্রথার ধ্বংসস্তূপের উপরে যে তিনটি মূল ধরনের রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল আমরা উপরে পৃথকভাবে তার আলোচনা করেছি। এথেন্স এর শুদ্ধতম ও অবিকল চিরায়ত রূপ: এখানে রাষ্ট্র উদ্ভবের প্রত্যক্ষ ও প্রধান উৎস ছিল খোদ গোত্রসমাজের গর্ভে বিকাশমান শ্রেণীবিরোধ। রোমে গোত্রসমাজ একটি আত্মবদ্ধ আভিজাত্য হয়ে উঠেছিল যার চারদিকে ছিল এ সমাজের বহিস্থ বিরাটসংখ্যক অধিকারহীন আতরাফ যাদের ছিল শুধু কর্তব্য; আতরাফদের জয়লাভে পুরাতন গোত্র প্রথা ভেঙে পড়ল এবং তার ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠল রাষ্ট্র, যাতে গোত্রের আভিজাত্য এবং আতরাফ উভয়ই অচিরে সম্পূর্ণ আত্মীকৃত হল। সর্বশেষে, রোম সাম্রাজ্যের বিজেতা জার্মানদের রাষ্ট্রের উদ্ভব হল, বিশাল বিদেশী ভূখণ্ড জয়ের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে এগুলিকে শাসন করার কোনো উপায় গোত্র প্রথার ছিল না। যেহেতু এই জয়লাভের জন্য পূর্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে তেমন কোনো গুরুতর সংগ্রাম করতে হয় নি অথবা এতে উন্নততর কোনো শ্রমবিভাগ প্রয়োজন হয় নি এবং যেহেতু বিজিত ও বিজেতারা অর্থনৈতিক বিকাশের প্রায় একই স্তরে ছিল এবং তার ফলত সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিও পূর্বাবস্থায়ই থাকল, সেহেতু কয়েক শতাব্দী ধরে গোত্র প্রথা এখানে বেঁচে থাকতে পেরেছিল একটা পরিবর্তিত আঞ্চলিক রূপে, মার্কব্যবস্থায়, এমন কি পরবর্তীকালের অভিজাত ও আশরাফ পরিবার তথা কৃষক পরিবারগুলির মধ্যে কিছুকালের জন্য দুর্বল রূপে এর পুনরুজ্জীবনও ঘটে, যথা ডিট্‌মার্শেনে (৪৩)।

অতএব রাষ্ট্র কোনোক্রমেই সমাজের উপর বাইরে থেকে আরোপিত কোনো শক্তি নয়; যেমনটি হেগেলের দাবী অনুসারে একে 'নৈতিক ধারণার বাস্তবতা' অথবা 'হেতুর প্রতিমূর্তি ও বাস্তবতা' বলাও যায় না।* পরন্তু বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে এটি সমাজ থেকেই উদ্ভূত; সমাজ যে সমাধানহীন স্ববিরোধের মধ্যে একেবারে জড়িয়ে পড়েছে, এমন অনপনেয় অন্তর্দ্বন্দ্বে সে বিভক্ত যার নিরাকরণে সে অক্ষম, রাষ্ট্র তারই স্বীকৃতি। কিন্তু

* হেগেল, 'বিধির দর্শনের ভিত্তি', অনুচ্ছেদ ২৫৭ ও ৩৬০। — সম্পাঃ

এসব অন্তর্দ্বন্দ্ব, পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলি যাতে একে অন্যকে এবং সমাজকেও নিষ্ফলা সংগ্রামে গ্রাস করে না ফেলে, সেজন্য দরকার হল এমন একটি শক্তি যা আপাতদৃষ্টিতে সমাজের ঊর্ধ্বেই থেকে এই সংগ্রামকে সংযত করবে, একে 'শৃঙ্খলার' চৌহদ্দির মধ্যে সংযত রাখবে। এবং যে শক্তি সমাজ থেকে উদ্ভূত কিন্তু তার ঊর্ধ্বে স্বপ্রতিষ্ঠ এবং সমাজ থেকে ক্রমবিযুক্তমান, তা-ই রাষ্ট্র।

পুরাতন গোত্র সংগঠনের প্রতিপক্ষে রাষ্ট্র, প্রথমত, প্রজাদের **আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ করে।** আমরা আগে দেখেছি যে, রক্তবন্ধনে প্রতিষ্ঠিত এবং সংহত পুরাতন গোত্রীয় সম্মিলনী বহুলাংশে অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল এজন্যে যে, এগুলির পূর্বশর্ত, এক নির্দিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে গোত্র সভ্যদের বন্ধন, অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ভূখন্ড স্থবিরই রইল কিন্তু জনগণ সচল হয়ে উঠল। তাই অঞ্চলভিত্তিক বিভাগই হল সূচনাবিন্দু এবং নাগরিকরা যেখানেই বসবাস করুক না কেন, গোত্র অথবা উপজাতি নির্বিশেষে সেখানেই তাদের সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য তারা পালন করতে পারল। নাগরিকদের এমন অঞ্চলভিত্তিক সংগঠনই সমস্ত রাষ্ট্রের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এজন্যই এটি আমাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়; কিন্তু আমরা দেখেছি যে, কত কঠোর ও দীর্ঘ সংগ্রামের পরে এথেন্স ও রোমে তা পুরাতন গোত্রভিত্তিক সংগঠনের স্থলবর্তী হতে পেরেছিল।

দ্বিতীয়ত, একটি **সরকারী ক্ষমতা** প্রতিষ্ঠা যা আর প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র বাহিনী রূপে আত্মসংগঠনক্ষম জাতির সন্নিপাতী নয়। এই বিশেষ সরকারী ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল, কারণ সমগ্র জনগণের স্বতঃকর্মক্ষম সৈন্যবাহিনী শ্রেণীবিভাগের সময় থেকে আর সম্ভব ছিল না। জনসংখ্যার মধ্যে ক্রীতদাসও ছিল; ৩,৬৫,০০০ ক্রীতদাসের প্রতিপক্ষে তখন এথেন্সের ৯০,০০০ নাগরিক শুধু একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী। এথেন্স গণতন্ত্রের গণফৌজ ছিল ক্রীতদাসের বিরুদ্ধে আভিজাত্যের সরকারী ক্ষমতা যা দাসদের সংযত রাখত; কিন্তু নাগরিকদেরও সংযত রাখার জন্য যে একটি পুলিস বাহিনীরও প্রয়োজন ছিল, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। প্রত্যেক রাষ্ট্রই এই সরকারী ক্ষমতার অধিকারী; এতে শুধুমাত্র সশস্ত্র লোক থাকে না, থাকে আরও নানা বৈষয়িক অনুষঙ্গ, জেলখানা ও বলপ্রয়োগের নানাবিধ প্রতিষ্ঠান, — যার কিছুই

গোত্রভিত্তিক সমাজে ছিল না। যেসব সমাজে শ্রেণীবিরোধ তখনও অপরিণত, সেখানে এবং বিচ্ছিন্ন কোনো কোনো এলাকায়, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও মাঝে মাঝে এই সরকারী ক্ষমতা অতি নগণ্য, অলক্ষ্যপ্রায় হতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেণীবিরোধের তীব্রতা এবং সন্নিহিত রাষ্ট্রগুলির আয়তন ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতেই এর শক্তি বাড়ে। বর্তমান ইউরোপের দিকে তাকালেই তা দেখা যায়; এখানে শ্রেণীবিরোধ এবং দেশজয়ের প্রতিযোগিতা সরকারী ক্ষমতাকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে এটি এখন সমগ্র সমাজ, এমন কি রাষ্ট্রকেও গ্রাস করার হুমকি হয়ে উঠেছে।

এই সরকারী ক্ষমতা বাঁচিয়ে রাখার জন্য নাগরিকদের চাঁদা বা **কর** প্রয়োজন। গোত্রসমাজে এসব একেবারে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু আজকের দিনে আমরা এর অস্তিত্ব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এই কর অপ্রতুল হয়ে ওঠে; রাষ্ট্র তখন মেয়াদী হুণ্ডি চালু করে, ঋণ করে, **রাষ্ট্রীয় ঋণ**। বয়োবৃদ্ধা ইউরোপ থেকেও এ সম্পর্কে অনেক সাক্ষ্য পাওয়া সম্ভব।

সরকারী ক্ষমতা ও কর ধার্য করবার অধিকারের বলে এখন রাজকর্মচারীরা সমাজের সংস্থা হিসেবে সমাজের **ঊর্ধ্বে** উঠল। গোত্র প্রথার বিভিন্ন সংস্থা যে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা পেত, এরা তা পেলেও তাতে আর তুষ্ট থাকত না; ক্রমেই সমাজের কাছে বিজাতীয় হয়ে ওঠা ক্ষমতার বাহন হিসেবে শ্রদ্ধা আদায়ের জন্য তাদের পক্ষে ব্যতিক্রমী আইনের আশ্রয় অপরিহার্য ছিল, যার বদৌলতে তারা বিশেষ পবিত্রতা ও অলঙ্ঘনীয়তার সুবিধা ভোগ করত। সভ্য রাষ্ট্রের সবচেয়ে আনাড়ী পুলিস কর্মচারীর 'কর্তৃত্ব'ও গোত্রসমাজের সমস্ত সংস্থার চেয়েও বেশি; কিন্তু সভ্যযুগে সর্বশক্তিমান রাজা এবং উচ্চাধিষ্ঠিত রাষ্ট্রনায়ক অথবা সেনাপতিও সেই নগণ্য গোত্র প্রধানের প্রতি ঈর্ষা বোধ করবে যে পীড়ন ব্যতিরেকেই অম্লান ও অবিসংবাদিত শ্রদ্ধা লাভ করত। শেষোক্তদের এক জন সমাজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, প্রথমোক্তরা এর বহিস্থ এবং ঊর্ধ্বস্থ কিছুর বাধ্যতামূলক প্রতিনিধিত্বে চেষ্টমান।

যেহেতু শ্রেণীবিরোধকে সংযত করবার প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব,

এবং যেহেতু এটি ঐ সংঘর্ষের মধ্যেই উৎপন্ন, সেজন্য এটি সাধারণত সবচেয়ে পরাক্রমশালী ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র, যারা রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে ওঠে এবং ফলত নিপীড়িত শ্রেণীর দমন এবং তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে। এভাবে প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল সর্বোপরি ক্রীতদাস দমনের জন্য দাসমালিকদের রাষ্ট্র, যেমন সামন্ততন্ত্রী রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস ও পরাশ্রিত কৃষকদের বশে রাখার জন্য অভিজাতদের সংস্থা এবং আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ার। ব্যতিক্রম হিসেবে অবশ্য এমন সময়ও আসে যখন সংগ্রামরত শ্রেণীগুলির ভারসাম্য এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে, রাষ্ট্রীয় শক্তি তখন বাহ্যিক মধ্যস্থ হিসেবে সাময়িকভাবে উভয় থেকেই আংশিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। ১৭শ এবং ১৮শ শতকের একচ্ছত্র রাজতন্ত্রই এর দৃষ্টান্ত যা আভিজাত্য ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করত; এই ছিল প্রথম ও ততোধিক দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের যুগে বোনাপার্টতন্ত্র, যা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতকে এবং প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াকে লেলিয়ে দিত। এধরনের কেরামতির শেষ দৃষ্টান্ত বিসমার্ক জাতির নতুন জার্মান সাম্রাজ্য যেখানে শাসক ও শাসিত উভয়েই সমান হাস্যকর: এখানে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের পারস্পরিক বিরোধে ভারসাম্য রক্ষিত এবং প্রাশিয়ার নিঃস্ব হয়ে পড়া মফঃস্বলী য়ুঙ্কারদের স্বার্থে উভয়েই সমান প্রতারিত।

ইতিহাসে জ্ঞাত অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে, নাগরিকদের অধিকার ধনসম্পত্তির অনুপাতে নির্ণীত এবং এতে রাষ্ট্র যে বিত্তহীন শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিত্তশালী শ্রেণীর একটি আত্মরক্ষামূলক সংগঠন তা প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত হয়। এথেন্স ও রোমে সম্পত্তিভিত্তিক বর্গবিভাগে এটি সহজলক্ষ্য। মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রী রাষ্ট্রেও তাই ঘটেছে, সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা ছিল মালিকানাধীন জমির পরিমাণভিত্তিক। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রে ভোটাধিকার যোগ্যতার মধ্যেও এটি লক্ষণীয়। অথচ সম্পত্তিভেদের এই রাজনৈতিক স্বীকৃতি মোটেই অপরিহার্য নয়। বরং এটি রাষ্ট্র বিকাশের একটি নিম্নস্তরেরই বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রূপ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, আমাদের সমাজের আধুনিক অবস্থায় যে রূপটি ক্রমান্বয়ে অপরিহার্য হয়ে

উঠছে এবং কেবল যে রাষ্ট্ররূপের মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর চূড়ান্ত সংগ্রামের নিষ্পত্তি সম্ভব, সেই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে আনুষ্ঠানিক সম্পত্তিভেদের ব্যাপারটি অনুক্ত। ধনের শক্তি এখানে পরোক্ষ, কিন্তু নিশ্চিততর: একদিকে সরকারী কর্মচারীদের সরাসরি হাত করে, যার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমেরিকা, অপরদিকে সরকার ও স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে রফা করে, যা রাষ্ট্রীয় ঋণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং যত বেশি পরিমাণে স্টক এক্সচেঞ্জকে কেন্দ্র করে জয়েন্ট স্টক নিজেদের হাতে যানবাহন ছাড়াও উৎপাদনেরই বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রীভূত করে, ততই এটি সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সাম্প্রতিকতম ফরাসী প্রজাতন্ত্র এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত, এবং সুভদ্র সুইজারল্যান্ডেরও এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অবদান আছে। কিন্তু সরকার ও স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে এই সৌহার্দ্যের জন্য গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যে অপরিহার্য নয়, তার প্রমাণ ইংলণ্ড এবং তাছাড়া নতুন জার্মান সাম্রাজ্য, যেখানে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে বিস্‌মার্ক না ব্লাইখ্‌রোডার বেশি বড় হয়েছে, তা বলা শক্ত। এবং সর্বশেষে, বিত্তশালী শ্রেণী সরাসরি সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে শাসন করে। যতদিন পর্যন্ত শোষিত শ্রেণী অর্থাৎ আমাদের ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত, নিজ মুক্তির জন্য পরিণত না হচ্ছে ততদিন এই শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য বর্তমান সমাজব্যবস্থাকেই একমাত্র সম্ভবপর ব্যবস্থা বলে মেনে নেবে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিপতি শ্রেণীর লেজুড়, এর চরম বামপন্থী অংশ হয়ে থাকবে। কিন্তু আত্মমুক্তির জন্য এই শ্রেণীর পরিণতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে এরা নিজেদের পার্টিতে সংঘবদ্ধ হয় এবং পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন না করে নিজ প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে। সর্বজনীন ভোটাধিকার শ্রমিক শ্রেণীর পরিপক্বতার মাপকাঠি। বর্তমান রাষ্ট্রে উন্নততর আর কিছু হতে পারে না, কদাচ হবেও না; কিন্তু এ-ই যথেষ্ট। যেদিন সর্বজনীন ভোটাধিকারের তাপমানযন্ত্রে শ্রমিকদের স্ফুটনাঙ্ক চিহ্নিত হবে সেদিন পুঁজিপতিদের মতো শ্রমিক শ্রেণীও নিজ কর্তব্য জানতে পারবে।

অতএব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অনন্তকালীন নয়। এমন সমাজ ছিল যা রাষ্ট্র ছাড়াই চলত, যার রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কোনো ধারণাই ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে যখন সমাজে শ্রেণীবিভাগ অবধারিত, তখন এই বিভাগের জন্যই রাষ্ট্র অপরিহার্য হয়ে পড়ল। এখন

আমরা দ্রুত উৎপাদন বিকাশের এমন একটি স্তরে পৌঁছচ্ছি যখন এসব শ্রেণীর অস্তিত্ব শুধু যে অপরিহার্য থাকবে না তাই নয়, পরন্তু এরা উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধ হয়েই উঠবে। পূর্ববর্তী স্তরে যেমন অনিবার্যভাবে শ্রেণীসমূহের উদ্ভব হয়েছিল, তেমনি এগুলির অনিবার্য পতন ঘটবে এবং পতন ঘটবে এগুলির আনুষাঙ্গিক রাষ্ট্রেরও। উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান সম্মিলনের ভিত্তিতে যে সমাজ উৎপাদনকে পুনর্গঠিত করবে, সে সমাজ সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে পাঠাবে তার যোগ্য স্থানে: পুরাদ্রব্য-সংগ্রহশালায়, চরকা ও ব্রোঞ্জ কুড়ুলের পাশে।

* * *

অতএব পূর্বালোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অপরিহার্য হয়ে ওঠে যে, সভ্যতা সমাজবিকাশের সেই স্তর যখন শ্রমবিভাগ, তজ্জনিত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিনিময় এবং উভয়টির সংযোগকারী পণ্যোৎপাদন উন্নতির শিখরে উঠে পূর্বতন সমগ্র সমাজে আমূল রূপান্তর ঘটায়।

সমাজবিকাশের পূর্ববর্তী সকল স্তরে উৎপাদন ছিল বস্তুত সমষ্টিগত এবং তদনুরূপ ভোগদখলও ছিল সাম্যতন্ত্রী বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর মধ্যে উৎপন্নের প্রত্যক্ষ বণ্টনভিত্তিক। এই সমষ্টিগত উৎপাদনের আত্যন্তিক সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধতা সত্ত্বেও উৎপাদকরা তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপন্নের মালিক ছিল। তারা উৎপন্নের ভবিতব্য জানত: নিজেরাই উৎপন্ন ভোগ করত, এগুলি তাদের হাতছাড়া হত না, এবং যতদিন উৎপাদন এই ভিত্তিতে চলে, ততদিন তা উৎপাদকদের নিয়ন্ত্রণাতীত হতে পারে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো বিজাতীয় ভৌতিক শক্তিও দাঁড় করাতে পারে না, যা সভ্যযুগের নিয়মিত এবং অনিবার্য ঘটনা।

কিন্তু ধীরে ধীরে উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ায় শ্রমবিভাগের অনুপ্রবেশ ঘটল। এতে উৎপাদন ও ভোগদখলের সমষ্টিগত চারিত্র্য ক্ষুণ্ন হল, ব্যক্তিগত দখলই প্রাধান্য লাভ করল এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়ের উদ্ভব হল, যার উদ্ভবপ্রক্রিয়া আমরা আগেই দেখেছি। ক্রমশ পণ্যোৎপাদনেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন আর নিজ ভোগের জন্য নয় বিনিময়েরই জন্য এবং উৎপন্ন দ্রব্য প্রয়োজনমতো হস্তান্তরযোগ্য পণ্য হয়ে ওঠে। বিনিময়ে উৎপন্নের সঙ্গে উৎপাদকের বিচ্ছেদ ঘটে; অতঃপর এর কী ঘটল তা আর তার জানা হয় না। যখনই অর্থ ও সেসঙ্গে বণিক উৎপাদকদের মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকাসীন হল, তখন বিনিময় প্রক্রিয়া জটিলতর এবং উৎপন্নের শেষ ভবিতব্য অনিশ্চিততর হয়ে উঠল। বণিকরা বহুসংখ্যক এবং তারা পরস্পরের কাজ সম্পর্কে অজ্ঞ। পণ্য এখন শুধু হস্তান্তরিতই হয় না অধিকন্তু বাজার থেকে বাজারেও ঘোরে; উৎপাদকরা নিজ জীবনযাত্রার মোট উৎপাদনের উপর আধিপত্য হারিয়ে ফেলে এবং বণিকরাও তা আয়ত্ত করতে পারে না। উৎপন্ন এবং উৎপাদন আপতিকতার ক্রীড়নকে পর্যবসিত হয়।

কিন্তু আপতিকতা এই পারম্পর্যের একটি মেরুমাত্র, এর অপর মেরুকে আবশ্যিকতা বলা হয়। প্রকৃতিতে আপাতদৃষ্ট আপতিকতার আধিপত্য যে প্রতি ক্ষেত্রেই অন্তর্নিহিত আবশ্যিকতা ও নিয়মেরই প্রকাশ তা বহু আগেই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি সম্পর্কে যা সত্য তা সমাজ সম্পর্কেও মিথ্যা নয়। কোনো এক সামাজিক কর্মকাণ্ড, একপ্রস্ত সামাজিক প্রক্রিয়া যতই সচেতন মানবিক নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে যায়, এদের ক্ষমতাবহিস্থ হয়, যতই এগুলিকে নিছক আপতিকতার আওতাভুক্ত মনে হয়, ততই তার বিশিষ্ট অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি এই আপতিকতার গণ্ডী ভেদ করে প্রাকৃতিক আবশ্যিকতায় নিজের পথ তৈরি করে নেয়। পণ্যোৎপাদন ও পণ্যবিনিময়ের সমস্ত আপতিকতাও এধরনের নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত: আলাদা আলাদা উৎপাদক ও বিনিময়কারীর সামনে এই নিয়মাবলি বিজাতীয় এবং প্রথমে অজ্ঞাত শক্তিরূপেই দেখা দেয় যেগুলির প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন ও অনুধাবন আবশ্যকীয়। উৎপাদনের এই ধরনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে পণ্যোৎপাদনের অর্থনৈতিক নিয়মাবলি পরিবর্তিত হয়; কিন্তু সামগ্রিকভাবে সভ্যতার সমস্ত যুগটাই এসব নিয়মের অধীন। আজও উৎপন্নই উৎপাদকদের প্রভু; আজও সমাজের সমগ্র উৎপাদন সমষ্টিগতভাবে তৈরি কোনো পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রিত হয় না, তা অন্ধ নিয়মাবলির অধীন যেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিতে এবং শেষ মীমাংসায় পর্যায়ক্রমিক বাণিজ্য সংকটে প্রকটিত হয়।

কীভাবে মানুষের শ্রমশক্তি উৎপাদন বিকাশের প্রথম সূচনাতেই উৎপাদকের জীবনধারণের প্রয়োজনের বহুগুণ বেশি উৎপাদনে সক্ষম হয়ে ওঠে এবং যে মূলত বিকাশের এই স্তরটিতে শ্রমবিভাগ এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়ের আবির্ভাব হয়, তা আমরা দেখেছি। অতঃপর এই মহৎ 'সত্য' আবিষ্কারে খুব বেশি দেরী হল না যে, মানুষও একটি পণ্য হয়ে উঠতে পারে: মানুষকে দাসে পরিণত করে মনুষ্যশক্তির বিনিময় ও ভোগ সম্ভব। বিনিময় শুরু করতে না করতেই মানুষ নিজেই বিনিময় বস্তুতে পর্যবসিত হল। কর্তা কর্ম হয়ে উঠল, মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্বিশেষে।

সভ্যযুগে সর্বাধিক বিকাশপ্রাপ্ত দাস প্রথার প্রথম উন্মেষ থেকেই শোষক ও শোষিতে সমাজের শ্রেণীভেদ ঘটে। এই বিভেদ পুরো সভ্যযুগ জুড়েই অব্যাহত রয়েছে। শোষণের প্রথম রূপ দাস প্রথা প্রাচীন জগতের বৈশিষ্ট্য; এর পরবর্তী: মধ্যযুগে ভূমিদাস প্রথা এবং আধুনিক যুগের মজুরি-শ্রম। এগুলিই সভ্যতার তিনটি মহৎ যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক পরাধীনতার তিনটি মহৎ রূপ; সম্প্রতিকালে ছদ্মবেশী হলেও অনাবৃত দাসত্বই এর নিত্যসঙ্গী।

সভ্যতার সূত্রপাত পণ্যোৎপাদনের যে স্তরে তার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল: ১) ধাতব মুদ্রা এবং আনুষঙ্গিক আর্থিক মূলধন, সুদ ও তেজারতির প্রবর্তন; ২) উৎপাদকদের মধ্যস্থ রূপে বণিকের অভ্যুদয়; ৩) জমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বন্ধকী প্রথার উদ্ভব এবং ৪) উৎপাদনের প্রধান রূপ হিসেবে দাসশ্রমের প্রচলন। সভ্যতার অনুষঙ্গী ও এই আমলে সুপ্রতিষ্ঠ পরিবারের নতুন রূপ — একগামিতার প্রাধান্যের চূড়ান্ত অধিষ্ঠান, নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য, সমাজের অর্থনৈতিক একক হিসেবে একক পরিবার। সভ্য সমাজে রাষ্ট্রই সমাজকে সংহত রাখে এবং প্রত্যেকটি বিশিষ্ট পর্বেই এটি একমাত্র শাসক শ্রেণীরই রাষ্ট্র এবং সকল ক্ষেত্রেই তা হল মূলত শোষিত, নিপীড়িত শ্রেণী দমনের যন্ত্র। সভ্যতার অন্যতর লক্ষ্য: একদিকে, সমাজের সমগ্র শ্রমবিভাগের ভিত্তি হিসেবে শহর ও গ্রামের বৈপরীত্যের সুপ্রতিষ্ঠা; অপরদিকে, উইল প্রচলন মাধ্যমে সম্পত্তি মালিককে এমন কি মৃত্যুর পরও তার বিষয়-আশয় নিয়ন্ত্রণের অধিকার দান। এই প্রথা পুরাতন গোত্র প্রথার প্রত্যক্ষ বিরোধী; এই প্রথা সলোনের আগে পর্যন্ত এথেন্সে অজ্ঞাত ছিল; রোমে প্রথাটি একেবারে শুরুতেই দেখা দেয়, কিন্তু ঠিক কোন সময় তা আমরা

জানি না;* জার্মানদের মধ্যে পুরোহিতরা এই ব্যবস্থাটি এই উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করে যাতে সুভদ্র জার্মান বিনা বাধায় গির্জার নামে নিজ সম্পত্তি দান করতে পারে।

এই ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত সভ্যতা যেসব কাজ করেছে, পুরাতন গোত্র সমাজের পক্ষে তা কোনোদিনই সম্ভবপর হত না। কিন্তু এজন্য মানুষের ঘৃণ্যতম প্রবৃত্তি ও আবেগগুলিকে সক্রিয় করে এবং অন্য সব গুণ খর্বিত করে এগুলিকেই বিকশিত করা হয়েছে। সভ্যতার প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত নগ্ন লোভই তার চালিকা শক্তি; ধনদৌলত, আরও ধনদৌলত, আরও বেশি ধনদৌলত, সামাজিক নয়, কুৎসিৎ ব্যক্তিগত ধনদৌলতই তার একমাত্র নির্ধারক লক্ষ্য। যদি এই লক্ষ্যসাধনের পথে তার ভাগ্যে বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ এবং পুনঃপুনঃ চারুকলার পূর্ণতম স্ফুটনের যুগ এসেও থাকে, তাহলে তার একমাত্র কারণ এই যে, ঐগুলি ছাড়া ধনসঞ্চয়ের আধুনিক বিরাট কৃতিত্ব অসম্ভব হত।

যেহেতু এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণই সভ্যতার ভিত্তি, সেজন্য এর সমগ্র বিকাশ অবিরাম বিরোধ-কণ্টকিত। উৎপাদনের প্রত্যেকটি অগ্রপদক্ষেপমাত্রেই একই সঙ্গে নিপীড়িত শ্রেণী অর্থাৎ বিরাট সংখ্যাধিক্যের অবস্থার পশ্চাদ্‌গতির সঙ্গে অন্বিত। একজনের পক্ষে যাই আশীর্বাদ অপরের পক্ষে তাই অনিবার্য অভিশাপ, একটি শ্রেণীর প্রতিটি নতুন মুক্তির অর্থই অপর এক শ্রেণীর উপর নতুন উৎপীড়ন। এর সবচেয়ে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত

---

* লাসাল রচিত 'অর্জিত অধিকারসমূহের প্রণালী'র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রধানত এই প্রতিপাদ্য ধরা হয়েছে যে, রোম উইল রোমের মতোই পুরানো, রোমের ইতিহাসে কখনও 'এমন সময় ছিল না যখন উইল ছিল না', রোমপূর্ব যুগে প্রেতাচার থেকেই উইলের উদ্ভব। সাবেকী ধারার গোঁড়া হেগেলবাদী হওয়ায় লাসাল রোমানদের সামাজিক সম্পর্ক থেকে রোমান আইনের ধারাগুলির উদ্ভব নির্ণয় করেন নি, করেছেন তার 'কাল্পনিক প্রত্যয়' থেকে এবং তদ্দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ উপরোক্ত উক্তিতে পৌঁছেছেন। যে পুস্তকেই ঐ একই কাল্পনিক ধারণা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, সম্পত্তির হস্তান্তর রোমানদের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় একটি নিতান্ত গৌণ ব্যাপার, তার লেখকের পক্ষে এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। লাসাল যে শুধু রোমান আইনজ্ঞদের, বিশেষত আদিযুগীয়দের মোহগুলি বিশ্বাস করেন তাই নয়, তাদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

যন্ত্রপাতির প্রচলন, যার পরিণাম আজ সুবিদিত। এবং বর্বরদের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য যেখানে ছিল না, যা আমরা দেখেছি, সেক্ষেত্রে একটি শ্রেণীকে প্রায় সব অধিকার দিয়ে এবং অপর শ্রেণীর ঘাড়ে প্রায় সব কর্তব্যের বোঝা চাপিয়ে সভ্যযুগে এদের পার্থক্য ও বিচ্ছেদ নির্বোধ লোকের কাছেও সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

কিন্তু এমনটি হওয়া অনুচিত। শাসক শ্রেণীর পক্ষে যা ভাল তা সমগ্র সমাজের পক্ষেও ভাল হওয়া উচিত, কারণ শাসক শ্রেণী সমাজের সঙ্গে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য মনে করে। অতএব সভ্যতা যতই অগ্রসর হয় ততই অনিবার্যরূপে সৃষ্ট নিজ নেতিবাচকতাগুলিকে প্রেমের আবরণে ঢাকতে, বার্নিশ করতে অথবা এগুলির অস্তিত্বই অস্বীকার করতে সভ্যতা বাধ্য; সংক্ষেপে, প্রচলিত ভণ্ডামি যা সমাজের পূর্ববর্তী স্তরগুলিতে, এমন কি সভ্যতার সূচনাতেও অজ্ঞাত ছিল, সভ্যতা তাই প্রবর্তন করে, এবং শেষত, নিম্নোক্ত ঘোষণা যার চূড়ান্ত নজির: শোষক শ্রেণী নিপীড়িত শ্রেণীকে শোষণ করে নিতান্ত ও শুধুমাত্র শোষিত শ্রেণীরই স্বার্থে; যদি শোষিত শ্রেণী এটি বুঝতে না পারে এবং এমন কি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাহলে এতে উপকারী অর্থাৎ শোষকদের প্রতি নিতান্ত হীন কৃতঘ্নতাই প্রকাশিত হয়।*

এবং এখন উপসংহারে সভ্যতা সম্পর্কে মর্গানের মন্তব্য:

'সভ্যতার উদ্ভবে সম্পত্তির অতিবৃদ্ধি এত বিপুল, এর রূপগুলি এত বিচিত্র, এর প্রয়োগ এতই দূরপ্রসারী এবং মালিকদের স্বার্থে এর পরিচালনা এতই কৌশলকীর্ণ যে, এটা গণবিরোধী এক অনতিক্রম্য শক্তি হয়ে উঠেছে। মানবচিত্ত তার নিজ সৃষ্টির সামনে

* প্রথমে আমি চেয়েছিলাম শার্ল ফুরিয়ে'র রচনায় সভ্যতার যে চমৎকার সমালোচনা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, সেটিকে মর্গান ও আমার সমালোচনার পাশাপাশি উল্লেখ করব। দুঃখের কথা, এই কাজ করার মতো যথেষ্ট সময় নেই। কেবল এটুকুমাত্রই আমি মন্তব্য করতে চাই যে, ইতিপূর্বেই ফুরিয়ে একগামিতা ও জমির ব্যক্তিগত মালিকানাকে সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে সনাক্ত করেন এবং তাকে তিনি দরিদ্রের বিরুদ্ধে ধনীর লড়াই বলে উল্লেখ করেন। তাঁর রচনায় আরও দেখি, তিনি ইতিমধ্যেই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, পরস্পরবিরোধে জর্জরিত সকল অপরিণত সমাজেই এক-একটি পরিবারই (les familles incohérentes) অর্থনৈতিক একক। (এঙ্গেলসের টীকা।)

আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাহলেও এমন সময় আসবে যখন মানববুদ্ধি এই সম্পত্তির উপর আধিপত্য করার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবে এবং রাষ্ট্র যে সম্পত্তি রক্ষা করছে তার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ তথা মালিকদের অধিকার ও দায়িত্বের সীমানা নির্দেশ করবে। সমাজের স্বার্থ ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের ঊর্ধ্বে এবং এগুলির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। শুধুমাত্র সম্পত্তিশিকারই মানুষের চরম ভবিতব্য নয়, অবশ্য যদি অতীতের মতো ভবিষ্যতও প্রগতির নিয়মানুসারী হয়। সভ্যতার সূচনা থেকে অদ্যাবধি অতিক্রান্ত সময় মানবজাতির অতীত অস্তিত্বের তথা তার আসন্ন যুগেরও একটি ভগ্নাংশমাত্র। সম্পত্তি আহরণ যার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সেই পর্বের পতনে সমাজের বিলুপ্তিও অবধারিত, কারণ এই পর্বের মধ্যেই নিহিত তার আত্মধ্বংসের বীজ। পরিচালনব্যবস্থায় গণতন্ত্র, সমাজের অন্তর্গত ভ্রাতৃত্ব, অধিকার ও সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য, এবং সর্বজনীন শিক্ষা সমাজের পরবর্তী উচ্চতর স্তরটিকে আশীর্বাদপূত করে যেদিকে মানুষের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও জ্ঞান অবিচলিতভাবে অগ্রসরমান। **এ হবে প্রাচীন গোত্রগুলির মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এক উচ্চতর পুনরুজ্জীবন'** (মর্গান, 'প্রাচীন সমাজ', ৫৫২ পৃঃ)।

১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের শেষ থেকে ২৬ মে তারিখের মধ্যে লিখিত

চতুর্থ জার্মান সংস্করণ (১৮৯১)-এর পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত

১৮৮৪ সালে জুরিখে পৃথক পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত

মূল রচনা জার্মান ভাষায়

টীকা

(১) **'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'** — মার্কসবাদের অন্যতম মৌলিক রচনা। এই রচনায় মানবজাতির বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়গুলোতে মানবজাতির ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে; আদি গোষ্ঠীগত সমাজের পতনের প্রক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত মালিকানার উপর স্থাপিত শ্রেণীগত সমাজের গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে; এই সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো দেখানো হয়েছে; ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পারিবারিক সম্পর্কের বিকাশের বিশেষত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে; রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও সারমর্ম আবিষ্কৃত হয়েছে এবং শ্রেণীহীন সাম্যতন্ত্রী সমাজের চূড়ান্ত বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের বিলোপের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। পৃঃ ৭

(২) *Contemporanul* ('সমসাময়িক পত্রিকা') — সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার রুমানিয়ার পত্রিকা। ১৮৮১-১৮৯০ সালে ইয়াস্‌সি শহরে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১১

(৩) **ট্রয় যুদ্ধ** — হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'অডিসি' রচনাদ্বয় অনুযায়ী ট্রয়ের বিরুদ্ধে মাইসিনি-র রাজা আগামেম্ননের নেতৃত্বে আখেইয়ার রাজাদের জোটের ১০ বছর ব্যাপী যুদ্ধ। আখেইয়ার যোদ্ধারা ট্রয় দখল করে। ট্রয় শহর জায়গা খনন করার ফলে জানা গেছে যে আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১২৬০ সালে শহরটি বহুদিনের অবরোধে বিধ্বস্ত হয়, তাই গ্রীক উপকথার তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। পৃঃ ১৩

(৪) এঙ্গেলস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সফর করেন ১৮৮৮ সালের অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে। পৃঃ ২২

(৫) **পুয়েব্লো** — উত্তর আমেরিকার এক ইন্ডিয়ান উপজাতি গোষ্ঠীর নাম; বসবাস করত নিউ মেক্সিকোর এলাকায় (বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম ও মেক্সিকোর উত্তরাংশ) এবং একই ইতিহাস ও সংস্কৃতির বন্ধনে মিলিত ছিল।

তাদের গ্রামগুলির বিশেষ চরিত্র দেখে স্পেনীয় শব্দ pueblo (জন, বসত, গোষ্ঠী) থেকে আসা এই নামটা তাদের দেয় বিজয়ী স্পেনীয়রা। এইসব গ্রামগুলি ছিল পাঁচ-ছয় তলার বড় বড় সাধারণ গৃহকেল্লার মতো, তাতে বাস করত হাজার খানেক লোক; এইসব উপজাতিদের বসত সম্বন্ধেও কথাটা প্রযুক্ত হত।
পৃঃ ২৮

(৬) মার্কসের এই পত্রটি নিখোঁজ। পৃঃ ৪১

(৭) স্ক্যান্ডিনেভিয়ার লোকগাথা 'এড্ডা' এবং জার্মান লোকগাথা 'নিবেলুং গাথা' অবলম্বনে সুরকার রিখার্ড ভাগনারকৃত ওপেরার নাট্যলিপি উল্লিখিত।
পৃঃ ৪১

(৮) **'এড্ডা'** এবং **'ওগিস্‌দ্রেকা'** — স্ক্যান্ডিনেভিয়ার জাতিগুলির পুরাকথা ও বীরগাথার সঙ্কলন। পৃঃ ৪১

(৯) **আস'রা** এবং **ভান'রা** — স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পুরাকথার দুই দেবসম্প্রদায়।
'ইংলিঙ্গা সাগা' — নরওয়ের রাজাদের নিয়ে ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত এবং আইসল্যান্ড ও নরওয়ের গোত্রীয় গাথাগুলির ভিত্তিতে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে সঙ্কলিত মধ্যযুগীয় আইসল্যান্ড কবি ও ইতিবৃত্ত লেখক স্নরি স্টুর্লুসনের 'পার্থিব চক্র' ('Heimskringla') বইটির প্রথম গাথা। পৃঃ ৪১

(১০) অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ উপজাতিই যে বিবাহ-শ্রেণী বা উপদলে বিভক্ত ছিল, এখানে তাই উল্লিখিত। প্রত্যেকটি দলের পুরুষ নির্দিষ্ট অন্য এক দলের নারীকেই কেবল বিবাহ করতে পারত; প্রতিটি উপজাতিতে এমন ৪ থেকে ৮টি দল ছিল।
পৃঃ ৪৬

(১১) **স্যাটার্ন উৎসব** — শনি (স্যাটার্ন) দেবতার সম্মানে প্রাচীন রোমে কৃষি কাজের সমাপ্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উৎসব। স্যাটার্ন উৎসবের দিন অবাধ যৌনসঙ্গমের রেওয়াজও ছিল। ফলত 'স্যাটার্ন উৎসবে' উদ্দাম খানাপিনা ও মাতলামির অর্থ প্রযুক্ত। পৃঃ ৫৫

(১২) ক্যাটালনিয়ার কৃষক বিদ্রোহের চাপে স্পেনের রাজা পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ড ক্যাথলিক ১৪৮৬ সালের ২১ এপ্রিল আপোস মীমাংসায় বাধ্য হন; তখন রাজা বিদ্রোহী কৃষক ও সামন্তদের মধ্যস্থতা করেন। মীমাংসানুযায়ী জমির সঙ্গে কৃষকদের আবদ্ধ করার প্রথা তুলে দেওয়া এবং কৃষকদের কাছে অতি ঘৃণ্য সামন্তদের একাধিক বিশেষ সুযোগসুবিধা, যথা প্রথম রাত্রি যাপনের অধিকার, বাতিল করা হয়; তবে সেজন্য কৃষকরা মোটা টাকার দন্ড দিতে বাধ্য ছিল। পৃঃ ৫৮

(১৩) **ইয়ারোস্লাভের 'প্রাভদা'** — প্রাচীন রুশদেশে সমকালীন সাধারণ বিধির ভিত্তিতে

১১-১২শ শতকে উদ্ভূত তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের অভিব্যক্তি — 'রুস্কায়া প্রাভ্দা' (রুশী ন্যায়) নামক তখনকার রাশিয়ার প্রাচীনতম আইনসংহিতার প্রথম ভাগ।

ডাল্মেশীয় আইনবিধি —১৫-১৭শ শতকে ডাল্মেশিয়ার এক অংশ পোলিসায় প্রচলিত আইনসংকলন, পোলিসার বিধি (statut) নামে তা পরিচিত। পৃঃ ৬৫

(১৪) Calpullis — স্পেন কর্তৃক বিজিত হবার সময় মেক্সিকোর পারিবারিক গোষ্ঠী (কালপুলি); কালপুলি'র সব সদস্য একই পরিবারভুক্ত ছিল, প্রতি কালপুলি'র জমিও ছিল যৌথ মালিকানাধীন এবং তা উত্তরাধিকারীদের বিভাজ্য ছিল না। পৃঃ ৬৬

(১৫) *Das Ausland* ('ভিন্নদেশ') — ভূগোল, নৃকুলবিদ্যা ও প্রকৃতিবিদ্যা সম্পর্কিত জার্মান সাপ্তাহিক। ১৮২৮ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত। ১৮৭৩ সাল থেকে স্টুট্গার্ট থেকে প্রকাশিত হত। পৃঃ ৬৬

(১৬) ১৮০৪ সালে প্রথম নেপোলিয়নের রাজত্বকালে অনুমোদিত 'Code Civil' (নাগরিক আইন)-এর ২৩০ অনুচ্ছেদের কথা উল্লিখিত। পৃঃ ৬৮

(১৭) **স্পার্টাবাসীরা** — প্রাচীন স্পার্টার পূর্ণ স্বাধিকারসম্পন্ন নাগরিক।
হেলোট — প্রাচীন স্পার্টার অধিকারবিহীন অধিবাসী; এরা জমির সঙ্গে আবদ্ধ ছিল এবং ভূস্বামী-স্পার্টাবাসীদের কাছে এদের নির্দিষ্ট দায়দায়িত্ব থাকত। পৃঃ ৭০

(১৮) **হায়েরোডুল** — প্রাচীন গ্রীস ও তার উপনিবেশে মন্দিরের দাস বা দাসী। বহু অঞ্চলে বিশেষত নিকট এশিয়া ও করিন্থ শহরে মহিলা হায়েরোডুলরা মন্দিরমহলে গণিকাবৃত্তি করত। পৃঃ ৭৩

(১৯) **'গুড্রুন'** — ত্রয়োদশ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য। পৃঃ ৮৫

(২০) **ধর্মসংস্কার আন্দোলন** (রিফর্মেশন) — ১৬শ শতকে জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সম্প্রসারিত ক্যাথলিক গির্জার বিরোধী ব্যাপক ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলন। রিফর্মেশনের বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল হিসেবে ইংলন্ড, স্কটল্যান্ড, নেদার্ল্যান্ডস্, জার্মানির একাংশ এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে কয়েকটি নতুন তথাকথিত প্রটেস্টান্ট গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

লুথার ও কালভাঁ হলেন রিফর্মেশনের দুই তাত্ত্বিক। পৃঃ ৮৭

(২১) ১৫১৯-১৫২১ সালে স্পেনের কন্‌কিস্টাডর কর্তৃক মেক্সিকো বিজয়ের কথা বলা হচ্ছে এখানে। পৃঃ ৯৯

(২২) **'নিরপেক্ষ উপজাতি'** — এরি হ্রদের উত্তর উপকূলের বাসিন্দা ইরকোয়াসদের সমগোত্রীয় কয়েকটি উপজাতির সামরিক জোটকে ১৭শ শতকে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। নামটি ফরাসী উপনিবেশিকদের দেওয়া; কারণ, স্বয়ং ইরকোয়াস ও গুরোঁ উপজাতিদুটির মধ্যে যুদ্ধ বাধলে উপরোক্ত জাতিগুলি কারও পক্ষ নিত না। পৃঃ ১০৭

(২৩) ব্রিটিশ উপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে ১৮৭৯-১৮৮৭ সালে জুলু ও নুবিয়ানদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের কথা এখানে উল্লিখিত।

মুসলমান যাজক মোহম্মদ-আহমদের নেতৃত্বে নুবিয়ান, আরব ও সুদানের অন্যান্য অধিজাতির জাতীয় মুক্তিবিদ্রোহ শুরু হয় ১৮৮১ সালে। বিদ্রোহ চলাকালে একটা স্বতন্ত্র কেন্দ্রীভূত 'মেহেদি' রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। কেবল ১৮৯৯ সালেই ব্রিটিশরা সুদান জয় করতে সমর্থ হয়। পৃঃ ১০৭

(২৪) অ্যাটিকায় স্থায়ী বসবাসকারী তথাকথিত মিটেকদের (দেশান্তরী) কথা উল্লিখিত। স্বাধীন হলেও এথেন্সের নাগরিকের অধিকার তাদের ছিল না। এরা প্রধানত কুটিরশিল্পী ও বণিক ছিল, বিশেষ কর দিতে বাধ্য ছিল এবং পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত নাগরিকদের মধ্যে তাদের 'পৃষ্ঠপোষক' থাকা প্রয়োজন ছিল; শেষোক্তদের মাধ্যমে তারা শাসক সংস্থায় আবেদন করতে পারত। পৃঃ ১২৮

(২৫) **বারো ফলকের আইন** — রোমের আইনবিধির প্রাচীনতম নিদর্শন। খ্রঃ পূঃ পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি অভিজাতদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রামের ফলে নির্ণীত আইনটি রীতিভিত্তিক আইনের পরিবর্তে প্রবর্তিত হয়; আইনটিতে রোম সমাজে মালিকানাভিত্তিক প্রকারভেদ, দাস প্রথার বিকাশ ও দাস প্রথাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া প্রকটিত। আইনটি ১২টি ফলকে লিপিবদ্ধ ছিল। পৃঃ ১৩৩

(২৬) **দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ** (খ্রঃ পূঃ ২১৮-২০১) — পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন, নতুন নতুন এলাকা দখল ও ক্রীতদাস আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে প্রাচীনকালের দুটি বৃহত্তম দাস প্রথাভিত্তিক রাষ্ট্র — রোম ও কার্থেজের — মধ্যে যেসব যুদ্ধ বাধে, সেগুলির অন্যতম। যুদ্ধটির অবসান ঘটে কার্থেজের পরাজয়ে। পৃঃ ১৩৪

(২৭) ইংরেজ কর্তৃক ওয়েল্‌স্‌ বিজয় ১২৮৩ সালে সমাপ্ত হয়। তবু তারপরও

ওয়েল্সের স্বায়ত্তশাসন বজায় থাকে; ১৬শ শতকের মাঝামাঝি তা পুরোপুরি ইংলণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। পৃঃ ১৪৪

(২৮) ১৮৬৯-১৮৭০ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাস সম্পর্কে বড় একটি রচনা নিয়ে এঙ্গেলস কাজ করেন; রচনাটি সমাপ্ত হয় নি। কেল্ট ইতিহাস অধ্যয়নকালে তিনি প্রাচীন ওয়েল্সের আইন নিয়েও গবেষণা করেন। পৃঃ ১৪৫

(২৯) ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এঙ্গেলস স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করেছিলেন। পৃঃ ১৪৭

(৩০) নিপীড়ন ও জমিচ্যুত করার বিরুদ্ধে স্কটল্যাণ্ডের মালভূমির ক্ল্যানগুলি ১৭৪৫-১৭৪৬ সালে বিদ্রোহ করে। ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের অভিজাত ও বুর্জোয়াদের স্বার্থে জমি বেদখল করা হয়। পার্বত্য সম্প্রদায় প্রাচীন গোত্র প্রথা সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম করে। বিদ্রোহ দমনের ফলে স্কটল্যাণ্ডের মালভূমিতে ক্ল্যান প্রথা ভেঙে দেওয়া, গোত্রীয় জমি মালিকানার অবশেষ বিলুপ্ত করা, জমি থেকে স্কটিশ চাষীদের বিতাড়ন প্রক্রিয়া জোরালো করা এবং কোনো কোনো গোত্রীয় রীতিনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। পৃঃ ১৪৮

(৩১) **'আলেমান ন্যায়'** — এখনকার অ্যালসেস, অধুনা পূর্ব সুইজারল্যাণ্ড ও দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানিতে পঞ্চম শতক থেকে বসবাসকারী জার্মান আলেমান (আলামান) উপজাতিগুলির সঙ্ঘের রীতিগত আইনসংকলন। আইনটি ষষ্ঠ শতকের শেষ, সপ্তম শতকের আরম্ভ ও অষ্টম শতকেও চালু ছিল। এঙ্গেলস এখানে 'আলেমান ন্যায়'এর ৮১ম (৮৪ম) আইনের কথা উল্লেখ করেছেন। পৃঃ ১৪৯

(৩২) **'হিল্ডেব্রাণ্ডের গাথা'** — বীরকাব্য, অষ্টম শতকের প্রাচীন জার্মান গদ্যের নিদর্শন। এর অংশবিশেষই শুধু অবশিষ্ট রয়েছে। পৃঃ ১৫০

(৩৩) **অ্যার্গোনটরা** — গ্রীক পুরাকথার বীররা যারা 'অ্যার্গো' নামে জাহাজে করে স্বর্ণ-মেষচর্মের জন্য কলখিদায় গমন করেন। পৃঃ ১৫১

(৩৪) রোম রাজের বিরুদ্ধে ৬৯-৭০ সালে (মতান্তরে ৬৯-৭১ সালে) সিভিলিসের পরিচালনায় জার্মান ও গলের উপজাতিগুলির বিদ্রোহ গল প্রদেশের প্রধান অংশ ও রোমের অধীনস্থ জার্মান এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল; এসব অঞ্চল রোমের হাতছাড়া হবার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল। প্রথম দিকের সাফল্যাদির পর বিদ্রোহীরা কয়েকটি পরাজয় স্বীকার ক'রে রোমের সঙ্গে সন্ধি সম্পাদনে বাধ্য হয়। পৃঃ ১৫৩

(৩৫) 'Codex Laureshamensis' ('লর্শের কোড-সঙ্কলন') লর্শ মঠের প্রদত্ত পুরস্কারপত্র ও সুবিধাদির নকলসমূহের সঙ্কলন। দ্বাদশ শতকে তৈরি সঙ্কলনটি ৮-৯ম শতকে কৃষক ও সামন্ত জমি মালিকানার ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। পৃঃ ১৬৩

(৩৬) **জার্মান জাতির পবিত্র রোম সাম্রাজ্য** — ৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত মধ্য যুগের সাম্রাজ্য, জার্মানির ভূখণ্ড ও ইতালির একাংশ যার অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে কোনো কোনো ফরাসী ভূখণ্ড, চেক, অস্ট্রিয়া, নেদার্ল্যান্ডস্ ও অন্যান্য দেশও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাম্রাজ্য কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্র ছিল না। তা ছিল সম্রাটের কর্তৃত্ব মেনে-নেওয়া সামন্ত রাজত্ব ও স্বাধীন শহরগুলোর দুর্বল সম্মিলন। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হাপ্সবুর্গ বংশ পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটের উপাধি ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার পর ১৮০৬ সালে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। পৃঃ ১৬৫

(৩৭) **বেনেফিসিয়াম** (beneficium — আক্ষরিক অর্থ 'মঙ্গলসাধন') — জমি প্রদানের প্রথা। অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে ফ্রাঙ্ক রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বেনেফিসিয়াম রূপে আবদ্ধ চাষী সহ জমি দেওয়া হত এবং গ্রাহক আজীবন তা ভোগ করত। এর বিনিময়ে গ্রাহক জমিদাতার বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত হত (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সামরিক সেবা)। বেনেফিসিয়াম প্রথা সামন্ত শ্রেণী, বিশেষ করে অল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্ভব, চাষীদের ভূমিদাস বানানো, প্রজা-প্রভু সম্পর্ক ও সামন্ততন্ত্রী স্তরায়ণ (হায়েরার্কি) বিকাশে উৎসাহ দেয়। পরে বেনেফিসিয়াম বংশানুসৃত জমিদারীতে (ফিউড) পরিণত হয়।

পৃঃ ১৬৮

(৩৮) **এলাকার কাউণ্ট** (Gaugrafen)— ফ্রাঙ্ক রাষ্ট্রে এলাকার (gau) পরিচালনায় নিযুক্ত রাজদরবারের আমলা। নিজ এলাকায় বিচার, কর আদায় ও সৈন্যদল গঠনের ক্ষমতা প্রত্যেক কাউণ্টের ছিল। যুদ্ধের সময় কাউণ্টই নিজ সৈন্যের অধিনায়ক হত। নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য এই এলাকায় প্রাপ্ত রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ সে ভোগ করত এবং তাকে জমিজমা প্রদান করা হত। পরে কাউণ্টরা ক্রমে ক্রমে রাজদরবার নিযুক্ত আমলা থেকে স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী বড় বড় সামন্ত মালিকে পরিণত হয় (বিশেষত ৮৭৭ সালের পর সরকারীভাবে নতুন কাউণ্টের পদ বংশানুক্রমিক করার পর)। পৃঃ ১৬৯

(৩৯) **আঙ্গারি** — রোম সাম্রাজ্যে একরকম দায়। তার অধীনে প্রজারা সরকারী শকটের জন্য ঘোড়া ও কুলিদের বন্দোবস্ত করতে বাধ্য ছিল। পরবর্তীকালে দায়টি

ব্যাপক আকার ধারণ করে ও দেশবাসীদের উপর বড় বোঝার রূপ নেয়।
পৃঃ ১৭০

(৪০) Commendation — নির্দিষ্ট শর্তে কৃষক কর্তৃক সামন্তদের এবং ছোট ছোট সামন্ত কর্তৃক বড় সামন্তদের 'অভিভাবকত্ব' স্বীকারের প্রথাবিশেষ ('অভিভাবকের' জন্য সামরিক সেবা, অন্যান্য দায়দায়িত্ব পালন, তার হাতে নিজের জমি তুলে দিয়ে শর্তাধীন ভোগস্বত্ব রূপ তা ফিরে পাওয়া)। ৮-৯ম শতক থেকে ইউরোপে এটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। প্রায়ই বলপূর্বক কৃষকদের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি আদায় করা হত; কৃষকদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হরণ এবং অল্পবিত্ত সামন্তদের অধীনতা স্বীকার হিসেবেই তা প্রকটিত হত। কমেন্ডেশন একদিকে কৃষকদের ভূমিদাস বানানো ও অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক স্তরায়ণ দৃঢ়তর করায় উৎসাহ দিত। পৃঃ ১৭১

(৪১) হ্যাস্টিংসে ১০৬৬ সালে ডিউক অব নর্ম্যান্ডি ভিলহেল্মের সৈন্য (ইংলন্ডে প্রবেশ করেছিল) এবং অ্যাংলোস্যাক্সন সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। শেষোক্তদের সামরিক প্রতিষ্ঠানে গোষ্ঠীব্যবস্থার অবশেষ তখনও বজায় ছিল। এদের যুদ্ধাস্ত্র ছিল আদিম ধরনের। অ্যাংলোস্যাক্সনরা পরাজয় স্বীকার করে, এদের রাজা হ্যারল্ড লড়াইয়ে নিহত হয়। ভিলহেল্ম ইংলন্ডের রাজা হয়ে ১ম ভিলহেল্ম বিজেতার নাম গ্রহণ করে। পৃঃ ১৭৮

(৪২) **বন্ধক** — দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্থাবর সম্পত্তি (জমি, বাড়ি) বন্ধক দেওয়ার ব্যবস্থা। পৃঃ ১৮৩

(৪৩) **ডিট্‌মার্শেন** — আধুনিক শ্লেজ্‌ভিগ-হল্‌শটাইনের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি প্রদেশ। প্রাচীনকালে সেখানে স্যাক্সনরা থাকত; অষ্টম শতকে শার্লেমেন এ অঞ্চল জয় করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্মীয় ও অ-ধর্মীয় সামন্তরা সেখানে রাজত্ব করে। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ডিট্‌মার্শেনের বাসিন্দারা (স্বাধীন কৃষকদের সংখ্যা এদের মধ্যে সর্বাধিক ছিল) ক্রমে ক্রমে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে আরম্ভ করে এবং ১৩শ শতকের সূচনা থেকে ১৬শ শতকের মাঝামাঝি অবধি কার্যত স্বাধীন হয়ে যায়। স্বাধীনতার কালপর্যায়ে ডিট্‌মার্শেন ছিল স্বশাসিত কৃষক গোষ্ঠীগুলির সমষ্টি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কৃষক গোষ্ঠীর ভিত্তি ছিল প্রাচীন কৃষক গোত্র। ১৪শ শতক অবধি ডিট্‌মার্শেনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিল জমির স্বাধীন মালিকদের সভার হাতে। তারপর ক্ষমতা তিনটি নির্বাচনী কলিজিয়মের হস্তগত হয়। ১৫৫৯ সালে ডেনমার্কের রাজা

দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ও হল্‌শ্‌টাইনের ডিউকদ্বয় ইয়োহান ও আডল্ফ ডিট্‌মার্শেনের বাসিন্দাদের প্রতিরোধ ভেঙে ফেলে অঞ্চলটি বিজয়ীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কিন্তু গোষ্ঠীর গড়ন ও আংশিক স্বশাসন ডিট্‌মার্শেনে ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বজায় থাকে। পৃঃ ১৮৬

নামের সূচি

অ

অগাস্টস (খৃঃ পূঃ ৬৩-১৪ খৃঃ) — রোমান সম্রাট (রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ২৭-১৪ খৃঃ)। —১৩৩, ১৩৫, ১৬১

অডোয়েকার (আঃ ৪৩৪-৪৯৩) — জার্মান সৈন্যদলগুলির অন্যতম নেতা, ৪৭৬ সালে রোমান সম্রাটকে উৎখাত করে ইতালির ভূখণ্ডে প্রথম 'বর্বর' রাজ্যের রাজা হন। —১৫৯

অ্যাপিয়াস ক্লডিয়াস (মৃত্যু আঃ খৃঃ পূঃ ৪৪৮)— রোম রাষ্ট্রনায়ক ও কন্সাল; বারো ফলকের আইন নির্ণায়ক ডিসেম্বিরদের কমিশনের অন্যতম সদস্য। —১৩৪

আ

আগাসিজ (Agassiz), **লুই জাঁ রুদোল্ফ** (১৮০৭-১৮৭৩) — সুইস প্রাণিবিদ ও ভূতত্ত্ববিদ; প্রকৃতিবিদ্যায় অতি প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন। —৫৬

আনাক্সানদ্রিদাস (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক) — স্পার্টার রাজা, রাজত্বকালের শুরু খৃঃ পূঃ ৫৬০ সাল থেকে, এরিস্টোনিসের সহশাসক। —৬৯

আমিয়ানাস মার্সেলিনাস (আঃ ৩৩২-৪০০) — রোমান ইতিহাসবিদ, তাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থে ৯৬-৩৭৮ বর্ষক্রমে রোম ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছেন। — ৭৬, ১০২

আরিস্টটল (খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) — প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী, তৎকালীন অধিগম্য সমস্ত জ্ঞানে পণ্ডিত; দর্শনে ভাববাদ ও বস্তুবাদে দোদুল্যমান। —১১৪

আর্টাক্সেরক্স — অহমেনিদ বংশের তিনজন প্রাচীন পারসিক রাজার নাম। —১৪০

আলফিলা (আঃ ৩১১-৩৮৩) — পশ্চিম গথদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মী, গথদের মধ্যে খৃস্টধর্ম সম্প্রসারণ করেন। —১৪০

আলেকজান্ডার মেসিডোনিয়ার (খৃঃ পূঃ ৩৫৬-৩২৩) — প্রাচীন জগতের বিখ্যাত সেনাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক। — ৬৬

ই

এ

ও

ক

ব

র

ল

সাহিত্য ও পৌরাণিক চরিত্র

অডিসিউস — হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'অডিসি' কাব্যের নায়ক, ইথাকা দ্বীপের পুরাকথার রাজা, ট্রয় যুদ্ধের সময় গ্রীক সৈন্যদলের অন্যতম সেনাপতি; সাহসিকতা, চাতুরী ও বাগ্মিতা তার বৈশিষ্ট্য। —১১৭

অ্যাপোলো — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার সূর্য ও আলোর দেবতা, ললিতকলার পৃষ্ঠপোষক। —১৩, ১৪

অ্যাফ্রোদিত — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী। —৭৩

অ্যাব্রাহাম — বাইবেল অনুসারে প্রাচীন ইহুদিদের পিতৃপুরুষ। —৫৯

আর্গোনট — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার স্বর্ণলোম সংগ্রহের উদ্দেশে কল্‌খিদাযাত্রী 'আর্গো' জাহাজের বীরদের নাম। স্বর্ণলোমকে অজগর পাহারা দিত। —১৫১

আল্‌থিয়া — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার রাজা থেস্টিয়াসের কন্যা, মিলিয়েগারের জননী। —১৫১

আকিলিস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার ট্রয় অবরোধকারী গ্রীক বীরদের মধ্যে সাহসিকতম; হোমারের 'ইলিয়ড'এর অন্যতম প্রধান নায়ক। —৬৮, ১১৭

আগামেম্নন — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার আর্গসের রূপকথাতুল্য রাজা, 'ইলিয়ড'এর অন্যতম নায়ক, ট্রয় যুদ্ধে গ্রীক সেনাধিনায়ক; এস্কাইলাসের সমনাম ট্র্যাজেডির নায়ক। —১৩, ৬৮, ৬৯, ১১৭

আনাইটিস — প্রাচীন ইরানীয় পুরাকথার জলসম্পদ ও উর্বরতার দেবী আনাহিটার প্রাচীন গ্রীক নামান্তর। —৫৬, ৭৩

আয়ার্ল্যাণ্ডের জিগেবাণ্ট — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ১৩শ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'গুড্‌রুন'এর নায়ক; আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজা। —৮৫

ইউমেন — হোমারের 'অডিসি'র অন্যতম নায়ক; ইথাকা দ্বীপে অডিসিউসের শূকর পালক, নিজ প্রভুর সুদীর্ঘ পর্যটনকালে প্রভুর বিশেষ অনুগত। —১১৭

ইটিওক্লিস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার থিবসের রাজা ইডিপের পুত্র; নিজের ভাই পলিনিসিসের সঙ্গে থিবসের রাজত্বের অংশভাগী; ভ্রাতৃযুদ্ধে উভয়েই নিহত; এস্কাইলাস রচিত 'থিবসের বিরুদ্ধে সাত জন' ট্র্যাজেডি এরই অনুসৃতি। —১১৫

ইরিনিয়া — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথায় প্রতিশোধ গ্রহণকারী ভূত; এরা নারীসদৃশ, এবং মাথায় চুল অসংখ্য সাপে প্রতিস্থাপিত। —১৩, ১৪

এজিস্থাস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথা অনুসারে ক্লাইটেম্নেস্ট্রার প্রেমিক, আগামেম্ননের হত্যার অংশভাগী। এস্কাইলাসের নাট্যত্রয় 'ওরেস্টিয়া'র প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের নায়ক। —১৩

এট্জেল — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'নিবেলুং গাথা'র নায়ক, হূণদের রাজা। —৮৫

ওরেস্ট — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার আগামেম্নন ও ক্লাইটেম্নেস্ট্রার পুত্র; মা ও এজিস্থাসের উপর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করে; এস্কাইলাসের 'ওরেস্টিয়া' ট্র্যাজেডির নায়ক। —১৩, ১৪

কাসাণ্ড্রা — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার ট্রয় রাজা প্রায়েমাসের কন্যা; অন্তর্দর্শিনী; ট্রয় বিজিত হলে দাসী রূপে আগামেম্ননের অনুগামিনী; এস্কাইলাসের 'আগামেম্নন' ট্র্যাজেডির অন্যতম নায়িকা। —৬৯

ক্রিমহিল্ড — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'নিবেলুং গাথা'র নায়িকা, বুর্গাণ্ডদের রাজা গুন্থারের বোন, জিগফ্রিডের কনে ও পরে স্ত্রী; জিগফ্রিডের মৃত্যুবরণের পর হূন রাজা এট্জেলের স্ত্রী। —৮৫

ক্লয়া — লঙ্গস (২-৩ খৃস্টাব্দ) রচিত প্রাচীন গ্রীক উপন্যাস 'ড্যাফনিস ও ক্লয়া'র নায়িকা। প্রেমিকা রাখালিনির চরিত্র। —৮৪

ক্লাইটেম্নেস্ট্রা — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার আগামেম্ননের পত্নী, ট্রয় যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত স্বামীর হত্যাকারী; এস্কাইলাসের ট্র্যাজেডির 'ওরেস্টিয়া'র নায়িকা। —১৩

ক্লিওপেট্রা — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথায় উত্তুরে হাওয়ার দেবতা বোরেয়াসের কন্যা। —১৫১

গুড্রুন (কুড্রুন) — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ১৩শ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্যের নায়িকা, হেগেলিংদের রাজা হেটেল ও আয়ার্ল্যাণ্ডের হিলডে'র কন্যা, জীল্যাণ্ড হারভিগের বাগদত্তা; অরমানীর (নর্ম্যাণ্ডি) হার্টমুট তাকে অপহরণ করে কিন্তু ১৩ বছর বন্দী থেকেও তার স্ত্রী হতে রাজী হয় নি; হারভিগ তাকে উদ্ধার ও বিবাহ করে। —৮৫

গুন্থার — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'নিবেলুং গাথা'র নায়ক, বুর্গাণ্ডিয়ানদের রাজা। —৮৫

গ্যানিমেড — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার অপরূপ সুন্দর যুবক; দেবতারা একে অপহরণ করে অলিম্পাসে নিয়ে যায় এবং সেখানে সে জিউসের মদ্যসেবক হয়। —৭১

জর্জ ডান্ডিন — মলিয়েরের হাস্যরসাত্মক 'জর্জ ডান্ডিন, অথবা বোকা-বানানো স্বামী' নাটকের নায়ক, ধনী অথচ অতি সরলবিশ্বাসী চাষীর প্রতীক; দেউলিয়া অভিজাত নারীর সুকৌশলে প্রতারিত স্বামী। —১৮৩

জিউস — প্রাচীন গ্রীকপুরাকথার দেবরাজ। —১১৭

জিগ্‌ফ্রিড — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'নিবেলুং গাথা'র অন্যতম প্রধান নায়ক। —৮৫

টিউক্রস — হোমারের 'ইলিয়ড' মহাকাব্যের অন্যতম নায়ক, ট্রয়যোদ্ধা। —৬৯

টেলামন — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার অন্যতম বীর, ট্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগদানকারী। —৬৯

টেলিমেকাস — হোমারের 'অডিসি' মহাকাব্যের অন্যতম নায়ক; ইথাকা দ্বীপের রাজা অডিসিউসের পুত্র। —৬৮

ডেমোডোকাস — হোমারের 'অডিসি'র নায়কদের অন্যতম; পুরাকথার থিয়াকদের রাজা আল্কিনয়াসের দরবারের অন্ধ গায়েন। —১১৭

ড্যাফনিস — লঙ্গস (২-৩ খৃস্টাব্দ) রচিত প্রাচীন গ্রীক উপন্যাস 'ড্যাফনিস ও ক্লয়া'র নায়ক। প্রেমিক রাখালের প্রতীক। —৮৪

থিসিউস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার প্রধানতম বীর বিশেষ; পুরাকথা অনুসারে এথেন্সের রাজা, এবং নিজেই এথেন্স রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। —১২০, ১২১

থেস্টিয়াস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথা অনুসারে ইথোলিয়াস্থ প্লিউরনের রাজা। —১৫১

নরওয়ের উটে — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ১৩শ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'গুড্রুন'এর নায়িকা। —৮৫

নিয়োর্ড — প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় পুরাকথার উর্বরতার দেবতা, প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় বীরগাথা 'জ্যেষ্ঠা এড্ডা'র নায়ক। —৪১, ৪২

নেস্টর — প্রাচীন গ্রীক রূপকথায় ট্রয় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, প্রবীণতম ও বিচক্ষণতম বীর। —১১৩

পলিনিসিস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার থিব্‌স রাজ ইডিপের অন্যতম পুত্র; ভাইয়ের সঙ্গে থিব্‌সের রাজত্বের অংশভাগী; যুদ্ধে ভ্রাতৃহন্তা এবং নিজেও নিহত; এই পুরাকথার অনুকরণে এস্কাইলাসের 'থিব্‌সের বিরুদ্ধে সাত জন' ট্র্যাজেডি রচিত। —১১৫

পাল্লাস এথেনা — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার অন্যতম প্রধান দেবী, যুদ্ধের দেবী ও প্রাজ্ঞতার প্রতিমূর্তি; এথেন্স রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করা হত। —১৩, ১৪

ফিনিয়াস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার অন্ধ দেবদূত। দ্বিতীয় স্ত্রীর উস্কানিতে নিজ ও বোরেয়াসের কন্যা তার প্রথমা স্ত্রী ক্লিওপেট্রার সন্তানদের প্রহারকারী এবং সেজন্য দেবদণ্ডপ্রাপ্ত। —১৫১

ফ্রেইয়া — প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় পুরাকথায় উর্বরতা ও ভালবাসার দেবী, প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় লোকগাথা 'জ্যেষ্ঠা এড্ডা'র নায়িকা, সহোদর দেবতা ফ্রেইয়ার স্ত্রী। —৪১

বোরেয়াড — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার উত্তুরে হাওয়ার দেবতা বোরেয়াস এবং এথেন্সের রাজকন্যা ওরেস্টিকার সন্তানদের নাম। —১৫১

ব্রুনহিল্ড — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'নিবেলুং গাথা'র নায়িকা, আইসল্যান্ডের রাণী, পরে বুর্গান্ডিয়ানদের রাজা গুন্থারের পত্নী। —৮৫

মরল্যান্ডের জিগফ্রিড — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ১৩শ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্যের 'গুড্রুন'এর অন্যতম নায়ক; গুড্রুনের পাণিপ্রার্থী কিন্তু প্রত্যাখ্যাত। —৮৫

মিলিটা — ব্যাবিলন পুরাকথার ভালবাসা ও উর্বরতার দেবী ইশতারের প্রাচীন গ্রীক নামান্তর। —৪১

মিলিয়েগার — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার ক্যালিডন শহরের রূপকথাসুলভ রাজা ইনিয়াস এবং মাতুল হত্যাকারী অ্যাল্‌থিয়ার পুত্র। —১৫১

মুলিয়স — হোমারের 'অডিসি'র অন্যতম নায়ক। —১১৭

মেফিস্টোফিলিস — গ্যেটের 'ফাউস্ট' ট্র্যাজেডির অন্যতম প্রধান নায়ক। —৪১

মোজেস — বাইবেল অনুসারে দেবদূত ও আইনবিধিদাতা, মিসরীয় বন্দী প্রাচীন ইহুদিদের উদ্ধারকর্তা, তাদের আইনবিধিদাতা। —১১, ৫৯

রমুলাস — পুরাকথা অনুসারে প্রাচীন রোমের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম রাজা। —১৩৯

লোকি — প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় পুরাকথার রাক্ষস, অগ্নিদেবতা, প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় বীরগাথা 'জ্যেষ্ঠা এড্ডা'র নায়ক। —৪১

সিফ — প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় পুরাকথায় বজ্রদেবতা থোরের পত্নী, প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় বীরগাথা 'জ্যেষ্ঠা এড্ডা'র অন্যতম নায়িকা। —১৫০

হাডুব্রান্ড — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা 'হিল্‌ডেব্রান্ডের গাথা'র অন্যতম নায়ক, গাথাটির প্রধান নায়ক হিল্‌ডেব্রান্ডের পুত্র। —১৫০

হারকিউলিস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়ক, দৈহিক পরাক্রম ও মহাবীর সাধনার জন্য প্রখ্যাত। —১৫১

হার্ভিগ — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ১৩শ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'গুড্রুন'এর নায়ক, জীল্যান্ডের রাজা, গুড্রুনের বাগদত্ত ও পরে স্বামী। —৮৫

হার্টমুট্ — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ১৩শ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য

'গড্রুন'এর নায়ক; অর্মান (নর্ম্যাণ্ডি) রাজার পুত্র, গড্রুনকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেও প্রত্যাখ্যাত হয়। —৮৫

হিল্ডে — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ১৩শ শতকের মধ্যযুগীয় মহাকাব্য 'গড্রুন'এর নায়িকা; আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজার কন্যা, পরে হেগেলিংদের রাজা হেটেলের পত্নী। —৮৫

হিল্ডেব্রাণ্ড — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা 'হিল্ডেব্রাণ্ডের গাথা'র প্রধান নায়ক। —১৫০

হেটেল — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ত্রয়োদশ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'গড্রুন'এর নায়ক, হেগেলিংদের রাজা। —৮৫